GIFT

মানহাজুল কুরআনিল কারিমি ফী রি'আয়াতি দুয়াফায়িল মুজতামিয়ি

(সমাজে দুর্বলদের রক্ষণাবেক্ষণে আল-কুরআনের দিকনির্দেশনা)

তত্ত্বাবধায়ক

ড. এ , আর , এম , আলী হায়দার

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা - ১০০০।

448744

গবেষক

মুহা: আনিসুর রহমান

এম. ফিল গবেষক

রেজি: নং -৬১/২০০২-২০০৩

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা - ১০০০।

Dhaka University Library

448744

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ - ২০০৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

بسم الله الرحمن الرحيم

منهج القرآن الكريم في رعاية ضعفاء المجتمع.

إسم المشرف:الدكتور أبو ريحان محمد على حيدر
(DR.MUHAMMAD A. R. M. ALI HYDAR)
الأستاذ, قسم الدراسات الإسلامية
جامعة داكا
داكا- ١٠٠٠

إسم الباحث : محمد أنيس الرحمن
(MD.ANISUR RAHMAN)
باحث درجة الماجستر فى الفلسفة(ايم فيل)
رقم التسجيل والعام الدراسى:٢٠٠٢/٦١-٢٠٠٣
قسم الدراسات الإسلامية
جامعة داكا
داكا- ١٠٠٠

448744

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

قدمت هذا البحث لنيل درجة الماجستر فى الفلسفة (ايم فيل) -٢٠٠٩
جامعة داكا.

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, *মুহাঃ আনিসুর রহমান,* এম.ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,আমার তত্ত্বাবধানে *"মানহাজুল কুরআনিল কারিমি ফী রি'আয়াতি দুয়াফায়িল মুজতামিয়ি (সমাজে দুর্বলদের রক্ষণাবেক্ষণে আল-কুরআনের দিকনির্দেশনা)"* শীর্ষক অভিসন্দর্ভটির কাজ সম্পন্ন করেছে। আমার জানামতে অভিসন্দর্ভটির পুরো অংশ কিংবা এর অংশবিশেষ অন্যকোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা লাভের জন্য এবং কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় প্রকাশের জন্য পেশ করা হয়নি। তাই এম.ফিল ডিগ্রী প্রদানের উদ্দেশ্যে পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য অভিসন্দর্ভটি জমা নেয়া যেতে পারে।

২৫/১২/০৯

ড. এ , আর , এম , আলী হায়দার
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা - ১০০০।

448744

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

كلمة المشرف

التاريخ:.....

يشهد بأن الباحث المسمى **محمد أنيس الرحمن** باحث درجة الماجستر فى الفلسفة(إيم فيل) من قسم الدراسات الإسلامية بجامعة داكا، ينتهى عمل فلسفته بعنوان البحث " **منهج القرآن الكريم في رعاية ضعفاء المجتمع**" على إشرافى.بادراكى لا يعرض البحث كلها أو جزءها لجامعة أخرى أو معهد لحصول الدرجة أو الدبلوميا.ولا يعطى لإظهارها فى أى معهد أومؤسسة أو للنشر. فلهذا يؤخذ البحث للإرسال عند الممتحنين لنيل درجة الماجستر فى الفلسفة(إيم فيل).

إسم المشرف: الدكتور أبو ريحان محمد على حيدر

(DR.MUHAMMAD A. R. M. ALI HYDAR)

الأستاذ, قسم الدراسات الإسلامية

جامعة داكا

داكا- ١٠٠٠

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকার নামা

আমি এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, *"মানহাজুল কুরআনিল কারিমি ফী রি'আয়াতি দুয়াফায়িল মুজতামিয়ি (সমাজে দুর্বলদের রক্ষণাবেক্ষণে আল-কুরআনের দিকনির্দেশনা)"* শীর্ষক আমার রচিত অভিসন্দর্ভটি পূর্ণ অথবা এর অংশবিশেষ অন্যকোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী / ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় প্রকাশের জন্য পেশ করিনি। এটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণা কর্ম।

মুহাঃ আনিসুর রহমান
এম. ফিল গবেষক
রেজিঃ নং -৬১/২০০২-২০০৩
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা - ১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

رسالة الاعلان

اعترف بأن هذا المبحوث من جهدى و صياغتى.وما كان من الغير حرفية أو معنوية. فقد تمت الإحالة على مصادرها و مراجعها.ولا أعرضها كلا أو جزئا فى أية جامعة أو مؤسسة لحصول الدرجة العليا.ولا أقدمها للكشف.وهذا بحثى الأصلى.

الباحث
محمد. أنيس الرحمن
(MD.ANISUR RAHMAN)
باحث درجة الماجستر فى الفلسفة(إيم فيل)
رقم التسجيل والعام الدراسى:٢٠٠٢/٦١-٢٠٠٣
قسم الدراسات الإسلامية
جامعة داكا
داكا- ١٠٠٠

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া যার একান্ত মেহেরবাণীতে *"মানহাজুল কুরআনিল কারিমি ফী রি'আয়াতি দুয়াফায়িল মুজতামিয়ি (সমাজে দুর্বলদের রক্ষণাবেক্ষণে আল-কুরআনের দিকনির্দেশনা)"* শীর্ষক শিরোনামে আমার রচিত অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি।

আলোচ্য বিষয়ে এম.ফিল করার পটভূমি সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এম.ফিল গবেষণা কর্ম শুরুর পূর্বে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে গবেষণা কর্ম সম্পাদন করার মনস্থির করি। অনেক চিন্তাভাবনা করে সমাজে দুর্বলদের রক্ষণাবেক্ষণে আল-কুরআনের দিক নির্দেশনা বিষয়ে গবেষণা করার পরিকল্পনা নিয়ে আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়াম্যান ও অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ আনসার উদ্‌দীন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আব্দুর রশিদ স্যারের সাথে আলোচনা করলে তারাও আমাকে এ বিষয়ে কাজ করার জন্য পরামর্শ দান করেন।

অত:পর স্যারদের পরামর্শক্রমে উল্লেখিত বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনা করার প্রত্যয় নিয়ে ২০০২ - ২০০৩ শিক্ষা বর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ হতে এম.ফিল প্রোগ্রামে ভর্তি হয়ে গবেষণার কাজ শুরু করি। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় গবেষণা চলাকালীন সময়ে আমাদের সকলকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে আমার তত্ত্বাবধায়ক এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ আনসার উদ্‌দীন বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তি কাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন তাঁকে মাকবুল বান্দাহ হিসেবে কবুল করেন এবং জান্নাতুল ফেরদাউসে তার ঠিকানা করে দেন।

অত:পর আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ডঃ,আ,র,ম আলী হায়দার স্যারকে অনুরোধ করলাম তিনি যেন আমার তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। স্যার আমার আবেদন রক্ষা করলেন এবং আমার তত্ত্বাবধায়ক হবার জন্য সম্মতি প্রদান করেন। এরপর আমি নতুন করে গবেষণার কাজ শুরু করি এবং দীর্ঘদিন যাবৎ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার পর সম্প্রতি উক্ত বিষয়ে প্রণীত খসড়াটি তত্ত্বধায়ক মহোদয় সমীপে পেশ করলাম। তিনি অনুপুংখ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপন করার চুড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেন।

এ অভিসন্দর্ভ রচনার বিভিন্ন পর্যায়ে আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ডঃ,আ,র,ম আলী হায়দার স্যার তার অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় করে গবেষণা পদ্ধতিসহ সঠিক বিষয়ে আমাকে অকৃপণভাবে পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তার সঠিক তত্ত্বাবধান, পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা না পেলে আমার অভিসন্দর্ভটি যথাযথ ভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হত না। তাঁর ঔদার্য ও মহানুভবতার জন্য আমি তার নিকট ঋণী ও কৃতজ্ঞ। আমি তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। এ পর্যায় যার কথা উল্লেখ না করলেই নয়, তিনি হলেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েই আমার গবেষণা কর্ম তরান্বিত করতে সক্ষম হয়েছি।

আজকের এক্ষণে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, আমার পিতা মুহা: শাহ আলম মাতব্বরকে, যার একান্ত ইচ্ছা, উৎসাহ , উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণায় আমার উচ্চতর দ্বীনী শিক্ষার পথ সুগম হয়েছিল। মহান আল্লাহর দরবারে আমার বিশেষ মুনাজাত তিনি যেন আমার অসুস্থ বাবাকে দ্রুত আরোগ্য দান করেন। সে সাথে বিনয়ের সাথে দোয়া করি আমার মা মরহুমা হাজেরা বেগমের জন্য। যাকে আমি ছোট বেলাতেই হারিয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

আমার গবেষণার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দুষ্প্রাপ্য তথ্য, উপাত্ত ও গবেষণা উপকরণ দিয়ে যারা আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আব্দুর রশিদ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ মোঃ মানজূরে ইলাহী, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-চট্টগ্রাম, এর সহকারী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-কুষ্টিয়া,এর দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ আবু জাফর খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক যোবায়ের মুহাম্মদ ইহসানুল হক,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আবু ইউসুফ,মুহাম্মাদ মাসউদ , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রভাষক মুহাম্মদ নূরুল আমীন এবং মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক মুহাম্মদ ওমর ফারুক, তানযীমুল উম্মাহ ক্যাডেট মাদরাসার আরবী প্রভাষক মুহাম্মদ আজিজুল হক, আবুল ফজল আব্দুল্লাহ,শাহ মু.ওলিউর রহমান চিশতী, মঈনুদ্দীন সরকার , ওবায়দুল্লাহ শামীম,সাইফুল্লাহ মুহাম্মাদ ফয়সাল,শামছুজ্জান শাহীন প্রমুখ।

আমার গবেষণা কর্মের দীর্ঘকালীন কর্ম প্রচেষ্টাকে সজ্জীবিত রাখতে যারা পরামর্শ ও আন্তরিক দোয়া ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মুহতারাম মাওলানা জয়নুল আবেদীন (অধ্যক্ষ, তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা), মাওলানা ডঃ আবু ইউসুফ খান (উপাধ্যক্ষ, তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, মাওলানা হেলাল উদ্দীন (মুহাদ্দিস, তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা), হাবীবুল্লাহ মুহাম্মাদ ইকবাল (চেয়ারম্যান, তানযীমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশন), মাওলানা শফিকুল ইসলাম (ভাইস প্রিন্সিপাল, আমতলী কামিল মাদরাসা), আব্দুল্লাহ আল মামুন (সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান, তানযীমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশন), মাওলানা মোস্তফা জামান (ভাইস প্রিন্সিপাল, হোগল পাতি নেছারিয়া সিনিয়র মাদরাসা), মাওলানা মুহাম্মাদ শাহ্ জালাল (প্রভাষক, বেতমের আশ্রাফুল উলুম সিনিয়র মাদরাসা),মাওলানা মুহাম্মাদ মুরতাজা (প্রভাষক, বেতমের আশ্রাফুল উলুম সিনিয়র মাদরাসা), মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, টিকিকাটা নূরীয়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা), মীম আতীকুল্লাহ (প্রিন্সিপাল, তানযীমুল উম্মাহ ক্যাডেট মাদরাসা), আমার শ্বশুর ডাঃ মুহাম্মাদ সিদ্দিকুর রহমান ,আমার ছোট ভাই মাওলানা মুহাম্মাদ সিদ্দিকুর রহমান, আমার বন্ধু ও দ্বীনী ভাই আব্দুল আলীম, আ.ন.মু রাশিদুল ইসলাম, মাহমুদুল হাসান,রবিউল ইসলাম,এইচ.এম. আব্দুল্লাহ আল মামুন, জুলফিকার আলী,এম.ডি.হারুনুর রশিদ,আমার সহকর্মী সৈয়দা সাবেরা বানু,সুলতানা নাসরীন,জান্নাতুন নাঈমা, আখফা নূর,হাফসা খানম এবং আমার সহধর্মিনী মোসাঃ আয়শা সিদ্দিকা প্রমুখ। আমি তাদেরকে অকৃত্রিম সাহায্য-সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। মহান আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার প্রার্থনা করছি।

সর্বোপরি আমার অভিসন্দর্ভের কাজ চালিয়ে যেতে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থকার হতে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছি তার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, দারুল ইহসান লাইব্রেরী, আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ লাইব্রেরী এবং পাবলিক লাইব্রেরী ঢাকা অন্যতম। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী আমাকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল।

পরিশেষে কম্পিউটার অপারেটর কাজে সহযোগিতা করার জন্য জনাব কামাল হোসেন এবং রিজিয়া সুলতানাকে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

মুহাঃ আনিসুর রহমান
এম. ফিল গবেষক
রেজিঃ নং -৬১/২০০২-২০০৩
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

الشكر و التقدير

بعد حمد الله تعالى وتوفيقه على إنجاز هذه الرسالة أتوجه بالشكر العميق لجامعة داكا التى أتاحت لى فرصة الدراسة فيها.و وفرت لى جميع الإمكانات اللازمة كما أتوجه بالشكر والعرفان لقسم الدراسات الإسلامية ، ثم قسم اللغة العربية على حسن التعاون و التعامل الذى لقيته خلال مدة الدراسة.

وأرفع أسمى آيات الشكر الجزيل للأستاذ الدكتور أبو ريحان محمد على حيدر الذى تفضل بالإشراف على هذا البحث و إبداء توجيهاته وملاحظته التى استفدت منها في مرحلة كتابة الرسالة ،رغم أشغاله الكثيرة وارتباطه بالإدارة. وأشكر أيضا الأستاذ الدكتورمحمد عبد الرشيد بقسم الدراسات الإسلامية لجامعة داكا والدكتور محمد منظور إلهى، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية فى الجامعة الوطنية والدكتور محمد سيف الله، الأستاذ المساعد بالجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ والدكتور زبير محمد إحسان الحق، الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية لجامعة داكا و محمد أبو يوسف،الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية لجامعة داكا ومحمد نور الأمين ومحمد تاج الإسلام ،المحاضران بقسم اللغة العربية لجامعة داكا ومحمد عمر الفاروق،المحاضر بقسم التاريخ الإسلامى لجامعة داكا و مولانا محمد زين العابدين ،مدير مدرسة تعمير الملة الكامل ونائب المدير الدكتور مولانا أبو يوسف خان والمحدث مولانا هلال الدين ومولانا شفيق الإسلام،نائب المدير،المدرسة الإسلامية الكامل أمتولى وحبيب الله محمد إقبال،رئيس مؤسسة تنظيم الأمة ونائب الرئيس عبد الله المأمون وصهرى الطبيب صديق الرحمن وأخى محمد عزيز الحق والشيخ ميم عتيق الله وأبو نعيم محمد رشيد الإسلام ومحمود الحسن و أبو الفضل عبد الله وغيرهم.

كما أقدم بالشكر والعرفان لكل من ساعدنى فى إتمام هذه الأمور المباحث من الأساتذة والزملاء والمؤظفين والعاملين فى الإدارة ومكتبة الجامعة.جزاهم الله عنى خير الجزاء.

الباحث
محمد أنيس الرحمن
باحث درجة الماجستر فى الفلسفة(إيم فيل)
رقم التسجيل والعام الدراسى:٦١/٢٠٠٢-٢٠٠٣
قسم الدراسات الإسلامية
جامعة داكا.

Dhaka University Institutional Repository

الرموز المستعملة فى هذا البحث

م	الميلادى
هـ	الهجرى
(صلعم)	صلى الله عليه وسلم
(رضـ)	رضى الله تعالى عنه
.....الآية	إلى آخر الآية
.....الحديث	إلى آخر الحديث
ت	توفى
ج	جلد
ص	صفحة
ب	باب
ح	حديث
ط	طبعة
جـ	جزء

Dhaka University Institutional Repository

فهرس الموضوعات

☑ عنوان البحث..... 1-2

☑ كلمة المشرف 3-4

☑ رسالة الإعلان 5-6

☑ الشكر والتقدير 7- 9

☑ الرموز المستعملة فى هذا البحث..... 10

☑ فهرس الموضوعات..... 11

☑ المقدمة..... 12-18

☑ الفصل التمهيدى..... 19-22

☑ الباب الأول: (منهج القرآن الكريم في رعاية الأطفال)..... 23 - 58

☑ الباب الثانى:(منهج القرآن الكريم في رعاية الوالدين فى حال كبرهما)..... 59 - 94

☑ الباب الثالث:(منهج القرآن الكريم في رعاية الأيتام)..... 95-128

☑ الباب الرابع: (منهج القرآن الكريم في رعاية الفقراء والمساكين والمستضعفين فى الأرض)

..... 129- 189

☑ الباب الخامس:(منهج القرآن الكريم في رعاية العمال والخدم)..... 190 -214

☑ الباب السادس:(منهج القرآن الكريم في رعاية المرضى والزمنى) ..... 215 - 250

☑ الخاتمة : 251

☑ المصادر والمراجع :..... 255

Dhaka University Institutional Repository

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أقول وبالله التوفيق إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس في هذا العالم لعبادته وطاعته. وأرسل اليهم الأنبياء والمرسلين عليهم السلام لهدايتهم من الضلالة الى النور ومن الكفر والشرك إلى التوحيد والإيمان. وآخر الأنبياء والمرسلين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس جميعا وأنزل عليه القرآن العظيم. وهو كان رحمة للعالمين. كما جاء في القرآن الحكيم" وما أرسلناك إلا رحمة للعلمين"(1).الناس كلهم سواء عند الله سبحانه وتعالى.لا فرق عنده بين الغنى والفقير"والأبيض والأسود" والأمير والمأمور والعرب والعجم وغيرها إلا بالتقوي. كما في القران الكريم" إن أكرمكم عند الله أتقاكم"(2).وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم : "يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى"(3).

إن القرآن الكريم كتاب الله رب العالمين أنزله الله تعالى لهداية الناس وإسعادهم في دنياهم وأخراهم. كما قال تعالى: "إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم"(4). وقد تناوله المفسرون والباحثون والعلماء بأنواع عديدة من الدراسات ولم يوفوه حقه ولم يبلغوا.فمنهم من أخذ جانب التفسير التحليلي لآياته، ومنهم من أخذ باستنباط أحكامه الشرعية، ومنهم من بحث في أسباب نزول آياته، ومنهم من تناول الإعجاز القرآني، وهكذا تعددت وتنوعت الدراسات في كثير من جوانب القرآن الكريم بالتفسير والتحليل والاستقراء والاستنباط والاستدلال. وأغنت المكتبة الإسلامية بكثير من علوم القرآن وما يتصل به،ولا يزال معينا لا ينضب ولا تنقضي عجائبه مهما كتب الكاتبون وبحث الباحثون. كما قال تعالى: "سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق"(5). ومن الموضوعات التي تحتاج إلى مزيد من البحث وكشف ما تنطوي عليه من أحكام، موضوع الضعفاء والمستضعفين في القرآن الكريم ، الذي ورد ذكره في القرآن أكثر من ثلاثين مرة باللفظ أما بالمعنى فالآيات أكثر من ذلك.

---

1 القران المجيد ، سورة الانبياء،رقم السورة21،رقم الاية (107).

2 القران المجيد ، سورة الحجرات، رقم السورة49، رقم الاية (12).

3 مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن محمد بن حنبل ، الطبعة الميمنية، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية (1398هـ). رقم الحديث(22978).

4 القرآن المجيد ، سورة الإسراء،رقم السورة17،رقم الاية(09).

5 القرآن المجيد ، سورة حم السجدة،رقم السورة41،رقم الاية(53).

Dhaka University Institutional Repository

وقد تحدث القرآن الكريم في آيات كثيرة عن بعض صفات الإنسان التي تبين مظاهر الضعف البشري أنه عجول ، وجهول، وظلوم، ويؤوس، وكفور... إلخ. وهذا الوصف لا لتصيبه باليأس ، بل ليرتفع بإيمانه وتقواه، وينتقل ببذل الأسباب من الضعف إلى القوة، ومن الجهل إلى العلم ، ومن العجل إلى التأني والصبر، ومن الظلم إلى العدل، ومن اليأس إلى الأمل والعمل ومن الخوف والبخل إلى الشجاعة والكرم ، والإنسان مهيأ لذلك كله لديه القدرات والمواهب التي ترفعه إلى أعلى الدرجات بالعزيمة والإرادة قال تعالى: "ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها ،وقد خاب من دساها"(6). وتحدثت الآيات عن صور من الضعف تعتري بعض الخلق كسنة فطرية تجري عليهم دون اختيار ، وهي بحاجه إلى رعاية واهتمام خاص بهم ، كضعف الطفولة ، والأنوثة، والشيخوخة.

وتحدثت أيضا عن نوع آخر من أنواع الضعف البشري،هو الضعف بسبب الفقر أو المرض ، وقد حث القرآن الكريم على دفع أسبابه،وحث المسلمين على القيام بواجب التكافل والتعاون ،ولم يكتف بالحث على الإنفاق الطوعي، ولم يترك أمر هؤلاء الضعفاء لحاكم ولا لمتسلط ولا لطامع ولا لصاحب هوى، بل فرض لهم فريضة تولى الله تعالى بيان أصناف مستحقيها وتفصيلهم ، لتقطع تلك الآيات المطامع ويعرف كل ذي حق حقه.

كما تحدث القرآن الكريم عن المستضعفين الذين استضعفهم الطغاة والمستبدون، وقهروهم وصادروا حقوقهم وانتهكوا حرماتهم ظلما وفسادا في الأرض ، فمنهم من لا يستكين ولا يلين ولا يقبل الذل والهوان ،وهؤلاء هم أتباع الأنبياء وأصحاب الحق على مر العصور ، ولهم الوعد بالنصر والتمكين. كما جاء فى القرآن الحكيم "كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز"(7). وجاء فى آية أخرى "ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون"(8). والظلم والطغيان له نهاية ، وعاقبته وخيمة وأليمة وتاريخ الأمم شاهد بذلك، وهنيئا للأقوياء أصحاب العزة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة ، قال تعالى على لسان موسى لقومه بعد أن لاقوا أصناف العذاب وبعد التهديد القرعوني بالتقتيل والتعذيب " استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين"(9).ومنهم الذين استكانوا وقبلوا الذل والهوان ،وباعوا أنفسهم ، فعاشوا حياة ذليلة هينة في الدنيا ، وتوعدهم الله تعالى بجهنم وساءت مصيرا . قال تعالى: "إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين

---

6 القرآن المجيد ، سورة الشمس،رقم السورة91،رقم الاية(7-10).

7 القرآن المجيد ، سورة المجادلة،رقم السورة58،رقم الاية(21).

8 القرآن المجيد ، سورة الصافات،رقم السورة37،رقم الاية(171).

9 القرآن المجيد ، سورة الأعراف،رقم السورة7،رقم الاية(128).

Dhaka University Institutional Repository

في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا"(10).وهؤلاء الأتباع الذي ألغوا إرادتهم وشخصيتهم ورضوا بالتبعية والهوان هم مصيبة الأمة اليوم، وهم الذين يصنعون الطغاة، ولولاهم لما وجد في الأرض طاغية ولا مستبد.

وإنه سبحانه وتعالى اهتم في القرآن المجيد بالرعاية والتربية للضعفاء فى المجتمع الذين لا يستطيعون أن يعملوا كالآخرين. وهم فئات كثيرة من الناس كالأطفال والولدان فى كبار السن واليتامى والمساكين والفقراء والمستضعفين فى الأرض والعمال والخدم والمرضى والزمنى وغيرهم من الضعفاء.هكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اهتم أيضا برعاية الضعفاء فى المجتمع- ولكن لم يكتب أحد إلى الأن في هذا الموضوع حسب اطلاعي. فلهذا أريد أن أكتب في هذا الموضوع الهام كرسالة علمية للإيم فيل . والله هو الموفق والمعين فى هذا الأمر.

أهمية الموضوع:

تتضح أهمية الموضوع من خلال آيات القرآن الكريم وتشريعاته، وهي تتناول ركنيين أساسيين في الحياة، ركن العلاقة بالله وركن العلاقة بالمجتمع والرابط الوثيق بينهما ، بما قررته الآيات من حقوق وواجبات شرعها الخالق جل جلاله وأمر الناس أن يتقوه بالتزامها واحترامها، لأن مراعاة حقوق العباد جزء لا يتجزأ من حق الله على العباد، أشارت الآية إلى ذلك في قوله تعالى"واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا"(11).والتفريط في هذين الركنين أو في أحدهما يجعل صاحبه مستحقا للعذاب. كما قال تعالى:"ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين"(12). وتزداد أهمية الموضوع يوما بعد يوم ، بتدهور أوضاع الناس وسوء أحوالهم وضياع حقوقهم،وأنانية الأقوياء وحرصهم على مصالحهم باعتمادهم على الحيل والمكر والذهاء.

ومن الأهمية إبراز جوانب الرحمة التي نالتها هذه الأمة ابتداء بإرسال نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبتلك التشريعات التي تتولى رعاية الضعفاء وحمايتهم لتحقيق التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع والتي بدونها لا يمكن لأي مجتمع أن يكون قويا متماسكا أهلا للسيادة والريادة. وهذا الموضوع لأهميته فإنه يستولي على اهتمام العقلاء والدعاة وأهل الخير، ويمثل محورا للالتقاء من أجل حماية الضعفاء والحفاظ على عقيدتهم وإيمانهم، لأن غياب هذا المبدأ ييسر على أعداء الإسلام أن يغيروا ويؤثروا في دين وأخلاق الضعفاء والمهملين.

---

10 القرآن المجيد ، سورة النساء،رقم السورة4،رقم الآية(97).

11 القرآن المجيد ، سورة النساء،رقم السورة4،رقم الآية(01).

12 القرآن المجيد ، سورة المدثر،رقم السورة74،رقم الآية(42).

Dhaka University Institutional Repository

إن الله سبحانه و تعالى خلق بنى آدم في هذا العالم. فيه أنواع من الناس، مثل : الرجال و النساء و الأطفال واليتامى والأرملة وغير الطبيعى جسما أو روحا والمساكين والفقراء وابن السبيل والمرضى والزمنى وغيرها من الناس. و إنه تعالى أمر الأقوياء أن يحسنوا ويرحموا إلى الفقراء والمساكين . والنبى صلى الله عليه وسلم أيضا حث الأمة عن ذالك. كما قال على رضى الله عنه :

" الناس من جهة التمثال أكفاء * أبوهم آدم والأم حواء "(13).

ولكن ماذا نرى في المجتمع ؟هنا كثير من الناس لا يطيعون أوامر الله تعالى. وإنهم يظلمون الذين أسفل منهم فى الرتبة والدرجة. لا يتراحم فى المجتمع بعضهم علي بعض . فهولاء الضعفاء محتاجون إلى الرعاية. فلهذا أريد أن أكتب رسالتى عن هذه المادة. غرضى وغايتى أن يتيقظ الناس عن التراحم والتعاطف بين الناس.لأن الراحمين يرحمهم الرحمن.وبهذا يعرف الناس عن مناهج القرآن والسنة في رعاية الضعفاء والرحمة بهم في المجتمع.ويعلمون ويشعرون أيضا أن السلامة والأمن والراحة في المجتمع كلها موجودة فى اتباع القرآن والسنة.

نستطيع أن نقول جازمين: إن الرحمة التي تنزلت مع كتاب الله تعالى، فشملت بني الإنسان، وحتى الحيوان لم تعرفها البشرية في مختلف عصورها إلا في ظلال الإسلام، وسنة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: "إنما أنا رحمة مهداة" فقديما وحديثا عومل كثير من الجماعات وحتى الشعوب بالعسف والقهر، إما بسبب لون أو جنس أو انتماء، ونزعت الرحمة من كثير من القلوب حتى صار الإنسان عدو الإنسان، وعاشت أصناف كثيرة منبوذة محرومة من أبسط الحقوق التي يضمنها لهم انتماؤهم للجنس البشري، فدخلوا في عالم النسيان والإهمال وتضييع الحقوق، فجاء الإسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ووضع لهم منهجا فريدا، وقد عجزت عنه كل المناهج البشرية الوضعية، وعن تحقيقه ألا وهو جانب العدل والكفاية بين فئات المجتمع، بعيدا عن الصراعات والتناقضات التي عرفها كل من النظامين الرأسمالي الغربي والشيوعي الماركسي الذي تهاوت نظريته في الصراع الطبقي من خلال التطبيق العملي، بينما بقيت راية العدل الإجتماعي الذي أقره الإسلام وأمر به، مرفرفة تذكر بما قدمته في كثير من فترات التاريخ، وتنتظر من يحملها ويبشر بها ويدعو إليها بعد أن أفشلت الأنظمة المادية وانكشف عوارها أمام الواقع بشهادة ملايين الملايين من البشر.

القرآن الحكيم والحديث الشريف هما مركزان أكبران للعلم والحكمة .شرائحه ودوائره خارج عن فكر الإنسان.لا يستطيع الناس أن يشرح القرآن مكملا.كما جاء في القرآن الكريم" قل لو كان

---

13 ديوان الإمام على بن ابى طالب،جمع وترتيب: عبد العزيز مكرم،مؤسسة الكتب الثقافية1988م

Dhaka University Institutional Repository

البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا"(14). لهذا أريد أن أبحث عن مناهج القرآن والسنة في رعاية ضعفاء المجتمع.

أسباب اختيار الموضوع :

- ❖ حاجة المجتمع إلى معرفة الموضوع والواجبات المترتبة عليه.
- ❖ لم يلق هذا الموضوع على حد علمي دراسة موضوعية شاملة بتحليل علمي أكاديمي يستفاد منه .
- ❖ ما يقع من ظلم وامتهان واستضعاف للآخرين ، وذلك يتطلب دراسة الموضوع وبيان الرؤية الإسلامية في معالجته .
- ❖ اهتمام القرآن الكريم وذكره في أكثر من موضع.
- ❖ التبعية والضعف الذي تعيشه الأمة.

أهداف الدراسة:

- ❖ معرفة من هم الضعفاء المذكورين في القرآن ومعرفة الواجب نحوهم.
- ❖ دعوة ولاة الأمر وأهل الخير والعقلاء إلى القيام بهذا الواجب نحو الضعفاء .
- ❖ الوقوف عند الوسائل والأسباب، الممكنة للخروج من حالة الضعف والوهن التي تعيشها الأمة .
- ❖ معرفة خطر الرضا بالذل والتبعية وعاقبة ذلك.
- ❖ بيان عاقبة الطغاة والمتكبرين .

منهج البحث:

- ❖ المنهج الاستقرائي :
  - من خلال القيام بحصر واستقراء آيات القرآن الكريم المتعلقة بالضعفاء والمستضعفين.
- ❖ المنهج التحليلي:
  - بعمل دراسة خاصة لهذه الآيات وتفسيرها وتحليلها لاستنباط ما فيها من معان ومفاهيم.

منهجية إعداد البحث:

- ❖ الرجوع إلى القرآن الكريم لجمع الآيات المتعلقة بالموضوع ثم فرزها وتصنيفها حسب مضمونها بما يتوافق مع خطة البحث.

---

14 القرآن المجيد ، سورة الكهف، رقم السورة18، رقم الاية (109).

Dhaka University Institutional Repository

❖ العودة إلى كتب التفسير: بالمأثور والرأي المقبول لمعرفة أقوال أهل العلم في مدلول الآيات وما فيها من توجيهات.

❖ الرجوع إلى كتب السنة والاستفادة من الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالموضوع.

❖ الاستفادة مما صح في كتب السيرة النبوية مما يتصل بالموضوع.

❖ الاعتماد في روايات أسباب النزول على كتب الحديث الصحيحة وكتب أسباب النزول.

❖ قمت بعزو الأحاديث والآثار إلى مصادرها ولا أذكر مرتبة الحديث أو الأثر الوارد في الصحيحين أو أحدهما وما ليس فيهما فقد خرجته مع ذكر أقوال المحدثين للحكم عليه.

❖ حاولت تخريج ما أمكن من روايات أهل التفسير والسيرة من كتب الحديث مع نقل الحكم عليها قدر الإمكان ، وإن تعذر علي ذلك أكتفي بعزوها إلى مراجعها.

❖ قد أذكر بعض الأحاديث والآثار الضعيفة إذا كانت ضمن عبارة اقتبسها أهل التفسير أو السيرة أو غيرهما مبينا ضعف ذلك وحكم أهل الحديث فيه.

❖ بينت معنى كل كلمة أو عبارة غريبة ترد في صلب الموضوع في الحاشية بالرجوع إلى المصادر المعتمدة.

❖ ترجمت للإعلام الواردة في صلب الرسالة غير المشهورين ولم أترجم لأعلام الكفر.

❖ قمت بتعريف المصادر والمراجع التي أعتمد عليها عند ذكره لأول مرة فقط،فإذا ذكرتها مرة أخرى فبصورة ثانوية مختصرة مكتفيا بتفصيلها فيما سبق.

خطة البحث:

قسمت البحث على مقدمة و فصل تمهيدى و ستة أبواب وخاتمة :

أما المقدمة فهى تشتمل على موضوع البحث ، وأهميته وأسباب اختياره، ومنهجيته وخطته .

وأما الفصل التمهيدى فقد أفردته للحديث عن تعريفات المنهج والقرآن الكريم والرعاية و الضعفاء و المجتمع وأقسام الضعفاء.

وأما الباب الأول فقد تحدثت فيه عن تعريف الأطفال و الرعاية للأطفال عظمة الإسلام في التشريعات الخاصة بالطفولة ورعايتها وحاجة البشرية إليها، ولا سيما في هذا الوقت بالذات والطفولة تتعرض للقتل والتشريد والخطف والبيع، وقطع الأعضاء، والإكراه على أعمال غير إنسانية ولا شريفة.

وأما الباب الثانى فتركز فيه الحديث عن "رعاية الوالدين في حال كبرهما" والوصية بالإحسان إليهما في الكبر وبصورة عامة مع تطبيقات قرآنية، والأمر بالإنفاق عليهما ونصيبهما من الميراث.

Dhaka University Institutional Repository

وأما الباب الثالث فقد تحدثت فيه عن تعريف اليتامى عظمة الإسلام في التشريعات الخاصة ورعايتها وحاجة البشرية إليها، والإكراه على أعمال غير إنسانية ولا شريفة.

وأما الباب الرابع فقد تحدثت فيه عن تعريف العمال والخدم وحقوقهم في الشريعة الاسلامية ورعايتهم وحاجة البشرية إليهم، والإكراه على أعمال غير إنسانية ولا شريفة.

وأما الباب الخامس فقد تحدثت فيه عن رعاية الفقراء والمساكين رعاية مالية بإيجاب المال لهم في مصارف خاصة، ثم الدعوة إلى صدقات التطوع، وتنوع الأساليب في الدعوة للإنفاق، ثم عن النماذج القرآنية للرعاية الإلهية للمحتاجين كما في قصة السفينة والخضر عليه السلام، وقصة أبي بكر الصديق ومسطح بن أثاثة رضي الله عنهما، وأصحاب الجنة وغيرها. ومن أنواع الرعاية أيضا الرعاية النفسية بالتواضع لهم وحسن مخاطبتهم والمساواة بينهم وبين الآخرين، وعن الآداب التي تراعى في حال الإنفاق عليهم.

وأما الباب السادس فقد تحدثت فيه عن رعاية المرضى والزمنى الرعاية المالية والنفسية، والوصية برحمتهم والرفق بهم، وكذلك الرعاية الصحية.

ثم ختمت البحث بنتائج أهمها وهى :

- ❖ الرعاية القرآنية للضعفاء، بلغت أعلى درجات الرعاية، وقد استغرقت جميع الجوانب.
- ❖ إيجاد موازين للحق والعدل، وإزاحة موازين الباطل والظلم من المجتمع.
- ❖ الرعاية القرآنية كانت لها دور كبير في ضمان سلامة الأفراد والمجتمعات من جميع الجوانب.
- ❖ بالنظر إلى الرعاية القرآنية للضعفاء وواقع المسلمين يتبين أن هناك قصورا واضحا لدى الأفراد والدول، يجب تداركه.

أخيرا أحمد الله تعالى وأشكره الذى وفقني لإتمام هذا البحث ، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله خالصا لوجهه سبحانه ، نافعا للمسلمين. آمين .

Dhaka University Institutional Repository

الفصل التمهيدى

وأما الفصل التمهيدى فقد أفردته للحديث عن تعريفات المنهج والقرآن الكريم والرعاية و الضعفاء و المجتمع وأقسام الضعفاء. كما مذكورة فى التالية:

- **تعريف المنهج**

المنهج أو المنهاج واحدة جمعه المناهج . ومنه منهج أومنهاج التعليم أو الدروس.وهو مشتق من النهج معناه فى اللغة الطريق الواضح،يقال طريق نهج وطرق نهجة ونهجات ونهج ونهوج. نهج البلاغة: طريقها الواضح، اسم كتاب جمعت فيه خطب الإمام على رضى الله تعالى عنه (15). وفى الإصطلاح المنهج هو لفظ يوضح به أسلوب البحث أو الإنشاء وطريقه وقانونه وقواعده بنظام معين.

- **تعريف القرآن الكريم**

المشهور بين علماء اللغة:"أن لفظ القرآن في الأصل مصدر،مشتق من قرأ"يقال قرأ قراءة وقرآنا.ومنه قوله تعالى:"إن علينا جمعه و قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه"(16).ثم نقل لفظ القرآن من المصدرية وجعل علما.وقيل:إنه مشتق من قرأ بمعنى تلا.وقيل:إنه مشتق من قرأ بمعنى جمع ومنه قرى الماء في الحوض إذا جمعه .

قال عبد العظيم الزرقاني في كتابه " مناهل العرفان فى علوم القرآن":أما لفظ القرآن فهو في اللغة مصدر مرادف للقراءة ثم نقل من هذا المعنى المصدري وجعل إسما للكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من باب إطلاق المصدر على مفعوله،ذلك مما نختاره استنادا إلى موارد اللغة وقوانين الإشتقاق وإليه ذهب اللحياني وجماعة .

وأما تعريف القرآن اصطلاحا فقد تعددت آراء العلماء فيه وذلك بسبب تعدد الروايات التي ينظر العلماء منها إلى القرآن.

فقيل:"القرآن هو كلام الله المنزل على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته المعجز ولو بسورة منه".

وقيل:"هو كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه والمنقول إلينا بالتواتر".

وبعضهم يزيد على هذا التعريف قيودا أخرى مثل:المعجز أو المتحدى بأقصرسورة منه أو المتعبد بتلاوته أوالمكتوب بين دفتي المصحف أو المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس.

---

15 المنجد فى اللغة والأعلام1986/المكتبة الشرقية(دار المشرق)-بيروت-لبنان/ ص(28).

16 القرآن المجيد ، سورة القيامة،رقم السورة75،رقم الاية(17).

Dhaka University Institutional Repository

والواقع أن التعريف الذي ذكرناه آنفا تعريف جامع مانع لا يحتاج إلى زيادة قيد آخر، وكل من زاد عليه قيدا أو قيودا مما ذكرناه لا يقصد بذلك إلا زيادة الإيضاح بذكر بعض خصائص القرآن التي يتميز بها عما عداه.

والخلاصة أن القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق،المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم باللغة العربية المعجزة المؤيدة له،المتحدى به العرب المتعبد بتلاوته ، المنقول إلينا بالتواتر .قال الله عز وجل "يريدون أن يبدلوا كلام الله"(17). وقال سبحانه و تعالى : "وإنه لتنزيل رب العالمين،نزل به الروح الأمين،على قلبك لتكون من المنذرين،بلسان عربي مبين"(18).

◆ **تعريف الرعاية**

الرعاية مصدر من رعى يرعى رعاية ككتب يكتب كتابة . وهي : تولي أمر القوم أو غيرهم ،قيل في القاموس:الراعي:كل من ولي أمر قوم ،والجمع رعاة ورعيان ورعاء ،وراعيته لاحظته محسنا إليه. و في الإصطلاح الرعاية هي تنظيم يهدف إلى مساعدة الإنسان على مقابلة احتياجاته الغذائية والاجتماعية.ويقوم هذا التنظيم على أساس تقديم الرعاية بإمتثال أوامر القرآن الكريم أو عن طريق الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية.أو هي كافة الجهود التي تقدمها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتخفيف حدة الفقر أو الألم عن الناس المحتاجين للمساعدة أو غير القادرين على إشباع احتياجاتهم الأساسية بجهودهم الذاتية أو بمساعدة أسرهم.ولكن المفهوم بالرعاية مساعدة الإنسان لأخيه الإنسان في وقت الشدة والذي عجزت قدراته الشخصية عن مواجهة احتياجاته على ضوء القرآن والسنة مثل رعاية فئات المسنين والأيتام والأرامل والتي كانت بدوافع الإحسان المنبثقة من الوازع الديني.

◆ **تعريف الضعفاء وأقسامهم**

الضعفاء لفظ جمع مفرده الضعيف وهو مشتق من الضعف. معناه في اللغة الواهن،ركيك ،شعشع،مذق ،غير مركز. ومنه الضعيف:شخص ضعيف الجسم أو الشخصية أو العقل. كما جاء في القرآن الكريم:"وخلق الإنسان ضعيفا" (19).وجاء في الحديث الشريف:وذالك أضعف الإيمان(20). و في الإصطلاح الضعفاء هم الذين لا يعيشون بالاعتماد على نفسه بل يحتاجون إلى

---

17 القران المجيد ، سورة الفتح،رقم السورة48،رقم الاية(15).

18 القران المجيد ، سورة الشعراء،رقم السورة26،رقم الاية(192).

19 القران المجيد ، سورة النساء،رقم السورة4،رقم الاية(28).

20 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري ،دار إحياء التراث. كتاب الإيمان/باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد/ رقم الحديث (78) .

Dhaka University Institutional Repository

مساعدة الآخرين بسبب الضعف، أو المرض أو عدم الأموال بحسب الضرورة أو عدم القوة على العمل وغير ذالك من الأسباب. وهم كثير من الناس.

منهم الأطفال و الشيوخ: كما جاء فى القرآن المجيد: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير(21). يؤول الى قوله: ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، لكيلا يعلم من بعد علم شيئا(22).يصرف النظير الوجه الظاهر (الضعفاء) إلى وجه باطن هو (الأطفال)، (الشيوخ). حيث مرحلة الضعف الاولى تفسر بمرحلة الطفولة،مما يعني ان الضعفاء هم (الأطفال). بينما مرحلة الضعف الثانية تعرف بمرحلة الشيب، مما عين ان الضعفاء هم (الشيوخ) الذين بلغوا أرذل العمر خاصة.

ومنهم الرجال والنساء و الولدان فى حال كبرهما: كما جاء فى القرآن المجيد: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا(23). ينسخ نظم الخطاب الوجه الظاهر (المستضعفين) في وجه باطن يتحدد في (الرجال، الشيوخ، النساء والولدان).

ومنهم المرضى و الفقراء: كما جاء فى القرآن المجيد: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم (24). يصرف نظم الخطاب الوجه الظاهر (الضعفاء) إلى وجوه باطنة هي (المرضى،الفقراء، الذين لا يجدون ما ينفقون). فالضعفاء هم الذين يتفشى فيهم المرض والفقر والفاقة .

◆ أقسام الضعفاء

الضعفاء قسمان كما الضعفاء الفطرية ،مثل الأم الجنين والأطفال والوالدان فى حال كبرهما والأيتام وغيرها من الضعفاء والضعفاء غير الفطرية، مثل الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل والمستضعفين فى الأرض والعمال والخدم والمرضى والزمنى و غيرها من الضعفاء.

---

21 القرآن المجيد ، سورة الروم،رقم السورة30،رقم الآية(54).

22 القرآن المجيد ، سورة الحج،رقم السورة22،رقم الآية(5).

23 القرآن المجيد ، سورة النساء،رقم السورة4،رقم الاية(75).

24 القرآن المجيد ، سورة التوبة،رقم السورة9،رقم الآية(91).

Dhaka University Institutional Repository

◆ **تعريف المجتمع**

لفظ المجتمع في اللغة اسم مشتق من جَمَعَ وهو صيغة الواحد المذكر للإسم الفاعل معناه في اللغة ، ضم الأشياء المتفقة، وضده التفريق والإفراد. والمجتمع يعني موضع الاجتماع. أو الجماعة من الناس. أو مجموعة الناس التي تشكل النظام نصف المغلق والتي تشكل شبكة العلاقات بين الناس، المعنى العادي للمجتمع يشير إلى مجموعة من الناس تعيش سوية في شكل منظم وضمن جماعة منظمة. والمجتمعات أساس ترتكز عليه دراسة علوم الاجتماعيات . وهو مجموعة من الأفراد تعيش في موقع معين تترابط فيما بينها بعلاقات ثقافية واجتماعية ، يسعى كل واحد منهم لتحقيق المصالح والاحتياجات . المجتمع هو ذلك الإطار العام الذي يحدد العلاقات التي تنشأ بين الأفراد الذين يعيشون داخل نطاقه، في هيئة وحدات، أو جماعات.

تقابل كلمة مجتمع في الإنكليزية كلمة society التي تحمل معاني التعايش السلمي بين الأفراد ، بين الفرد والآخرين . والمهم في المجتمع ان أفراده يتشاركون هموما أو اهتمامات مشتركة تعمل على تطوير ثقافة ووعي مشترك يطبع المجتمع وأفراده بصفات مشتركة تشكل شخصية هذا المجتمع وهويته .

إن المجتمع البشري عبارة عن منظومة معقدة غير متوازنة تتغير وتتطور باستمرار، حيث تدفع تعقيدات وتناقضات التطور الاجتماعي الباحثين إلى الاستنتاج المنطقي التالي: إن أي تبسيط أو تقليل أو تجاهل تعددية العوامل الاجتماعية يؤدي حتما إلى تكاثر الأخطاء وعدم فهم العمليات المبحوثة. وقد استقر الرأي على أن اكتشاف القوانين العلمية العامة مستحيل في مجال دراسات التطور الاجتماعي مسيطرا سيطرة شاملة على المجموعة الأكاديمية وخاصة بين الذين يتخصصون في الإنسانيات ويواجهون بشكل مباشر في بحثهم كل تعقيدات وتركيبات العمليات الاجتماعية.

◆ **والخلاصة:** إن العنوان" **منهج القرآن الكريم في رعاية ضعفاء المجتمع**" كلام مؤجزة. ولكن معناها عظيمة و مفصلة . بحثت هنا عن أحكام القرآن الكريم وأوامره عن رعاية وحفاظة ضعفاء المجتمع البشرى،مثل الأطفال والوالدين فى حال كبرهما والأيتام والفقراء والمساكين والمستضعفين فى الأرض والعمال والخدم والمرضى والزمنى وغيرها من الضعفاء والمستضعفين من الناس. نذكر عن هذه المطالب على ضوء القرآن السنة فى مشية الله وإرادته.

Dhaka University Institutional Repository

الباب الأول (58-23)
منهج القرآن الكريم في رعاية الأطفال.

- من هم الأطفال ؟
- الأطفال أفضل نعم الله تعالى.
- هل للأطفال حقوق واضحة فى الإسلام؟
- حقوق الطفل في الإسلام قبل الميلاد.
- حقوق الطفل في الإسلام بعد الميلاد.
- حق الأذان والإقامة في أذن المولود وقت الولادة.
- تحنيك المولود للبركة.
- حق الطفل في الغذاء(الرضاعة).
- تسمية المولود باسم إسلامى.
- عقيقة المولود.
- استحباب حلق شعر الرأس والتصدق بوزنه فضة على الفقراء والمستحقين.
- ختان المولود.
- أول الكلام للأطفال.
- حق الطفل في الحضانة والنفقة .
- حق الطفل في التربية.
- حق تعليم الأطفال.
- حق الأطفال العيش بالصحة والعافية.
- حق وجدان المحبة.
- محبة الوالدين على الأطفال حب طبعى.
- اختيار الطعام والشراب.
- حق الأطفال في الميراث الشرعي.
- حق اللعب للأطفال.
- لباس الأطفال.
- إيثاربنات الأطفال على الإبن.
- معاملة الأطفال مع الوالدين والأساتذة والزملاء.
- النظر إلى النظافة والطهارة للأطفال.

Dhaka University Institutional Repository

من هم الأطفال؟

الأطفال لفظ جمع. مفرده الطفل مؤنثه الطفلة.معناه في اللغة الصغير من كل شئ. يقال: هو يسعى لي في أطفال الحاجات اى فى ماصغرمنها. و يقال: جارية: طفل و طفلة. و قد يكون الطفل واحدا، و قد يكون جمعا لأنه إسم جنس. لقد ورد ذكر الطفل في القرآن الكريم أربع مرات في سورة النور و الحج و سورة غافر.

(١) يقول الله تعالى في سورة الحج الآية ٥ "و نقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم". أي ثم نخرجكم من أرحام أمهاتكم إذا بلغتم الأجل يعمركم و يسهل تربيتكم حتى تبلغوا كمال عقولكم.

(٢) و في سورة النور يقول الله عز و جل في الآية ٣١ "أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء". وهنا أمر الله سبحانه وتعالى النساء بإخفاء الزينة عن الأجانب ثم بين لهن الأشخاص الذين يحل لها التبرج أمامهم و يبدين زينتهن الخفية و من بين هؤلاء ، ذكر الله تعالى الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء أي الذين لم يبلغوا سن الشهوة .

(٣) و في الآية الكريمة رقم٥٧ من نفس السورة يقول الله تعالى : "و إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم". حيث نهى الله سبحانه و تعالى عن دخول الأجانب للبيوت إلا بعد الاستيذان و التسليم على أهلها ، و من الأجانب ذالك الطفل الذي بلغ الحلم،أي وصل سن البلوغ.

(٤) و ننتقل إلى سورة غافر في الآية ٦٧ حيث قال عزو جل: "هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا". أي أنه سبحانه و تعالى بدأ خلقنا من تراب و كل إنسان مخلوق من مني و المني مخلوق من دم ، و الدم يتولد من أغذية ، و الأغذية تنتهي إلى النبات و النبات تتكون من تراب و ماء و التراب يصير نطفة ثم علقة إلى مراتب كثيرة حتى ينفصل الجنين عن بطن أمه ثم يصير طفلا و يبلغ أشده حتى يصير شيخا تصوير مبدع معجز لمراحل الخلق لا يسع المتمعن فيها إلا أن يلحظ قدرة الله عز و جل البالغة، و يتبهر ببديع خلقه و دقة صنعه.

وفى الشريعة الإسلامية ينتهى طفولية الأطفال لنهاية العمر المحدود.ولكن ماذا يكون عمره أو فى أي عمر تنتهى طفوليته.اختلف المفكرون الإسلاميون عن هذا الموضوع .ما ذكر فى القرآن الكريم عمرحاد محدود للأطفال أو الصبى.بل يقال فيه "إذا بلغوا النكاح "(25).أى إذا صار الأطفال أو الصبيان وقت عمر النكاح .

---

25 القرآن المجيد ، سورة النساء، رقم السورة4، رقم الآية (6).

Dhaka University Institutional Repository

من المفهوم ذكر فى كون علامات البلوغية إذا صار الأطفال بالغا تنتهى طفوليته.فلهذا ابتداء البلوغ أثبت الإسلام نهاية العمر للأطفال. ذكر الفقهاء الكرام عمرا محدودا عن هذا البحث. ولكن ذكر حد العمر عند الإمام الأعظم لأبى حنيفة رحمه الله عليه أرجح الرأى عند الناس.عنده "إذا أكمل العمر للأطفال خمسة عشر سنة يكون بالغا وبالغة فى الشريعة الإسلامية وإن لم يظهر لهم علامات البلوغية ".ذكرت عن هذا حديث عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما ، أنه قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد و أنا ابن أربع عشرة سنة فردنى ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازنى (26). ولهذا قبل الإمام أبو حنيفة رحمه الله عليه أن يكون آخر العمر للأطفال خمسة عشر سنة . وهو أيضا مبدأ أصلى للشريعة الإسلامية.

الأطفال أفضل نعم الله تعالى

إن الله سبحانه و تعالى أعطى الإنسان نعما كثيرة لاتحصى ولاتعد. كما فى القرآن الكريم "وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها.إن الله غفور رحيم"(27). من هذه الأنعم الكثيرة أفضل النعم وأعظمها الأولاد الصالحة . وهو أيضا أعطاء الله خاصة للعباد. أرشد الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم عن هذا : "والله جعل لكم أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون"(28). ذكر صاحب روح المعانى علامة ألوسى رحمه الله تعالى فى تفسيره:"إن الأموال هو وسيلة حفظ النفس والأولاد وسيلة رعاية الناس وحفظها كى يبقى النسب أبدا " (29).

فى الدنيا آلاف من الناس لهم أموال كثيرة ولكن ليس لهم أولاد أو أقرباء الذين يرثون تلك الأموال الكثيرة بعد موتهم .إنهم لا يحصلون الأولاد بجهدهم الكثيرة وطاقتهم العديدة . وبالجانب الأخر نرى فى المجتمع بعض الناس الذين لهم أولاد كثيرة ولكن لا جهد ولارغبة لهم للأولاد. وليس لهم أموال كثيرة.فلهذا يقال إن ولادة الأولاد وعدمه نعمة خاصه من الله تعالى.ليس للإنسان أن يفعل عن هذا. كما قال الله تعالى فى القرآن الحكيم: "لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن شياء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إنه

---

26 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار إحياء التراث.كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ، رقم الحديث (4944).

27 القرآن المجيد ، سورة النحل، رقم السورة16، رقم الاية (18).

28 القرآن المجيد ،سورة النحل، رقم السورة16، رقم الاية (72).

29 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني(تفسير الالوسي)/ لأبي الفضل شهاب الدين محمود الألوسي، دار الفكر سنة (1498هـ)/ الجك الحادى عشر.

Dhaka University Institutional Repository

عليم قدير"(30).لايستطيع للإنسان أن يولد الأولاد بإرادته ومشيته وإن كان له قوة عظيمة ومالك فى الدنيا.الله الواحد يعطى الأولاد لمن يشاء وينزع من يشاء .علينا أن ندعو الله تعالى ونرجو منه عن جميع حاجاتنا.كما فى القرآن الكريم :"ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما"(31).وفي اية أخرى:"رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء"(32).

الأولاد والأطفال نعمة عظيمة من الله تعالى . يوجد جزائه بعد الموت أيضا . كما نرى فى الحديث الشريف بالراوى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوله"(33). وأيضا روى الصحابى عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولدان من أمتى أعطاه الله الجنة. سألت عائشة رضى الله تعالى عنها من مات له ولد فقط؟ أجاب ولد أيضا (34). وروى الصحابى حضرت أبو موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبض الله ولد العبد يقول الله لملائكته:أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون:نعم فيقول:ماذا قال ؟ فيقولون حمدك و استرجع فيقول الله عز و جل : ابنوا لعبدي بيتا في الجنة و سموه بيت الحمد(35).

جدير بالذكر الأولاد والأطفال من نعم الله وابتلاء للناس أيضا.لأن الدنيا مقر بمكان الابتلاء للناس.فلهذا أعطاء الله من الأولاد و الأموال فتنة للبشر.أرشد الله تعالى عن ذالك:"واعلموا أنما أموالكم و أولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم"(36).فيقال فى الأخيرة إن الأولاد والأطفال من نعم الله العظيمة.ولكن لازم له أن يكون ذا أخلاق حسنة وديانة.لأن الأولاد إذا كانوا ذا أخلاق سيئة فيكون هذه الأولاد سبب المصيبة للوالدين.

هل للأطفال حقوق واضحة فى الإسلام؟

أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض نحبهم ونؤثرهم على أنفسنا وإن تربية الأولاد على النحو الذي يوجبه الإسلام هو حق للأولاد وواجب على الوالدين ومن تمام هذه التربية أو من وسائلها أن

---

30 القران المجيد سورة الشورى، رقم السورة42، رقم الايتين(49-50).

31 القران المجيد ،سورة الفرقان، رقم السورة25، رقم الاية (74).

32 القران المجيد ،سورة ال عمران، رقم السورة3، رقم الاية (38).

33 سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، دار الحديث، الطبعة الأولى (1388هـ). كتاب الوصايا، باب ما جاء فى الصدقة عن الميت، رقم الحديث(2882).

34 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء فى ثواب من قدم ولدهرقم الحديث (1082).

35 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب فضل المصيبة إذا احتسب،رقم الحديث (1037). وابن كثير، الجلد الأول/صفحة(198).

36 القران المجيد ،سورة الانفال، رقم السورة8، رقم الاية (28).

Dhaka University Institutional Repository

تكون معاملة الوالدين لأولادهم على نحو معين وبأسلوب خاص دل عليهما الشرع الإسلامي. والمراد بتربية الأولاد في الإصطلاح الفقهي قائم على معناها اللغوي وهو القيام على الأولاد بما يؤدبهم ويصلحهم، ويتحقق ذلك بتعليمهم ما يلزمهم من أمور الدين والدنيا، وتأديبهم بآداب و أخلاق الإسلام، وتكون شخصيتهم الإسلامية. وهذه المعاني الثلاثة في الواقع تقوم على المعنى اللغوي (للتربية)، إذ بهذه المعاني وتحصيلها يتحقق القيام الحسن بأمور الأولاد ويحصل المقصود من تربيتهم.

حقوق الطفل في الإسلام قبل الميلاد

الطفولة عند الإنسان هي المرحلة الأولى من مراحل عمره ... حيث تبدأ منذ ميلاده وتنتهي ببلوغه سن الرشد حيث يكمل نمو عقل الإنسان ويتقوى جسمه ويكتمل تمييزه ويصبح مخاطبا بالتكاليف الشرعية .قال تعالى" ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم"(37). فواجب الوالدين ولا سيما الأم في هذه المرحلة من أكبر الواجبات الملقاة على عاتقها إذ لا بد وأن يهتما بطفلهما من جميع جوانبه ، حيث أن توجيه الوالدين في هذه المرحلة له أثره العظيم في حسن تقويم الطفل وصقل مواهبه واستعداده ، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال وعى الأب والأم في اختيار كل منهما الآخر ، إذ في مقدمة الحقوق التي شرعها الله للطفل مايلي:

❖ الحق الأول : حق اختيار الزوجة والزوج: حسن اختيار كل من الزوجين لصاحبه يعتبر حقا من حقوق الطفل التي أمر بها الإسلام ، ونجمل في هذا المقام أهم الأسس للاختيار فنقول.

(١)أن تختار المرأة الرجل ذا الخلق والدين عملا بقوله " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"(38).

(٢)هناك صفات في المرأة مرغوب فيها شرعا وقد حض الإسلام عليها لما فيها من بقاء الألفة ودوام العلاقة الزوجية .

- "منها الزواج بالمرأة الولود" : كما قال عليه السلام " تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة "(39).
- "ومنها أن تكون المرأة صالحة ": فعن ابن عمر أن رسول الله قال " الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة "(40). لو تأملنا هذه التوجيهات الإسلامية لادركنا كيف أن الإسلام أهتم

---

37 القرآن المجيد سورة الحج، رقم السورة22، رقم الآية(5).

38 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ماجاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه،رقم الحديث(1108).

39 سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، دار الحديث، الطبعة الأولى (1388هـ). كتاب النكاح،باب النهى عن تزويج من لم يلد من النساء، رقم الحديث(2052).

Dhaka University Institutional Repository

بتربية النشء من قبل ميلاده لما له من أثر في تكوين البيت الذي يكتنفه الحب والوفاء لإنجاب الذرية القوية ذات العقل والذكاء والصلاح.ولأدركنا أن الإسلام سبق النظريات التربوية في عصرنا الحاضر والتي تنادي بضرورة البدأ بتربية الطفل منذ ولادته.

❖ الحق الثاني : واجب رعاية الأم للجنين: أرشدتنا الشريعة إلى أهم الأسس التي يجب أن يرعاها كل من الزوجين عند اختيار الآخر بهدف إيجاد النسل والذرية السلمية لحفظ النوع الإنساني لعمارة الكون ، ووضعت الشريعة الإسلامية القواعد والأسس التي تحمى هذه الذرية منذ تكوينها في بطن الأم حتى تخرج لنا إلى الحياة قوية مكتملة البنية . ويتضح لنا هدف الشارع في المحافظة على الجنين من وجوه:

(١) توجيه الآباء باتخاذ كافة الوسائل والتدابير التي تكون بها حماية الطفل وصيانته من نزغات الشيطان وذلك عند وضعه في الرحم ، حيث قال عليه الصلاة والسلام: "أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر أن يكون بينهما في ذلك وقضي ولد لم يضره شيطان أبدا "(41).

(٢) وأيضا نلاحظ من شدة حرص الشارع على الجنين والعناية به قبل أن يكتمل نموه أنه أباح للمرأة الحامل الفطر في رمضان فقد روى عن النبي أنه قال:إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل أوالمرضع الصوم أوالصيام.والله لقد قالها النبي كليهما أو أحدهما"(42). وكذلك على الأم أن تتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة لتكوين الجنين وحمايته ، واكتمال نموه.

(٣) وأيضا نلاحظ من شدة حرص الشارع على تعهد الجنين أنه قرر تأجيل إقامة الحد على المرأة الحامل حتى تضع حملها وذلك حماية له ، وقد أجمع فقهاء المسلمين على عدم جواز القصاص من الحامل قبل وضعها سواء كانت حاملا وقت وقوع الجناية أو حملت بعدها وسواء كان القصاص في النفس أو في طرف من أطرافها كل ذلك صيانة ووقاية لهذا المخلوق الضعيف الذي يقطن أحشاءها.

(٤) ولقد أثبت الشرع أهلية الجنين غير أنها أهلية ناقصة فأثبت حقه في الإرث إن خرج إلى الدنيا حيا وقد اتفق الفقهاء على ذلك ، وعلى أن يوقف توزيع التركة قبل الولادة لحين ولادته حتى

---

40 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار إحياء التراث.كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، رقم الحديث (3716).

41 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري، المطبعة السلفية. كتاب النكاح، باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله، رقم الحديث(4767).

42 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الصيام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء فى الرخصة فى الإفطار للحبلى والمرضع، رقم الحديث(719).

Dhaka University Institutional Repository

يتضح أهو ذكر أم أنثى ، وهل هو مفرد أم متعدد وذلك فيما إذا لم يكن معه وراث أصلا أو كان معه وراث محجوب به.

حقوق الطفل في الإسلام بعد الميلاد

في الإسلام حقوق كثيرة للأطفال. خاصة بعد ولادة الطفل إلى أن بلغ يراعى الإسلام رعاية تامة. وأمر الناس أن يودوا حقوق الأطفال كما أمرهم الله تعالى في القرآن الكريم.

حق الأذان والإقامة في أذن المولود وقت الولادة

وقت ولادة الأولاد مؤذ لكل حامل. فلهذا يصنع العمل كلها في هذا الوقت بالتحذير. لاينبغي عليهم رب عجلة.مشاورة الطبيب والعلاج العصرى لازم تلك المدة.ولايرى عورتها إلا بالمسؤلية عليها.كما قال النبى صلى الله عليه وسلم :لعن الله الناظر والمنظوراليه.بعد ولادة الأطفال يستحب السرور من الأولياء والأقرباء. ويستحب الدعاء للوالدين والأطفال الجديدة .إن النبى صلى الله عليه وسلم أسر بنفسة بولدان الأولاد للصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم . بعد ولادة الأطفال واجب على الأولياء أن يغسله جيدا. ثم يوذن فى الأذن الأيمن ويقيم فى الأذن اليسار . كما ذكر فى الحديث الشريف:عن أبى رافع رضى الله تعالى عنه ،قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن فى أذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة بالصلوة (43).فى الأذان يعود الوجه فى اليمين وقت قول "حى على الصلوة "ويعود الوجه على اليسار وقت قول"حى على الفلاح" كما يصنع فى أذان الصلوة . وأيضا ذكر فى حديث أخر:عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم أذن فى أذن الحسن بن على يوم ولد واقام فى أذنه اليسرى(44).إن الأذان والإقامة يحفظ الأطفال عن الأمراض الذى جاء به من بطن الأم . كما ذكر فى الحديث الشريف: عن الحسن بن على رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من ولد له مولود فأذن فى أذنه اليمنى وأقام فى أذنه اليسرى لم تضره ام الصبيان (45).

من المعلوم أن من أجل النعم التي يهبها الباري لعبده نعمة الإنجاب،قال تعالى:"المال والبنون زينة الحياة الدنيا "(46). ومن هنا نجد أن المولود يعتبر هبة من الله للإنسان تفضل بها عليه ليأنس به في صغره ويستعين به في كبره ويدعو له بعد موته. لذلك فمن حق الواهب أن يشكر على ما أعطى ،ومن حق الوليد أن يقرع سمعه شعار المالك لمخلوقاته "وهو قول :لا إله إلا الله".حيث أن

43 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الأذان فى أذن المولود، رقم الحديث(1596).

44 السنن الكبير/الكبرى (سنن البيهقي)/ لأحمد بن الحسين البيهقي ، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند(1344هـ).

45 السنن الكبير/الكبرى (سنن البيهقي)/ لأحمد بن الحسين البيهقي ، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند(1344هـ).

46 القرآن المجيد ،سورة الكهف، رقم السورة18، رقم الآية (46).

Dhaka University Institutional Repository

هذا الشعار متضمن لكلمة التوحيد التي يدخل بها العبد في دينه ولما كانت الشهادة هي أول ماينطق به الداخل في الإسلام ،فكان ذلك كتلقين الطفل شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها.وغير مستبعد وصول أثر الأذان إلى قلبه وتأثيره به وإن لم يشعر،وهناك فائدة أخرى وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان.فعلى الوالدين أن يدركا ذلك ويحرصا على تنفيذ ما فعله رسول الله مع الحسن بن علي.

تحنيك المولود للبركة

التحنيك معناه " وضع التمر وذلك حنك المولود به وذلك بوضع جزء من التمر الممضوغ على الإصبع وإدخاله في فم المولود ، ثم القيام بتحريكه بمنة وسرة بحركة لطيفة ".وذلك تطبيقاً للسنة المطهرة واقتداء بفعل رسول الله ولعل الحكمة من ذلك تقوية عضلات الفم بحركة اللسان مع الحنك مع الفكين حتى يتهيأ المولود لعملية الرضاعة وامتصاص اللبن بكل قوة وبحالة طبيعية. ومن الأفضل أن يقوم بعملية التحنيك من يتصف بالتقوى والورع والصلاح تبركا وتفاؤلا بصلاح المولود وتقواه ، ومن الأحاديث التي استدل بها الفقهاء على استحباب التحنيك. إن النبى صلى الله عليه وسلم يحنك كل من اتى عنده من الاطفال . كما جاء فى الحديث الشريف : عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم (47). وأيضا ذكر فى الحديث عن التحنيك بالتمر وهو:عن أبى موسى قال ولد لى غلام فأتيت به النبى صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلى (48). وجاء فى حديث آخر : عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة فولدت بقباء ثم اتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعته فى حجره ثم دعاله بتمرة فمضغها ثم تفل فى فيه فكان أولى شيئ دخل فى جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه ثم دعاله وبرك عليه (49).

---

47 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري،دار إحياء التراث. المجلد الثانى/ صفحة(209) . كتاب الآداب،باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، رقم الحديث(5743).

48 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري،المطبعة السلفية. المجلد الثانى(821). كتاب الأدب، باب من سمى بأسماء الأنبياء، رقم الحديث(6269).

49 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري، المطبعة السلفية. المجلد الثانى(882) . كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه، رقم الحديث(5525).

Dhaka University Institutional Repository

حق الطفل في الغذاء (الرضاعة)

عملية الرضاعة عملية جسمية ونفسية لها أثرها البعيد في التكوين الجسدي والانفعالي والاجتماعي في حياة الإنسان وليدا ثم طفلا. ولقد أدركت الشريعة الإسلامية ما لعملية الرضاعة من أهمية للطفل حيث يكون بمأمن من الأمراض الجسمية والجدب النفسي التي يتعرض لها الطفل الذي يتغذى بجرعات من الحليب الصناعي .فقد فرض المولى سبحانه على الأم أن ترضع طفلها حولين كاملين ، وجعله حقا من حقوق الطفل . يقول الله عز وجل" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير" (50).

ولقد أثبت البحوث الصحية والنفسية في الوقت الحاضر أن فترة عامين ضرورية لنمو الطفل نموا سليما من الوجهتين الصحية والنفسية ، بيد أن نعمة الله وكرمه على الأمة الإسلامية لم تنتظر نتائج البحوث والتجارب التي تجرى في معامل علم النفس وخلافها من قبل العلماء النفسيين والتربويين بل سبقت ذلك كله . فالطفل في أيامه الأولى، وبعد خروجه من محضنه الدافئ الذي اعتاد عليه فترة طويلة يحتاج إلى التغذية الجسمية والنفسية ليعوض ما اعتاده وألفه وهو في وعاء أمه. لذلك نجد أن أول ما تبد به الأم بعد الوضع هو ممارسة عملية التغذية عن طريق الرضاعة،أي إرضاع الطفل من ثديها،تهديها فطرتها التي فطرها الباري عليها لما يتميز به لبنها من تكامل عناصره وخلوه من الميكروبات،ومناعة ضد الأمراض،ولما يحتويه على نسبة من البروتينات المساعدة لعملية الهضم السريع وكمية المعادن والأملاح كالبوتاسيوم والصوديوم ونسبتها بعضها لبعض المساعدة على إراحة الكليتين،بالإضافة إلى تواجد فيتامين وفيتامين.

أما الفوائد النفسية والاجتماعية من هذه العملية فتنعكس على الوليد في شعوره بالدفء والحنان والأمان وهو ملتصق بوالدته يحس نبضات قلبها.ولقد أكد علماء النفس أن الرضاعة " ليست مجرد إشباع حاجة عضوية إنما هو موقف نفسي اجتماعي شامل ، تشمل الرضيع والأم وهو أول فرصة للتفاعل الاجتماعي."

في الواقع أن العلم الإلهي في إدراك مدى حاجة الطفل إلى هذه الفترة والتي يتسم فيها نمو الطفل بالاستمرار ، فهي تعتبر مرحلة انطلاق القوى الكاملة ، حيث أنا نلاحظ على الطفل نموا جسميا سريعا وتزايدا حسيا وحركيا ملحوظا في السيطرة على الحركات الإضافة إلى تعلم الطفل

---

50 القران المجيد سورة البقرة، رقم السورة2، رقم الاية (233).

Dhaka University Institutional Repository

الكلام واكتساب اللغة ونمو الاستقلال والاعتماد النسبي على النفس والاحتكاك الاجتماعي بالعالم الخارجي . ثم تنتهي هذه المرحلة بالفطام الذي يتطلب من الأم التدرج والصبر والحلم وعدم القيام بهذه العملية فجأة ، إذ أن ذلك يسبب للطفل صدمة نفسية قاسية لاسيما إذا لجأت الأم إلى استخدام الوسائل البدائية في عملية الفطام.ومن الممكن أن تتم عملية الفطام بطريقة أكثر فعالية،كأن تستبعد رضعة أو رضعتين خلال الأسبوع وتحل مكانها وجبة غذائية أو تقديم كوب من الحليب بدلا من الزجاجة .

ونلاحظ مدى اهتمام الشريعة بالرضاعة وجعلها حقا من حقوق الطفل إلا أن ذلك الحق لم يكن مقتصرا على الأم فقط إذ أن هناك مسؤولية تقع على كاهل الأب ، وتتمثل هذه المسؤولية في وجوب إمداد الأم بالغذاء والكساء حتى تتفرغ لرعاية طفلها وتغذيته.وبذلك فكل منهما يؤدي واجبه ضمن الإطار الذي رسمته له الشريعة السمحة . محافظا على مصلحة الرضيع المسندة إليه رعايته وحمايته على أن يتم ذلك في حدود طاقتهما وإمكانيتهما . قال تعالى: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها"(51).

اهتم القرآن الكريم برضاعة الأم للأطفال.وفيه فوائد كثيرة .لايكمل أى غذاء بدلا برضاعة الأطفال. به يقوى الجسم وينشأ بالسرعة. أرشد الله سبحانه وتعالى عن هذا الموضوع فى القرآن الكريم كما يقول:"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة"(52). وقال تعالى فى آية أخرى:وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه(53).وقال تعالى فى آية اخرى: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا(54). وقال تعالى فى آية أخرى:ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن اشكرلى(55).وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلوة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى(56).

جدير بالذكر إن رضاعة الأم يصون الأطفال عن جميع الأمراض والزمنى الذى دليل فى عصر العلوم . يتبين بالابتلاء إن رضاعة الأم قوى جدا للأطفال.

---

51 القرآن المجيد ،سورة البقرة، رقم السورة2، رقم الاية (286).
52 القرآن المجيد ،سورة البقرة، رقم السورة2، رقم الاية (233).
53 القرآن المجيد،سورة القصص، رقم السورة28، رقم الاية (07).
54 القرآن المجيد ،سورة الاحقاب، رقم السورة46، رقم الاية (15).
55 القرآن المجيد ،سورة لقمان، رقم السورة31، رقم الاية (14).
56 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الصيام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء فى الرخصة فى الإفطار للحبلى والمرضع، رقم الحديث(719).

Dhaka University Institutional Repository

تسمية المولود باسم إسلامى

من حقوق الطفل التي أوجبها الإسلام على الوالدين حقه في التسمية الحسنة، فالواجب على الوالدين أن يختارا للطفل إسما حسنا ينادى به بين الناس، ويميز به عن أشقائه وأقرانه، وأوجب الإسلام أن يحمل الإسم صفة حسنة أو معنى محمودا، يبعث الراحة في النفس والطمأنينة في القلب. وهو حق مهم للأطفال.إن الله سبحانه وتعالى علم النبى الأول آدم عليه السلام الأسماء كلها وازداد أهمية الأسماء.الإسم الحسن أحب إلى الله تعالى.كما أرشد الله تعالى فى القرآن الكريم :"ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها"(57).ولهذا إن النبى صلى الله عليه وسلم أكد بالأسماء الحسنى على أهميتها.روى الصحابى الجليل أبو الدرداء رضى الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنكم تدعون يوم القيامة بأسماء كم وأسماء آباءكم فاحسنوا أسماءكم(58).

بالأسماء تزيل المصائب والبلاء من الناس.لهذا أن النبى صلى الله عليه وسلم بدل الإسم القبيح بالحسن.أمثالها فى الحديث الشريف كثيرة.كما ذكر فى الحديث الشريف:عن سعيد بن المسيب أن جده حزن قدم على النبى صلى الله عليه وسلم فقال ما إسمك؟قال إسمى حزن. قال بل انت سهل.قال ما أنا بمغيرا إسمى سمانى أبى قال بن المسيب فما زالت فينا الحزونة بعد (59).

ينبغى للناس أن يسمى الأطفال بإدراك المعنى.والأفضل فيه أن يسمى بعد سبعة أيام للولادة . كما ذكرت فى الحديث الشريف عن سمرة بن جندب رضى الله تعالى عنه،قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عند يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه(60).وأيضا ذكرت فى الحديث الشريف:عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الولد على والده أن يحسن إسمه(61).وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا :"إن أحب أسماءكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن"(62).جدير بالذكر إن سمى أحد الذى يخالف الإسلام حينئذ واجب أن يبدل الإسم بالأسماء الحسنة.لما سمع النبى صلى الله عليه وسلم إسم أحد الصحابة التى سميت فى الجاهلية يبدل تلك الأسماء التى تطابق قضاء القرآن والسنة والإسلام.

---

57 القران المجيد ،سورة الاعراف، رقم السورة7، رقم الاية (180).

58 سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، دار الحديث الطبعة الأولى 1388هـ. كتاب الأدب،باب فى تغيير الأسماء، رقم الحديث(4297).

59 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري،المطبعة السلفية. المجلد الثانى/821 . كتاب الأدب، باب إسم الحزن، رقم الحديث(6260).

60 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب فى العقيقة، رقم الحديث(1605).

61 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال/ المتقي الهندي/ ط.مؤسسة الرسالة/ بيروت سنة 1989م.الجلد السادس عشر،صفحة(417).

62 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال/ المتقي الهندي/ ط.مؤسسة الرسالة/ بيروت سنة 1989م.الجلد السادس عشر،صفحة(417).

Dhaka University Institutional Repository

كما ذكرت فى الحديث الشريف:عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال كانت جويرية إسمها برة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إسمها جويرية(63).وأيضا ذكرت فى حديث آخر:عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير إسم عاصية وقال أنت جميلة(64).

فهذا دليل واضح على ضرورة أن يحسن الوالدان اختيار إسم طفلهما ولعل الحكمة من ذلك حتى يكون إيحاء للمعاني الخيرة التي يحملها هذا الإسم،كما أن للفرد الحق في تغيير إسمه إن كان الإسم يحمل معنى سيئا وقد ثبت عن رسول الله أنه غير إسم عاصية فعن ابن عمر:أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية فسماها رسول الله جميلة(65).والإسم الحسن يخلف في النفس أثرا إيجابيا ووقعا طيبا؛ لذا فهو من المبادرات الجميلة التي سنها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ، فقد ورد عن أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه أنه قال: "ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، وحنكه بتمرة "(66).ومن الأمور التي أمرنا بها الإسلام تسمية المولود منذ الأسبوع الأول، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : أمر بتسمية المولود يوم سابع ووضع الأذى عنه والعق(67).وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي أبناء أهله وأقاربه وأصحابه، ويتخير لهم الأسماء الحسنة والجميلة، ويروى أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى دار إبنته فاطمة رضي الله عنها حين ولدت حسنا ثم سأل: "ماذا سميتم إبني؟ " فقال علي حربا، فقال صلى الله عليه وسلم:"بل هو حسن"(68).

وقد أحب رسولنا الكريم الأسماء التي تحمل معنى العبودية لله، والأسماء التي تحمل معاني الخير والجمال والحب والكمال، فالاسم الذي يحمل أحد هذه المعاني يوقظ في وجدان صاحبه المعاني السامية والمشاعر النبيلة، ويشعره بالعزة والفخار بإسمه واحترام ذاته، ويبعده عن سخرية الناس واستهزائهم، وعلى النقيض من ذلك، فالأسماء القبيحة تثير في نفس صاحبها عدم الرضا

---

63 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري ،دار إحياء التراث. المجلد الثانى، كتاب الآداب،باب استحباب تغيير الإسم القبيح إلى حسن، رقم الحديث(5729).

64 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري ،دار إحياء التراث. المجلد الثانى. كتاب الآداب،باب استحباب تغيير الإسم القبيح إلى حسن، رقم الحديث(5727).

65 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري ،دار إحياء التراث. المجلد الثانى. كتاب الآداب،باب استحباب تغيير الإسم القبيح إلى حسن، رقم الحديث(5728).

66 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري ،دار إحياء التراث.المجلد الثانى/صفحة 208. كتاب الآداب،باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، رقم الحديث(5739).والروياني في مسنده(469)وأبو يعلى (7315).

67 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ،دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء فى تعجيل إسم المولود ، رقم الحديث(3066).وقال: هذا حديث حسن غريب. والعقيقة هي الذبح على المولود.

68 أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (1/118) والحاكم (3/180) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، انظر الصفحة (31) من كتاب (أولادنا في ضوء التربية الإسلامية) لمحمد علي قطب، القاهرة، مكتبة القران.

Dhaka University Institutional Repository

عن النفس، وتدفعه للانطواء على الذات، والانعزال عن الآخرين هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فالأسماء القبيحة تثير السخرية والاستهتار من قبل الآخرين، مما يولد في نفس صاحبها مرارة، وجرحا غائرا، وقد يدفعه ذلك إلى الخجل الشديد، وعدم القدرة على مواجهة الناس ومواقف الحياة، وقد يدفعه أيضا إلى كراهية الناس والابتعاد عنهم، لذا فقد حبب الإسلام تسمية الأولاد بالأسماء التي تحمل معاني العبودية لله تعالى، أو بأسماء الأنبياء. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم : "تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة "(69).إن الأسماء القبيحة تشمئز منها النفوس فحرب ومرة وكلب وحية(70).أسماء جاهلية يجب الابتعاد عنها، وكذلك الأسماء القبيحة التي تدل على معاني الجبروت والظلم والتكبر مثل شيطان وظالم وفرعون(71).وقد تابع الخلفاء رضوان الله عليهم سيرة نبينا الكريم ونهجه القويم في التسمية الحسنة، فهذا سيدنا عمر رضى الله عنه، عندما جاءه رجل وقال له: ابني يعقني، فرد الابن بأن أباه قد عقه قبل أن يعقه هو، ومن الأمور التي كانت سببا للعقوق هي أنه سمى ابنه اسما سيئا فحكم له عمر، وأمر المسلمين أن يحسنوا اختيار أسماء أبنائهم (72).وهناك أسماء تبعث العزة والأنفة في النفس كأسماء الصالحين والمصلحين، والمجاهدين لإعلاء كلمة الله، فهذه الأسماء تؤثر في نفسية الطفل وتجعله ينشأ مقلدا من تسمى باسمه في الصلاح والإصلاح.

ولا يرى الإسلام بأسا من تغيير اسم الإنسان بعد أن يكبر وخاصة إذا كان هذا الإسم قبيحا، ويسبب لصاحبه آلاما نفسية، ويلحق به إيذاء لا يتناسب مع العبودية لله تعالى، فقد روى البخاري من طريق ابن المسيب عن أبيه، أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ما اسمك؟ قال: حزن (73) قال: "أنت سهل..."، وهذا أبو هريرة رضى الله عنه كان إسمه (عبد شمس) فلما أسلم غير الرسول صلى الله عليه وسلم إسمه إلى (عبد الرحمن)، وقد غير الرسول أيضا بعض الأسماء من حرب إلى سلم، ومن حزن إلى سهل، ومن عاصي إلى عبد الله، لما لهذه الأسماء من أثر سيىء ومجافاة للذوق السليم والحس الرفيع(74). من المؤسف أن بعض الآباء يسمي أبناءه وبناته بأسماء مشاهير الطرب والتمثيل ونحوهم، الذين يحبهم، والبعض قد يسميهم بأسماء أجنبية وهذه

---

69 سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، دار الحديث الطبعة الأولى(1388هـ). كتاب الأدب،باب فى تغيير الأسماء، رقم الحديث (4950)، وأحمد (345).

70 نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار/محمد بن علي الشوكاني، ج(6) ص: (111) عن موسوعة الفقه الكويتية ج(11).

71 مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، شمس الدين الخطيب الشربيني،المعروف لابن قدامة،دار الكتب العلمية.ج(4)ص:(249).

72 د. محمد رواس قلعجي – موسوعة فقه عمر بن الخطاب – دار النفائس، بيروت. ص: (100) وما بعدها.

73 الحزن: ما غلظ من الأرض والحديث عند البخاري برقم: (5836).

74 د. لبنى عبدالله سعيد، مقال منشور في مجلة الجامعة، الموصول عدد (3) كانون أول 1979، ص:(30).

Dhaka University Institutional Repository

هي المصيبة ؟ إن الإسلام هو دين الأخلاق السامية؛ لذا فهو لا يرضى لأبنائه وبناته أن تطلق عليهم الأسماء السيئة والقبيحة، وقد اصطفى الله تعالى أبلغ الأسماء وأحسنها لأنبيائه ورسله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، بل أحبها إليه وأدلها على الرفعة والطهر، قال تعالى في محكم تنزيله: "يا زكريا إنا نبشرك بغلام إسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا"(75).سمى سبحانه وتعالى أتباع دينه الحق (بالمسلمين) فقال في بيانه المنزل: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس(76). فلنتق الله في أولادنا ولنسمهم أسماء حسنة تدخل السرور إلى نفوسهم، ولأنها من الحقوق التي شرعها ربهم عز وجل.

عقيقة المولود

معنى العقيقة في اللغة: القطع ومنه عق والديه إذا قطعهما. ومعناها في الاصطلاح ذبح الشاة عن المولود يوم السابع من ولادته.

الأدلة على شرعية العقيقة : عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه"(77). وفي رواية " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان". وحكمها مستحبة ؛ كما جاء في الحديث الشريف، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة "(78). والحكمة هي إظهار البشر والسرور بالنعمة ونشر النسب بالمولود ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ولكن لها أيضا فوائد كثيرة نذكر منها.

(الف) أنها إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(ب) أنها قربان يقرب عن المولود في أول خروجه إلى الدنيا.

(ج) أنها تفك الرهان المرتهن به المولود،ولهذا قال عليه السلام:"مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى"(79).

---

75 القران المجيد ،سورة مريم، رقم السورة19، رقم الآية(07).

76 القران المجيد ،سورة الحج، رقم السورة22، رقم الاية(78).

77 سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، دار الحديث، الطبعة الأولى(1388هـ). كتاب الضحايا،باب في العقيقة، رقم الحديث (2839).

78 سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني،دار الحديث، الطبعة الأولى(1388هـ). كتاب الضحايا،باب في العقيقة، رقم الحديث (2844).

79 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب الأذان في أذن المولود ، رقم الحديث(1597).

Dhaka University Institutional Repository

معلومات هامة تتعلق بالعقيقة:

- لابد من إخلاص النية قبل البدء في عمل العقيقة وأن يكون الذبح لله وحده امتثالاً لسُنة نبينا، ولاتكون من باب الرياء والسمعة والمباهاة فاحذري ذلك.
- العقيقة مستحبة وليست واجبة، وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى.
- أفضل أوقات العقيقة إنما هو اليوم السابع من تاريخ الولادة، واليوم يحسب من أذان الفجر إلى غروب الشمس، فمن ولد بعد أذان المغرب يحسب له من اليوم التالي، وهذه ملحوظة مهمة جدا لأن أكثر الناس يخطئون في تحديد يوم العقيقة إلا من يعلم هذه المعلومة.
- لا تجزيء العقيقة إلا بالشياه فقط، والشياه جمع شاه،والشاة تكون من الغنم، والغنم تشمل المعز والضأن , فلا تجزيء أن تكون العقيقة من الطيور كالحمام والدجاج والديوك وما إلى ذلك.
- لايشترط في شاة العقيقة سن معين ولاسلامة من العيوب كما في الشاة التي تذبح في الأضحية لأنها لها شروط خاصة بها. وإن كان الأفضل والأقرب إلي الله عز وجل أن تكون سالمة من العيوب.
- يسمى على العقيقة لأنها من جنس الذبائح المشروعة، فيقول الذابح "بسم الله والله أكبر".
- إعلمي أختي المسلمة أن عظام العقيقة تكسر كغيرها من الذبائح، أما الحديث الوارد في النهي عن كسر عظام العقيقة فهو حديث مرسل في مراسيل أبي داؤد، والمرسل من أقسام الضعيف.
- العقيقة قربة إلى الله تعالى بتمامها، ومن باع شيئا منها فما عقّ في الحقيقة .وذلك لأن ذاك البيع ينقص من أصل الذبيحة وعليه فلن تكون العقيقة حينئذ تامة موافقة لمراد الشرع الحنيف، وعليه أيضا فلا تجزيء العقيقة إذا صرف شيء منها أجرة علي القيام بذبحها وسلخها.
- أصحاب العقيقة مخيرون بين أكلها وبين التصدق والإطعام والإهداء منها وإن كان من الأفضل الجمع بين كل ذلك لما فيه من الإحسان إلى الفقير والمساكين ولما فيه من التودد إلى الأصدقاء والأحبة. وأما ماورد في أن ترسل رجل الذبيحة إلى القابلة "المولدة" فهو حديث ضعيف لانقطاعه.
- العقيقة عبادة والأضحية عبادة وكل منهما مستقلة بذاتها، فإذا اجتمعت العقيقة مع الأضحية فلا تجزيء إحداهما عن الأخرى، ولم يرد في الشرع مايثبت إجزاء إحداهما عن الأخرى إذا اجتمعتا في يوم النحر.

Dhaka University Institutional Repository

◆ إذا جاء وقت العقيقة ولم يكن لديك مالا تستطيعين أن تشتري به الشياه، فيجوز الاقتراض لهذا الأمر إذا كان يسهّل رد هذا القرض، أما في حالات الفقر الشديد فلا يستحب الاقتراض إذا كان المقترض لايستطيع رد ذلك القرض.

◆ لم يرد دليل ثابت يدل على أن العقيقة يتصدق بثمنها ولو زاد، وعليه فالتصدق بثمنها ولو زاد لايجزيء عنها، والذي يتصدق بثمنها دون الذبح المشروع. قد سقط في بدعة منكرة.

◆ إن إلقاء أية محاضرات حول العقيقة وبيان أحكامها وآدابها وحول المولود وأحكامه في اليوم السابع والدوام على ذلك في كل اجتماع للعقيقة يعتبر أمرا محدثا لا يعرف في السنة الصحيحة ولم يعرفه أئمة السلف الصالح رحمهم الله تعالى،ولو كان خيرا لسبقونا إليه،فلا تجبري زوجك أن يحضر بعض المشايخ في كل مولود لك لكي يلقي محاضرة علي المدعوين فالعبرة هنا التحذير من أن يصبح هذا الأمر من الأمور الواجبة.

◆ فبعض الناس يعتقدون أن هذه المحاضرة يوم العقيقة من السنة، لذلك ينبغي لأهل العلم الموجودين في اجتماع يوم العقيقة أن يعلموا الحاضرين أن هذه المحاضرة ليست من السنة وإنما هذا الاجتماع إنما هو لإظهار الفرح بالمولود في صورة إطعام الطعام وتهنئة المولود له، وليس هو اجتماع لإلقاء محاضرات في الفقه والأحكام فإن هذا له شأن وموضع آخر هو دروس العلم والمحاضرات النافعة التي تقام خاصة لنفع الناس وتعليمهم دينهم وسنة رسولهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

استحباب حلق شعر الرأس والتصدق بوزنه فضة على الفقراء والمستحقين

ومن هنا نستطيع أن نستخلص حكمتين من ذلك. حكمة صحية : لأن في إزالة شعر الرأس تقوية له وفتحا لمسام الرأس بالإضافة إلى تقوية حاسة السمع والبصر الشم . وحكمة اجتماعية : لأن التصدق بوزن شعره فضة معناه فتح ينبوع من ينابيع التكافل الاجتماعي،وفي ذلك تحقيق لظاهرة التعاون والتراحم والتكامل في ربوع المجتمع .ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما رواه أنس ابن مالك أن رسول الله أمر بحلق رأس الحسن والحسين يوم سابعهما فحلقا وتصدق بوزنه فضة. وجاء فى حديث آخر،عن سلمان بن عامر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلعم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى(80).وجاء فى حديث آخر،عن على بن أبى

80 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب الأذان فى أذن المولود ، رقم الحديث(1597).

Dhaka University Institutional Repository

طالب قال عق رسول الله صلعم عن الحسن بشاة و قال يا فاطمة إحلقى رأسه واصدقى بوزنه شعره فضة.قال فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم(81).

ختان المولود

هو من أبرز الشعائر التي يتميز بها المسلم عن غيره،فهو واجب العمل به ومقدم على غيره من الواجبات وهو سنة للرجال ، مكرمة للنساء ، ولقد روى عن رسول الله أنه قال للرجال الذي قال قد أسلمت فقال النبي"ألق عنك شعر الكفر واختتن"(82).والختان يعتبر من خصال الفطرة الخمسة بل يأتي في مقدمتها ... يقول رسول الهدى صلوات الله وسلامه"الفطرة خمس الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط".والحكمة من ذلك أنه تشريع إلهي شرعه الله لعباده ليكمل به فطرتهم ولأنه بواسطته يمكن التخلص من الإفرازات الدهنية ، كما أنه يقلل من إمكان الإصابة بالسرطان،وأيضا يجنب الأطفال من الإصابة بسلس البول الليلي. يجب على الوالدين أن يختن الطفل المسلم فى الوقت اللائق. وهو سنة وصفة الإسلام. ولكن هو شامل لسنة إبراهيم عليه السلام وفطرته. ورد في بعض الروايات أنه من سنن المرسلين فعن أبى أيوب رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:أربع من سنن المرسلين الختان والتعطر والسواك والنكاح(83).حكم الختان فى الإسلام مشروع علومية وحياتية وبه يحفظ عن كثير من الأمراض وينظف الجسم عن النجاسة الباطنية.والطهارة شطر الإيمان.رأى أكثر العلماء:إن الختان سنة بالطفولية.لأنه إذا بلغ بعد أيام يجب عليه أداء الأحكام الشرعية.

أول الكلام للأطفال

إذا تعلم الأطفال بالكلام لازم على الوالدين أن يعلمهم أولا الكلمة الطيبة . تأثره يرجى فى حياته الكاملة. لأنه يجب على الوالدين أن يعلم أطفاله وحدانية الله وعلمه أيضا إن الله واحد لاند ولا شريك له وهو على كل شئ قدير. كما جاء فى الحديث الشريف:عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا اله إلا الله (84).

---

81 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب العقيقة بشاة،رقم الحديث(1602).

82 مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن محمد بن حنبل ، الطبعة الميمنية، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية (1398هـ). وأبو داؤد فى سننه.

83 مسند الإمام أحمد بن حنبل،لأحمد بن محمد بن حنبل،الطبعة الميمنية،المكتب الإسلامي،بيروت،الطبعة الثانية(1398هـ).

84 السنن الكبير/الكبرى (سنن البيهقي)/ لأحمد بن الحسين البيهقي ، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند (1344هـ). و المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ، نشر دار الكتاب العربي، بيروت.

Dhaka University Institutional Repository

حق الطفل في الحضانة والنفقة

أوجبت الشريعة للطفل رعايته والمحافظة على حياته وصحته وتربيته وتثقيفه على الأبوين هذا ما يعرف بمرحلة الحضانة ،ولكي يكتمل نمو هذه النبتة الغضة فقد جعل للأم الحق في حضانة طفلها في حالة وقوع الخلافات الزوجية حتى سن السابعة من العمر، التي يكون الطفل قد اجتاز فيها المرحلتين ، مرحلة المهد و مرحلة الطفولة المبكرة إذ تعتبر هاتان المرحلتان من أهم المرحل في حياة الطفل حيث يقرر بعدها بقاءه مع أمه أوأبيه ويترك له حرية الاختيار بينهما،فهذا منتهى العدل والرحمة الإلهية التي تضع الأمور في نصابها.وبالإضافة إلى حق الطفل في الحضانة أيضا له الحق في النفقة،والنفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن .

فقد كفل الإسلام للطفل الحق في التربية والعناية به صحيا ونفسيا واجتماعيا بحيث ينشأ على الفطرة السليمة السوية وكلف الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الأبوين بحسن تربية الطفل والاهتمام به،وإبعاده عن المضرات البيئية،وأجمع فقهاء المسلمين على أن هذه الحضانة والكفالة واجبة على الوالدين فيجب عليهما حفظه من الهلاك،وجعلوا أحق الناس بحضانة الطفل أمه، واشترط الفقهاء أن تكون الحاضنة سليمة العقل صحيحة الجسم، قادرة نفسيا على القيام بواجبات الحضانة وأن تتولى إحدى قريباته حضانته في حالة فقدان الأم للكفالة ولا تعطى الحضانة للرجل في حالة الانفصال بين الزوجين إلا لضرورة ولرعاية الطفل يجيز الفقهاء إسقاط الحضانة عن الحاضنة في حالة زواجها من غير ذي رحم للطفل أو سفر الحاضنة لبلد بعيد أو إصابتها بمرض معد، كما قال الدكتور عبد العزيز عبد الهادي ف بحثه عن حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي.وبهذا يحمي الإسلام الطفل من الاضطرابات النفسية والعاهات البدنية وسوء التربية. والأسرة السوية هي أجدر المؤسسات الاجتماعية على تنشئة الطفل النشأة السوية ومن هنا اهتم الإسلام بالأسرة وجعلها مكان السكن، والمودة، والرحمة، واللباس، والحب، والمكان الذي يعيش فيه الفرد مع من يحب. وقد جعل الإسلام التربية في الصغر من النعم التي يجب على الفرد أن لا ينساها وعليه أن يذكرها دائما وأن يؤد حقها عليه. قال تعالى: "وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا"(85).

فجعل الله التربية في الصغر دينا واجب السداد على الإنسان في الكبر بالدعاء للوالدين، وحسن معاشرتهما،والإحسان إليهما.

---

85 القرآن المجيد سورة الإسراء، رقم السورة17، رقم الاية(24).

Dhaka University Institutional Repository

حق الطفل في التربية

اهتم الإسلام بالقواعد الأساسية في تكوين الأسرة ، و رسم المنهج الذي ينبغي أن يحتذي به كل من الزوج والزوجة عند تكوين الأسرة،ثم بين الحقوق ألتي يجب أن يؤديها كل منهما للطفل حتى يتمكنا من تنشئته التنشئة الصالحة . والإسلام عندما يوضح ذلك كله لا يقف عند هذا الحد إذ أنه يعتبر مرحلة الطفولة من المراحل المهمة والأساسية التي فيها تبني شخصية الطفل . وتظهر العلاقات الدالة على مدى نجاحه مستقبلا في تحقيق الرسالة التي خلق من أجلها ، وذلك عن طريق استغلال جميع الطاقات الكامنة لديه . الجسمية والعقلية والروحية . والتي من خلالها يكتسب الطفل العلوم والمعارف ليتحقق الهدف الأسمى الذي وجد من أجله.

(١) التربية الجسمية :

المقصود بالتربية الجسمية إعداد الجسم كله إعداد سليما،حيث أننا بالإضافة إلى الاهتمام بالعضلات وحواس الطفل يجب، الاهتمام بالطاقة الحيوية المنبثقة من الجسم والمتمثلة في مشاعر النفس، وطاقة الدوافع الفطرية والنزعات والانفعالات،حيث يراعي الإسلام أمرين هامين :

(الف) يراعي الجسم من حيث هو جسم يحتاج إلى الغذاء الجيد والمسكن الصحي،والراحة والنوم الجيد والحصانة من الأمراض.

(ب) يوفر الطاقة الحيوية اللازمة لتحقيق أهداف الحياة ، وهي أهداف تشمل كيان الإنسان كله. فالغذاء يلعب دورا هاما في نمو الطفل،فهو يزود الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها للقيام بنشاطه. وتكوين الخلايا وزيادة مناعة الجسم ضد الأمراض ووقايته منها .وأيضا من الأمور التي يجب أن تهتم بها الأم حاجة الطفل إلى النوم إذ أن عملية النوم تعتبر من الحاجات العضوية الجوهرية اللازمة لنموه ومن الأفضل تعويده على النوم على الشق الأيمن أسوة برسول الله . فعن عبد الله أن النبي كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده ثم قال :"اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك "(86).

ولقد تمكن العلماء مؤخرا من التوصل إلى أن النوم على الشق الأيسر يضر بالقلب ويعيق التنفس. كما وأن حاجة الطفل إلى الملبس يجب أن تحظى بنفس القدر من الاهتمام بالحاجات السابقة ، إذ أن على الأم الواعية أن تدرك احتياجات طفلها للملابس الصيفية أو الشتوية على أن تعوده عند الشروع في الارتداء أن يبدأ باليد اليمنى اقتداء بصاحب السيرة العطرة محمد صلعم. و أيضا يحبب إليه ممارسة الألعاب الرياضة مثل العدو والسباحة وركوب الخيل والسباق ... إلخ حيث

---

86 سنن الترمذي، أمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه ، رقم الحديث(3726).

Dhaka University Institutional Repository

كان يسابق ويرشد أمته إلى الأخذ بأسباب القوة . وعلى الوالدين أثناء الاهتمام بتربية الطاقة الجسمية للطفل أن يعوداه على حياة الجد ويبعداه عن التراخي والميوعة والانحلال وكل ما يرهق العقل والجسم فهذه الأسس والمبادئ إن حظيت بعناية الأم واهتمامها فإنها بلا أدنى شك تكون قد تمكنت من تربية طفلها التربية الجسمية السليمة،وهي بذلك تكون قد أدت جزءاً من الأمانة المذكورة في قوله تعالى" والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون "(87).

(٢) التربية العقلية:

اعتنى الإسلام بالتربية العقلية باعتباره دين الفطرة فهو يحترم الطاقات البشرية كلها ، إذ لا يهمل جانبا منها أو يطغي جانبا على آخر شأن بعض الفلسفات- يقول الباري جل ذكره . قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصاروالأفئدة قليلا ما تشكرون(88). فالإسلام يحترم الطاقة العقلية ويشجعها ويضع للأم الوسائل المعينة لها في إعداد طفلها . إن من مسؤولياتها الكبرى توعيته فكريا منذ نعومة أظافره إلى أن يصل إلى سن الرشد والنضج . ومن هذه المسؤوليات مسؤولية تعليمه وتعويده على الاعتراف من معين الثقافة والعلم والتركيز على حفظ القرآن الكريم ، ومعرفة السيرة النبوية. " وهناك عدة طرق للتربية العقلية نذكرها منها ":

(الف) التلقين الواعي من قبل الوالدين حيث يجب أن يلقن الطفل حقيقة الإسلام و تعاليمه.

(ب) المطالعة الواعية وهذا يتطلب من الوالدين أن يضعا بين يدي الطفل مكتبة صغيرة تشتمل على مجموعة من قصص الأنبياء والصحابة والسيرة النبوية بالإضافة إلى بقية كتب أخرى تشتمل على أنواع العلوم المعارف المفيدة والتي سبق وأن أعدت بما يتلاءم وسنه ونموه وقدراته على الاستيعاب.

(ج) كما أن على الوالدين اختيار الرفقاء الصالحين المتميزين عن غيرهم بثقافتهم الإسلامية . إن تقصير الاباء في تربية أولادهم التربية العقلية وإهمالهم يكون له أثر كبير على سلوكهم ومستقبلهم العلمي ، وبذلك يكونون قد حادوا عن الطريق وعجزوا عن أداء الأمانة التي وجدوا من أجلها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث الذي يرويه ابن عمر:"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته "(89).

---

87 القرآن المجيد ،سورة "المؤمنون"، رقم السورة23، رقم الآية(8).

88 القرآن المجيد ،سورة الملك، رقم السورة67، رقم الاية (23).

89 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء فى الإمام ، رقم الحديث(1806).

Dhaka University Institutional Repository

(٣) التربية الروحية:

إن الإنسان لا يبلغ رقيه وحقيقة إنسانيته إلا بصحوة روحه وتزكية طاقاتها وعقد الصلة الدائمة بينها وبين الملأ الأعلى ومنهج القرآن في تزكية الروح وتربيتها يقوم على:

(الف) البدء بتأصيل الإيمان بالله الواحد تأصيل معرفة وحب وتقوى وطمأنينة لذلك فواجب الأم يتضح في قدرتها على تحين الفرص لتفتح ذهن طفلها للتدبر والتفكر في عظمة الله.

(ب)وتقتضي هذه العقلية السليمة من صاحبها أن يحقق في ذاته معاني العبودية الحقة لله ، حيث أن العبادة هي الصلة المباشرة بين العبد وربه فالصلاة التي يعتاد عليها الطفل وتعرفه بها أمه يعتبرها الطفل لقاء ودعاء.

وكذلك الصوم يعتبر في نظر الطفل هجر لما تحبه النفس وإيثار لما يحبه الله والحج زيارة لبلد الله ..وممارسة للأركان الخمسة .والزكاة تطهير للنفس وإحساس بالفضل. إن هذه الحياة الروحية التي يحياها الطفل . وذلك بعد ترويضه وتشجيعه على المداومة عليها وأدائها بإخلاص في كل الأقوال والأفعال والحركات قاصدا بذلك وجه المولى منطلقا من الآية القرآنية الكريمة : " انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا(90).

(٤) إعطاء التربية الإسلامية فى البيئة الأسرية:

الأسرة أولى الدرجة للحياة الإجتماعية .تتكون الأسرة بالزوجين والأولاد والأيوين والأخ والأخت وغيرها من الرجال والنساء.مجمع الأسرة الكثيرة هى المجتمع.والحياة الإجتماعية موقوفة على نظام الأسرة وسلامتها.الناس حيوان إجتماعى.يبدأ الحياة الإجتماعية بالحياة الأسرية.يعيش الناس فى المجتمع منذ زمان طويل.لايعيش أحد إلا الإجتماع.ويقاع الإجتماع موقوفة على الأسرة. وأصل الأسرة هى الأولاد والأطفال .الناس كلهم يربون من الأطفال والصغار.فلهذا سلامة المجتمع وراحتها موقوفة على التربية الإسلامية بالأطفال.والله سبحانه وتعالى أنزل الأيات الكريمة على إهمية الحياة الأسرية.كما قال: "والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة "(91). وقال تعالى فى آية أخرى : "وهوالذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا "(92).وجاء فى آية أخرى:"يايها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا (93)".

---

90 القران المجيد ،سورة الإنسان/ الدهر، رقم السورة76، رقم الاية (9).
91 القران المجيد ،سورة النحل، رقم السورة16، رقم الآية (72).
92 القران المجيد ،سورة الفرقان، رقم السورة25، رقم الآية (05).
93 القران المجيد ،سورة التحريم، رقم السورة66، رقم الآية (06).

Dhaka University Institutional Repository

والأسرة لايمكن أن تحقق أهدافها الخيرة إلا إذا كان الأب فيها المسؤل والقائد المطاع . وخير الأمهات هى التى تنشئ أبناءها على محبة والدهم وطاعته. وهى بهذا تحفظ كرامتها لأن الأبناء إذا احترموا أباءهم واطاعوه عرفوا لأمهم قدرها وقاموا بحقوقها .أما الأسرة التى لايطيع صغيرها كبيرها ولايرحم الكبير الصغير فيسودها الفوضى والاضطراب. ولاتستريح أنسام السعادة ولاتعرف معنى العطف والمحبة والإحترام.قال عليه الصلوة والسلام:"إبدأ بمن تعول "(94).وجاء فى حديث آخر: "حق الأخ الأكبر على الأخ الأصغر كحق الوالد على ولده"(95).

(٥)التربية الجنسية حق من حقوق الطفل:

كثير من الناس يعتقدون أن الدين وحده كاف لحماية الإنسان من الوقوع في براثن الزنا ، وهذا صحيح . لكن لماذا نرى أشخاصا متدينين يمارسون الجنس خارج إطاره الشرعي ؟ بل أكثر من هذا هناك طلبة يدرسون القرآن وعلوم الفقه في المدارس العتيقة ومع ذلك يمارسون الجنس بكل حرية ! وطبعا فعندما نريد أن نحسم الجدال حول مثل هذه الأمور التي لا نعطيها الأهمية التي تستحق فكل ما نستطيع أن نقوله هو أن الدين ديال هاد الناس ناقص ، ولكن ألا يمكن أن تكون هناك أسباب أخرى تدفع بهؤلاء إلى ممارسة الجنس خارج إطاره الشرعي وهم يعرفون أن ذلك حرام ؟ أعرف صديقا متدينا سبق له أن خاض ثلاث تجارب جنسية غير شرعية . كان يعمل قابضا في صندوق حمام عمومي للرجال والنساء ، وكلما شعر برغبة في ممارسة الجنس يتفق مع إحدى العاهرات لتأتي عنده إلى الحمام قبل طلوع الفجر . يعني أن صديقنا يحول الحمام الذي هو في الأصل مكان للطهارة إلى بورديل يمارس فيه الفاحشة دون أن يمسه الجن الذي تقول الألسنة الشعبية أنه يملأ قواديس الحمامات في الليل بأي سوء . ما كاينش شي جن قد بنادم .

كثير من الأطفال يعتقدون أن الأفعال الشاذة التي يمارسها عليهم الكبار تعتبر شيئا عاديا ، لذلك يستسلمون بكل براءة ، وعندما يكبرون يكتشفون أن ما تعرضوا له يعتبر جريمة كبرى مورست عليهم بلا رحمة ، لكنهم لا يستطيعون التعبير عن كل ما تعرضوا له بسبب الخوف من "الفضيحة"،والنتيجة النهائية أنهم يتعقدون وينطوون على أنفسهم ،ثم يعيدون ممارسة نفس الأفعال التي مورست عليهم في حق أطفال آخرين في أول فرصة تتاح أمامهم كي ينتقموا لشرفهم الذي تم هتكه في مراحل الطفولة البعيدة ، حتى أنه توجد في المغرب مناطق معروفة يتم فيها توارث الشذوذ الجنسي أبا عن جد ! وطبعا لن أذكر أسماء هذه المناطق تفاديا لإحراج المنتمين إليها.

---

94 مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن محمد بن حنبل ، الطبعة الميمنية، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية 1398هـ. وابو داود فى سننه.

95 هذا حديث ضعيف، رواه ابو نعيم فى "أخبار أصبهان (122/1) ".

Dhaka University Institutional Repository

فلماذا لا نحصن أطفالنا إذن بتربية جنسية سليمة تحميهم من الوقوع بين مخالب الذئاب المتوحشة التي لا ضمير ولا أخلاق لها ؟

(٦) التربية للأخلاق الحسنة:

الإسلام دين فطرى للناس . كما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم : مامن مولود إلا يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (96). يفهم بهذا الحديث إن لكل أطفال قابلية أن يكون نفسه بالأخلاق الحسنة . إن كان الوالدين محافظ على الأطفال .وتربيا الأطفال بالأخلاق الحسنة .فيكون الأطفال ذا أخلاق حسنة.كما يعلم الوالدين الأطفال وحدانية الله والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والبعث بعد الموت . وبالجانب يعرض لهم شر الشرك والبدعة وعاقبته.إن الله سبحانه وتعالى ذكر فى سورة لقمان أن لقمان عليه السلام نصح لإبنه على تسعة أشياء.وهى:

- النصيحة الأولى: يا بنى لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم(97).
- النصيحة الثانية : يابنى انها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السماوات أو فى الأرض يأت بها الله. إن الله لطيف خبير(98).
- النصيحة الثالثة :يا بنى أقم الصلوة(99).هكذا قال عليه السلام:مروا أولادكم بالصلوة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشرسنين وفرقوا بينهم فى المضاجع(100).
- النصيحة الرابعة : وأمر بالمعروف وانه عن المنكر (101).
- النصيحة الخامسة : واصبر على ما أصابك إن ذالك من عزم الأمور(102).
- النصيحة السادسة : ولا تصعرخدك للناس(103).
- النصيحة السابعة : ولاتمش فى الأرض مرحا.إن الله لايحب كل مختال فخور(104).
- النصيحة الثامنة : واقصد فى مشيك(105).

---

96 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري،دار إحياء التراث. المجلد الثانى. كتاب القدر،باب معنى كل مولود يولد على الفطرة و حكم موت أطفال الكفار و أطفال المسلمين، رقم الحديث(6926).

97 القرآن المجيد، سورة لقمان، رقم السورة31، رقم الآية (13).

98 القرآن المجيد، سورة لقمان، رقم السورة31، رقم الآية (16).

99 القرآن المجيد، سورة لقمان، رقم السورة31، رقم الآية (17).

100 سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني ، دار الحديث، الطبعة الأولى(1388هـ). كتاب الصلاة،باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم الحديث(459).

101 القرآن المجيد، سورة لقمان، رقم السورة31، رقم الآية (17).

102 القرآن المجيد، سورة لقمان، رقم السورة31، رقم الآية (17).

103 القرآن المجيد، سورة لقمان، رقم السورة31، رقم الآية (18).

104 القرآن المجيد، سورة لقمان، رقم السورة31، رقم الآية (18).

Dhaka University Institutional Repository

❖ النصيحة التاسعة : واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير(106).

إهمية هذه النصائح التسعة كثيرة لتعليم الأطفال التربية الاجتماعية . يجب على الوالدين أن يربى أطفالهم بهذه النصائح منذ صغره .كى يستقيم على الإسلام من الطفولية .كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن"(107).

(٧) تربية النبى صلعم للأطفال:

◆ الاهتمام بميول الأطفال ولعبهم: فقد اهتم المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي عمر الطفل الصغير والطائر الذي كان يلعب به ووافق على لعبه به، ولم ينهه عن ذلك، وفي ذلك إقرار بحق الطفل في اللعب والاهتمام بألعابه وتشجيعه على ذلك لأن في ذلك إشباع لحاجة الطفل واهتمام بهواياته وميوله.

◆ مداعبة الأطفال: فقد داعب المصطفى صلى الله عليه وسلم الطفل (أبي عمر) وناداه بأبي عمير وفي هذا مداعبة له بأسلوب سجعي محبب للنفس.

◆ إدخال السرور على نفس الطفل: فعندما ينادي المصطفى صلى الله عليه وسلم الطفل بكنية الكبار يستشعره أنه يقدره ويحترمه وهذا يدخل السرور على قلبه وكذلك النزول إلى مستوى حاجات الطفل من اللعب ومن الأمور السارة له.

◆ ربط البيئة المنزلية بالعبادة : فعندما حان موعد الصلاة قام المصطفى صلى الله عليه وسلم بطلب البساط ليصلي في البيت ، فيربط الأطفال والنساء بالرجال والصلاة وبذلك تتخلل الصلاة ، الحياة الاجتماعية ولا تصبح قصرا على دور العبادة وفي هذا تكامل وترابط تربوي.

◆ الاهتمام بالبيئة المنزلية : حيث يكنس المصطفى صلى الله عليه وسلم مكان الصلاة بنفسه وينظفه وفي هذا تعليم للأسرة أن يهتموا بالبيئة المنزلية وربط بين النظافة والعبادة.

◆ الترابط الأسري: ففي الهدي النبوي تدعيم لأهمية الزيارة وتبادل الزيارات بين الأسر المسلمة والمداومة على ذلك وحسن العشرة بين الناس.

◆ الاهتمام بمكارم الأخلاق: فقد لاحظ أنس حسن خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا حظ اهتمامه بأهل البيت صغيرهم وكبيرهم.

---

105 القران المجيد، سورة لقمان، رقم السورة31، رقم الاية (19).

106 القران المجيد، سورة لقمان ، رقم السورة31، رقم الاية (19).

107 سنن الترمذي، أمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء فى أدب الولد ، رقم الحديث(2079).

Dhaka University Institutional Repository

◆ أهمية الخبرة المباشرة في نقل الخبرات: فعندما يقوم المصطفى صلى الله عليه وسلم بالصلاة وتقف الأسرة لتصلي خلفه فإنه يعلمهم ويربيهم تربية عملية مباشرة وينقل إليهم الخبرات نقلا مباشرا ويعلمهم بالقدوة.

◆ التربية بالملاحظة: فقد لا حظ أنس سلوك المصطفى صلى الله عليه وسلم في البيت واهتمامه بالأطفال وبالجانب الخلقي للأسرة وقد أثر ذلك عليه ونقله إلينا.

◆ التربية بالقدوة: حيث جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم أهمية القدوة في حياة الأسرة من حيث، مداعبة الصغير، والاهتمام بالصلاة وإقامتها ، وتنظيف المكان بنفسه، ونفخ الأشربة ويؤم أفراد الأسرة.

حق تعليم الأطفال

أوجب الله تعالى على كل مسلم أن يحصل العلم ويعلمها. كما جاء فى الحديث الشريف: "طلب العلم فريضة على كل مسلم"(108). وجاء فى الحديث الشريف،قال النبى صلى الله عليه و سلم : حق الولد على الوالد ثلاثة أشياء. أن يحسن إسمه إذا ولد ويعلمه الكتاب إذا عقل ويزوجه إذا أدرك (109). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :علموا أولادكم لأنهم مخلوق من بعدكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عظموا أولادكم وعلموهم التربية الإسلامية .إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن الثواب أيضا لتعليم الأطفال. كما قال:لأن يؤدب الرجل ولده خيرله من أن يتصدق بصاع (110). جدير بالذكر ،لاينبغى للوالدين أن يتعلم أولاده حتى يزيل خلقه وأدابه ويكون أشر الناس فى المجتمع. كما قال الله تعالى فى القرآن الكريم:قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. قد ضلوا وما كانوا مهتدين(111).

منها: تعليم الأطفال أمور الدين

والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا(112). قال بعض أهل العلم: فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير ومالا يستغني عنه من الأدب". وقد أخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى

---

108 سنن ابن ماجة، لمحمد بن يزيد القزويني، ابن ماجة، دار إحياء التراث العربي(1395هـ). والسنن الكبير/الكبرى (سنن البيهقي)/ لأحمد بن الحسين البيهقي،مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند(1344هـ).

109 تنبيه الغافلين بأحاديث سيّد الأنبياء والمرسلين /فقيه ابو ليث سمرقندى ، صفحة (471).

110 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء فى أدب الولد ، رقم الحديث(2078).

111 القرآن المجيد ،سورة الانعام، رقم السورة6، رقم الاية (140).

112 القران المجيد ،سورة التحريم، رقم السورة66، رقم الاية (6).

Dhaka University Institutional Repository

حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم اعتقها فتزوجها فله أجران"(113). ولا يكتفي الوالدان بتعليمهم أولادهم أمور الإسلام نظريا فقط، بل يطلبان منهم تطبيق ما يمكن تطبيقه فعلا، فيأمرانهم بالصلاة مثلا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع"(114).

ومنها : تعليم الأطفال القرآن الكريم

ينبغي للوالدين أن يعلما أولادهما الذكور والإناث القرآن الكريم قراءة فيه وحفظًا له أو لبعضه وتفسيرا لمعانيه، فهو أصل الإسلام ومرجع الدين، وسواء كان هذا التعليم من قبل الوالدين أو من قبل غيرهما كمعلم أو معلمة المكتب لتعليم الصبية القرآن .

ومنها : تعليم الأطفال فرائض الإسلام

روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة قال، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض"(115).وجاء في شرحه: تعلموا ما افترض الله على عباده وتعلموا القرآن وعلموا الناس المذكور فإني "مقبوض" أي يقبضني الله ويميتني(116)وتعليم الأولاد يكون بقد ما يناسب عقولهم.

ومنها :إسماع الأطفال الألفاظ الإسلامية

ويستحسن إسماع الأولاد الألفاظ الإسلامية ذات المعاني الشرعية مثل لفظ الجلالة وأسماء الله الحسنى، وكلمة الشهادتين، والقرآن الكريم والكعبة المشرفة ونحو ذلك من الألفاظ الإسلامية ليتعود عليها الولد، وتعلق بذهنه معانيها ويحفظها ويرددها. وينبغي للأم عندما تريد تنويم طفلها أو تهدئته بالغناء له أن تستعمل الألفاظ الإسلامية وأن تنشد له الأبيات الشعرية البسيطة ذات الألفاظ والمعاني الدينية التي فيها اسم الله ورحمته وقدرته وحفظه واسم نبيه وكتابه المجيد ونحو ذلك؛ ليعتادها سماعًا ويتعلمها نطقًا ويرددها مع نفسه أو مع غيره.

ومنها :تعليمهم بعض الأدعية المأثورة

---

113 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري ، المطبعة السلفية. كتاب العلم، باب تعليم الرجل أمته وأهله، رقم الحديث(97).

114 سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، دار الحديث، الطبعة الأولى(1388هـ). كتاب الصلاةباب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم الحديث(459). [الجامع الصغير" للسيوطي ج1، 462].

115 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلمباب ما جاء فى تعليم الفرائض ، رقم الحديث(2634).

116 تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي/ لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري/ الطبعة الحجرية، دار الكتاب العربي، بيروت: ج6 ، ص (565).

Dhaka University Institutional Repository

وينبغي للوالدين أن يعلما ولدهما بعض الأدعية المأثورة التي جاءت بها السنة النبوية والتي تقال في مناسبات ومواضع معينة كالتي تقال عند سماع الأذان، أو عند النوم، أو عند الاستيقاظ.. إلخ(117) ومن هذه الأحاديث النبوية:

أ- أن يقول عند النوم: "باسمك اللهم أموت وأحيا". وإذا استيقظ من منامه قال: "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور".

ب- وإذا فرغ من طعامه يقول: "الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين".

ج- وإذا عطس قال "الحمد لله" فيقال له: "يرحمك الله" فيرد بقوله: "يهديكم الله ويصلح بالكم".

د- إذا خرج من بيته فليقل: "بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله.".

هـ- وإذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول، وإذا قال المؤذن "حي على الصلاة" قال السامع: "لا حول ولا قوة إلا بالله" وإذا قال المؤذن "حي على الفلاح". قال السامع: "لا حول ولا قوة إلا بالله" فإذا فرغ المؤذن من أذنه قال السامع: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه الله المقام المحمود الذي وعدته" وغير ذلك من الأدعية المأثورة.

ومنها: تعليمهم ما يحتاجونه من أحكام الإسلام

وينبغي للوالدين أن يعلموا أولادهم ما يحتاجونه لأنفسهم من أحكام الإسلام مثل: كيفية الاستنجاء والوضوء ومعرفة نواقضه، والصلاة وما يلزم فيها ولها، والصوم وبعض أحكامه ونحو ذلك وسواء كان هذا التعليم من قبل الوالدين أو بإرسالهم إلى من يعلمونهم ذلك. وعلى الأم أن تعلم ابنتها ما تحتاجه من أحكام الإسلام المتعلقة بالنساء مثل الحيض، والغسل منه عند مقاربتها البلوغ، كما تعلمها ما يتعلق بأمور البيت وشؤونه والمستحب فيها والمكروه منها شرعًا.

ومنها: تعليمهم الحرف الدنيوية:

ويقوم الوالدان بتعليم أولادهم الحرف أو الصنائع الدنيوية المباحة التي يحتاجونها بما يناسبهم ويليق بهم، وبهذا صرح الفقهاء.

ومنها :تعليمهم اللغات الأجنبية

ومن الأمور الدنيوية المباحة تعليم الولد لغة أجنبية أو أكثر،وإذا نوى في تعليمه ذلك منفعة المسلمين أثيب على نيته وعمله، وكذلك إذا نوى الولد بتعلمه اللغة الأجنبية منفعة المسلمين أثيب على نيته وعمله. ويدل على جواز أو استحباب تعلم المسلم اللغات الأجنبية ما أخرجه الإمام الترمذي في "جامعه" عن زيد بن ثابت قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية" وفي رواية أخرى عن زيد بن ثابت قال: "امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كلمات من كتاب يهود، وقال: إني والله ما آمن يهود على كتابي.قال زيد فما مر بي

117 "كتاب الكلم الطيب" لابن تيمية، و "سنن ابن ماجة" ج2، ص1278، و " سنن الترمذي" ج7، ص (478).

Dhaka University Institutional Repository

نصف شهر حتى تعلمته له. قال: فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم"(118).

ومنها: القيام على التأديب

الأدب والتأديب في اللغة: الأدب في اللغة رياضة النفس بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي. والمراد بتأديب الأولاد هو نفس المعنى اللغوي للأدب والتأديب أي تهذيبهم ورياضة نفوسهم على محاسن الأخلاق والعادات وحملها على مكارم الأخلاق ولكن وفقا لمعاني الشرع الإسلامي وموازينه. وقد ندبت الشريعة الإسلامية إلى تأديب الأولاد وحثت على ذلك، وبينت أجر من يفعله، وفي هذا وردت السنة النبوية الشريفة. فقد أخرج ابن ماجة في "سننه" عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" قال: "أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم"(119) والحديث يشمل الأولاد والبنات كما هو معروف .

وقت ابتداء تأديب الأولاد:يبدأ تأديب الوالدين أولادهن منذ الصغر، وتشتد الحاجة إلى تأديب الولد كلما أخذ يعقل التأديب والغرض منه، واحتاج إلى التأديب، وقد دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر،وفرقوا بينهم في المضاجع". قال الإمام الجصاص تعليقا على هذا الحديث الشريف:"فمن كانت سنة سبعا فهو مأمور بالصلاة على وجه التعليم والتأديب لأنه يعقلها، وكذلك سائر الأدب الذي يحتاج إلى تعلمها"(120).

ومنها :تكوين شخصية الأولاد الإسلامية

نريد بتكوين شخصية الأولاد الإسلامية جعل الواحد منهم ذكرا كان أو أنثى، مسلما في تفكيره وفي قوله وفي فعله وسلوكه وأخلاقه وغايته في الحياة وفي نظرته للأمور ووزنه للأشياء، وفي علاقاته بالآخرين وفي سعيه الحثيث لنشر الإسلام وإحقاق الحق وقمع الباطل وفي استمساكه بالمعاني الإسلامية ولو هجرها الناس وصار هو فيها وحيدا غريبا،وبكلمة موجزة نريد بتكوين الشخصية الإسلامية تكون الفرد المسلم الصالح في نفسه في ميزان الإسلام والمصلح لغيره كما يريد الإسلام. وقد قص الله علينا في القرآن الكريم موعظة لقمان لابنه على وجه الرضا والاستحسان لهذه الموعظة، فينبغي للآباء أن يأخذوا بها ويعظوا أولادهم بما جاء فيها من معاني،

---

118 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الإستئذان والأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء فى تعليم السريانية ، رقم الحديث(2933).

119 سنن ابن ماجة، لمحمد بن يزيد القزويني، ابن ماجة، دار إحياء التراث العربي(1395هـ). كتاب الأدب،باب بر الوالد والإحسان إلى البنات ، رقم الحديث(3802).

120 أحكام القرآن، للإمام أحمد بن على المكنى بأبى بكر الرازى الجصاص الحنفى،دار إحياء التراث العربى- بيروت(1405هـ): ج1، ص (405).

Dhaka University Institutional Repository

وهي معاني إسلامية أمر بها الإسلام وهي من معالم الشخصية الإسلامية ومعانيها ومرتكزاتها.

موعظة لقمان لإبنه وما فيها من معالم الشخصية الإسلامية:

أولا: التوحيد : قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ، إن الشرك لظلم عظيم.. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله ، إن الله لطيف خبير"(121).فهاتان الايتان تتعلقان بتوحيد الله تعالى وانفراده بالربوبية والألوهية وتخبر الآية الثانية منهما عن قدرة الله وواسع علمه بحيث لو أن الحسنة أو السيئة كانت في الصغر مثل حبة خردل، وتكون مع ذلك الصغر تكون خفية في موضوع حريز كالصخرة، أو في موضع آخر في السموات أو في الأرض، فإنها لا تخفي على الله بل يعلمها ويظهرها للأشهاد، فإنه تعالى (لطيف) أي نافذ القدرة (خبير) أي عالم ببواطن الأمور(122).

ثانيا: كن صالحا في نفسك مصلحا لغيرك: وفي وصية لقمان أمره لوالده أن يكون صالحا في نفسه وذلك بعبادة الله وعلى رأسها الصلاة، ومصلحا لغيره بما يأمر به من المعروف وينهى عن المنكر،وأن يكون صابرا لما يناله من أذى من الآخرين وهو يدعوهم إلى الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وهذا ما يستفاد من قول لقمان في موعظته لابنه كما قص الله علينا بقوله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور(123).

ثالثا: الابتعاد عن التكبر ومظاهره: وفي وصية لقمان لإبنه دعوة إلى مكارم الأخلاق عن طريق التخلي عن أضدادها؛لأن التخلي عن المساوئ مقدم على التحلي بالمكارم؛ ولأن التخلي عن المساوئ نوع من أنواع التحلي بالمكارم، ومن أسوأ مساوئ الأخلاق جهل الإنسان قدر نفسه مما يسلمه إلى رذائل هائلة قد يكون شرها (التكبر)، وهذا ما دل عليه قوله تعالى حكاية عن لقمان في وصيته لابنه وهو قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمش في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور(124). حق التربية والتعليم من الحقوق الرئيسة لكل المسلمين ويبدأ هذا الحق من الطفولة، وعندما قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة(125).قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه:أي:علموهم وأدبوهم. ويقول ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود: ولده ما ينفعه وتركه سدى، فقد أساء إليه غاية الإساءة، وأكثر

---

121 القران المجيد ،سورة لقمان، رقم السورة31، رقم الايتين(13، 16).

122 التفسير الكبير (مفاتيح الغيب/تفسير الرازي)/لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة. ج25، ص(147 – 148).

123 القران المجيد ، سورة لقمان، رقم السورة31، رقم الاية (17).

124 القران المجيد ،سورة لقمان، رقم السورة31، رقم الآية (18) .

125 القران المجيد ،سورة التحريم ، رقم السورة66، رقم الآية (06).

Dhaka University Institutional Repository

الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آبائهم كبارا. وكم من والدٍ حرم ولده خير الدنيا والآخرة وعرضه لهلاك الدنيا والآخرة، وكل هذا عواقب تفريط الآباء في حقوق الله وإضاعتهم لها وإعراضهم عما أوجب الله عليهم من العلم النافع والعمل الصالح.

حق الأطفال للعيش بالصحة والعافية

الإسلام دين كامل للناس.خيرية الناس فى الدنيا والآخرة شامل فى الإسلام. قرر الإسلام حقوق الكبار من الرجال والنساء كما قرر حقوق الصغار والأطفال . لاشك ولاريب فيه. إن الله سبحانه وتعالى أمر الناس بالقول الغليظ أن يؤدوا حقوق الأطفال والصبيان كى يعيشوا فى الدنيا مع الأمان والسلامة . وإنه تعالى منع الأبوين أن لا يقتلوا أولادهن خشية الرزق واللبس. كما قال : "ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق .نحن نرزقهم وإياكم .إن قتلهم كان خطأ كبيرا"(126).وقال تعالى أيضا : "وإذا الموؤدة سئلت بأى ذنب قتلت"(127).وقال تعالى فى آية أخرى:"قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا مارزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وماكانوا مهتدين" (128).إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما باع النساء بالدخول فى الإسلام أمرهن كثيرا من الأشياء. ومنها أن لاتقتل الأطفال والأولاد .

إن الله تبارك وتعالى أوجب على الوالدين أن يرعيا الأطفال ويحفظهم عن جميع المنكرات والسيآت .لأنهم أمانة طيبة على الوالدين . إنهم سئلوا عن هذه الأمانات.إن خانوا أمانة الأطفال والأولاد ويهملوا عن تربيتهم عذب الله لهم عذابا شديدا . ذكر فى الحديث الشريف عن مسؤلية الناس قال النبى صلى الله عليه وسلم:" ألا كللم راع وكللم مسؤول عن رعيته"(129). وقد سبق بيان ذلك في حق الجنين، فحق الحياة مكفول لكل إنسان قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا(130). وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا(131).وبذلك شدد الإسلام على قاتلي أطفالهم وتوعدهم الله بالخلود في النار.

---

126 القران المجيد ،سورة الاسراء، رقم السورة17، رقم الآية (31).

127 القرآن المجيد ،سورة التكوير ، رقم السورة81، رقم الايتين (8-9).

128 القرآن المجيد ،سورة الانعام، رقم السورة6، رقم الآية (140).

129 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء فى الإمام ، رقم الحديث(1806).

130 القران المجيد ،سورة الإسراء، رقم السورة17، رقم الآية (31).

131 القران المجيد ،سورة المائدة، رقم السورة5، رقم الآية (32).

Dhaka University Institutional Repository

حق وجدان المحبة

أكد الإسلام عن حقوق وجدان المحبة للأطفال. إن النبى صلى الله عليه وسلم أحب الأطفال حباجما.كما قال الصحابى خادم النبى صلعم أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه: "ما رأيت أحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق مع الأطفال". إن فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم أمثال كثيرة للعطف والمحبة مع الأطفال.إن أهدى له فاكهة أولى للموسم أعطاها أولا صغر الأطفال فى الحاضرين.إن جاء الأطفال عنده قبل لهم فى خده رفقا وإحسانا عليهم . جاء فى الحديث الشريف ،عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه : قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن على وعنده الأقرع من حابس فقال الأقرع إن لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال من لايرحم لايرحم(132).وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا:ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر(133).إن زوجة النبى صلى الله عليه وسلم حضرت عائشة رضى الله تعالى عنها كانت تأتى فى بيت النبى صلى الله عليه وسلم فى الصغار طفلا.وهى كانت تلعب مع زملائها فى بيت النبى عليه وسلم.ولكن النبى عليه السلام لم يقل شيئا لعائشة رضى الله تعالى عنها .بل يساعدها فى عمل اللعب.

محبة الوالدين على الأطفال حب طبعى

محبة الوالدين على الأطفال حب فطرى من الله تعالى لاشك ولا ريب فيه.الوالدان أعلم عن الأطفال بخيره و شره .إن لم يحب الوالدان على الأولاد يزيل المجتمع من الكون.الأولاد حيلة ذهبية للوالدين و وسيلة هام لانتشار البشر.ولكن الإطفال الصالحة نعمة للوالدين.كما جاء فى القرآن الكريم: "المال والبنون زينة الحيوة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا "(134).إن الأنبياء والرسل الكرام عليهم السلام أيضا يحبون الأطفال أكثر من غيرهم . لما غاب يعقوب يوسف عليه السلام إنه تأثر وبكى بكاء شديدا . كما فى القرآن الكريم : "وقال يآسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم . قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين(135).

---

132 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري ، المطبعة السلفية. كتاب الأدب، باب تعليم رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم الحديث(6063).

133 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء فى رحمة الصبيان ، رقم الحديث(2933).

134 القرآن المجيد ،سورة الكهف، رقم السورة18، رقم الآية (46).

135 القرآن المجيد ،سورة يوسف، رقم السورة12، رقم الآيتين (84-85).

Dhaka University Institutional Repository

اختيار الطعام والشراب

للطعام والشراب أهمية كثيرة للأطفال لتطور الجسمى والعقلى. بعد الولادة يشرب الأطفال من رضاعة أمه مدة ستة أشهر على الأقل.وبعدها يأكل الأطفال الطعام اللذيذة وغيرها من المأكولات والمشروبات والفاكهة.مثل السمك واللحم والموز والمانجو والبيضة وغيرها.وبهذا يكبر الأطفال بالجسم والقوة . ويحفظ نفسه عن جميع الأمراض والمصائب.الله سبحانه وتعالى أكد عن هذا وأعطى فى الأرض كثيرا من الطعام والأشربة.كما جاء فى القرآن الكريم:فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم (136).وقيل فى آية أخرى : فانشأنا لكم به جنات من نخيل و أعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون(137). وقيل فى آية أخرى : وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر(138).

حق الأطفال في الميراث الشرعي

كان الأطفال لايرثون في الجاهلية لأنهم لا يقاتلون،فجاء الإسلام وأقر حقوقهم في الميراث. كما قال تعالى فى القرآن الكريم: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا(139).وقال تعالى فى آية أخرى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين(140).كما يعطي القريب الفقير من الأطفال واليتامى من الميراث إذا حضروه ولم يكونوا من الورثة، لأنه قال تعالى:وإذا حضرالقسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولامعروفا (141).وجاء فى آية أخرى:وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم.فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا(142).فلا حقوق للوالدين أن يحرم عن مواريث الأطفال الصغار.وهذا أصول الإسلام والقرآن الكريم.

---

136 القرآن المجيد ،سورة العبسة، رقم السورة80، رقم الايات (24 -32).
137 القرآن المجيد،سورة المؤمنون، رقم السورة23، رقم الاية (19).
138 القرآن المجيد ،سورة الانعام، رقم السورة6، رقم الاية (141).
139 القرآن المجيد ،سورة النساء، رقم السورة4، رقم الاية (7) .
140 القرآن المجيد ،سورة النساء، رقم السورة4، رقم الاية (11).
141 القرآن المجيد ،سورة النساء، رقم السورة4، رقم الاية (8) .
142 القرآن المجيد،سورة النساء، رقم السورة4، رقم الاية(09).

Dhaka University Institutional Repository

حق اللعب للأطفال

اللعب حق مهم للأطفال.بعض الناس يظنون أن الإسلام لايرغب عن اللعب للأطفال. ولكن هذا ظن جاهلى .فى الحقيقة ليس هكذا . إن الإسلام يرغبُ الأطفال للعب.كما جاء فى الحديث ،عن عائشة رضي الله عنها قالت:كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي(143).وعن عائشة رضي الله عنها قالت:قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر، فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: "ما هذا يا عائشة ؟ قالت بناتي، ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس، قال: "وما هذا الذي عليه؟ .قالت :جناحان، قال: "فرس له جناحان؟" قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة ؟ قالت :فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه(144).

توصلت الدول المتقدمة بعد طول عناء وتجربة إلى أهمية التربية السوية للطفل وعدم إرهاق الأطفال بالعمل ،وترك الفرصة لهم للعب والاستمتاع بطفولتهم علاوة على التربية الأسرية السوية ، وقد سبق الاسلام هؤلاء في رعاية الأطفال ومداعبتهم ورفع التكليف عنهم وتعليمهم ما يناسبهم ،وهذا ما يجب أن تجسده مناهج الحضانات ورياض الأطفال.وقد جسدت السنة النبوية المطهرة حقوق الأطفال في الرعاية والتدليل والتعلم المفيد في مواقف عديدة منها الحديث التالي: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له: أبو عمر وهو فطيم كان إذا جاءنا قال: يا أبا عمير ما فعل النغير(145)؟ لنغير كان يلعب به. وربما حضرت الصلاة وهو في بيتنا، فيأمرنا بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينفح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا.

---

143 حديث صحيح، متفق عليه رواه البخاري في صحيحه –واللفظ له – في: الأدب، باب: الانبساط إلى الناس (517 ح6130) و مسلم في: الفضائل، باب: في فضائل عائشة، أم المؤمنين – رضي الله عنها- (1106 ح2440)، و فيه : «كنت ألعب بالبنات في بيته، وهن اللعب .

144 رواه أبو داؤد في «سننه : كتاب الأدب، باب: اللعب بالبنات (1584 ح4932) و النسائي في الكبرى، في عشرة النساء، باب: إباحة الرجل اللعب لزوجته بالبنات (306/5 ح8950) وفي أوله: «وقد نصبت على باب حجرتي عباءة وعلى عرض بيتها ستر قدخل البيت فلما رأه قال لي يا عائشة مالي ولدنيا ! فهتك العرض حتى وقع على الأرض وفي سهوتها ستر..». و رجال إسناده ثقات، ما خلا يحيى بن أيوب، صدوق ربما أخطأ فالإسناد به حسن.

145 النغير: طائر صغير.

Dhaka University Institutional Repository

لباس الأطفال

إن الإسلام اهتم بلباس الأطفال وطهارته. وفيه واجب أن يتبع أحكا م الإسلام.وغرضه إثنان وهى. الأول :غط الستر. الثانى : الزينة . كما أرشد الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم : يابنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وريشا. ولباس التقوى ذالك خير(146).وأيضا الغرض الهام للباس هى الزينة .كما جاء فى القرآن الكريم :يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لايحب المسرفين(147).فعلى كل واحد أن يلبس لباس التقوى كما أمرالله تعالى فى القرآن الكريم.

إيثاربنات الأطفال على الإبن

الإبن والبنت كلاهما هدية وعطية من الله تعالى ولكن البنات أحب من الأبناء.أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يرعى حقوقهم .وإنه عليه السلام يحب البنات حبا كثيرا.لأنهن ضعف طبعا فى الجسم.وإنه يقول "البنات فضلى من أولادكم ".وإنه يقول أيضا:من بركة المرأة إيثكارها بالأنثى.أعلن النبى صلى الله عليه وسلم جنة الوالدين بتربية البنات .كما جاء فى الحديث الشريف : عن أنس رضى الله تعالى عنه،قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة انا وهو هكذا وضم أصابعه(148).والنبى صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يهدوا البنات أولا على الأبناء.عنده البنات كالزهور الرائحة . لما بشر النبى صلى الله عليه وسلم بولادة بنته فاطمة رضى الله تعالى عنها اسودت وجوه بعض الصحابة . فقال النبى صلى الله عليه وسلم لهم:مالكم؟ أراكم حزينا.هى زهرة من الجنة.أنا أجد رائحة منها. ومسؤولية رزقها عند الله تبارك وتعالى.

إن النبى صلى الله أحب البنات على البنين وحرض الصحابة على ذالك. الأطفال بنينا أو بناتا لافرق ببينما فى الإسلام . نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن هذا نهيا غليظا. كما جاء فى الحديث الشريف،عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه،قال قال رسول الله صاى الله عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يأدها ويهنها ولم يؤثر ولده عليها يعنى الذكور أدخله الله الجنة. ذكر فى القرآن الكريم آيات كثيرة عن فضيلة المرأة . نزلت سورة عن النساء كما سورة النساء . وغير ذالك سورة أل عمران، سورة مريم،سورة النور وسورة الأحزاب. تحدثت عن هذه السور محادثة

---

146 القرآن المجيد ، سورة الاعراف، رقم السورة7، رقم الاية (27).

147 القرآن المجيد ، سورة الاعراف، رقم السورة7، رقم الاية (31).

148 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار إحياء التراث. كتاب البر والصلة والأدب، باب فضل الإحسات إلى البنات، رقم الحديث(6864).

Dhaka University Institutional Repository

النساء . كما ذكر فى القرآن الكريم : فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض(149).

فالإسلام ساوى بين الناس جميعا والله سبحانه وتعالىٰ هو واهب الأولاد "يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما"(150).من هنا وجب على الإنسان عدم التدخل في نوع الجنين وإلا حدث خلل إنساني كبير وهذا ما حدث في الصين عندما حددوا عدد الأولاد بواحد فقط تخير الآباء الأحبة الذكور وأسقطوا الأجنة الإناث، وعندما تعلم الإنسان كيف يتحكم في الجنين اختلت الأمور كثيرا وعندما استطاعوا التعرف على نوع الجنين انعكس ذلك على نفسية الأب بالذات والأم عندما علموا أن المولود بنت. وأنكر الإسلام التمييز بين الذكر والأنثى وأمر بالعدل بينهم، وميزت البنت بأن جعلها الله حجابا للآباء من النار عند حسن تربيتهن. فقد روى الإمام أحمد في مسنده، عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن من جدته (أي: ماله) كن له حجابا من النار يوم القيامة(151). و جاء فى حديث آخر،قال النبى صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين.وضم أصابعه(152). وهذه أكبر وصية بحسن تربية البنات يحشر المسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بحسن تربيتهن. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى فاطمة الزهراء رضي الله عنها قادمة قام لها عن مجلسه، وأخذ بيدها فقبلها. وعاب الله على الجاهلية كره البنات فقال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون(153). وقد عابت المرأة على زوجها هذا السلوك الجاهلي فقالت:

ما لأبي حمزة لا يأتينا * يظل في البيت الذي يلينا
غضبان ألا تلد البنينا * تالله ما ذلك في أيدينا.

---

149 القران المجيد ،سورة ال عمران، رقم السورة3، رقم الاية (190).
150 القران المجيد ،سورة الشورى، رقم السورة42، رقم الايتين (49 – 50).
151 أخرجه الإمام البخارى "فى الأدب المفرد" وأحمد فى مسنده و إسناده صحيح.
152 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري ،دار إحياء التراث. كتاب البر والصلة والأدب،باب فضل الإحسان الى البنات، رقم الحديث(6864).
153 القرآن المجيد ،سورة النحل، رقم السورة16، رقم الايتين (58 – 59).

Dhaka University Institutional Repository

معاملة الأطفال مع الوالدين والأساتذة والزملاء

العلاقة العميقة للأطفال مع الوالدين والأساتذة والأخوة وزملائه أصلا.الله سبحانه وتعالى أمرهم فى القرآن الكريم كيف يعاملونهم.كما فى القرآن الكريم:وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.واخفض لهما جناح الذل من الرحمة.وقل رب ارحم هما كما ربيانى صغيرا (154).وقال تعالى فى آية أخرى :واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجارذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لايحب من كان مختالا فخورا(155).وجاء فى الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا (156). وجاء فى حديث آخر: ليس المؤمن الذى يشبع وجاره جائع إلى جنبه(157). و جاء فى حديث آخر:لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقى(158).

النظر إلى النظافة والطهارة للأطفال

إن القرآن الكريم اهتم النظافة والطهارة للأطفال اهتماما شديدا.وفيه فوائد صحية ونفسية . بها يحفظ الأطفال عن كثير من الأمراض الجسمية .كما أرشد الله تعالى:إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (159). وجاء فى الحديث الشريف ،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله جميل يحب الجمال (160).وقال عليه السلام أيضا: الطهور شطر الإيمان(161). لصحة الجسم والنفس واجب أن يلبس الثوب الطاهر. كما فى القرآن الكريم:خذوا زينتكم عند كل مسجد (162).وأيضا قال تعالى: وثيابك فطهر(163).

---

154 القرآن المجيد ، سورة الإسراء، رقم السورة17، رقم الايتين (22-23).

155 القرآن المجيد ،سورة النساء، رقم السورة4، رقم الآية (36).

156 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء فى رحمة الصبيان ، رقم الحديث(2933).

157 لجامع لشعب الإيمان،للإمام الحافظ ابى بكر أحمد بن حسين البيهقى،ط.دار الكتب العلمية/ بيروت سنة 1410هـ.

158 سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، دار الحديث، الطبعة الأولى(1388هـ). كتاب الأدب، باب من يؤمر يؤمر أن يجالس، رقم الحديث(4832). و الترمذى فى سننه وأحمد فى مسنده والدارمى فى سننه.

159 القرآن المجيد ،سورة البقرة، رقم السورة2، رقم الآية (222).

160 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري ،دار احياء التراث. كتاب الإيمان،باب تحريم الكبر وبيانه، رقم الحديث(275).

161 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري ،دار احياء التراث. كتاب الطهارة،باب فضل الوضوء، رقم الحديث(556).

162 القرآن المجيد ،سورة الاعراف، رقم السورة7، رقم الآية (31).

163 القرآن المجيد ،سورة المدثر، رقم السورة74، رقم الآية (04).

Dhaka University Institutional Repository

الباب الثانى (59-94)

منهج القرآن الكريم في رعاية الوالدين فى حال كبرهما.

- ❑ تعارف رعاية الوالدين.
- ❑ حكم رعاية الوالدين وبرهما.
- ❑ الإحسان بالوالدين.
- ❑ النفقة للوالدين.
- ❑ الشكر للوالدين.
- ❑ أن لايقول لهما قولا غليظا.
- ❑ مساعدة الوالدين.
- ❑ أن لايسب الوالدين.
- ❑ أن يؤثر الوالدين على الزوجة.
- ❑ اعتناء الوالدين.
- ❑ السعى لرضاء الوالدين.
- ❑ الحقوق الدينية للوالدين.
- ❑ حق الوالدين أكبر بعد حق الله تعالى.
- ❑ الاحترام للوالدين.
- ❑ حق الميراث للوالدين.
- ❑ الحب للوالدين.
- ❑ حق الأم أكثر عن حق الأب على الأولاد.
- ❑ المعاملة مع الوالدين غير المسلمين.
- ❑ ما يطاع فيه الوالدان وما لا يطاعان فيه.
- ❑ ما لا يعمل إلا بعد إذن الوالدين .
- ❑ ما يستحب فيه رضاء الوالدين ولا يجب.
- ❑ بم يكون رعاية الوالدين ؟
- ❑ فضل وثواب رعاية الوالدين في الدنيا والآخرة.
- ❑ عقوق الوالدين وثمراتها ووبالها.
- ❑ عاقبة عقوق الوالدين.
- ❑ من صور العقوق.
- ❑ نماذج للأبناء البررة.
- ❑ نماذج للأبناء العاقين.

Dhaka University Institutional Repository

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، صلى الله عليه، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه..

ليس هناك حق بعد حقوق الله ورسوله أوجب على العبد ولا آكد من حقوق والديه عليه، ولهذا فقد أمره الله ببرهما والإحسان إليهما خاصة في حال كبرهما، وقرن ذلك بعبادته وطاعته، فقال عز من قائل: "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا(164).ونهى وحذر من عقوقهما، وعصيانهما، والإساءة إليهما، وعد ذلك من أكبر الكبائر وأعظم العظائم، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه"(165).

بل قرن شكرهما بشكره، فقال: "أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير"(166). فمن لا يشكر لوالديه فإن الله غني عن شكره، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "ثلاثة مقرونة بثلاثة، قال تعالى: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة"، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة الواجبة لا تقبل له صلاة، وقال: "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول"، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لا يقبل الله طاعته، وقال: "أن اشكر لي ولوالديك"، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لا يقبل الله شكره".وإنه جعل رضاه في رضاء الوالدين وسخطه في سخطهما.

فالسعيد من وفق بعد تقوى الله عز وجل لرعاية والديه،أحياء وأمواتا،والإحسان إليهما، والشقي من عق والديه وعصاهما وأساء إليهما ولم يراعى حقوقهما، فرعاية الوالدين وبرهما سبب من أسباب دخول الجنة، وعقوقهما من أقوى أسباب دخول النار. جاء في لحديث الشريف،عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: "من أصبح مطيعا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة، وإن واحدا فواحد، ومن أصبح عاصيا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار، وإن كان واحدا فواحد؛ قال رجل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه، وإن ظلماه، وإن ظلماه"(167).

فنذكر في التالية عن مناهج القرآن الكريم برعاية الوالدين في حال كبرهما والإحسان إليهما إن شاء الله تعالى. والله هو الموفق والمعين.

---

164 القرآن المجيد ،سورة الإسراء، رقم السورة17، رقم الآية (23).

165 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري ، المطبعة السلفية. كتاب الأدب، باب لا يسب الرجل والديه، رقم الحديث(5983). ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان.

166 القرآن المجيد ،سورة لقمان، رقم السورة31، رقم الآية (14).

167 الجامع لشعب الإيمان،للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي،ط.دار الكتب العلمية/ بيروت، سنة(1410هـ).

Dhaka University Institutional Repository

تعارف رعاية الوالدين

الرعاية كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة، ورعاية الوالدين يعني الإحسان إليهما وتوفية حقوقهما، وطاعتهما في أغراضهما في الأمور المندوبة والمباحة، لا في الواجبات والمعاصي، والرعاية ضدها العقوق، وهي الإساءة إليهما وتضييع حقوقهما. ويكون الرعاية بحسن المعاملة والمعاشرة، وبالصلة والإنفاق، بغير عوض مطلوب. والوالدان هما الأب والأم، سواء كانا من نسب أورضاع، مسلمين كانا أم كافرين، وإن علیا، فالأجداد والجدات، آباء وأمهات، سواء كانوا من قبل الأب أوالأم، "والخالة بمنزلة الأم" كما صح بذلك الخبر(168).

رعاية الوالدين هو الإحسان إليهما، وطاعتهما،وفعل الخيرات لهما،وقد جعل الله للوالدين منزلة عظيمة لا تعدلها منزلة، فجعل برهما والإحسان إليهما والعمل على رضاهما فرض عظيم، وذكره بعد الأمر بعبادته، فقال الله جل شأنه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا (169).وقال تعالى:واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا (170).وقال تعالى:ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير(171). قال إبن الأثير في النهاية :الرعاية بالكسر، الإحسان، وهي في حق الوالدين وحق الأقربين من الأهل ضد العقوق، وهي الإساءة إليهم والتضيع لحقهم(172).وسئل الحسن رحمه الله عن رعاية الوالدين، فقال: أن تبذل لهما ما ملكت، وأن تطيعهما فيما أمراك به، إلا أن يكون معصية.

حكم رعاية الوالدين وبرهما

رعاية الوالدين وبرهما فرض واجب، وعقوقهما حرام ومن الكبائر. كما جاء فى القرآن الكريم: "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا"(173).وفى آية أخرى: "ووصينا الإنسان بوالديه حسنا"(174).ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل قائلا:من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال:"أمك"، قال: ثم من؟ قال:

---

168 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء فى بر الخالة ، رقم الحديث(2026).

169 القرآن المجيد سورة الإسراء رقم السورة17، رقم الاية (23).

170 القرآن المجيد سورة النساء، رقم السورة4، رقم الاية (36).

171 القرآن المجيد، سورة لقمان، رقم السورة31، رقم الاية(14).

172 النهاية فى غريب الحديث والاثر ، للإمام مجد الدين إبن الاثير. مؤسسة التاريخ العربى/دار إحياء التراث العربى.

173 القرآن المجيد سورة الاسراء، رقم السورة17، رقم الاية (23).

174 القرآن المجيد سورة العنكبوت، رقم السورة29، رقم الاية (08).

Dhaka University Institutional Repository

"أبوك"، وفي رواية: "ثم أدناك أدناك"(175).وقوله صلى الله عليه وسلم: "رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف،من أدرك أبويه عند الكبر،أحدهما أوكليهما، فلم يدخل الجنة"(176).وقد أجمعت الأمة على وجوب رعاية الوالدين وبرهما وأن عقوقهما من أكبر الكبائر.

الإحسان بالوالدين

الوالدان نعمة عظيمة للأولاد. لايوجد نعمة أخرى للأولاد إلا الوالدين . ولايستطيع للأولاد أن يؤدى إحسانهم وكرمهم إلى الوالدين .فلذا أمر الله سبحانه وتعالى كيف يعامل الإنسان الكريم مع والديه .كما جاء فى القرآن الكريم:"ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا.حملته أمه كرها و وضعته كرها وحمله و فصاله ثلاثون شهرا"(177).عد البر بالوالدين عبادة : كما قال تعالى "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا"(178). وجاء فى آية أخرى : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما (179). وجاء فى الحديث الشريف : عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه : قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أى العمل أحب إلى الله؟ قال الصلوة على وقتها . قلت ثم أى؟ قال بر الوالدين . قلت ثم أى؟ قال الجهاد فى سبيل الله (180). فى هذا الحديث ذكر النبى صلى الله عليه سلم أهمية الإحسان إلى الوالدين بعد الصلوة والجهاد .لأنها حق دينى وعبادة أيضا . حق دين الله وعبادته هى الإحسان إلى الوالدين وإطاعتهم. لأنهما وسيلتان لوجود الأولاد فى الدينا وجهدا جهدا كثيرا فى تربيتهم وتعليمهم . فلهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم على خدمة الوالدين والإحسان اليهم .لأن الأولاد المسلم إن لا يطيع الوالدين لا يطيع الله سبحانه وتعالى .ومذنب فى النسب فى الدينا والآخرة . وجاء فى حديث آخر: قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه : أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد ابتغى الأجر من الله . قال فهل من والديك أحد حى ؟ قال نعم . بل كلاهما حى. قال

---

175 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري ، المطبعة السلفية. كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، رقم الحديث(6037).

176 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري ،دار إحياء التراث. كتاب البر والصلة والأدب،باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة، رقم الحديث(6674).

177 القرآن المجيد ،سورة الأحقاف، رقم السورة46، رقم الآية (15).

178 القرآن المجيد ،سورة النساء، رقم السورة4، رقم الآية (36).

179 القرآن المجيد ،سورة الاسراء، رقم السورة17، رقم الآية (23).

180 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري ، المطبعة السلفية. كتاب مواقيت الصلاة ، باب فضل الصلاة لوقتها، رقم الحديث(526).

Dhaka University Institutional Repository

فتبتغى الأجر من الله .قال نعم .قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما (181). اهتم الإسلام بالهجرة والجهاد اهتماما شديدا.وبعد ذالك إن كان الوالدان بلغا فى حال الكبر أو ضعفا أو احتاجا إلى خدمة الوالدين فحينئذ خدمة الوالدين والإحسان اليهما من أفضل الأعمال إلى الله تعالى من الهجرة والجهاد فى سبيل الله.

النفقة للوالدين

إذا كان الأولاد ذا مال وثروة ولكن الوالدين يكون ذا الحاجة فيجب على الأولاد أن ينفق للوالدين قبل الإنفاق على عياله.الله سبحانه وتعالى أمر الناس فى القرآن الحكيم عن هذا وحفظ حقوق الوالدين.كما أرشد الله تبارك وتعالى:"يسئلونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم"(182).فى هذه الأية أكد الله سبحانه وتعالى عن نفقة الأولاد للوالدين.لأنهما لقيا من متاعب وشدائد فى تربية الأولاد وعلاجه والإنفاق عليه.لايستطيع الإنسان أن يحصى تلك المأثر والأفضال.فى حال الصغار للأولاد حملا التكاليف والشدائد فى رعاية الأولاد حتى أن يبلغ أو يعمل عملا وأنفق من أموالهم وثروتهم . فلهذا نعمة الوالدين عظيم على الأولاد.

وقد روينا بالإسناد المتصل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أخذ مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: (فأتني بأبيك) فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك إذا جاءك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه) فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ما بال ابنك يشكوك أتريد أن تأخذ ماله)؟ فقال: سله يا رسول الله، هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إيه، دعنا من هذا أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك)؟ فقال الشيخ: والله يا رسول الله، ما زال الله عز وجل يزيدنا بك يقينا، لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي. قال:(قل وأنا أسمع) قال قلت:غذوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المصاقب يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون

---

181 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري،دار إحياء التراث. كتاب البر والصلة والأدب،باب بر الوالدين وإنهما أحق به، رقم الحديث(6671).

182 القرآن المجيد ،سورة البقرة، رقم السورة2، رقم الاية (215).

Dhaka University Institutional Repository

مالك تبخل قال: فحينئذ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب إبنه وقال:"أنت ومالك لأبيك"(183).وجاء فى حديث أخر: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله : إن لى أما أطعمها وأسقيها وأحملها لتقضى حاجتها. فهل وفيت لها بحقها؟ قال الرسول الكريم: لا ..... لأنها كانت تفعل لك أكثر من ذالك.

الشكر للوالدين

تحمل الوالدان لأولادهم وجهدا جهدا كثيرا وبذلا أموالهم فى تربيتهم وتعليمهم. فيجب على الأولاد أن يشكر على هذه النعم .كما أرشد الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم: "ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن اشكرلى ولوالديك"(184).فى هذه الآية الكريمة أمر الله سبحانه وتعالى أن يشكر لله تبارك وتعالى ثم للوالدين . ويفهم بها أن فضل الوالدين كثير لا تعد ولاتحصى. فى الدرجة مكانتهما بعد الله سبحانه وتعالى لأننا جئنا فى هذه الدنيا بواسطتهم وتعلمنا علوم اللغة الابتدائية منهما.وأيضا هما أساتذتنا الأصلية الابتدائية . تعلمنا منهما النطق والفهم.وهما يحباننا حبا جما ويجتهدان اجتهادا كاملة فى تربيتنا ورعايتنا وتعليمنا من صغرنا.أمنا حملتنا وهنا على وهن وأرضعتنا حولين كاملين. باتت ليالا كثيرا ساهرة عند مرضنا وأبونا أنفق علينا لسد حاجتنا . فلهذا أمر الله تعالى شكر الوالدين بعد شكره تعالى خاصة فى حال كبرهما.

أن لايقول لهما قولا غليظا

لا ينبغى للأولاد أن يتكلم مع الوالدين بالقول الغليظ الجافى. بل يقول لهما قولا لينا سليما كريما. كى يرضى الوالدان عن الأولاد. وهذا واجب خلقى للأولاد.كما أرشد الله تعالى فى القرآن الحكيم :"فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما"(185).فى الآية المذكورة رسم الله تعالى طريقة من طرق البر والإحسان بالوالدين.ونهانا عن أخف شيئ وهو أن نقول لهما"اف" .لأن معناها الضجر منهما و التألم من خدمتهما . بل يجب أن نرفق بهما و نقابلهما بوجه بشوش دائما . فإذا كنا منهيا أن يوجه اليهما كلمة "أف". فلا شك أننا نكون منهيا أشد و أقوى عما هو أعظم وأقسى منهما قولا أو فعلا. وإن الله سبحانه و تعالى نهى أيضا عن نوع من الخطأ الذى هو أقبح من التأفف وهو نهر الوالدين وزجرهما بالقول الغليظ الجافى. وأمر الأبناء بالقول الحسن الذى يقضى به حسن الأدب وتحتمه الرعاية والمجاملة بالوالدين. لأن الوالدين هما أشفق الناس

183 أخرجه الإمام الطبرانى فى الصغير والكبير وإسناده حسن.
184 القران المجيد، سورة لقمان، رقم السورة31، رقم الآية (14).
185 القران المجيد، سورة الإسراء، رقم السورة17، رقم الآية (23).

Dhaka University Institutional Repository

على الأولاد وأقربهم. وهما يحبان الأولاد من أعماق قلبهما ويتحملان مشقات شتى وآلام عديدة فى سبيل تربيته.وإنهما يبذلان قصارى جهودهما فى جعل أولاده أولادا صالحة. وغير ذالك أذاق الوالدان إيذاقا شديدا . يجب علينا جزائه بالسلوك الطيب.

مساعدة الوالدين

مساعدة الوالدين وتعاونهم واجب على الأولاد.لأن الوالدين يبذلان قصارى جهودهما فى جعل أولاده أولادا صالحة.أمر الله تعالى مساعدة الوالدين فى القرآن الكريم .كما قال:"واخفض لهما جناح الذل من الرحمة"(186).فى هذه القطعة من الآية أمر الله سبحانه وتعالى بخدمة الوالدين ومساعدتهما . لأنهما تربيا الأولاد بكل ود وشفقة وحب فى حجرها.وإن الأم ترضع الأولاد سنتين كاملتين . وتبيت ساهرة كثيرة ليال لشدة الحمل ولسقم الأولاد.والأب أنفق عليهم نفقة فى تربية الأولاد وتعليمهم . قدم برهما على الجهاد والهجرة. روى مسلم عن النبي صلعم أقبل رجل إلى رسول الله فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله، قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم، بل كلاهما حي، قال: فتبغي الأجر من الله ؟ قال: نعم، قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما(187).وجاء فى حديث آخر: عن عبد الله بن عمرو فال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى جئت أريد الجهاد معك ابتغى وجه الله والدار الآخرة ولقد أتيت و إن والدى ليبكيان . قال فارجع إليهما فاضحكهما كما أبكيتهما(188).

أن لايسب الوالدين

إن سب الوالدين وشتمهما إثم عظيم ومن أكبر الكبائر .الله سبحانه وتعالى ورسوله نهى عن ذالك. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:عن عبد الله بن عمر بن العاص رضى الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله :وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال نعم .يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه(189).فى الحديث المذكور ذكر النبى صلى الله عليه وسلم إن النظر الى عزة الوالدين واجب على الأولاد كى لايؤذى الوالدان بالأولاد ولايشتمهما أبدا.لأن دعاء الوالدين مستجابة،كما جاء فى الحديث : روى

---

186 القران المجيد، سورة الإسراء، رقم السورة17، رقم الاية (24).

187 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري،دار إحياء التراث. كتاب البر والصلة والأدب،باب بر الوالدين وإنهما أحق به، رقم الحديث(6671).

188 سنن ابن ماجة، لأبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي بالولاء القزويني، دار إحياء التراث العربي 1395هـ. كتاب الجهاد ،باب الرجل يغزو وله أبوان ، رقم الحديث(2888).

189 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري ،المطبعة السلفية. كتاب الأدب، باب لا يسب الرجل والديه، رقم الحديث(5983)و مسلم فى صحيحه فى كتاب الإيمان.

Dhaka University Institutional Repository

أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة الوالد على ولده ، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم(190).

أن يؤثر الوالدين على الزوجة

إن الأولاد جاءوا فى الدنيا بوسيلة الوالدين.إن لم يكن الوالدان لايجئى أحد فى الدنيا.وهذا فضل خاص من الله سبحانه وتعالى للناس.كان ينبغى للناس أن يراعى الوالدين ويؤثرهم على جميع الناس حتى الزوجة.ولكن مع الأسف الشديد نرى فى المجتمع هذا أكثر الناس لايخدم الوالدين ولايساعدهم . بل يظلمون عليهم ويقولون لهم قولا غليظا ويعاملون معهم معاملة سيئة . ويؤثرون إمرأتهم على الوالدين.وهذا عمل مهلك وذنب كبير.لايغفر الله سبحانه وتعالى هذا الذنب أبدا.الله سبحانه وتعالى نهى عن ذالك.وأيضا نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر أمته تحذيرا شديدا.كما جاء فى الحديث الشريف:أن رجلا حضرته الوفاة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولقن الشهادتين ، فلم ينطق بهما وعذب فى ذالك كثيرا.ولما علم النبى صلى الله عليه وسلم بذالك.قال:انظروا لعل له أما تكون عليه غاضبة:فسألوها فقالت إنه كان يؤثر إمرأته على وسألوها المغفرة والصفح عنه فلم تفعل.وعندئذ هم الرسول بإحراقه ليستدرئ عطفها عليه.فجزعت وغفرت له فنطق بالشهادتين(191).وقال الرسول صلعم:من فضل زوجته على أمه فعليه لعنة الله وملائكته والناس اجمعين.

اعتناء الوالدين

أهم حقوق الوالدين على الأولاد حق اعتناء الوالدين وخدمتهم .خاصة فى حال كبرهما. فلذا نهى الإسلام والشريعة أن يشترك على الأولاد فى ميدان الجهاد فى حال كبرهما إلا بإذنهم . لأن الخدمة والمساعدة للوالدين ضرورى من الجهاد.كما جاء فى القرآن الكريم :"إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لهما أف ولاتنهرهما"(192).احتلت مسألة الحقوق عموما وحقوق الوالدين على وجه الخصوص مساحة كبيرة من أحاديث ووصايا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ، فقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين رضا الله تعالى ورضا الوالدين ،حتى يعطي للمسألة بعدها العبادي.

---

190 سنن الترمذي، أمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء فى دعوة الوالدين ، رقم الحديث(2029)و أبو داؤد فى سننه وأحمد فى مسنده.

191 الكبائر، للإمام شمس الدين محمد بن عثمان الذهبى –

192 القرآن المجيد، سورة الإسراء، رقم السورة17، رقم الآية (23).

Dhaka University Institutional Repository

وأكد صلى الله عليه وسلم أيضا بأن عقوق الوالدين هي من أكبر الكبائر،وربط بين حب الله ومغفرته وبين حب الوالدين وطاعتهما .فعن الإمام زين العابدين عليه السلام : إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ، ما من عمل قبيح إلا قد عملته،فهل لي من توبة ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهل من والديك أحد حي؟، قال :أبي.فقال صلى الله عليه وسلم:فاذهب فبره ،فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت أمه !! .وفي التوجيه النبوي:من حق الوالد على الولد أن يخشع له عند الغضب،حرصا على كرامة الآباء من أن تهدر. وفوق ذلك فقد اعتبر التسبب في شتم الوالدين من خلال شتم الولد للآخرين كبيرة من الكبائر، تستحق الإدانة والعقاب الأخروي.ثم إن البر بهما لا يقتصر على حياتهما، فيستطيع الولد المطيع أن يبر بوالديه من خلال تسديد ديونهما،أو من خلال الدعاء والاستغفار لهما،وغير ذلك من أعمال البر.ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جسد هذه التوصيات على مسرح الحياة،ففي الوقت الذي كان يحث المسلمين على الهجرة ليشكل منهم نواة المجتمع التوحيدي الجديد في المدينة، جاء في الحديث الشريف: عن عبد الله بن عمرو قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني جئت أريد الجهاد معك ابتغى وجه الله والدار الآخرة ولقد أتيت و إن والدى ليبكيان. قال فارجع إليهما فاضحكهما كما أبكيتهما (193).

السعى لرضاء الوالدين

واجب على الأولاد أن يرضى الوالدين . ويسعى لهما سعيا بليغا.لأن الله سبحانه وتعالى رضى على الناس إذا رضى الوالدان عليهم .كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم :رضى الرب فى رضى الوالدين وسخطه فى سخط الوالدين(194).جعل برهما سببا في دخول الجنة: روى أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه"(195).وروى النسائي وابن ماجة عن معاوية :أن جاهمة جاء إلى النبي فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو، وقد جئت أستشيرك، فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم، قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها(196).

---

193 سنن ابن ماجة، لأبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي بالولاء القزويني، دار إحياء التراث العربي(1395هـ). كتاب الجهاد باب الرجل يغزو وله أبوان ، رقم الحديث(2888).

194 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء من الفضل فى رضا الوالدين،رقم الحديث(2020).

195 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء من الفضل فى رضا الوالدين،رقم الحديث(2022).

196 سنن النسائي، لأحمد بن شعيب النسائي ، دار إحياء التراث(523) كما رجعت لطبعة دار المعرفة. كتاب الجهاد،باب الرخصة فى التخلف لمن له والده، رقم الحديث(3117).وابن ماجة.

Dhaka University Institutional Repository

الحقوق الدينية للوالدين

للوالدين حقوق كثيرة للدين والدنيا.قضى واصاق الدينية الحج النائب والصدقات لهما وإنفاذ الواصية وصلة الرحم التى تعلق بالوالدين .وإنفاذ الوعد والعهد وإكرام صديقهما وغيرها . هذه كلها تعلق فى حال الكبر للوالدين وبعضها تنفذ بعد الموت أيضا. إن النبى عليه السلام أكدا تأكيدا بهذه الأوامر.يحكي أن رجلا من بني سلمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبر هما به من بعد موتهما؟ قال: نعم. الصلاة عليهما (الدعاء)، والاستغفار لهما، وإيفاء بعهودهما من بعد موتهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما(197).فالمسلم يبر والديه في حياتهما، ويبرهما بعد موتهما؛ بأن يدعو لهما بالرحمة والمغفرة، وينفذ عهدهما، ويكرم أصدقاءهما.وحث الله كل مسلم على الإكثار من الدعاء لوالديه في معظم الأوقات، فقال:"ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب"(198). وقال أيضا: "رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات"(199).

حق الوالدين أكبر بعد حق الله تعالى

الواجب الرئيس للإنسان هى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعبادته كما أمر الله فى القرآن الكريم.ثم تبدأ الواجبات الأسرية تبدأ من النسب الوالدان هما صاحبا المكانة العليا والحقوق الكبيرة فى هذه الحياة.التى تدل بالآيات القرآنية.كما قال تعالى فى القرآن الكريم:وقضى ربك ألا تعبدوا إلا اياه وبالوالدين إحسانا.إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا(200). يفهم بالأيتين المذكورتين أن الحق الأكبر بعد عبادة الله تعالى هى حقوق الوالدين.فيجب على الأولاد إحسانهم وإطاعتهم ومساعدتهم حق الاستطاعة.خاصة إذا وصلت الأبوان فى حال الكبر.يجب على الأولاد النظر إلى طبيعة الوالدين ومزاجهم وخدمتهم كى لايؤذى الوالدان فى خدمة الأولاد.ولايتكلم معهما كلمة "اف" بالضجر والألم.جاء فى الحديث الشريف:عن أبى امامة رضى الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماحق الوالدين على ولدهما ؟ قال هما جنتك ونارك(201).

---

197 سنن ابن ماجة، لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي بالولاء القزويني، دار إحياء التراث العربي(1395هـ). كتاب الأدب ،باب صل من كان أبوك يصل،رقم الحديث(3795).

198 القرآن المجيد ،سورة إبراهيم، رقم السورة14، رقم الاية (41).

199 القرآن المجيد ،سورة نوح، رقم السورة71، رقم الاية (28).

200 القرآن المجيدسورة الاسراء، رقم السورة17، رقم الأيتين (23-24).

201 سنن ابن ماجة، لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي بالولاء القزويني، دار إحياء التراث العربي(1395هـ). كتاب الأدب ،باب بر الوالدين ، رقم الحديث(3793).

Dhaka University Institutional Repository

الاحترام للوالدين

إن الوالدين هما أكبر نعم الله تعالى للأولاد.إن الأم عانت فى حمل الأولاد ورضاعتهم ورعايتهم . وسهرت الليالى الطوال إلى جانبه عندما أحس بألم ويصيبه مرض.وهى فضلته على نفسها وضحت بصحتها وراحتها.والأب وفرله حياة كريمة وهيأ له فرص التعلم والسلوك المستقيم والأخلاق الفاضلة.وكان نعم الأب ونعم القدوة ونعم المربى. يجب على الأولاد احترامهم وإطاعتهم كاملا.جاء فى الحديث الشريف، عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه أن رجلا من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:هل لك أحد باليمن؟ قال أبواى.قال أذنا لك؟ قال لا،قال ارجع اليهما فاستأذنهما.فإن أذنالك فجاهد وإلا فبرهما(202).وجاء فى حديث آخر،عن معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت أن أغزو وقد جئت استشيرك؟ فقال هل لك من أم؟ قال نعم، قال فألزمها فان الجنة تحت رجلها(203).

الدب للوالدين

إن الوالدين هما أحب الناس فى الدنيا بعد الله تعالى ورسوله الكريم.حبهما من الأولاد حب فطرى .الذين يحبون الوالدين خاصة فى حال كبرهما يجزيهم الله أحسن الجزاء . كما جاء فى الحديث الشريف ،عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ولد بار ينظر إلى والديه نظرة رحمة إلا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة .قالوا إن نظر كل يوم مائة مرة قال نعم . والله أكبر و أطيب(204).

حق الأم أكثر عن حق الأب على الأولاد

ذهب أهل العلم في هذه المسألة مذهبين، هما:

- ❖ الأب والأم يستويان في البر، وهذا مذهب مالك.
- ❖ للأم ثلاثة أضعاف البر، وللأب ضعف، وهذا مذهب الليث بن سعد.

---

202 سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، دار الحديث، الطبعة الأولى (1388هـ). كتاب الجهاد،باب فى الرجل يغزو وأبواه كارهان، رقم الحديث(2532).

203 سنن النسائي، لأحمد بن شعيب النسائي ، دار إحياء التراث(523) كما رجعت لطبعة دار المعرفة.كتاب الجهاد،باب الرخصة فى التخلف لمن له والده، رقم الحديث(3117).وابن ماجة.

204 الجامع لشعب الإيمان،للإمام الحافظ أبى بكر أحمد بن حسين البيهقى،طبعة-دار الكتب العلمية/ بيروت سنة (1410هـ).

Dhaka University Institutional Repository

استدل من قدم الأم على الأب في البر بحديث:"من أحق الناس بحسن صحابتي"،حيث قال له: "أمك" ثلاثا، وفي الرابعة قال: "أبوك"، وبغيره.ورد عليهم القائلون بتسوية الوالدين في البر أن المراد بذلك التأكيد على بر الأم، لتهاون الأبناء في بر أمهاتهم أكثر من تهاونهم في بر آبائهم.

أقوال العلماء:

قال القرطبي رحمه الله معلقا على الحديث: "من أحق الناس بحسن صحابتي": فهذا الحديث يدل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب، لذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأم ثلاث مرات، وذكر الأب في الرابعة فقط، وإذا توصل هذا المعنى شهد له العيان، وذلك أن صعوبة الحمل، وصعوبة الوضع، وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون الأب، فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب، وروي عن مالك أن رجلا قال له: إن أبي في السودان، وقد كتب إلي أن أقدم عليه، وأمي تمنعني من ذلك، فقال له: أطع أباك ولا تعص أمك؛ فدل قول مالك هذا على أن برهما متساو عنده، وقد سئل الليث عن هذه المسألة فأمره بطاعة الأم، وزعم أن لها ثلثي البر، وحديث أبي هريرة السابق يدل على أن لها ثلاثة أرباع البر، وهو الحجة على من خالف، وقد زعم المحاسبي في كتاب "الرعاية" له أنه لا خلاف بين العلماء أن للأم ثلاثة أرباع البر وللأب الربع، على مقتضى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والله أعلم (205).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث أبي هريرة السابق في الفتح: قال ابن بطال: مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر، قال: وكان ذلك لصعوبة الحمل، ثم الوضع، ثم الرضاع، فهذه تنفرد بها الأم، وتشقى بها، ثم تشارك الأب في التربية، وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: "ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين"، فسوى بينهما في الوصية، وخص الأم بالأمور الثلاثة، قال القرطبي: المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر، وتقدم في ذلك على حق الأب عند المزاحمة؛ وقال عياض: وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأب، وقيل: يكون برهما سواء، ونقله بعضهم عن مالك، والصواب الأول، قلت: إلى الثاني ذهب بعض الشافعية، لكن نقل الحارث المحاسبي الإجماع على تفضيل الأم في البر وفيه نظر، والمنقول عن مالك ليس صريحا في ذلك، فقد ذكره ابن بطال، فقال: سئل مالك: طلبني أبي، فمنعتني أمي؛ قال: أطع أباك ولا تعص أمك؛ قال ابن بطال: هذا يدل على أنه يرى برهما سواء، كذا قال، وليست الدلالة على ذلك واضحة، قال: وسئل الليث يعني عن هذه المسألة بعينها، فقال: أطع أمك فإن لها ثلثي البر؛ وهذا يشير إلى الطريق التي لم يتكرر ذكر الأم فيه إلا مرتين، وقد وقع كذلك في رواية محمد بن فضيل بن عمارة بن القعقاع عند مسلم في الباب، ووقع كذلك في حديث المقدام بن معدي كرب فيما أخرجه

205 الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)/لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي، الطبعة الثانية 1372هـ. جلد(10).

Dhaka University Institutional Repository

المصنف في "الأدب المفرد"، وابن ماجة، وصححه الحاكم، ولفظه: "إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب"، كذا وقع في حديث بهز بن حكيم(206).

وقال فضل الله الجيلاني في توضيح الأدب المفرد للبخاري : الأم مقدمة في الإجماع في البر على الأب، وأن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر، وذلك لتحمل المشاق في الحمل والوضع حتى تكاد تموت، ولا أقل من أن تذوقه في كل وضع إذا ضربها الطلق، ثم المحنة زمن الرضاع إلى أن يكبر الولد ويستغني عن خدمتها، فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها، ثم تشارك الأب في الإنفاق والتربية وأنواع من المؤنة والخدمة . كذا ذكره السيوطي . أخذ ذلك من تكرار حق الأم، والأظهر أن يكون تأكيدا ومبالغة في رعاية حق الأم، وذلك لتهاون أكثر الناس في حق الأم بالنسبة إلى الأب، لأن أمر الأم كله في البيت تحت الستور ولا يطلع عليه الناس، فيجترئ الناس على عقوقها أكثر من عقوق الوالد حياء من الناس، وكذا قوته تزجر عن الجرأة عليه، وضعفها يحمل الدنيء على الإساءة إليها، ولا يبعد أن الشريعة بالغت في البر بها أكثر من البر بالأب مواساة لها ومراعاة لضعف قلوب النساء وشفقة على الولد، مع أن الأب ليس أنقص حقا من حقوقها، لأن الأم للين طبعها وضعف بنيتها لا تستطيع أحيانا أن تتحمل إباء وسوء خلقه فتعجل أن تغضب، فتسرع بالدعاء عليه، والمذكور في كتب الفقه أن حق الوالد أعظم من حق الوالدة وبرها أوجب(207).

قلت:هذا في الحضانة، فالولد للأم دون السابعة،والبنت إلى الزواج،ما لم تتزوج الأم،أويكون هناك مانع.تقديم الأم في البر يكون في الإنفاق،والرعاية،والعطف،فإذا قصُرَت يَدُ الأبناء عن الإنفاق على الوالدين جميعا تقدم الأم على الأب،وكذلك في زكاة الفطر إن لم يتمكن الابن من إخراج الزكاة عن أبويه الفقيرين أخرج عن أمه،وهكذا،وكذلك الأمر في الرعاية والعطف، أما في التعظيم والاحترام فيقدم الأب على الأم.

قال فضل الله الجيلاني: قيل إذا تعذر مراعاة حق الوالدين جميعا بأن يتأذى أحدهما بمراعاة الآخر يترجح حق الأم فيما يرجع إلى الخدمة والإنعام، حتى لو دخلا عليه يقوم للأب، ولو سألا منه شيئا يبدأ في الإعطاء بالأم، كما في "منبع الآداب"، قال الفقهاء: تقدم الأم على الأب في النفقة إذا لم يكن عند الولد إلا كفاية أحدهما، لكثرة تعبها عليه، وشفقتها، وخدمتها، ومعاناة المشاق في

---

206 الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)/لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي، الطبعة الثانية 1372هـ. جلد (405/10).

207 فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد للبخاري، تأليف فضل الله الجيلاني– طبع دار الفكر. جلد (36/1).

Dhaka University Institutional Repository

حمله، ثم وضعه، ثم إرضاعه، ثم تربيته، وخدمته، ومعالجة أوساخه، وتأنيسه في مرضه، وغير ذلك (208).

للوالدين كلاهما إحسان كريم وعطف رحيم على الأولاد. ولكن حق الأم أكثر عن حق الأب . لأن الأم حملته فى بطنها وهنا على وهن و ولدته بتعب شديد. وأرضعته حولين كاملين . وبعد تحمل جميع المشقات وكثير من الآلام لتربيته وعلاجه.إذا مرض الأولاد لم تنام ليلها حتى ترى صحتها وعافيتها. بأسباب هذه حق الأم أكثر عن الأب أرجح وتهل.كما جاء فى القرآن الكريم : ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا (ط)حملته أمه كرها و وضعته كرها(ط) وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (ط)(209).

وقال أيضا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن اشكرلى ولوالديك(210). وجاء فى الحديث:عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله من أحق بحسن صحابتى قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك. وفى رواية قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك ثم أدناك(211).يفهم بهذا الحديث إن فضل الأم أكثر من الأب بالإحسان والخدمة والإطاعة وحسن المعاملة.لأن الأم انتظمت ثلاثة أعمال التى لايقدر الأب وهى حمل الولد فى البطن وإيذاء الولادة والرضاعة بعد الولادة.

منح القرآن الأم حقا أكبر ،وذلك لما تقدمه من تضحيات أكثر،فالأم هي التي يقع عليها وحدها عبئ الحمل والوضع والإرضاع ،وما يرافقهما من تضحيات وآلام،حيث يبقى الطفل في بطنها مدة تسعة أشهر على الأغلب في مرحلة الحمل ،يتغذى في بطنها من غذائها ، ويقر مطمئنا على حساب راحتها وصحتها .ثم تأتي مرحلة الوضع الذي لا يعرف مقدار الألم فيه إلا الأم ، حيث تكون حياتها – أحيانا – مهددة بالخطر.ويوصي بها على وجه الخصوص :ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين (212). وبذلك يؤجج القرآن وجدان الأبناء حتى لا ينسوا أو يتناسوا جهد الآباء ،وخاصة الأم وما قاسته من عناء ،ويصبوا كل اهتمامهم على الزوجات والذرية.

---

208 فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد للبخاري، تأليف فضل الله الجيلاني– طبع دار الفكر. جلد (43/1).

209 القرآن المجيد ،سورة الأحقاف، رقم السورة46، رقم الآية(10).

210 القرآن المجيد ،سورة لقمان، رقم السورة31، رقم الاية(14).

211 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري ،المطبعة السلفية. كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، رقم الحديث(6037).

212 القرآن المجيد ،سورة لقمان، رقم السورة31، رقم الاية(14).

Dhaka University Institutional Repository

المعاملة مع الوالدين غير المسلمين

النزاع بين الحق والباطل وبين الإنصاف والظلم يدوم إلى يوم القيامة.يكون هذا فى الأسرة أيضا.إن كان الوالدان خارجان عن الإسلام والأولاد يكونون مسلما.فكيف يعامل الأولاد مع والديهم؟ وهذا سؤال مهم فى الحياة الاجتماعية.والجواب أنه لايطيع الأولاد والديهم بأمر الشرك ومعصية الله سبحانه وتعالى.ولكن الصحبة تكون مع الاعتراف والحسن.كما جاء فى القرآن الكريم: و إن جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا.واتبع سبيل من أناب إلى(213).وجاء فى الحديث الشريف:عن أسماء بنت أبى بكر (رض) قالت قدمت على أمى وهى مشركة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت:قدمت على أمى وهى راغبة أفاصل أمى؟ قال نعم.صلى أمك(214).

ما يطاع فيه الوالدان وما لا يطاعان فيه

يجب على الأولاد أن يطيع الوالدين فى جميع الأوامر إن لم يخالف الأمر مع القرآن والسنة .لأن الوالدين هما وسيلتان هامتان لوجود الأولاد فى الدنيا ويتحملان جميع المشقات وأنواع الآلام فى تربية الأولاد وراحتهم وتعليهم .كما أمر الله تعالى فى القرآن الكريم : ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بى ماليس لك به علم فلا تطعهما. إلى مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعلمون (215). وجاء فى الحديث الشريف : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح مطيعا لله فى والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة وإن كان واحدا فواحدا. ومن أمسى عاصيا لله فى والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار وإن كان واحدا فواحدا. قال رجل وإن ظلماه قال وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه (216). إن النبى صلى الله عليه وسلم أعلن هذه الجائزة للإحسان مع الوالدين وإطاعتهما كما أمر الله سبحانه وتعالى. وبين أيضا أن الإطاعة كلها لله سبحانه وتعالى.لايجوز أن يطيع أحدا بغير الله تبارك و تعالى. والمراد بإطاعة الوالدين والإحسان إليهم هى امتثال أوامر الله تعالى فى الوالدين والاجتناب عن نواهيه.وإن الوالدين إن ظلما على الأولاد فحينئذ يحسن ويعامل معهما معاملة حسنة ولا يعصيهما .ولكن الوالدين إذا أمرا الأولاد على معصية الله سبحانه وتعالى فلا طاعة لهما.لأنه قال عليه السلام لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق.إن أحد يبعد عن الهداية والدين والأحكام والشريعة

---

213 القرآن المجيد ،سورة لقمان، رقم السورة31، رقم الاية (10).

214 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري ، المطبعة السلفية. كتاب الأدب، باب صلة المرأة أمها ولها زوج، رقم الحديث(6045).

215 القرآن المجيد ،سورة العنكبوت، رقم السورة29، رقم الاية (08).

216 الجامع لشعب الإيمان،للإمام الحافظ أبى بكر أحمد بن حسين البيهقى،طبعة-دار الكتب العلمية/ بيروت سنة(1410هـ).

Dhaka University Institutional Repository

والمصلحة والعبادات كلها ويطيع الوالدين هذا ليس من إطاعة الله تعالى بل هى معصية الله. لايجوز للمؤمن هذه الإطاعة.الله سبحانه وتعالى يعذبهم عذابا شديدا فى الدنيا والآخرة.جدير بالذكر أن الاطاعة يكون مع الوالدين كليهما ليس للوالد فقط .بل يفتح أبواب الجنة والنار متساويا . ينبغى لكل واحد أن يطيع الوالدين متساويا ولايفرق بينهما فى الإطاعة.وهذا أمر الله سبحانه وتعالى ونصيحة النبى صلى الله عليه وسلم.

إن أهمية الوالدين فى الحياة الاجتماعية كثيرة .يجب على الأولاد إطاعتهم وشكرهم دائما. ولكن الإطاعة تكون فى أمرمباح وإن كان الأمر ضد الإنسانية.كما نرى فى الحديث الشريف: عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال كان تحتى إمرأة أحبها وكان عمر يكرهها فقال لى طلقها .فأبيت فاتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذالك له فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها(217).ولكن الأبوين إذا أمرا فى معصية الله سبحانه وتعالى والإشراك به فلا طاعة لهما أبدا.كما جاء فى القرآن الكريم: وإن جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به علم.فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا(218). وجاء فى الحديث، قال النبى صلى الله عليه وسلم:لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق(219).

ما لا يعمل إلا بعد إذن الوالدين

أولا: السفر لطلب علم مندوب أومباح

طلب العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية أومندوب أومباح، فالسفر لطلب العلم الواجب تعلمه لا يحتاج إلى إذن الوالدين، أما ما سوى فرض العين فلا يجوز أن يسافر له ويبتعد عن والديه إلا بإذنهما ورضاهما معا، وكذلك الأمر لفرض العين إذا كان هو الكافل أوالملازم الوحيد، وهما أوأحدهما في حاجة إليه. قال أبو حامد الغزالي: وكذلك ليس لك أن تسافر في مباح أونافلة إلا بإذنهما.. والخروج لطلب العلم نفل إلا إذا كنت تطلب علم الفرض من الصلاة والصوم ولم يكن في بلدك من يعلمك، وذلك كمن يسلم ابتداء في بلد ليس فيها من يعلمه شرع الإسلام فعليه الهجرة ولا يتقيد بحق الوالدين(220).

---

217 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الطلاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء فى الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته،رقم الحديث(1227).وابو داؤدو النسائىوابن ماجة فى سننهم.

218 القرآن المجيد سورة لقمان، رقم السورة31، رقم الآية (10).

219 أخرجه الإمام أحمد فى مسنده(131/1)من حديث على رض وعبد الرزاق(383/3)من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

220 إحياء علوم الدين/ لمحمد بن محمد الغزالي / دار المعرفة .جلد(2/ 238).

Dhaka University Institutional Repository

ثانيا: الخروج إلى الجهاد

جهاد الكفار والمنافقين بالنفس لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى من أجل القربات، وهو نوعان:

١. فرض عين واجب، وهذا لا يستأذن فيه الوالدان، وهو نوعان كذلك:

أ. إذا استنفر الإمام المسلمين لقتال الكفار.

ب. إذا هجم الكفار وغزوا دارا من ديار المسلمين، كما هو الحال الآن في فلسطين، وأفغانستان، والعراق، وكشمير، والشيشان، وجنوب الفلبين، وغيرها من البلاد المغصوبة، وجهاد الدفاع يكون تحت راية الإمام وغير الإمام، إذا دعا إليه ولاة الأمر من العلماء.

٢. فرض كفاية، وهو جهاد الطلب، بأن يخرج المسلمون رافعين راية الجهاد تحت إمام من أئمتهم يدعون الكفار والمشركين للدخول في الإسلام، وهو الذي خاضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام والمسلمون من بعدهم، حتى حل علينا هذا العصر الحديث الكبيس، حيث ركن المسلمون إلى الدنيا واستسلموا للكفار.

وجهاد الطلب لا يخرج إليه إلا بعد إذن الوالدين.

وجهاد الدفاع يتعين على أهل البلد الذي غلب عليه أوغزاه الكفار، فإن لم يغنوا فعلى من يليهم من المسلمين، وهكذا حتى يشمل الحكم سائر المسلمين، أما إذا استغنى أهل البلد المغزو وقاموا بالواجب فلا يجب على غيرهم.

الأدلة على أن الجهاد إن كان فرض كفاية فلا يخرج إليه إلا بعد إذن والديه:

- عن عبد الله بن عمرو قال: "قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أجاهد؟ قال: ألك أبوان؟ قال: نعم؛ قال: ففيهما فجاهد"(221).
- وخرج أحمد عن أبي سعيد قال: "هاجر رجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل باليمن أبواك؟ قال: نعم؛ قال: أذنا لك؟ قال: لا؛ قال: ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك وإلا فبرهما".
- وعن عبد الله بن عمرو قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما"(222).

---

221 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري ، المطبعة السلفية. كتاب الأدب، باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين، رقم الحديث(6038).

222 سنن ابن ماجة، لأبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي بالولاء القزويني ، دار إحياء التراث العربي (1395هـ). كتاب الجهاد ،باب الرجل يغزو وله أبوان،رقم الحديث(2888).

Dhaka University Institutional Repository

- وعن معاوية بن جاهمة عن أبيه قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستشيره في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قلت: نعم؛ قال: الزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما"(223).

ثالثا: الهجرة

هجرة المعاصي والهجرة من ديار الكفر ومن البلاد التي لا يتمكن فيها المسلم من القيام بشعائره الدينية أويخشى أن يفتن فيها عن دينه ولو كانت بلادا إسلامية جائزة، وقد تكون واجبة في بعض الأحيان. فمن أراد أن يهاجر وله أبوان أوأحدهما فعليه أن يستأذنهما ويسترضيهما، أما إن كانت الهجرة وجبت عليه خوفاً على دينه هاجر، أذنا له أم يأذنا له، أما إن لم تجب الهجرة في حقه فلا يهاجر إلا بعد إذنهما، أما الهجرة إلى ديار الكفر من غير ضرورة فلا تجوز أذن له والداه أم لا.

رابعا: السفر للعمل والتجارة

كذلك لا يجوز لإبن أن يسافر إلى بلد من البلاد الإسلامية، أو إلى محلة بعيدة من سكنى والديه، للعمل أوللتجارة، أولديار الكفر إن اضطر إلى ذلك إلا بعد أن يأذن له والداه.

ما يستحب فيه رضاء الوالدين ولا يجب،

من الأمور المباحة التي يستحب فيها استئذان الوالدين والاجتهاد في إرضائهما ومداراتهما مسألتان هما:

أولا: الزواج.

ثانيا: الطلاق.

أولا: الزواج

أ. البنت

لا يحل للبنت أن تتزوج من غير إذن ورضا أبيها أووليها في حال موت الأب أوفقدانه، بكراً كانت البنت أم ثيبا، بالغة أم غير بالغة، وذلك لما صح عنه صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، ولا ينبغي للأب أوالولي أن يعضل وليته ويمنعها من الزواج أوالرجوع من كفء تقدم لها إلا لسبب شرعي، فإن فعل فهو آثم، والسلطان ولي من لا ولي لها. ويستحب للأب أوالولي أن لا يزوج وليته إلا بعد الاطمئنان لرضاها بمن تقدم لها، وأجاز الجمهور للأب خاصة أن يزوج بنته البكر غير البالغ لمن يأنس فيه الكفاءة، أسوة بما فعله أبوبكر رضي الله عنه حيث زوج عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إذنها ورضاها. هذا وقد صح عن الرسول

---

223 سنن النسائي، لأحمد بن شعيب النسائي ، دار إحياء التراث (523) كما رجعت لطبعة دار المعرفة.كتاب الجهاد،باب الرخصة في التخلف لمن له والده، رقم الحديث(3117).وابن ماجة والحاكم.

Dhaka University Institutional Repository

صلى الله عليه وسلم أن الزانية هي التي تزوج نفسها يعني من غير ولي. صح في سبب نزول قوله تعالى: "واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون"(224).أن معقل بن يسار كانت أخته تحت أبي البداح، فطلقها وتركها حتى انقضت عدتها، ثم جاء فخطبها، فرضيت، وأبى أخوها أن يزوجها، وقال: وجهي من وجهك حرام إن تزوجتيه؛ فنزلت الآية، فقال مقاتل: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم معقلا فقال: إن كنت مؤمنا فلا تمنع أختك من أبي البداح؛ فقال: آمنت بالله؛ وزوجها منه"(225).

ب. الابن

يستحب للابن أن يتزوج بإذن ورضا والديه، وينبغي للوالدين أن لا يجبروا أبناءهم وبناتهم على زواج من يكرهون ولا يحبون، فالزواج عشرة طويلة، فإذا كان لا يجب على ابن أن يأكل ما يجبره عليه أبواه فمن باب أولى لا يجب عليه أن يتزوج من لا يرغب في زواجها، وإن رغب في زواجها له والداه أوأحدهما.

ولكن عليه أن يداري في ذلك حتى يقنعهما أويقنعانه.

بل لا تجب طاعة الأبوين إذا كان المرغوب في زواجه من الأبوين أوأحدهما:

- منافقا نفاق اعتقاد مثل الشيوعيين، والجمهوريين، والعلمانيين.
- لا يصلي.
- مبتدعا أورافضيا.
- منحرفا في عقيدته بممارسة بعض الشركيات.
- متحررا من القيود الشرعية.
- بالنسبة للمرأة إذا كانت متبرجة سافرة.
- فاسقا، شارب خمر، مراب، ممثلا، فنانا، ونحوه.

أما إذا توفر الدين والخلق، وراقت للابن فالأفضل له طاعة والديه.

ثانيا: الطلاق

لا يجب على الإبن طاعة والديه أوأحدهما في طلاق زوجته من غير سبب شرعي، سيما إذا كانت الزوجة مستورة الحال، مقيمة للصلاة، راعية لحق زوجها، غير متبرجة، فليس عليه أن يطيع والديه في ذلك لعدم استلطافهما لها، أولمشكلة حدثت بين أم هذه المرأة أوأختها مع أحد

---

224 القران المجيد سورة البقرة، رقم السورة2، رقم الآية (232).

225 الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)/لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي/ أحمد عبد العليم البردوني، وزملائه، الطبعة الثانية (1372هـ)،.مجلد (03).

Dhaka University Institutional Repository

الوالدين أوإحدى بناتهن. أما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر أن يطلق زوجه التي كان يحبها وكان عمر يأمره بطلاقها لأنه خشي أن تشغله عن الغزو والجهاد وليس لحظوظ نفس ولا أمر دنيوي، لهذا قال أحمد رحمه الله لرجل طلب منه أبوه أن يطلق زوجه لغير عذر شرعي: لا تطلق؛ فقال له: ألم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يطلق زوجه لأن أباه أمره بذلك؟ فقال له أحمد: إن كان أبوك مثل عمر أوبشر بن الحارث الحافي فطلق. بهذا تفهم الأحاديث والآثار التي أمرت بطاعة الأبوين في الأمر بالطلاق، وهي:

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كانت تحتي إمرأة، وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها؛ فأبيت، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها"(226).
- وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لي إمرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أواحفظه"(227).

بم يكون رعاية الوالدين؟

أولا: المسلمين

أ. في حياتهما

يكون رعاية الوالدين المسلمين في حياتهما بالآتي:

- ❖ طاعتهما في المعروف.
- ❖ موافقتهما فيما يريدان في غير معصية الله.
- ❖ الإنفاق عليهما إن كانا محتاجين.
- ❖ الإحسان والإهداء إليهما إن كانا مكتفين.
- ❖ عدم التعرض لسبهما.
- ❖ لا يحد النظر إليهما.
- ❖ لا يمشي أمام أبيه إلا في الظلمة.
- ❖ ولا يقعد قبله.
- ❖ لا يدعو أباه باسمه.

226 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الطلاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته،رقم الحديث(1227).وابو داؤدو النسائيوابن ماجة في سننهم.

227 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين،رقم الحديث(2022).واين ماجة في سننه.

Dhaka University Institutional Repository

❖ التكلم معهما بلين وتلطف.

❖ عدم رفع الصوت عليهما.

الأدلة على ذلك

▪ قال البغوي رحمه الله: سئل الحسن: ما بر الوالدين؟ قال: أن تبذل لهما ما ملكت، وتطيعهما فيما أمراك ما لم يكن معصية. ثم قال: ألم تعلم أن نظرك في وجوه والديك عبادة، فكيف بالبر بهما؟

▪ وقال عروة بن الزبير: ما بر والده من سد الطريق إليه، وقال أبو هريرة لرجل وهو يعظه في بر أبيه: لا تمش أمام أبيك، ولا تجلس قبله، ولا تدعه باسمه.

▪ وقال ابن محيريز: من مشى بين يدي أبيه فقد عقه إلا أن يميط له الأذى عن الطريق، وإن كناه أوسماه باسمه فقد عقه إلا أن يقول يا أبه(228).

▪ قال تعالى: "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا"(229). قال ابن عباس: لو كان هناك أدنى من الأف لنهى عنه. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: أي لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى تبرم، وعن أبي رجاء العطاردي قال: الأف الكلام القزع الرديء الخفي، وقال مجاهد: معناه إذا رأيت منهما في حال الشيخ الغائط والبول الذي رأياه منك في الصغر فلا تقذرهما وتقول أف، والآية أعم من هذا، والأف والتف وسخ الأظفار. ثم قال: خص حالة الكبر لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى بره، لتغير الحال عليهما بالضعف والكبر، فالزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثر مما ألزمه من قبل، لأنهما في هذه الحالة قد صارا كلا عليه، فيحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج في صغره أن يليا منه، ولهذا خص هذه الحالة بالذكر، وأيضا فطول المكث للمرء يوجب الاستثقال للمرء عادة، ويحصل الملل ويكثر الضجر، فيظهر غضبه على والديه، وتنتفخ لهما أوداجه، ويستطيل عليهما بدالة البنوة وقلة الديانة، وأقل المركوه ما يظهره بنفسه المتردد من الضجر، وقد أمر أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة، وهو السالم عن كل عيب(230).

ب. بعد وفاتهما

أما بر الأبوين المسلمين بعد وفاتهما فيكون بالآتي:

---

228 شرح السنة للإمام أبي الحسن محمد بن مسعود البغوي (436-516هـ)،الطبعة الثانية/المكتب الإسلامي-دمشق-بيروت (1403هـ) ، جلد (13/26-27).

229 القران المجيد، سورة الإسراء، رقم السورة17، رقم الآية(23).

230 الجامع لأحكام القران (تفسير القرطبي)/لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي، أحمد عبد العليم البردوني، وزملائه، الطبعة الثانية 1372هـ. جلد (10/241-242).

Dhaka University Institutional Repository

- ❖ الدعاء والاستغفار لهما.
- ❖ قضاء ما عليهما من دين لله أوللآدميين مثل أن يحج ويعتمر عنهما إن لم يحجا ويعتمرا، وإخراج الزكاة عنهما إن وجبت عليهما وحال عليها الحول.
- ❖ تنفيذ وصاياهما.
- ❖ التصدق عنهما.
- ❖ صلة أرحامهما.
- ❖ صلة أهل ودهما.

ثانيا: الكافرين أوالمشركين

أ. في حياتهما

- ❖ الإحسان إليهما.
- ❖ الرفق بهما.
- ❖ وصلهما إن كانا محتاجين.
- ❖ الدعاء لهما بالهداية.
- ❖ السعي في دعوتهما إلى الإسلام وترغيبهما فيه.
- ❖ يستأذنهما في الخروج إلى السفر ونحوه، وفي استئذانهما للخروج للجهاد قولان.

ب. بعد وفاتهما

- ❖ لا يدعو ولا يستغفر لهما لنهي الإسلام عن ذلك.
- ❖ صلة أرحامهما المسلمين خاصة.

الأدلة على ذلك

- جاء في الحديث: كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه- بارا بأمه، فلما أسلم قالت له أمه: يا سعد، ما هذا الذي أراك؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي، فيقال: يا قاتل أمه. قال سعد: يا أمه، لا تفعلي، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. ومكثت أم سعد يومًا وليلة لا تأكل ولا تشرب حتى اشتد بها الجوع، فقال لها سعد: تعلمين -والله- لو كان لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي، وإن شئت فلا تأكلي. فلما رأت إصراره على التمسك بالإسلام أكلت. ونزل يؤيده قول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا(231).
- وهكذا يأمرنا الإسلام بالبر بالوالدين حتى وإن كانا مشركين. وتقول السيدة أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنها : قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،

231 القرآن المجيد، سورة لقمان، رقم السورة31، رقم الاية (15).

Dhaka University Institutional Repository

فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة (أي طامعة فيما عندي من بر)، أفأصل أمي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (نعم، صلي أمك)(232).

فضل وثواب رعاية الوالدين في الدنيا والآخرة

لقد وعد الله البارين بأبائهم وأمهاتهم بالخير الكثير والفضل العميم في الدنيا،والثواب الجزيل والأجر الكبير في الآخرة.

أولا: ما يناله البار بوالديه في الدنيا

- ينسأ له في أجله – هذا بالنسبة لعلم الملك الموكل بكتابة الأجل.
- يوسع له في رزقه – هذا بالنسبة لعلم الملك الموكل بكتابة الرزق.
- تجاب دعوته.
- يبره أبناؤه وأحفاده ويكافئونه.
- يحبه أهله وجيرانه.
- تدفع عنه ميتة السوء.
- يحمده الناس ويشكرونه.
- يرضى عنه ربه لرضا والديه عنه.

الأدلة على ذلك

- عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر"(233)
- إن النبى صلى الله عليه وسلم حكى أصحابه الكرام حكاية عجيبة عن ثلاثة رجال لخدمة الوالدين . كما جاء فى الحديث الشريف : عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار فى الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فاطبقت عليهم. فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال أحدهم اللهم إنه كان لى والدان شيخان كبيران ولى صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدى أسقيهما قبل ولدى وإنه قد نأى بى الشجر فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أبدا بالصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمى فلم يزل ذالك دابى ودابهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أنى فعلت ذالك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها

232 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري ، المطبعة السلفية. كتاب الأدب، باب صلة المرأة أمها ولها زوج، رقم الحديث(6045). ومسلم فى صحيحه .

233 قال محقق شرح السنة،جلد (6/13).

Dhaka University Institutional Repository

السماء. ففرج الله لهم حتى يرؤن السماء . قال الثانى اللهم انه كانت لى بنت عم أحبها كاشد مايحب الرجال النساء فطلبت اليها نفسها فابت حتى أتيها بمائة دينار فسعيت حتى جمعت مائة دينار فلقيتها بها فلما قعدت بين رجليها قالت ياعبد الله إتق الله ولا تفتح الخاتم. فقمت عنها اللهم فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها ففرج لهم فرجة. وقال الآخر اللهم إنى كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز. فلما قضى عمله قال أعطينى حقى فعرضت عليه حقة فتركه ورغب عنه. فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها. فجائنى فقال إتق الله ولاتظلمنى وأعطنى حقى. فقلت اذهب إلى ذالك البقر وراعيها فقال إتق الله ولاتهزأبى فقلت إنى لا أهزأبك فخذ ذلك البقر وراعيها. فأخذه فانطلق بها فإن كنت تعلم أنى فعلت ذالك ابتغاء وجهك فافرج مابقى ففرج الله عنهم(234).

- وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: "رضى الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد"(235).
- وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من بر والديه فطوبى له زاد الله في عمره"(236).
- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى والديه فقد أرضى الله، ومن أسخط والديه فقد أسخط الله(237).
- إذا كان المسلم بارا بوالديه محسنا إليهما، فإن الله تعالى سوف يرزقه أولادا يكونون بارين محسنين له، كما كان يفعل هو مع والديه، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم)(238).

ثانيا: فضل وثواب البارين بوالديهم فى الآخرة.

- ❖ البر من أقوى أسباب دخول الجنة.
- ❖ يدخل الجنة مع أول الداخلين.
- ❖ مكفر للذنوب.
- ❖ الفوز بمنزلة المجاهد

234 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري ، المطبعة السلفية. كتاب الأدب، باب إجابة دعاء من بر والديه، رقم الحديث(6040). ومسلم فى صحيحه .

235 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء من الفضل فى رضا الوالدين،رقم الحديث(2020).

236 رواه ابو يعلى والطبرانى والحاكم والاصبهانى،وقال حاكم صحيح الاسناد.

237 الأدب المفرد، لمحمد بن إسماعيل البخاري(ت256هـ) .

238 المعجم الصغير والكبير، لسليمان بن أحمد الطبراني و المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت405هـ) .

Dhaka University Institutional Repository

الأدلة على ذلك

- عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الوالد أوسط باب الجنة، فإن شئت فاحفظ الباب أوضيع"(239).
- وروى أبوبكر بن حفص أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا؛ قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم؛ قال: فبرها"، وروي نحوه عن ابن عمر(240).
- وقال مكحول: "بر الوالدين كفارة للكبائر، ولا يزال الرجل قادراً على البر ما دام في فصيلته من هو أكبر منه"(241).
- جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع ويبر أمه، فأعاد الرجل رغبته في الجهاد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع ويبر أمه. وفي المرة الثالثة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم:ويحك! الزم رجلها فثم الجنة(242).
- جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد، ولا أقدر عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: هل بقي من والديك أحد؟. قال: أمي. قال: فاسأل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد(243).
- وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟. قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد(244).
- عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة قلت من هذا ؟ فقالوا : حارثة بن النعمان . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلكم البر كذلكم البر. وكان أبر الناس بأمه(245).

---

239 صحيح الاسناد كما قال محقق شرح السنة، جلد (13 /11).

240 صحيح الاسناد كما قال محقق شرح السنة، جلد(13 /11).

241 شرح السنة للإمام أبي الحسن محمد بن مسعود البغوي (436-516هـ)،الطبعة الثانية/المكتب الإسلامي-دمشق-بيروت (1403هـ)،جلد (13/13).

242 سنن ابن ماجة، لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي بالولاء القزويني ، دار إحياء التراث العربي (1395هـ). كتاب الجهاد ،باب الرجل يغزو وله أبوان،رقم الحديث(2886).

243 المعجم الصغير / لسليمان بن أحمد الطبراني (ت360هـ).

244 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري ،دار إحياء التراث. كتاب البر والصلة والأدب،باب بر الوالدين وإنهما أحق به، رقم الحديث(6668) والبخارى فى صحيحه.

245 رواه ابن وهب في الجامع وأحمد في المسند - باقي مسند الأنصار برقم 22951 والبغوي في شرح السنة (420/3) ط- المكتب الإسلامي ، وابن النجار في ذيل التاريخ (2/134/10) من طريق عبد الرزاق ، وعبد الرزاق في المصنف رقم (20199) ، والحاكم (208/3) وصححه ووافقه الذهبي ، وقال الحافظ في الإصابة (1/ 618) إسناده صحيح ، قال الصدر المناوي وغيره :

Dhaka University Institutional Repository

عقوق الوالدين وثمراتها ووبالها

العقوق لغة: من العق، وهو القطع.و في الشرع: كل فعل أوقول يتأذى به الوالد من ولده ما لم يكن شركا أومعصية. قال الحسن البصري وقد سئل: إلى ما ينتهي العقوق؟ قال: أن يحرمهما، يهجرهما، ويحد النظر إليهما؛ وقال عطاء: لا ينبغي لك أن ترفع يديك على والديك؛ وقال عروة بن الزبير: لا تمتنع من شيء أحباه. يقول العلامة ابن حجر رحمه الله: العقوق أن يحصل لهما أو لأحدهما أذى ليس بالهين عرفا. ويكون هذا الإيذاء بفعل أو بقول أو إشارة، ومن مظاهره مخالفة أمر الوالدين أو أحدهما في غير معصية، أو ارتكاب ما نهيا عنه ما لم يكن طاعة، أو سبهما وضربها، ومنعهما ما يحتاجانه مع القدرة ... وغير ذلك. حذّر الله تعالى المسلم من عقوق الوالدين، وعدم طاعتهما، و إهمال حقهما، و فعل ما لا يرضيهما أو إيذائهما ولو بكلمة (أف) أو بنظرة، يقول تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما(246).ولا يدخل عليهما الحزن ولو بأي سبب؛ لأن إدخال الحزن على الوالدين عقوق لهما، وقد قال الإمام علي رضي الله عنه : من أحزن والديه فقد عقهما.

وقد اتفق أهل العلم على عد العقوق كبيرة من الكبائر.كما قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما(247).عد النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر، وجمع بينه وبين الشرك بالله، فقال صلى الله عليه وسلم:(ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين...)(248).والله تعالى يعجل عقوبة العاق لوالديه في الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات(249).

أوصى الإسلام بالاباء خيرا ونهى عن قطيعتهم وإيذائهم أو إدخال الحزن عليهم، كيف لا، والإسلام دين الوفاء والبر.كما جاء في الحديث،عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات،ووأد

وصح لنا برواية الحاكم والبيهقي أن قوله كان أبر الناس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمدرج ثم بسطه ، وقال الألباني إسناده صحيح على شرط الشيخين السلسلة الصحيحة برقم 913،صحيح الجامع برقم 3371،مشكاة المصابيح برقم 4854

246 القرآن الكريم، سورة الإسراء، رقم السورة17، رقم الاية (23).

247 القرآن المجيد، سورة الإسراء، رقم السورة17، رقم الاية (23).

248 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري ، المطبعة السلفية. كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر،رقم الحديث(6042).ومسلم فى صحيحه فى كتاب الإيمان.

249 الأدب المفرد، لمحمد بن إسماعيل البخاري،وصححه الألبانى فى صحيح الأدب المفرد،رقم الحديث(459).

Dhaka University Institutional Repository

البنات..."(250).إن عقوق الوالدين الذي ظهر وانتشر وتعددت أشكاله وألوانه ليدل على انحراف خطير في المجتمعات عن شريعة الله تعالى التي جعلت رضا الله في رضا الوالدين وسخطه سبحانه في سخطهما، كما في الحديث: "رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد". والتي جعلت الجنة تحت أقدام الأمهات فلن يدخل الجنة عاق لوالديه،ففي الحديث: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة:العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث.وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر،والمنان بما أعطى".كما إن العاق لوالديه يعرض نفسه لدعاء والديه عليه، ودعاؤهما مستجاب فقد ورد في الحديث: "ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده"(251).

إحسان الوالدين وكرمهم على الأولاد غيرناهية .فلذا يجب على الأولاد أن يطيع الوالدين ويخدمهم وينصرهم حتى الوسع.وبالجانب عقوق الوالدين وعدم الخدمة عليهم والإيذاء لهم حرام وذنب عقاب .كما قال النبى صلى الله عليه وسلم عن هذا ،عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس.يفهم بهذا الحديث أن عقوق الوالدين أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله .وهو ذنب كبير الذى خارج عن فكر الإنسان.وبالجانب الآخر الشكر والإحسان بهما صفة أصلى للناس.الذى يحرم نفسه عن هذه الصفة الأصلية فهو خالى عن الإنسانية .لايكون هذه الإنسان محبوبا عند الله.وهم لايؤدون حقوق الله وحقوق العباد.

إن الوالدين محق أن يحسن عن جميع الناس بعد الله سبحانه وتعالى . فلذا معصية الوالدين وعدم الشكر لهم ذنب لاغفران له.كما جاء فى الحديث الشريف:عن ابى بكرة (رض) عن النبى صلعم قال:كل الذنوب يغفر الله ماشاء إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه فى الحياة قبل الممات(252).المراد بهذا الحديث :إن الله سبحانه وتعالى أخر التعذيب للذنوب إلى يوم القيامة ويحفظ فى الدنيا عن العذاب.ولكن عقوق الوالدين إثم عذابه يذوق فى الحياة الدنيا قبل الموت وفى الآخرة يردون إلى اشد العذاب.وجاء فى الحديث الآخر:عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايدخل الجنة منان ولاعاق ولامدمن خمر.وجاء فى حديث آخر:عن أبى عيس المغيرة بن شعبة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم

---

250 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)،المطبعة السلفية. كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر،رقم الحديث(6042).

251 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء فى دعوة الوالدين ، رقم الحديث(2029)وأبو داؤد فى سننه واحمد فى مسنده.

252 المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ، نشر دار الكتاب العربي، بيروت.

Dhaka University Institutional Repository

عليكم عقوق الأمهات ومنعاوهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال(253).

عاقبة عقوق الوالدين

إن الله سبحانه وتعالى حذر الناس عن عقوق الوالدين وأعلن أيضا يعق ويعصى مع الوالدين لهم الخزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. كما مذكورة فى التالية.

أولا:عاقبة عقوق الوالدين في الدنيا:-

- ❖ يضيق عليه في رزقه وإن وسع عليه فمن باب الاستدراج.
- ❖ لا ينسأ له في أجله كما ينسأ للبار لوالديه والواصل لرحمه.
- ❖ لا يرفع له عمل يوم الخميس ليلة الجمعة.
- ❖ لا تفتح أبواب السماء لعمله.
- ❖ يبغضه الله.
- ❖ يبغضه أهله وجيرانه.
- ❖ يخشى عليه من ميتة السوء.
- ❖ يلعنه الله وملائكته والمؤمنون.
- ❖ لا يستجاب دعاؤه.
- ❖ تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة.
- ❖ يعقه أبناؤه وأحفاده.

ثانيا:عاقبة عقوق الوالدين في الآخرة:-

- ❖ لا يدخل الجنة إن كان من الموحدين مع أول الداخلين.
- ❖ لا ينظر الله إليه وإن دخل الجنة.

الأدلة على ذلك:

- قال صلى الله عليه وسلم:"ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث"(254).
- وفي رواية النسائي والدارمى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يدخل الجنة منان، ولا عاق، ولا مدمن خمر"(255).

---

253 الجامع المسنيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري ، المطبعة السلفية. كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر،رقم الحديث(6042).

254 سنن النسائي، لأحمد بن شعيب النسائي، دار إحياء التراث (523) كما رجعت لطبعة دار المعرفة. جلد (357/1). وابن ماجة والدارمى فى سننهما وأحمد فى مسنده.

Dhaka University Institutional Repository

- وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل الجنة قاطع"، وفي رواية: "قاطع رحم"(256).

من صور العقوق

العقوق صوره كثيرة، ونماذجه وفيرة، وسنشير هنا بعض تلك الصور، وهي:

- السب واللعن.
- التبرؤ من والديه.
- تقديم الصديق على الأب والزوجة على الأم.
- الكذب عليهما.
- غيبتهما.
- التكبر والترفع عليهما.
- التسبب في بكائهما.
- عدم طاعتهما في ترك المباحات والمستحبات.

الأدلة على ذلك

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه؛ قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه"(257).
- قال ابن عمر رضي الله عنهما: "بكاء الوالدين من العقوق والكبائر".
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"ثلاث دعوات مستجابات لهن،لا شك فيهن، دعوة المظلوم، ودعوة المسافر،ودعوة الوالدين على ولديهما"(258).

---

255 سنن النسائي، لأحمد بن شعيب النسائي، دار إحياء التراث (523) كما رجعت لطبعة دار المعرفة. جلد (357/1). وابن ماجة والدارمي في سننهما وأحمد في مسنده.

256 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري ، لمطبعة السلفية. كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر،رقم الحديث(6042).

257 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري ، المطبعة السلفية. كتاب الأدب، باب لا يسب الرجل والديه، رقم الحديث(5973).

258 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء في دعوة الوالدين ، رقم الحديث(2029)و أبو داؤد في سننه وأحمد في مسنده.

Dhaka University Institutional Repository

نماذج للأبناء البررة

سنورد في هذه الصفحات بعض النماذج الحية والصور النادرة لبر الوالدين والإحسان إليهما، عسى أن تكون شاحذا ودافعا للأخيار، ومذكرا ومنبها للمقصرين والعاقين لآبائهم، فالاقتداء بالسلف الصالح هو سبيل المهتدين، وطريق العقلاء الكيسين من المؤمنين، فنقول وبالله التوفيق:

١. سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم

يتجلى بر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوالديه، وعمه، وزوجه خديجة بعد وفاتها، وبقومه في أحسن صوره في حرصه على هداية الأحياء منهم الذين أدركوا الإسلام، وفي سؤاله لربه أن يستغفر لأمه، فلم يجبه ربه لذلك، ولكن عندما سأله أن يزور قبرها أذن له في ذلك، فزار قبرها. قال تعالى: "ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم"(259).خرج مسلم في صحيحه عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله"؛ فقال أبوجهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؛ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب؛ وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك"؛ فأنزل الله عز وجل: "ما كان للنبي..." الآية، وأنزل الله في أبي طالب لرسوله صلى الله عليه وسلم: "إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين". قال القرطبي: هذه الآية تضمنت قطع موالاة الكفار حيهم وميتهم، فإن الله لم يجعل للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين(260).

٢. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: (كنت بارا بأمي، فأسلمت، فقالت: لتدعن دينك، أولا آكلُ ولا أشرب حتى أموت فتعير بي، ويقال: يا قاتل أمه؛ وبقيت يوما ويوما، فقلت: يا أماه، لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركتُ ديني هذا، فإن شئت فكلي، وإن شئت فلا تأكلي؛ فلما رأت ذلك أكلت، ونزلت: "ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون"(261)).(262).

---

259 القرآن المجيد، سورة التوبة، رقم السورة9، رقم الايتين(113-114).

260 الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)/لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي، الطبعة الثانية 1372هـ،،جلد (273/8).

261 القرآن المجيد، سورة العنكبوت، رقم السورة29، رقم الاية (8).

Dhaka University Institutional Repository

وكذلك نزلت فيه آية لقمان : "ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون"(263). قال القرطبي: وجملة هذا الباب أن طاعة الأبوين لا تراعى في ركوب كبيرة ولا في ترك فريضة على الأعيان، وتلزم طاعتهما في المباحات، ويستحسن في ترك الطاعات الندب، ومنه أمر الجهاد الكفاية، والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة، على أن هذا أقوى من الندب، لكن يعلل بخوف هلكة عليها، ونحوه مما يبيح قطع الصلاة فلا يكون أقوى من الندب، وخالف الحسن في هذا التفصيل فقال: إن منعته أمه من شهود العشاء شفقة فلا يطعها(264).

٣. حارثة بن النعمان رضي الله عنه

ممن اشتهروا ببر الأبوين الصحابي البدري الجليل، فقد نال ببره لأمه الدرجات العلا، وشهد له بذلك رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان، كذلكم البر، كذلكم البر". قالت عائشة: وكان بارا بأمه(265).

٤. عبد الله بن عبد الله بن أبي الصحابي الجليل رضي الله عنه

كان عبد الله بن عبد الله بن أبي بارا بأبيه عبد الله رأس النفاق قبل الإسلام، وعندما تظاهر أبوه بالإسلام كان عبد الله حريصا على هداية أبيه، ولكن أبى الله ذلك. من بره بأبيه بجانب ما سبق ذكره كما قال ابن عمر: جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين مات أبوه، فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، وصل عليه، واستغفر له؛ فأعطاه قميصه، وقال: "إذا فرغتم فآذنوني"، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر، وقال: أليس قد نهى الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا بين خيرتين، استغفر لهم أولا تستغفر لهم"، فصلى عليه، فأنزل الله عز وجل: "ولا تصل على أحد منهم مات أبدا"، فترك الصلاة عليهم. قال أبو عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني على عبد الله بن عبد الله بن أبي هذا، واستشهد عبد الله بن عبد الله بن أبي يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق سنة12هـ، وروت عنه عائشة(266).

٥. أبو هريرة رضي الله عنه

---

262 الجامع لأحكام القران (تفسير القرطبي)/لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي، الطبعة الثانية 1372هـ.جلد (328/13).

263 القران المجيد ،سورة لقمان، رقم السورة31، رقم الايتين(14-15).

264 الجامع لأحكام القران (تفسير القرطبي)/لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي، الطبعة الثانية 1372هـ. جلد(14 /64).

265 مصنف عبد الرزاق، لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، الناشر:المكتب الإسلامي- بيروت، الطبعة الثانية (1403هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، جلد(201/12).

266 الاستيعاب في معرفة الاصحاب، لحافظ إبن عبد البر، الطبعة:دار النشر-بيروت(1412هـ) ،جلد (42/3).

Dhaka University Institutional Repository

كان من البارين بأمهاتهم المحسنين إليهن.عن أبي مروة مولى عقيل: "أن أبا هريرة كان يستخلفه – مروان على المدينة – وكان يكون بذي الحليفة، وكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال: فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها، فقال: السلام عليك يا أمتها ورحمة الله وبركاته؛ فتقول: وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته؛ فيقول:رحمك الله كما ربيتني صغيراً؛ فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيراً؛ ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله"(267).

٦. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

كان عبد الله بن عمر من عباد الله المتقين، ومن الصحابة المتميزين، ومن الأبناء البارين بآبائهم في الحياة وبعد الممات، ومن ذلك بره وإحسانه لبدوي كان أبوه من أصحاب عمر رضي الله عنه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه". وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر، وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه، قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله إنهم الأعراب، وهم يرضون باليسير، فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان وُداً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أبر البر صلة الرجل أهل ودّ أبيه". وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه، فبينما هو يوما على ذلك الحمار، فقال: اركب هذا، وأعطاه العمامة، وقال اشدد بها رأسك؛ فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه، وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولى"، وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه(268).

٧. أويس القرني رحمه الله

أويس القرني سيد التابعين منعه من الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بره بأمه، فعوضه الله عما فقده من الهجرة أن كان مجاب الدعاء والاستغفار. عن أسير بن جابر قال: "كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس، فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم؛ قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم؛ قال: فكان بك برص، فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم؛ قال: ألك والدة؟ قال: نعم؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن، من مراد ثم من قرن، كان به

---

267 الأدب المفرد، لمحمد بن إسماعيل البخاري(ت256هـ) . رقم الحديث(12).

268 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري،دار إحياء التراث. كتاب البر والصلة والأدب،باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما، رقم الحديث(6679).

Dhaka University Institutional Repository

برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل"، فاستغفر لي؛ قال: فاستغفر له؛ فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة؛ قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؛ قال: أكون في غُبَرات الناس أحب إلي؛ قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، فوافق عمر، فسأله عن أويس، قال: تركته رث الهيئة، قليل المتاع. فأخبره عمر بحاله، فعندما رجع إلى الكوفة قال لأويس: استغفر لي؛ قال: لقيتَ عمر؟ قال: نعم؛ فاستغفر له، قال: ففطن له الناس، فانطلق على وجهه، قال أسير: وكسوته بردة، وكان كل من رآه قال: من أين لأويس هذه البردة"(269).

٨. محمد بن سيرين رحمه الله

من الأبناء البررة كذلك الإمام محمد بن سيرين التابعي الجليل، والمعبر القدير. روى الذهبي في ترجمته عن هشام بن حسان قال : حدثتني حفصة بنت سيرين قالت: كانت والدة محمد حجازية، وكان يعجبها الصبغ، وكان محمد إذا اشترى لها ثوبا اشترى ألين ما يجد، فإذا كان عيد، صبغ لها ثيابا، وما رأيته رافعا صوته عليها، كان إذا كلمها كالمصغي إليها(270).

٩. عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رحمه الله

كان من أبر أهل زمانه ومن أتقاهم رحمه الله. قال ابن قتيبة رحمه الله: كان لعمر بن عبد العزيز أربعة عشر ابنا، منهم عبد الملك الولد الصالح ابن الصالح، كان من أعبد الناس، توفي في خلافة أبيه وهو ابن سبعة عشرة سنة وستة أشهر، وكان أحد المشيرين على عمر بمصالح رعيته، والمعينين له على الاهتمام بمصالح الناس، وكان وزيرا صالحا وبطانة خير رحمه الله، وكان أبر أهل عصره بوالده، أومن أبرهم، وله مناقب مشهورة(271).

١٠. محمد بن المنكدر رحمه الله

قال: "بت أغمز رجلي أمي، وبات عمي يصلي ليلته، فما سرني ليلته بليلتي".

١١. قال ابن عباس رضي الله عنهما: "إنما رد الله عقوبة سليمان عن الهدهد لبره لأمه".

نماذج للأبناء العاقين

سنعرض في مقابل الأبناء البررة نماذج من الأبناء العاقين حتى تكتمل الصورة، ويتضح الفرق بين الصنفين، وكما قيل: وبضدها تتميز الأشياء، فلولا وجود الكفر والشرك لما عرفت قيمة الإيمان، ولولا وجود الأشرار لما عرف فضل الأخيار.

---

269 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري ،دار إحياء التراث. كتاب فضائل الصحابة رضى الله عنهم ،باب من فضائل أويس القرني رضى الله عنه، رقم الحديث(6656).

270 سير اعلام النبلاء ،محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، مؤسسة الرسالة، الطبعة (1422هـ)،جلد (619/4).

271 تهذيب الأسماء واللغات، للعلامة أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي ،جلد(19/2).

Dhaka University Institutional Repository

١. الذى قال لوالديه أف لكما

يمثل العقوق أصدق تمثيل ما حكاه لنا القرآن على لسان ذلك الابن الكافر العاق لوالديه: "والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين"(272).قال الحسن وقتادة: هي نعت عبد كافر عاق لوالديه(273). وقيل: نزلت في عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما، وقد كان أبوه يدعوه إلى الإسلام فلا يجيبه، وقيل نزلت في أخيه عبد الرحمن، ولا يصح ذلك، وقد كذبت ذلك عائشة رضي الله عنها ونفته نفيا قاطعا. خرج ابن كثير بسنده إلى ابن أبي حاتم قال: أخبرني عبد الله بن المديني قال: إني لفي المسجد حين خطب مروان، فقال: إن الله تعالى قد أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا، وإن يستخلف فقد استخلف أبوبكر عمر رضي الله عنهما؛ فقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: أهرقلية؟ إن أبا بكر رضي الله عنه ما جعلها في أحد من ولده، ولا أحد من أهل بيته، ولا جعلها معاوية في ولده إلا رحمة وكرامة لولده؛ فقال مروان: ألستَ الذي قال لوالديه أف لكما؟ فقال عبد الرحمن رضي الله عنه: ألستَ ابن اللعين الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباك؟ قال: وسمعتهما عائشة رضي الله عنها، فقالت: يا مروان، أنت القائل لعبد الرحمن رضي الله عنه كذا وكذا؟ كذبت ما فيه نزلت، ولكن نزلت في فلان بن فلان؛ ثم انتحب مروان، ثم نزل عن المنبر حتى أتى باب حجرتها، فجعل يكلمها حتى انصرف. وفي رواية للنسائي عن محمد بن زياد قال: لما بايع معاوية رضي الله عنه لابنه، قال مروان: سنة أبي بكروعمر رضي الله عنهما؛ فقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: سنة هرقل وقيصر؛ فقال مروان: هذا الذي أنزل الله تعالى فيه: "والذي قال لوالديه أف لكما" الآية؛ فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها، فقالت: كذب مروان، والله ما هو به، ولو شئت أن أسمي الذي نزلت فيه لسميته، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه، فمروان فضفض من لعنة الله(274).

٢. يحكى أن شابا كان مكبا على اللهو واللعب، لا يفيق عنه، وكان والده صالحا ذا دين وخلق، كثيرا ما يعظه ويقول له: يا بني احذر هفوات الشباب وعثراته، فإن لله سطوات ونقمات ما هي من الظالمين ببعيد، وكان إذا ألح عليه زاد في العقوق وجار على أبيه، وفي يوم ألح على ابنه

---

272 القرآن المجيد ،سورة الاحقاف، رقم السورة46، رقم الأيتين(17-18).

273 الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)/لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي، الطبعة الثانية 1372هـ،جلد (197/16).

274 تفسير القرآن العظيم(تفسير ابن كثير) / لإسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت774هـ)، دار الفكر. جلد (243/4-244).

Dhaka University Institutional Repository

بالنصح كعادته، فمد الولد يده على أبيه، فحلف الأب بالله مجتهدا ليأتين بيت الله الحرام فيتعلق بأستار الكعبة، ويدعو على ولده، فخرج إلى البيت الحرام وتعلق بأستار الكعبة، وأنشأ يقول:

يا من إليه الحجاج قد قطعوا عرض المهامة من قرب ومن بعد.
إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا بالواحد الصمد.
هذا منازل لا يرتد من عققي فخذ بحقي يا رحمن من ولدي.
وشل منه بحول منك جانبه يا من تقدس لم يولد و لم يلد.

فاستجاب الله دعاءه فشل شق ولده الأيمن في الحال.

٣. وحكي أن رجلا كان من المياسير بالبصرة، وكان يتمنى أن يرزق ولدا وينذر عليه النذور، فولد له وسر به، وأحسن تربيته حتى ارتفع عن مبلغ الأطفال إلى حد الرجال، ولم يهمه شيء من أمر الدنيا سوى هذا الولد، وقد أحسن إليه غاية الإحسان، فلم يشعر الأب ذات يوم إلا بخنجر خالط جوفه من وراء ظهره، فاستغاث بابنه مرتين فلم يجبه، فالتفت فإذا هو صاحب الضربة، فقال الشيخ وهو يضطرب من الألم: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أستغفر الله، صدق الله؛ أراد بالتهليل أن يلقى الله بالإيمان، وأراد بالاستغفار أن الله حذره فلم يحذر من ابنه بقوله: "إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم"(275).فجمع في هذه الكلمات كل ما يحتاج إليه في هذه الحال.

٤. ورد في سبب نزول قوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم" عن ابن عباس رضي الله عنه أنها نزلت بالمدينة – وبقيتها مكية – في عوف بن مالك الأشجعي، شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جفاء أهله وولده. وعن عطاء بن يسار: كان – أي عوف – ذا أهل وولد، وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه، فقالوا: إلى من تدعنا؛ فيرق فيقيم. قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا يبين وجه العداوة، فإن العدو لم يكن عدوا لذاته وإنما كان عدوا بفعله، فإذا فعل الزوج والولد فعل العدو كان عدوا، ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطاعة. قال القرطبي: كما أن الرجل يكون ولده وزوجه عدواً، كذلك المرأة يكون لها زوجها وولدها عدواً بهذا المعنى بعينه، وعموم قوله: "من أزواجكم" يدخل فيه الذكر والأنثى لدخولهما في كل آية. ثم قال: قال الحسن في قوله "إن من أزواجكم": أدخل من للتبعيض لأن كلهم ليسوا بأعداء، ولم يذكر "من" في قوله تعالى:"إنما أموالكم وأولادكم فتنة"(276) لأنهما لا يخلوان من الفتنة واشتغال القلب بهما(277).

448744

275 القرآن المجيد، سورة التغابن، رقم السورة64، رقم الآية (14).
276 القرآن المجيد،سورة التغابن، رقم السورة64، رقم الآية(15)
277 الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي)/لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي،الطبعة الثانية(1372هـ). جلد(18/140-143).

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

٥. من العقوق البين الواضح تصرف بعض الأبناء الغلاة الجفاة مع آبائهم وأمهاتهم، ومخاشنتهم لهم، والغلظة عليهم، ثم هجرهم وتكفيرهم في نهاية المطاف. الواجب على هؤلاء أن يتلطفوا ويرفقوا بآبائهم وأمهاتهم، وذوي أرحامهم، وأن يتأسوا بالأنبياء والرسل في صنيعهم مع آبائهم وذويهم من الكفار، فقد سلكوا معهم شتى السبل، وسألوا الله نجاتهم، فنوح عليه السلام: "ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين"(278)، ولم ييأس من ابنه ولم يتوقف عن دعوته حتى بعدما ركب السفينة، قال له: "يا بني اركب معنا"(279) وهاهو إبراهيم أبو الأنبياء وإمام الأتقياء لم يتبرأ من أبيه وقومه إلا بعد أن بذل معهم كل مجهود، وداراهم وناظرهم، بل إن أباه كان يلزمه في أول نشأته أن يبيع له مع إخوته الأصنام التي كان يصنعها، فكان إبراهيم عليه السلام يأخذها ويخرج، وينادي عليها: من يشتري ما يضره ولا ينفعه؟ فيرجع إخوته وقد باعوا أصنامهم، ويرجع إبراهيم بأصنامه كما هي. وها هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لم ييأس من عمه إلى ساعة الاحتضار، وسأل ربه أن يستغفر لأمه، فأبى، ثم سأله أن يزورها فأذن له في ذلك. ما يفعله هؤلاء مناف للدين، والعقل، والعرف، إذ أن أمر الوالدين حتى في الأمر والنهي يختلف عن أمر الآخرين، وإن كان الرفق مطلوباً مع جميع الخلق، فما دخل في شيء إلا زانه، فهو مع الوالدين من باب أولى وبالأحرى، حتى إذا يئس منهم اعتزلهم بالحسنى، ورحم الله أبا داود صاحب السنن عندما سئل هل يروي عن أبيه، فقال للسائل: سل عن هذا غيري؛ فأصر عليه، فقال: إنه الدين، لا تروِ عنه. ولله در ابن عمر عندما سئل عن الخوارج، وقيل له: ما تقول في فتية شبيبة، ظراف، نظاف، وذكر له من اجتهادهم في العبادة، ثم قيل له: ولكن يكفر بعضهم بعضا؛ قال: ماذا تركوا من دناءة الأخلاق إلا أن يكفر بعضهم بعضا. فالتكفير بالذنوب والمعاصي من غير استحلال من علامات أهل الأهواء، وعلامة على قلة العلم والفقه في الدين، وعلى دناءة الأخلاق وفساد الاعتقاد.

---

278 القرآن المجيد،سورة هود، رقم السورة11، رقم الايتين (44-45).

279 القرآن المجيد ،سورة هود، رقم السورة11، رقم الآية (42).

Dhaka University Institutional Repository

الباب الثالث (95-128)

منهج القرآن الكريم في رعاية الأيتام.

- ❐ تعريف اليتيم.
- ❐ نعمة الولد والوالد.
- ❐ المصيبة بفقد الأب.
- ❐ فضل الإحسان إلى اليتيم والنفقة عليه.
- ❐ اليتم ليس عيبا على المجتمع.
- ❐ رعاية الأيتام واجب كفائي.
- ❐ رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانه إلى الأيتام.
- ❐ سوء عاقبة من ضيع حق الضعيفين: المرأة واليتيم .
- ❐ رعاية الأيتام فى الأسرة.
- ❐ رعاية الأيتام وكفالتهم فى الإسلام.
- ❐ فضل رعاية الأيتام.
- ❐ اليتيم كائن بشرى كريم.
- ❐ اليتيم له الحق في حياة كريمة.
- ❐ برنامج رعاية الأيتام.
- ❐ اليتيم والتقييم التشريعي.
- ❐ اليتيم وحقوقه الاجتماعية.
- ❐ إيواء الأيتام.
- ❐ الإنفاق للأيتام.
- ❐ تربية الأيتام.
- ❐ الرفق بالأيتام.

Dhaka University Institutional Repository

تعريف اليتيم

اليتيم في اللغة؛ هو الانفراد. فمن فقد أباه في الصغر قبل البلوغ فهو يتيم، ولا يقال لمن فقد أمه يتيم؛ بل منقطع. أما من فقد أباه وأمه معا؛ فهو (لطيم). وهذا التدرج في وصف الانفراد الذي هو اليتيم؛ من أجل دلائل البلاغة في اللغة العربية؛ التي لا تجاريها فيها أي لغة أخرى. لأن لفظ (يتيم)؛ أخف وقعا على السمع من لفظ (منقطع)، لأنه يعبر عن حالة اخف من أخرى؛ كما أن (يتيم ومنقطع) أخف من (لطيم).الانقطاع هو الانقسام والانفصال والفرقة. ولاشك أن من فقد أمه؛ فإن بؤسه أشد من فقده لوالده؛ ذلك أن دور الأم؛ يفوق دور الأب في الحضانة والرعاية، وهذا يفسره قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (.. أمك ثم أمك ثم أمك؛ ثم أبوك). أما (اللطم)؛ فهو ضرب الخد والوجه حتى تتضح الحمرة، وفي هذا تعبير عن الحسرة واليأس وعمق الجراح، نتيجة فقد الأب والأم معا. وهذه حالة أعظم من اليتيم بفقد الأب؛ والانقطاع بفقد الأم. إن الولد لا يدعى نفسا يتيما بعد بلوغه ومقدراته على الاعتماد على نفسه، أما الجارية فهي يتيمة حتى يبنى بها. قال تعالى: (وآتوا اليتامى أموالهم).هذا؛ إذا آنستم منهم رشدا. وقد تلازمهما التسمية بعد ذلك(مجازا)، فالرسول صلى الله عليه وسلم ظل يسمى يتيم أبي طالب، لأنه رباه. قال ابن السكيت: اليتيم في الناس من قبل الأب، وفي البهائم من قبل الأم، ولا يقال لمن فقد الأم من الناس يتيم(280).

وأما في الاصطلاح: فقد عرف الفقهاء اليتيم بأنه من مات أبوه وهو دون البلوغ .لحديث: " لا يتم بعد احتلام "(281).وجاء في أسنى المطالب في تعريف اليتامى:"(وهم كل صغير) ذكر أو أنثى أو خنثى (لا أب له) ولو كان له أم وجد أما كونه صغيرا فلخبر(لا يتم بعد احتلام)"(282). وجاء في كشاف القناع:"(واليتيم من لا أب له،ولم يبلغ) لقوله صلى الله عليه وسلم(لا يتم بعد احتلام)"(283).وفي الشرع يقال أيضا: هو من مات أبوه وتركه صغيرا، وهو ضعيف يحتاج إلى رعاية وكفالة. أوهو الذي مات أبوه وهو دون البلوغ؛ حيث أن الأب هو الذي يحنو على ولده ويربيه وينفق عليه مما يجد ويرق له ويشفق عليه ويعلمه ما ينفعه، فمتى مات أبوه فقد ضعفت نفسه، وفي الغالب أنها تسوء حاله ويفقد العناية ويكون محلا للرحمة والشفقة، ولذلك وصى الله تعالى باليتامى خيرا كما في قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم

---

280 لسان العرب،للعلامةجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور(ت711هـ)،دار المعارف- القاهرة. والصحاح في اللغة،للجوهري، الطبعة الرابعة(1995م)،دار العلم-بيروت. والقاموس المحيط،للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادى(717هـ).

281 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من حديث حنظلة بن حذيم ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات.

282 سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني ، دار الحديث، الطبعة الأولى (1388هـ). كتاب الوصايا، باب ما جاء من ينقطع اليتم،رقم الحديث(2875). وحسنه النووي .

283 كشاف القناع عن متن الإقناع ،لمنصور بن يونس البهوتي، دار الفكر-الطبعة(1402هـ).

Dhaka University Institutional Repository

فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح(284). ولا شك أن من فقد أباه ولم يعلم أين هو ولا يدري أهو حي أم ميت فإنه كاليتيم في الظاهر فيوصى برحمته وحفظ ماله وإصلاح حاله والإنفاق عليه بالمعروف وأن يتجر بأمواله حتى لا تأكلها الزكاة والنفقة حتى يبلغ أشده ثم بعد الصلاح والرشد تدفع إليه أمواله ليقوم بشأنه.

نعمة الولد والوالد

إن الولد نعمة من الله على أبيه.كما جاء فى القرآن الكريم:"المال والبنون زينة الحيواة الدنيا"(285).وقال أيضا:"لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور.أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير"(286).فالولد نعمة خاص من الله على أبيه. والوالد منة من الله تعالى على الولد الضعيف في منشئه. يرى في أبيه الحنان والشفقة والمودة والحرص على مصالحه. ولهذا أمر الله الولد بالقيام بحق أبيه. وعظم هذا الحق. حتى جعله مقرونا مع حقه.كما جاء فى القرآن الكريم:"واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا"(287).وعندما يفقد الولد أباه.يفقد شيئا عظيما. يفقد ذلك الحنان. يفقد تلكم المودة.يفقد ذلك الحرص على المصالح والمنافع.

المصيبة بفقد الأب

ففي فقد الأب مصيبة على الولد عظمى.ولذا يسمى هذا يتيما.واليتم قدر قدره الله قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. وقد اعتنى الإسلام باليتيم أيما عناية. واهتم به اهتماما عظيما كاملا.اهتم باليتيم اهتماما عظيما كاملا. فأمر بالإحسان إليه ورعايته.كما قال الله تعالى: "ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل"(288).ومن الإحسان إلى اليتيم كفالته ورعايته والإحسان إليه وتربيته وحفظ ماله وصيانة ماله. هذا من كفالة اليتيم. جاء فى الحديث ،عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى- وفرج بين أصابعه"(289)

---

284 القران المجيد، سورة البقرة، رقم السورة2، رقم الاية (220).
285 القران المجيد،سورة الكهف، رقم السورة18، رقم الاية (46).
286 القران المجيد،سورة الشورى، رقم السورة42، رقم الايتين(49- 50).
287 القران المجيد،سورة النساء، رقم السورة4، رقم الاية (36).
288 القرآن المجيد ،سورة النساء، رقم السورة4، رقم الاية (36).
289 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري ، المطبعة السلفية. كتاب الأدب، باب فضل من يعول يتيما،رقم الحديث(6072).

Dhaka University Institutional Repository

فضل الإحسان إلى اليتيم والنفقة عليه

وقد جعل الله الإحسان إلى اليتيم سبيلا للنجاة من عذابه يوم القيامة.كما جاء فى القرآن الكريم :"فلا اقتحم العقبة.وما أدراك ما العقبة.فك رقبة.أو إطعام فى يوم ذى مسغبة.يتيما ذا مقربة.أو مسكينا ذا متربة"(290).وجعل إهانته سبيل غير المتقين. كما جاء فى القرآن الكريم:"كلا بل لا تكرمون اليتيم .ولا تحاضون على طعام المسكين"(291).ونهى عن قهر اليتيم وإهانته.كما جاء فى القرآن الكريم:"فأما اليتيم فلا تقهر"(292).وقال أيضا:"أرءيت الذى يكذب بالدين.فذلك الذى يدع اليتيم .ولا يحض على طعام المسكين"(293).وأمر الله تعالى بالإنفاق على اليتيم، وجعل ذلك من وجوه الإنفاق فقال:يسئلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل(294).وقال أيضا:ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خيروإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح(295).وأمر بحفظ أموال الأيتام، فقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده(296).وأمر باختباره عند دفع ماله إليه، حتى يكون الولي على ثقة من أن هذا اليتيم عرف وميز:وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ءانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا(297).وأخبر أن أكل مال اليتيم سبب للعذاب يوم القيامة،إذا فهو من كبائر الذنوب يقول الله جل وعلا:إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا(298).وفي السبع الموبقات يقول صلعم: اجتنبوا السبع الموبقات.قالوا:ما هن يا رسول الله؟ قال:الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق،وأكل الربا،وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف،وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات(299).

وأمر الله جل وعلا بالإنفاق عليهم، وجعل ذلك من خصال البر والتقوى.كما جاء فى القرآن الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من ءامن بالله واليوم الأخر

290 القرآن المجيد،سورة البلد، رقم السورة90، رقم الايات (11-16).
291 القرآن المجيد،سورة الفجر، رقم السورة89، رقم الأيتين(17- 18).
292 القرآن المجيد،سورة الضحى، رقم السورة93، رقم الاية (09).
293 القرآن المجيد،سورة الماعون، رقم السورة107، رقم الأيات(1-3).
294 القرآن المجيد،سورة البقرة، رقم السورة2، رقم الأية (215).
295 القرآن المجيد،سورة البقرة، رقم السورة2، رقم الاية (220).
296 القرآن المجيد،سورة الأنعام، رقم السورة6، رقم الاية (152).
297 القرآن المجيد،سورة النساء، رقم السورة4، رقم الاية (06).
298 القرآن المجيد،سورة النساء، رقم السورة4، رقم الاية (10).
299 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري ،دار إحياء التراث. كتاب الإيمان،باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم الحديث(272).

Dhaka University Institutional Repository

والملئكة والكتاب والنبيين وءاتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين(300). وجعل لهم تعالى سهما في فيء المسلمين فقال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتمى والمساكين(301).وقال جل وعلا:ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين(302).

اليتم ليس عيبا على المجتمع

إن اليتيم ليس عيبا في الإنسان. وليس يتمه مسببا لتأخره.وليس يتمه قاضيا على نهضته وتقدمه.فكم من يتيم عاش بخير.ونال ما نال من الخير بفضل الله، فهذا سيد الأولين والآخرين. خير من وطئت قدمه الثرى. يقول الله له مذكرا نعمه عليه:"ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى.ووجدك عائلا فأغنى"(303).ذلك أن محمدا صلعم توفي أبوه عبد الله وهو حمل في بطن أمه، وتوفيت أمه وهو في السابعة من عمره، وتوفي جده وهو في الثامنة من عمره، وكفله عمه أبو طالب، وما زال ينشأ حتى إذا بلغ أشده أوحى الله إليه، وكلفه بهذه الرسالة العظمى، التي أشرقت بها الأرض بعد ظلماتها، وتألقت القلوب بعد شتاتها، وأنار الله به البصائر، وأخرج به الأمة من الظلمات إلى النور، فصلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الله جل وعلا أمره أن يشكر هذه النعم، فيقابلها بالشكر فقال: فأما اليتيم فلا تقهر.وأما السائل فلا تنهر.وأما بنعمة ربك فحدث(304). فنهانا عن قهر اليتيم وإهانته: فأما اليتيم فلا تقهر.اى لا تقهر اليتيم، وتذكر يتمك مثله.فأما اليتيم فلا تقهر.وأما السائل فلا تنهر.فأعط السائل وتذكر فقرك وإغناء الله لك.وأما بنعمة ربك فحدث. تحدث بها شكرا لله، وثناء عليه. إن الله يحب من عباده أن يقابلوا نعمه بشكرها والثناء عليه.

لقد كانت نظرة الإسلام إلى مجتمع اليتامى نظرة إيجابية واقعية فاعلة.لعب فيها عنصر الإيمان وحافز الثواب دورا أساسيا،فهم في المجتمع الإسلامي ليسوا عالة على المجتمع ولا عبئا على أفراده وإنما هم من المنظور الشرعي حسنات مزروعة تنتظر من يحصدها ليفوز بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.ورفقته يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة.وأومأ بالوسطى والسبابة. امرأة ترملت من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا،حافز الأجر هو الذي جعل الأم الصابرة تتعلق بأطفالها بعد وفاة زوجها في صورة مشرقة من عطف الأمومة على الطفولة فهجرت الزينة

---

300 القرآن المجيد،سورة البقرة، رقم السورة2، رقم الآية (177).
301 القرآن المجيد،سورة الأنفال، رقم السورة8 رقم الآية (41).
302 القرآن المجيد،سورة الحشر، رقم السورة59، رقم الاية(07).
303 القرآن المجيد،سورة الضحى، رقم السورة93، رقم الآيات(6-8).
304 القرآن المجيد،سورة الضحى، رقم السورة93، رقم الآيات(9-11).

Dhaka University Institutional Repository

والتبرج ونزعت الراحة من نهارها والنوم من ليلها تحوطهم بأنفاسها وتغذيهم بدمها قبل حليبها حتى ذهبت نظارتها،لم يهزمها الموت بل اعتبرته جزاء من استمرار الحياة،فالآن يبدأ دورها، لم تكتف هذه الأم الطيبة بدور الأمومة بل إنها قرنت إليه، كفالة الأيتام أيضا فمنحت لأيتامها بصمودها هذا أمتن عروة يستمسكون بها تغنيهم عن البحث خارجا عمن يأويهم، فشكر لها النبي صلى الله عليه وسلم ومدحها فجاءت جائزتها مجزية وثوابها مضاعفا.

رعاية الأيتام واجب كفائي

رعاية الأيتام والاحسان اليهم واجب على كل بشر.لا يهملهم ولا يعامل سعهم معاملة حسنة. و يقال لهم قولا لينا ولطفا. الله سبحانه أمرهم عن هذا. كما جاء فى القرآن الكريم : وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا(305).فإذا رأينا أطفالا أيتاما نذكر أنفسنا لو كان أولادنا مثلهم، فماذا نتمنى لهم؟ إذا نحسن إليهم يحسن الله علينا. إن المجتمع المسلم مطالب بالقيام بهذا الواجب، حتى لا يفقد اليتيم حنان الأب فيجد من إخوانه المسلمين آباء يعطفون عليه، ويحسنون إليه،ويضمدون جراحه، ويمسحون دموعه، ويحسنون إليه، ويجد من المسلمات، من هي تحن على اليتيم وتحسن إليه، وتتلطف به، وتكرمه، وتعامله كما تعامل أطفالها،رجاء المثوبة من رب العالمين.فنلطف بالأيتام،ونحسن إليهم، ونخاطبهم بالقول اللين. ونمسح على رأسهم، ونذكرهم بأن لهم عوضا عن أبيه من إخوانه المسلمين.إن أموال الايتام عندنا أمانة، فإن اتقينا الله فيها كنا من المتقين،وإن ضيعناها كنا من الخائنين. أمر الله سبحانه وتعالى عن هذا بالقول الغليظ. كما جاء فى القرآن الكريم :وءاتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا(306).ننظر إليهم نظرة الرحمة والإحسان،وننظر إليهم نظرة الشفقة والرحمة والإحسان،ومحبة الخير لهم، فذاك قربة نتقرب بها إلى الله.

رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانه إلى الأيتام

إن رعاية الأيتام كان خلقا لأهل الإسلام، أخذوها من خلق سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، قتل جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة وكان وراءه صبية صغار، فجاءت أمه تشكو إلى رسول الله يتم أطفالها وحالتهم فقال: أتخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة ؟

---

305 القرآن المجيد،سورة النساء، رقم السورة4، رقم الاية (9).

306 القرآن المجيد،سورة النساء، رقم السورة4، رقم الاية (2).

Dhaka University Institutional Repository

ولما قدم الوفد بعد الغزوة بحث عن أولاد جعفر فأركبهم معه إكراما وتضميدا لجراحهم، صلوات الله وسلامه عليه.وكانت أم المؤمنين رضي الله عنها ترعى أيتاما تكرمهم وتحسن إليهم، هكذا كان أخلاق أهل الإسلام، تنافس في الخير، وتعاون على البر والتقوى،وأن يقدموا لآخرتهم عملا يجدونه أحوج ما يكونون إليه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا(307).جاء في الحديث ،عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى- وفرج بينهما(308).قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث: قال ابن بطال :حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. ثم قال الحافظ ابن حجر: وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى.وقال الحافظ أيضا: قال شيخنا في شرح الترمذي: لعل الحكمة في كون كافل اليتيم يشبه في دخول الجنة، أو شبهت منزلته في الجنة بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، أو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم لكون النبي صلى الله عليه وسلم شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون كافلا لهم ومعلما ومرشدا، وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه بل، ولا دنياه، ويرشده، ويعلمه، ويحسن أدبه فظهرت مناسبة ذلك .وجاء في حديث آخر ،عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم لا يفطر(309).وجاء في حديث آخر،عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة(310).وجاء في حديث آخر ،قال النبي صلى الله عليه وسلم :من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة (311).وجاء في حديث آخر،عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:من وضع يده على رأس يتيم رحمة،كتب الله له بكل شعرة مدت على يده حسنة(312).وجاء في حديث آخر ،عن أبي الدرداء قال:أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه؟ قال:أتحب أن يلين قلبك

---

307 القرآن المجيد،سورة ال عمران، رقم السورة3، رقم الآية (30).

308 لجامع الصحيح البخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري ، المطبعة السلفية. كتاب الأدب، باب فضل من يعول يتيما،رقم الحديث(6072).

309 لجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري ، المطبعة السلفية. كتاب الأدب، باب الساعى على المسكين،رقم الحديث(6075)، ومسلم فى صحيحه.

310 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري ،دار إحياء التراث. كتاب الزهد والرقائق،باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتلم، رقم الحديث(7662).

311 مسند أبي يعلى، لأحمد بن علي بن المثنى بن يحيى التميمي الموصلي(ت307هـ)، و مسند أحمد، لإمام أحمد بن حنبل (رح).

312 مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن محمد بن حنبل (ت241هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية 1398هـ.

Dhaka University Institutional Repository

وتدرك حاجتك؟ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك(313). وجاء فى حديث آخر ،عن أبي هريرة قال"أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال له:إن أردت تليين قلبك، فأطعم المسكين، وامسح رأس اليتيم(314).وجاء فى حديث آخر ،عن مالك بن الحارث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة ألبتة، ومن أعتق أمرءا مسلما كان فكاكه من النار يجزي بكل عضو منه عضوا من النار"(315).وجاء فى حديث آخر،عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وفرق بين أصبعيه السباحة والوسطى"(316).وجاء فى حديث آخر،عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه اليتيم والمسكين وابن السبيل(317).وجاء فى حديث آخر ،قال علي بن أبي طالب:أعينوا الضعيف والمظلوم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وارحموا الأرملة واليتيم. وجاء فى حديث اخر ،عن ابن عباس،أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:"من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر له"(318).وجاء فى حديث آخر،كان من جملة ما أوصى به علي بن أبي طالب:"بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب ..... الله الله في الأيتام فلا تعفو أفواههم ولا يضيعن بحضرتكم".

سوء عاقبة من ضيع حق الضعيفين: المرأة واليتيم

إن هذه الخصال لا يعدم صاحبها خيرا في الدنيا والآخرة، فتلقى الله وفي صحيفة عملك يتيم أحسنت إليه وواسيته، ومسكين أعنته، فذاك خير لك يوم قدومك على ربك، وأما أن تلقى الله ويتيم أكلت ماله،استوليت على ماله، واستغللت ضعفه وعجزه، فأكلت ماله وضيعت حقه، فمن المخاصم لك؟ إنه رب العالمين، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :اللهم إني أحرج حق الضعيفين: المرأة

---

313 المعجم الصغير والكبير، لسليمان بن أحمد الطبراني(ت360هـ).

314 مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن محمد بن حنبل ، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية (1398هـ).

315 مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن محمد بن حنبل ، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية(1398هـ).

316 مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن محمد بن حنبل ، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية(1398هـ).

317 مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن محمد بن حنبل ، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية(1398هـ).

318 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء فى رحمة اليتيم وكفالته، رقم الحديث(2041).

Dhaka University Institutional Repository

واليتيم (319).أحرج حقهما، لأن المرأة لا تستطيع الدفاع عن نفسها، فربما تسلط عليها من أكل مالها، استغلالا لضعفها وعجزها، وكذلك اليتيم، ربما استغل وصي ماله، فأكله وتلاعب بذلك، ولم يراقب الله في سره وعلانيته، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

رعاية الأيتام في الأسرة

اليتيم هو الشخص الذي فقد أباه أو كليهما قبل أن يبلغ الحلم،أى قبل البلوغ.وقد أوصى الإسلام برعاية اليتيم.كفالة اليتيم من الأعمال الطيبة التي تقدسها الشرائع السماوية وتقدرها المجتمعات في مختلف الأزمان.وأولى الإسلام اليتيم أشد الاهتمام وعظم مكافأة الإحسان له.فيما يلي نقدم سردا لأهم النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تحث على الإحسان إلى اليتيم.

تحدث القرآن الكريم في آيات عديدة مؤكدا على حماية أموال اليتيم وحفظها وعدم التفريط فيها، وبأن الولاية على أموال اليتيم بعد الأب والجد، تكون للوصي المكلف بذلك من قبل أحدهما، فإن لم يكن هناك وصي، فالولاية للحاكم الشرعي، وفي المذهب الحنفي فالولاية على أموال الصغير تكون للأب، ثم وصيه بعد موته، ثم وصي وصيه، ثم جده (أبو أبيه)، ثم وصي جده، ثم وصي وصيه، ثم الوالي، ثم القاضي أو وصي القاضي. وعند المالكية والحنابلة: الولاية بعد الأب لوصيه، ثم للحاكم، ولا تثبت الولاية المالية للجد والأخ العم إلا بإيصاء الأب. وقال الشافعية: إن الولاية بعد الأب للجد، ثم وصي من تأخر موته من الأب أو الجد، ثم القاضي أو نائبه. ولا ولاية لسائر العصبات كالأخ والعم، كما لا ولاية للأم (320).ولكون اليتيم صغيرا ضعيفا فإن ذلك قد يغري بعض المتولين على امواله من ضعاف النفوس والايمان باساءة التصرف فيها، لذلك يوجه القرآن الكريم الخطاب إلى هؤلاء الأولياء، محذرا لهم من هذا التعدي الخطير. يقول تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا (321).وفي آية أخرى يقول تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده(322). ويقول تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا (323).ومن المناسب أن نشير هنا إلى أن المسؤولين والعاملين في لجان كافل اليتيم،

---

319 سنن إبن ماجة،لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي بالولاء القزويني،دار إحياء التراث العربي(1395هـ) . كتاب الأدب ،باب حق اليتيم،رقم الحديث(3809). وأحمد،وابن حبان، والحاكم وقال:صحيح الإسناد على شرط مسلم،ووافقه الذهبي.

320 الدكتور وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته ج5 ص (426-427).

321 القرآن المجيد، سورة النساء، رقم السورة4، رقم الاية (10).

322 القرآن المجيد، سورة الأنعام، رقم السورة6، رقم الاية (152).

323 القرآن المجيد، سورة النساء، رقم السورة4، رقم الاية (02).

Dhaka University Institutional Repository

مخاطبون بهذه الآيات الكريمة ومطالبون بالحفاظ على ما يردهم من أموال مخصصة للأيتام، وأن يهتموا بالدقة والاحتياط في صرفها لما فيه خير الأيتام ومصلحتهم.

رعاية الأيتام وكفالتهم في الإسلام

إن الإسلام يرعى الأيتام رعاية تامة. الله سبحانه و تعالى أمر للناس فى كثير من الآيات أن يحفظوا حقوق الأيتام و رعايتهم رعاية كاملة .كما جاء فى القرآن الكريم: وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا(324).والمقصود بالذرية الضعاف هنا هم الأيتام، واليتيم: هو الصبي الذي فقد أباه قبل البلوغ، فإن لم يجد اليتيم من يؤويه ويرعاه ويكفله، كان عرضة للضياع من جهة، وخاصة اذا كان فقيرا، أما اذا كان غنيا فانه يكون مطمعا لمن يلي رعايته بغير تقوى الله من جهة أخرى،وفريسة سهلة أمام المنحرفين ورفقاء السوء من جهة ثالثة. لذا كان هؤلاء الأيتام أحق الناس بالرحمة والرأفة والشفقة عليهم، عناية لهم ورعاية لمصالحهم الدينية والدنيوية، نظرا لضعفهم وصغرهم وعجزهم عن اكتساب معيشتهم ورزقهم، والقيام على شؤونهم بأنفسهم. والرحمة هذه:خلق عظيم،وعاطفة انسانية فياضة، وجوهرة نفيسة ثمينة، مستقرها ومستودعها قلوب المؤمنين الصادقين.

ومع أن اليتيم ضعيف يستدر رحمة الرحماء، ويستجلب حنان ذوي الشفقة الأتقياء إلا أن له في رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه،أعظم الأسوة،فقد ولد نبي الرحمة رسول الهدى يتيما بمكة المكرمة،فكفله جده عبد المطلب،ثم توفى الله أمه آمنة وهو في السنة السادسة من عمره، ثم توفى الله جده عبد المطلب وهو في السنة الثامنة من عمره، فتعهده عمه أبو طالب رغم فقره وكثرة عياله.

وهكذا سخر الله له قلب جده وعمه، فلم يشعر بفقدان الحنان، وألم الحرمان، لأنه كان محل عناية الله ورعايته الدائمة، قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى(325). نعم إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، عرف ما يهز مشاعر اليتامى، وما يواسيهم، وما يفرح قلوبهم، وما يكدر خواطرهم، وما يؤلمهم، وما يسعدهم، فأمر بإكرامهم، وأوصى بهم خيرا، وحث على إيوائهم وحسن معاملتهم، قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن اليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه(326).

وكان عليه الصلاة والسلام يمسح على رؤوس اليتامى رأفة بهم وشفقة عليهم، امتثالا لأمر

---

324 القرآن المجيد، سورة النساء، رقم السورة4، رقم الآية (9).

325 القرآن المجيد، سورة الضحى، رقم السورة93، رقم الآية (6).

326 سنن إبن ماجة،لأبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي بالولاء القزويني،دار إحياء التراث العربي(1395هـ) . كتاب الأدب ،باب حق اليتيم،رقم الحديث(3810).

Dhaka University Institutional Repository

الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر(327).أي لا تقهره، ولا تذله بقول أو فعل أو نظر،حتى لا يشعر وكأنه منبوذ أو كالخادم في بيت كافله، فيراعي حالته النفسية،حتى ينشأ اليتيم سوي السلوك، مستقيم الأخلاق، حكيم التصرفات،محبا للخيرات والطاعات، غير معقد في سلوكه أو منطو على نفسه، او حاقد على أهله ومجتمعه، أو جانح للشرور والآثام، فعلى كافل اليتيم أن يكون له كالأب الرحيم، يعامله كما يعامل أولاده ويساويه بهم في المأكل والملبس والمشرب والعمل. وللمبالغة في الحث على اكرام اليتيم،قرن العليم الخبير بين الأمر بعبادته وحده سبحانه، والإحسان الى مستحقي الإحسان في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين..(328).وجبرا لخاطر اليتيم فقد أوصى الرحمن الرحيم باعطائه من الميراث اذا حضر القسمة على سبيل الترضية، وإن لم يكن من ذوي الحقوق،قال الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا(329).

وقد جعل المولى جل جلاله الإحسان اليهم من أهم أسباب فوز المؤمنين أصحاب اليمين بالجنة والنجاة من النار، قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة، وماأدراك ما العقبة،فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة،أولئك أصحاب الميمنة(330).واستمع الى قول الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه حين جعل منزلة ومقام كافل اليتيم عند رب العالمين كمنزلة النبيين، قال عليه الصلاة والسلام:أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا،وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما(331). وعجبا من هؤلاء الذين جفت ينابيع الرحمة في نفوسهم وقست قلوبهم،فلم يعاملوا اليتيم معاملة حسنة ولم يعطفوا عليه، ولم يكرموه أو ينفقوا عليه من مال الله الذي بسطه عليهم، بل دعوه دعا عنيفا بجفوة وغلظة، فكأنهم لم يسمعوا قول الله تعالى:أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين(332). فهؤلاء لا يوجدفي نفوسهم إيمان حقيقي، فلو تأكد لهؤلاء الإيمان بالله واليوم الآخر والجزاء والحساب لما أقدموا على دع اليتيم وظلمه وقهره، بأكل ماله، وعدم الإحسان إليه وعدم العناية به والرعاية لشؤونه، ومن رحمة الله تعالى باليتيم أمره جل جلاله بالمحافظة على أموال اليتيم وتنميتها واستثمارها بأمانة بالغة ورعاية حازمة دون المغامرة

---

327 القرآن المجيد، سورة الضحى، رقم السورة93، رقم الاية (9).

328 القرآن المجيد، سورة النساء، رقم السورة4، رقم الآية (36).

329 القرآن المجيد، سورة النساء، رقم السورة4، رقم الاية (8).

330 القرآن المجيد، سورة البلد، رقم السورة90، رقم الايات (11-18).

331 سنن الترمذي، أمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء فى رحمة اليتيم وكفالته، رقم الحديث(2042).

332 القرآن المجيد، سورة الماعون، رقم السورة107، رقم الآيات (1-3).

Dhaka University Institutional Repository

فيها، قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح(333).

وقد جاء التأكيد الإلهي في النهي عن أكل أموال اليتامى بالباطل في غير موضع من القرآن الكريم، كما ورد الأمر بحسن رعايتها وتعهدها الى أن يبلغ اليتيم سن الرشد وتظهر أمارات الحكمة في تصرفاته، فعندها تدفع اليه أمواله، وذلك في عدة آيات منها قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده(334) وقوله تعالى:وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم، انه كان حوبا كبيرا(335).وقوله تعالى:وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف(336).ففي هذه الآية الكريمة يطلب الله تعالى من الأوصياء على أموال اليتامى أن يتعففوا عن الأكل من هذه الأموال إن كانوا من الأغنياء، ويقنعوا بما رزقهم الغني الحميد، وإن كان الوصي فقيرا فله أن يأخذ اجرة ادارته لأموال اليتامى حسب العمل الذي يقوم به، ولكن فليأكل بالمعروف.

كما حذر سبحانه وتعالى الوصي على أموال اليتيمة من التعسف واستغلال وصايته وولايته عليها وعلى أموالها، فيكرهها على أن تتزوج بأحد أبنائه طمعا في استبقائها هي ومالها تحت سيطرته، قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء..(337). وهل هناك قول أبلغ في التشديد في المحافظة على أموال اليتامى من قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا(338).

ومن صور أكل مال اليتيم ظلما، سرقة بعض أمواله أو خلطها مع أموال كافل اليتيم ثم إعطاء اليتيم الرديء منها، ومن صور الاعتداء على مال اليتيم أن يتبرع الولي ببعض مال اليتيم او يتنازل عنه كما في بعض أنواع الصلح، أو يتاجر بمال اليتيم بما يعود دوماً بالخسارة عليه، ومن صوره عدم رعاية مال اليتامى وتركها بلا استثمار حتى تأكلها الصدقة. وإذا لم يكن لليتيم مال فإن النفقة عليه تكون واجبة شرعا على قريبه الغني.من باب صلة الرحم .وقد اعتبر الله تعالى النفقة على اليتيم الفقير من أقرب القربات اليه، ومن أعظم وجوه الخير التي ينبغي على المسلم أن ينفق امواله فيها، قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين

---

333 القران المجيد، سورة البقرة ،رقم السورة2، رقم الاية (220).
334 القرآن المجيد، سورة الأنعام، رقم السورة6، رقم الأية (152).
335 القرآن المجيد، سورة النساء، رقم السورة4، رقم الآية (02).
336 القرآن المجيد، سورة النساء، رقم السورة4، رقم الآية(06).
337 القرآن المجيد، سورة النساء، رقم السورة4، رقم الآية(03).
338 القرآن المجيد، سورة النساء رقم السورة4، رقم الآية (10).

Dhaka University Institutional Repository

والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل..(339).وإذا لم يكن لليتيم قريب غني فكفالته والنفقة عليه واجب شرعي واجتماعي يقع على جميع أغنياء المسلمين وحق في عنق كل مسلم. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين(340). مما سبق عباد الله نرى أن الشارع الحكيم سبحانه و تعالى قد أكد وشدد في موضوع كفالة اليتيم ورعايته، ونخلص إلى أن أكرام اليتيم والمحافظة على أمواله وتنميتها والإنفاق عليه واجب على كل مسلم مستطيع، فمن كان كافلا لليتيم قائما على رعايته بتقوى الله فليستبشر، ومن كان مقصرا فليستغفر.فإن ظلم اليتامى وايذاءهم وأكل أموالهم بالباطل حرام وظلم وسحت، نسأل الله أن يجيرنا من ذلك.

ديننا دين التكاتف والتكافل الاجتماعي دين تنص تعاليمه على كفالة اليتيم ،وإعانة المحتاج، وفكاك الأسير،ورعاية ابن السبيل وعيادة المريض، ورعاية المسن،والإعانة على نوائب الحق، والتنفيس عن معسر،وتفريج كرب المكروب .. ونحو ذلك من سلوكيات تلبس المجتمع الإسلامي لبوس المودة والإخاء وتشيع المحبة والتعاون بين المسلمين.ولكن آفة المسلمين حين يغفلون عن هذه المعاني،ويفرطون في رعاية هذه القيم أو شيء منها فيضل الفقير يكابد آلام الفقر والحرمان وحده بعيدا عن مشاعر المسلمين ومعونتهم وتتراكم الهموم على مسلم مهموم فلا يجد _ على الأقل . من يسري عنه ويسأل عن أحواله ، ويفيض عليه من المشاعر المؤنسة ما ينفس كربته أو يخفف عليه ضائقته . حين يضطر المحتاج في سبيل قضاء حاجته إلى ممارسات لم يأذن بها الله إما عن طريق السرقة ، أو النصب والاحتيال أو الإستقراض الربوي ....، وكلها ظلمات بعضها فوق بعض . إخوة الإيمان أما حين تشتعل الحروب وتستخدم لغة القوة ويكون المسلمون هدفا يبتغى هنا يكثر الجرحى والأسرى وتشتد حاجة الأيامى واليتامى ، ومن المؤسف والمؤلم أن تسبق إلى إيواء هؤلاء وإعانتهم جمعيات تنصيرية يكفيها أن تصرفهم عن الإسلام ولو لم تدخلهم النصرانية ويكفيها أن تشعرهم أن النصارى كانوا أقرب إليهم من إخوانهم المسلمين وإن لم يدخلوهم في منظومة النصارى وحقوقهم هنا تقع الفتنة ويضعف حبل الإخاء ويطيش ميزان التكافل الاجتماعي عند المسلمين.أما الأسارى المرتهنون عند قوم كافرين ، فكم لهم من الحقوق على إخوانهم المسلمين،وهذا رسول الهدى والرحمة يستصرخ المسلمين كافة لنجدتهم والسعي في فك أسرهم ويقول:"فكوا العاني(أي الأسير)وأجيبوا الداعي،وأطعموا الجائع وعودوا المريض

339 القرآن المجيد، سورة البقرة، رقم السورة2، رقم الآية(215).
340 القرآن المجيد، سورة البقرة، رقم السورة2، رقم الآية(177).

Dhaka University Institutional Repository

"(341).ولأهمية هذا الأمر بوب البخاري في صحيحه بابا في(فكاك الأسير)وبه ساق الحديث .عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" فكوا العاني. يعني الأسير .وأطعموا الجائع وعودوا المريض".قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا:"من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة"(342).

الأيتام هم الذين فقدوا آباءهم وأولياءهم وأصبحوا في حاجة ماسة إلى من يكفلهم، وحيث ورد الحث على ذلك كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار بإصبعيه(343).فإن لليتيم حقا على أهله وذويه، حقا كفله الشرع الكريم ونادى إليه، وبين لنا القرآن الكريم حق اليتيم وخطورة التعدي على حقوقه، وأوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم شرف كافل اليتيم، وما يجنيه المسلم من أجور وحسنات إن هو اعتنى باليتيم ووفر له عيشة كريمة، فكفالته من أسباب دخول الجنة.واليتيم هو من فقد أباه أو أمه وهو صغير ،وكم لفقد الوالدين أو أحدهما من لوعة في النفس، ووحشة في الحياة،لا يطيقها الصغير،فلا زال قلبه طريا يتأثر لهذا الفقد، ولا زال جسمه صغيرا لا يتحمل مشاق الحياة ومعاناتها،ومن هنا كان لزاما على المجتمع المسلم القيام بالواجب نحو هذا اليتيم وإيفاؤه حقه من الرعاية والتربية والحفظ، وتوفير الحنان له والرفق بحاله.وهذا بحمد الله ما تشهده مجتمعاتنا الإسلامية، فلليتيم مكانه،وله حظ وافر في العطف والرعاية غالبا،وعذر الجميع في تقديم هذه الرعاية والتواصي بها واضح،فهو يتيم وكفى.

إن الإسلام اهتم باليتيم اهتماما بالغا،من ناحية تربيته،ومعاملته والحرص على أمواله وضمان معيشته حتى ينشأ عضوا بارزا في المجتمع، ويقوم بمسؤولياته على أحسن وجه. فمن اهتمام القرآن الكريم بشأن اليتيم، عدم قهره، والحط من كرامته، والغض من شأنه، قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر.وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم(344) .كما أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على أموال اليتيم، وعدم الاقتراب منها إلا بالتي هي أحسن، قال تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون(345). كما نهى عن أكل أموال اليتيم ظلما.قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما

---

341 لجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ امحمد بن إسماعيل البخاري ، المطبعة السلفية. كتاب المرضى، باب وجوب عيادة المريض،رقم الحديث(5709).

342 سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني ، دار الحديث، الطبعة الأولى 1388هـ. وحسنه النووي . كتاب الأدب، باب فى المعونة للمسلم ،رقم الحديث(4948).

343 القرآن المجيد،سورة الأنعام ،رقم السورة6، رقم الآية (152).

344 القرآن المجيد،سورة الماعون ، رقم السورة107، رقم الآية (01).

345 القرآن المجيد،سورة الأنعام، رقم السورة6، رقم الآية (152).

Dhaka University Institutional Repository

إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا(346). وأمر الأوصياء أن يردوا أموال اليتيم إن رأى قدرته على تنميتها وحفظها، قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف(347). ومن اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن اليتيم، إنه رغب في كفالته، والاهتمام برعايته، وبشر الأوصياء أنهم سيكونون معه بالجنة. قال ابن بطال:حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. ورعاية اليتيم وكفالته واجبة في الأصل على ذوي الأرحام والأقرباء، أما الدولة فإنها تلجأ إلى الرعاية عند الحاجة، ويجب على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم لإقامة دور لرعاية الأيتام، لتشرف المؤسسات الإسلامية على تربيتهم والإنفاق عليهم، ويكون ذلك أبعد لهم عن الانحراف والتشرد والضياع. من فوائد كفالة اليتيم. صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، وكفى بذلك شرفا وفخرا .كفالة اليتيم صدقة يضاعف لها الأجر إن كانت على الأقرباء (أجر الصدقة وأجر القرابة .) كفالة اليتيم والإنفاق عليه دليل طبع سليم وفطرة نقية. كفالة اليتيم تعود على الكافل بالخير العميم في الدنيا فضلا عن الآخرة .كفالة اليتيم تساهم في بناء مجتمع سليم خال من الحقد والكراهية وتسوده روح المحبة والود.

فضل رعاية الأيتام

إن الله سبحانه وتعالى نصح المسلمين على الاهتمام للايتام وأمرهم لأداء حقوقهم كما أنه تعالى جعل لهم حقا في الفيء، قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل(348). وحقا في خمس الغنيمة بقوله تعالى:واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى(349). وحقا مع الحقوق العشرة في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى (350). وبقوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى(351).

---

346 القرآن المجيد، سورة النساء، رقم السورة4، رقم الاية (10).
347 القرآن المجيد،سورة النساء، رقم السورة4، رقم الاية (06).
348 القرآن المجيد ،سورة الحشر، رقم السورة59، رقم الأية (07).
349 القرآن المجيد،سورة الانفال، رقم السورة8، رقم الاية (41).
350 القرآن المجيد ،سورة النساء، رقم السورة4، رقم الأية (36).
351 القرآن المجيد ،سورة البقرة، رقم السورة2، رقم الاية (83).

Dhaka University Institutional Repository

والأدلة على ذلك كثيرة تدل على عظم الأجر لمن أنفق على اليتامى وأطعمهم وأعطاهم ما يحتاجون، وقد ذم الله الذين لا يعطون ولا يطعمون المساكين، أو يعتدون على أموالهم بقوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم(352). وبقوله تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم(353). وهو دليل على أن من صفة المؤمنين إكرام اليتامى وإطعامهم، وذلك لأنهم محل الشفقة والرقة والرحمة من المسلمين؛ لأنهم فقدوا آباءهم الذين يُشفقون عليهم ويرحمونهم ويكفلونهم ويُعطونهم ما يحتاجون إليه، فكان ذلك سببا في الشفقة عليهم وإعطائهم ما يسد خلتهم، فلذلك نقول: إن على المسلمين وبالأخص أهل الثروة والجدة والغنى أن يمدوا أيديهم بسخاوة لهؤلاء المستضعفين وأن يعطوهم ما يكفيهم؛ حتى لا تتكسر قلوبهم إذا رأوا زملاءهم يتمتعون برفاهية وتوسع في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، فمن واساهم وأعطاهم فله أجر كبير على إحسانه وإنفاقه مما أعطاه الله، وسوف يغني الله كلا من سعته. يمكن لكل فرد أن يقوم بواجبه تجاه يتيم واحد أو تجاه بعض الأيتام ويثاب على عمله. ولكن تشكيل المؤسسات، وتنظيم اللجان والهيئات، التي تعمل على تلبية حاجات الأيتام، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، تساعد على ضم الجهود إلى بعضها، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة العمل، وتحقيق الأهداف بشكل أفضل. ولهذا العمل قيمة معنوية كبيرة في حل مشاكل الأيتام.

إن وجود لجنة تهتم بالأيتام، يعني وجود جهة توجه الأفراد والتجمعات نحو هذه الفئة، وتحث مختلف الشرائح على دعمها. وقد رأينا أن لجان كافل اليتيم في بلادنا استطاعت أن تطور وتنوع الخدمات التي تقدم للأيتام. فمعظم هذه اللجان تقدم مساعدات مالية شهرية، وأخرى طارئة، فضلاً عن الإعانات الصيفية والشتوية. وتقوم بصيانة المساكن وغير ذلك.كما أن وجود لجنة لكفالة الأيتام هو طمأنة للأيتام. فهم يشعرون بأن ثمة جهة ومؤسسة ترعاهم، وتتابع شؤونهم، وهذا في حد ذاته مواساة معنوية كبيرة. بالطبع فإن الجهود تتطور وتتكامل إذا انضمت إلى بعضها. ووجود لجنة يعني ضم كافة الطاقات والكفاءات التي يمكن أن تسهم في إنجاح هذا المشروع، مما يعني إدخال عنصر التخطيط والمشورة وهذا إرساء لأسلوب مهم في العمل.

في الوقت الذي نعرب فيه عن تقديرنا للدور الكبير الذي تقوم به لجان كافل اليتيم، حيث ملأت فراغا هاما، وتحملت عن المجتمع مسؤولية عظيمة، فإننا نذكر هذه اللجان بضرورة مضاعفة الجهد، وتطوير النشاط، خاصة فيما يرتبط برفع كفاءة الأيتام، وتقدمهم على صعيد التعليم وبناء القدرات والمهارات، بمتابعة مسيرتهم الدراسية، وتشجيعهم على التميز والتفوق، ومساعدتهم في تحصيل فرص الدراسات الجامعية والعليا. ومن ناحية أخرى الاهتمام بإحاطتهم

---

352 القرآن المجيد. سورة الماعون، رقم السورة107، رقم الآية (01).
353 القرآن المجيد. سورة الفجر، رقم السورة89، رقم الآية (17).

Dhaka University Institutional Repository

بأجواء الرعاية التربوية، والتوجيه السلوكي، بوضع خطط وبرامج للتوعية والإرشاد، وملاحظة ما قد يطرأ على حياتهم وسلوكهم من نواقص وثغرات، من أجل المعالجة والإصلاح. ونأمل أن يتفاعل المجتمع أكثر مع هذه اللجان (كافل اليتيم) بدعمها ماليا، وبرفدها بالعناصر المخلصة الكفؤة، والاقتراحات المفيدة البناءة، لتقوم بواجبها على خير وجه.وكان الله في عون كل يتيم حتى يتجاوز محنة يتمه بسلامة ونجاح، ووفق الله المؤمنين لتحمل مسؤولياتهم تجاه الأيتام في مجتمعهم، وأمد الاخوة الأعزاء العاملين في لجان كافل اليتيم بالمزيد من توفيقه ورضاه. يقول الله سبحانه وتعالى " ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح"(354). ويقول صلى الله عليه وسلم:"من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله وصام نهاره وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله ،وكنت أنا وهو أخوين في الجنة ،كما أن هاتين أختان وألصق إصبعيه السبابة والوسطي"(355).وإنطلاقا من هذا الهدي الاسلامي العظيم ،فقد شرعت جمعية الفلاح الخيرية في تنفيذ برنامج كفالة اليتيم من خلال حملة عامة لجمع التبرعات والصدقات والكفالات لهذا الغرض النبيل وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

اليتيم كائن بشرى كريم

إن الأيتام نوع من الانسان.لا فرق بينهم وبين الآخرين فى الجنس واللون والصورة وغيرها. ولكن الفرق فى موضع واحد وهوإن الأيتام ليس لهم أب حى فى الدنيا وهم ضعفاء فى هذا المكان مثل غيرهم.الله سبحانه وتعالى قدم هذه الفئة إلى المجتمع في أروع صورة إنسانية لإشهاد المجتمعات الحضارية،ولم يقدمهم على أنهم ضحايا القدر أو بقايا المجتمع كما هو شائع في مجتمعات أخرى، بل كان موضوعا لأية قرانية كريمة رسمت عنهم صورة إيمانية تسمو على كل الارتباطات المادية والدنيوية: وإن تخالطوهم فإخوانكم، نعم إنهم إخواننا،ومن هنا كانت الدعوة إلى مخالطتهم،والمبادرة بذلك من أفضل أساليب التطبيع الاجتماعي والدمج داخل المؤسسة الاجتماعية بدءا من المصافحة باليد كأبسط مظهر للمخالطة وانتهاء بالتزويج كاقصى مظهر لها مرورا بمنافع أخرى كالمؤاكلة والمشاربة والمساكنة وحسن العشرة، فالكل داخل في مطلق المخالطة والكل متحد في كسر الغربة النفسية التي قد يشعر بها هؤلاء وهم داخل المجتمع.جاء فى الحديث،عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من مسح على رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له في كل شعرة مرت عليها يده حسنات ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا

---

354 القرآن المجيد. سورة البقرة، رقم السورة2، رقم الآية (220).

355 سنن ابن ماجة،لأبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي بالولاء القزويني،دار إحياء التراث العربي(1395هـ) . كتاب الأدب ، باب حق اليتيم،رقم الحديث(3811).

Dhaka University Institutional Repository

وهو في الجنة كهاتين وفرق بين أصبعيه السبابة والوسطى"(356).علينا أن نتأمل في هذا الحديث الشريف، يتيم وشعر وحسنات، فما هو الرابط المعنوي بينهما ؟ إنه النمو.. فاليتيم ينمو والشعر ينمو والحسنات تنمو وتزيد، وكما يخشى على الحسنات من السيئات وعلى نمو الشعر من الأوساخ والآفات، كذلك يجب أن نخشى على اليتيم من الإهمال والضياع، فرجل أشعث اغبر قبيح المنظر حاله هذه من حال المجتمع الذي لا يهتم باليتيم.

اليتيم له الحق في حياة كريمة

لقد خلق الله الأيتام للحياة فكيف يحل لنا وأدهم بالإذلال والإهمال ؟ وإذا كان سبحانه وتعالى قد جعل هذه الأغصان الخضراء للثمر فكيف نقطعها نحن ونجعلها للحطب ؟ إنه لا يصح شرعا ولا عرفا أن يحرم هؤلاء مرتين، مرة من حنان الأمومة وعطف الأبوة وأخرى من رحمة المجتمع ورعايته مع علمنا اليقيني بوجود أنفس رحيمة وقلوب عطوفة في مجتمعنا تتلهف كلها لخدمة اليتيم بان تمسح شعرة على رأسه أو دمعة من خده، ولئن كان التقصير فرديا في أغلب الأحوال إلا أن الخير باق في الناس إلى يوم القيامة. مهما قلنا أو فعلنا فلن ندرك أبدا كيف هو شعور من يكتشف في لحظة أنه بدون أب أو أم...؟ ولن نعيش أبدا إحساس من أدرك في غفلة من المجتمع أنه مجهول الوالدين...؟ ولن نحصى مطلقا كم من الأطفال كتب عليهم ألا يروا آباءهم..؟ ولكننا قد ننجح إذا صحت منا النية واشتدت الإرادة في أن نكون ممن يمسحون دموع هؤلاء الصغار ويبلسم جروح الكبار منهم.

برنامج رعاية الأيتام

يهدف البرنامج إلى كفالة ورعاية اليتيم تربويا واجتماعيا وتعليميا وصحيا وثقافيا ليكون لبنة صالحة في المجتمع انطلاقا من قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير(357).ويتم ذلك برعاية الأيتام في دور الأيتام وعبر مراكز الأيتام التربوية وفي المدارس التابعة للندوة وغيرها ولدى أسرهم وفق منهج تربوي.وتقديم الرعاية الصحية لهم وتوفير العيش الكريم لليتيم وأسرته من خلال برنامج الأسر المنتجة.هذا إضافة لبرنامج الصدقة الجارية التي تشمل بناء المساجد وحفر الآبار وبناء الخلاوي ودور الأيتام والمدارس والمستوصفات والمجمعات.

وصورة اليتيم في المجتمع؛ مكونة رئيسة في نسيجه العام منذ ان خلق الله الخلق، لأن النوازل والفواجع تكركر الليالي والأيام ولا تتوف، وما يخفف من قسوة الحالة وبشاعة الصورة؛ هو ذلك التكافل الاجتماعي التعاوني، الذي أرست قواعده الشريعة الاسلامية السمحة؛ فجاء تعزيز

---

356 رواه الإمام أحمد بن حنبل فى "مسند أحمد" وغيره من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عنه.

357 القرآن المجيد ،سورة البقرة، رقم السورة2، رقم الآية (220).

Dhaka University Institutional Repository

الأمر برعاية اليتامى وحفظ حقوقهم المشروعة؛ وتربيتهم وتهيئتهم للحياة؛ في القرآن الكريم في مرة بلفظ؛ اليتم واليتيم واليتيمة والأيتام واليتامى. في اية قرآنية. وتكرر ذكر ذلك في الحديث النبوي الشريف مرات كثيرة.

وما دام اليتم بهذه الصورة؛ومكانته في المجتمع معروفة؛ فهذا المجتمع نفسه؛يتحمل المسؤولية كاملة؛ بأن يتضامن ابناؤه ويتعاضدوا فيما بينهم، افرادا وجماعات، حكاما او محكومين؛ على اتخاذ كافة المواقف الايجابية التي تكفل رعاية الأيتام، بدافع من شعور وجداني عميق، ينبع من أصل العقيدة الاسلامية، ليعيش اليتيم في كفالة الجماعة، وتعيش الجماعة بمؤازرة هذا اليتيم؛ المنسجم معها في سيرها نحو تحقيق مجتمع افضل.إن وسائل التكافل الاجتماعي كثيرة، على ان اهمها علي الاطلاق؛ هو الإنفاق في وجوه الخير، فالشريعة الاسلامية حثت على هذه الخيرية؛ وحذرت من الشح والبخل، وجعلت في أموال الموسرين والأغنياء حقا معلوما للفقراء واليتامى والمساكين. فالرسول صلى الله عليه وسلم؛ حض على كفالة اليتيم، وأمر بوجوب رعايته، وبشر كفلاء اليتيم؛ أنهم ان احسنوا الى اليتامى؛ سيكونون معه في الجنة. وروى الإمام احمد وابن حبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وضع يده على رأس يتيم رحمة به؛ كتب الله له بكل شعرة مرت على يده حسنة(358). ورعاية الأيتام واجبة في الأصل على ذوي الأرحام والاقارب، اما الدولة؛ فإنها لا تلجأ الى الرعاية إلا عند الحاجة. وقد درج المسلمون منذ عهودهم الاولى؛ على افتتاح الدور لرعاية الأيتام،لتتولى المؤسسات الاسلامية العامة والخاصة؛تربية الأيتام ورعايتهم والإنفاق عليهم، ومساعدتهم على النمو الطبيعي،والحياة الإيجابية في المجتمع.

وفي بلادنا الحبيبة؛ امتثال لهذا الواجب الرباني، وتمثيل حي لما أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولما اخذ به الخلفاء والصحابة رضوان الله عليهم اجمعين، وما سار عليه أتباعهم من بعدهم عبر مئات السنين، من كفالة اسرية اجتماعية (مؤسساتية) للأيتام؛ كانت وما زالت من علامات التحضر والتمدن في المجتمعات الاسلامية. فيوجد دور كثيرة لرعاية الايتام في مناطق ومدن المملكة، تشرف عليها الدولة، واخرى اهلية تقوم على خيرية المحسنين الموسرين، الذين اعطاهم الله وأغناهم؛ ولكن جعل في اموالهم هذه؛ حقوقا متوجبة الأداء للسائلين والمحرومين والمقطوعين واليتامى. وابناء المملكة على العموم؛ ضربوا اروع الامثلة في هذا المجال الخيري؛ فهم في كل ميدان يقرب الى الله؛ لهم سهم نافذ؛ وقدح معلى، وحصتهم أكبر، فعموا بفضلهم من هم في حاجة إليه، سواء في داخل المملكة أم خارجها. يقولون في كمبوديا: بأن يتيم الأب أشبه بالبيت

---

358 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان(صحيح ابن حبان) / لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي ، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى(1412هـ). والإمام أحمد في مسنده .

Dhaka University Institutional Repository

بلا سقف.ولكن مجتمعنا العربي المسلم والحمد لله؛ هو السقف الذي يظلل الأيتام في بلادنا. وشاعرنا المتنبي يقول في هذا: وأحسن وجه في الورى وجه محسن .. وأيمن كف فيهمُ كف منعم.

اليتيم والتقييم التشريعي

تناولت الموسوعة التشريعية تقييم اليتيم من الجهتين: الاجتماعية والمالية. فشرعت له في هذين المجالين ما يحقق رعايته كفرد فقد كفيله، فأصبح إلى من يبادله العطف، والحنان، والتربية الصالحة ليكون فردا صالحا لا تؤثر على نفسيته حياة اليتيم ولا تترك الوحدة في سلوكه انحرافا يسقطه عن المستوى الذي يتحلى به بقية الافراد ممن يتنعم بحنان الابوة، وعطفها. ومن جهة أخرى أحكمت له حقوقه المالية حيث يكون – والحالة هذه عرضة للاستيلاء من جانب الأقوياء. كما جاء فى الحديث، رواه البزار متصلا ولفظه قال من كفل يتيما له ذا قرابة أو لا قرابة له فأنا وهو في الجنة كهاتين وضم أصبعيه ومن سعى على ثلاث بنات فهو في الجنة وكان له كأجر المجاهد في سبيل الله صائما قائما(359).جاء فى الحديث آخر،عن عمرو بن مالك القشيري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن ضم يتيما من بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه وجبت له الجنة(360).وجاء فى حديث اخر،روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم (361).وجاء فى حديث آخر، روي عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة وأومأ بيده يزيد بن زريع الوسطى والسبابة امرأة آمت زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا(362).وجاء فى حديث آخر،روي عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم ولان له في الكلام ورحم يتمه وضعفه ولم يتطاول على جاره بفضل ما آتاه الله(363).وجاء فى حديث آخر،روي عن

---

359 لجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ امحمد بن إسماعيل البخاري ، المطبعة السلفية. كتاب المرضى، باب وجوب عيادة المريض،رقم الحديث(5709).

360 مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن محمد بن حنبل ، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية (1398هـ). والطبراني فى المعجم الصغير والكبير .

361 المعجم الصغير والكبير، لسليمان بن أحمد الطبراني(ت360هـ). والأصبهاني .

362 سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني ، دار الحديث، الطبعة الأولى 1388هـ. وحسنه النووي . كتاب الأدب، باب فى فى الفضل من عال يتامى ،رقم الحديث(5151).

363 المعجم الصغيروالكبير،لسليمان بن أحمد الطبراني(ت360هـ).ورواته ثقات إلا عبد الله بن عامر وقال أبو حاتم ليس بالمتروك.

Dhaka University Institutional Repository

أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وبكاء اليتيم فإنه يسري في الليل والناس نيام(364).

اليتيم وحقوقه الاجتماعية

لقد تنوع الأسلوب التشريعي في بيان حقوق اليتيم الاجتماعية: ولكنه شرع معه من حين الطفولة المبكرة لما لهذه المرحلة من الأهمية البالغة في احتضان اليتيم، وإيوائه ليعيش في جو من الحنان الدافيء لينسيه مرارة اليتم، وليعوض عليه ما فاته من عواطف الابوة. ولذلك نرى الكتاب الكريم يسلك طريقا جديدا للوصول إلى بيان حقوق اليتيم الاجتماعية ذلك هو توجيه الخطاب إلى النبي الاكرم متخذا من الواقع المرير الذي مر به وهو طفل خير درس يوجهه إلى الأفراد لرعاية هذه الزهور الذابلة. من هذه النقطة سيكون المنطلق لمسيرة الاسلام مع الحملة التوجيهية لليتيم.

لقد مرت هذه الادوار بالرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يوم فقد أباه وهو طفل فقيض الله له جده عبد المطلب (شيخ الابطح) ليقوم برعايته، وتربيته فقد شاءت الحكمة الإلهية أن يذوق المنقذ الاول للانسانية مرارة اليتم، فيفقد الحنان الابوي لولا أن يعوضه الله بمن سد له هذه الخله ليطبق الدرس تطبيقا عمليا فتسير الامة على هداه، وتنحو هذا النحو من السلوك الذي تتمخض نتائجه بالتوجيه الصالح للافراد. جاء في القرآن الكريم: ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر(365). هذه الآيات الكريمة جمعت بين طياتها درسا كاملا لكل ما يحتاجه اليتيم في الحياة الاجتماعية. فهي الدستور الذي لابد من تطبيقه للوصول إلى الغاية السامية من رعاية حقوق الضعفاء. وهي بمجموعها تشكل بيان المراحل التي لا بد للكبار من اجتيازها للوصول بهذا الانسان إلى الهدف المنشود. فالمشاكل التي يواجهها اليتيم في بداية الشوط ثلاث:

- المسكن الذي يلجأ إليه.
- والتربية الصالحة بما تشتمل عليه من تأديب وتعليم.
- والمال الذي ينفق عليه منه.

إيواء الأيتام

جاء في القرآن الكريم: ألم يجدك يتيما فأوى. يدل هذه الآية،أول ما يحتاجه اليتيم في هذه الحياة هو: الحضن الذي يضمه. والصدر الذي يغمره بدفئه. والبيت الذي يمرح فيه. فإذا تهيأت هذه الثلاث كان بالإمكان أن يحفظ هذا الطفل المهمل ليقوم بالإنفاق عليه ماديا، ومعنويا. ومن هنا

---

364 رواه أبو نعيم الأصبهاني في ذكر أخبار أصبهان.

365 القرآن المجيد،سورة الضحى، رقم السورة93، رقم الآيات(6، 7، 8،9).

Dhaka University Institutional Repository

جاءت فكرة الملاجىء للأيتام ومدى ما تسديه من خدمة للمجتمع في محافظتها على هذه الفئة من الأطفال. لذلك يبدأ الكتاب المجيد بتذكير المشرع الأعظم بأولى مراحل احتياجاته وهو طفل يتيم فيخاطبه بهذا الاسلوب الهادىء لينقله إلى ذلك الدور الذي مر عليه. أنت أيها المشرع أحسست بهذا الشعور يوم ودع أبوك هذه الدنيا وهو في ريعان شبابه فكنت مشتبكا لهذه الحوادث القاسية فأواك الله، وعطف عليك قلوب الحواضن، وإذا بجدك عبد المطلب يحتضنك فيوليك من حنانه ما يعوضك عن حنان الأبوة، ويوصي بك لعمك أبي طالب فيكفلك ويفضلك على أولاده وليكن بعد ذلك خير ساعد لك على دعوتك المقدسة ووسط هذا العطف تنعمت بما أنساك مرارة الوحدة الأبوية وذل اليتم. هذا العم الحنون الذي جاهد، وكافح في سبيل رعاية ابن أخيه في الوقت الذي كانت العرب تنظر اليه كسير الجناح مهيض الجانب يتيما لا أب له.

إن أبناء الجزيرة – كما أسلفنا – كانوا قد فقدوا القيم الرفيعة بتكالبهم الوحشي على اغتصاب الآخرين. لذلك كانت الشريعة المقدسة قد غيرت المفاهيم الخاطئة وأصلحت ما كان منها فاسداً، فاختارت من بين هذه المجموعة الضعيفة يتيما كان محطا للرحمة الإلهية في تبليغ رسالة السماء إلى أبناء الارض ليعطي صورة واضحة عن القيم، والاخلاق وليزيل عن الاذهان الصور الخاطئة، والتي كانت تعبر عن الانحراف الذهني لابناء الجزيرة العربية في عصورها المظلمة. إذا فلا بد من المأوى لليتيم، ولا بد من تهيئة الملجأ لليتيم فبلا مأوى سيصبح هذا الطفل متسولا تتلاقفه ارصفة الشوارع،ومنعطفات الأزقة، فيكون عالة على بلده، ويكون هذا التسيب مبدأ مسيرته الاجرامية، فلا مخدع يؤيه،ولا رقيب ينتظره يقطع ساعات الليل متسكعا ليلحقها في نهارة منبوذا تحتضنه تكايا الرذيلة فإذا به عضو فاسد تخسره الأمة، ويكون وبالا عليها وعلى أبنائها. وقد جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله:خير بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه(366).فلماذا هذه الأساءة لطفل لا ذنب له،ولا دخل له في تحقق اليتيم، وإنطباقه عليه.إنه كبقية الاطفال، وقد شاءت الاقدار أن تخطف منه من يحنو عليه، فهل يكون ذلك سببا في تسويغ الاساءة إليه.إن العطف الانساني، واللطف، والرعاية ليدعو كل ذلك إلى تقديم هذا المحروم على بقية الاولاد ممن يضمهم البيت لئلا يشعر اليتيم بذل الوحدة، ومرارة الوحشة.وإلا فإن البيت الذي لا يجد هذا الصغير فيه المعاملة الحسنة هو شر البيوت كما يحدث عنه الخبر،وبالعكس إن وجد اليتيم اليد الحانية في ذلك البيت، والعطف الذي يدغدغ قلبه الكسير كان ذلك البيت خير بيت تحوطه البركة، وتشمله الرعاية الإلهية.

---

366 سنن ابن ماجة،لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي بالولاء القزويني،دار إحياء التراث العربي(1395هـ) . كتاب الأدب ،باب حق اليتيم،رقم الحديث(3810).

Dhaka University Institutional Repository

الإنفاق للأيتام

جاء في القرآن الكريم: ووجدك عائلا فأغنى. إن الغنى هو ما يقابل الفقر على كل حال، ولذلك أخذت الآية الكريمة تذكر نبي الرحمة بهذه النقطة الحساسة لتدفع في نفسه الهمة على مساعدة الضعفاء ممن مروا بهذه المرحلة العسيرة. فاليتيم وهو فقير بحاجة إلى من يمد له يد العون فيشبع له بطنه، ويستر له عريه ولذلك تنوعت دعوة القرآن إلى مساعدة الضعفاء، والأخذ بأيديهم لتأمين احتياجاتهم المعاشية.

ولنستعرض معا هذه الطرق التي سلكها الكتاب الكريم لحث الناس على الانفاق والعطاء. التجارة مع الله ومن بين تلك الاساليب التي تجلب الانتباه هو ما يسلكه القرآن في سبيل تشويق الإفراد الى الإنفاق بجعل عملية العطاء عملية مقايضة بين الإنفاق، والجزاء منه على هذا العمل الإنساني. وبذلك يكون المنفق قد سد خلة اجتماعية بمساعدته لهؤلاء المحتاجين والله لا يحرمه على هذه الاريحية بل يعوضه في الدارين: في هذه الدنيا بزيادة الربح، والبركة في ماله. وفي الآخرة بالثواب الجزيل. وتتوالى الآيات الكريمة لتعطينا صورة واضحة عن هذه الاتفاقية بين العبد، وربه. كما جاء في القرآن الكريم: وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور(367). وجاء في آية أخرى، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير(368).وجاء في آية أخرى، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم(369).وجاء في آية أخرى، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل حبة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير (370). ولم تكن هذه الآيات الكريمة هي كل ما تعرض له القرآن الكريم في التشويق على الإنفاق، بل هناك أمثالها تحتوي عليها السور القرآنية، وهي بمجموعها تصور أسلوبا دقيقا في الحث على المساعدة، ودفع الإفراد إلى سبيل الخير.

وبهذا الأسلوب كانت الآيات تستنهض همم الأغنياء إلى مساعدة البائسين من الأيتام وغيرهم. ولكن الروعة النفسية تظهر في اختيار هذا النوع من الحث على المساعدة بهذا الأطار الترغيبي المحبب. فالآيات الكريمة تحرك من الأفراد جوانبهم العاطفية فتبدأ معهم بلهجة يلاحظ القارىء فيها آثار الشدة، وأن الله ليس بمحتاج إلى العبد في ترغيبه إلى هذه المشاريع الخيرية، بل على العكس من ذلك فان الله يمن على العبد بإرشاده إلى ما فيه خيره، وصلاحه. جاء في القرآن

---

367 القرآن المجيد، سورة فاطر، رقم السورة35، رقم الاية (29).
368 القرآن المجيد، سورة الحديد، رقم السورة57، رقم الآية (7).
369 القرآن المجيد، سورة البقرة، رقم السورة2، رقم الآية (261).
370 القرآن المجيد، سورة البقرة، رقم السورة2، رقم الآية (265).

Dhaka University Institutional Repository

الكريم:ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وأن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم (371). وإذا ما التفت الفرد، وعرف أنه الفقير إلى تقديم الخير لينتفع بهذا الاحسان، فيخفف به عما يلحقه من الذنوب رأينا هناك حقيقة أخرى تتكشف له لتدفعه بشكل عنيف إلى اعتناق مبدأ الإنفاق، والإحسان، وتتجسد في قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.

أنها ليست مسألة خسارة من جانب المنفقين، كما وأنها ليست عملية كاسدة حينما يجد العبد جزاء ما يقدمه موجودا عند الله فهو بهذه العملية يتاجر مع الله عز وجل وهي تجارة – حتما – رابحة، ومضمونة تجر لصاحبها الربح الوفير.ان العمليات التجارية المتضمنة لمبدأ الربح هي الطريقة التي يسير عليها في حياتهم المعاشية لتأمين الكسب، والنفع ولذلك اختار الاسلوب القرآني هذه الطريقة ليصل إلى النتائج المطلوبة من النافذة التي يطل منها الفرد في حياته اليومية. وأنها صورة حية مستوحاة من الحياة العملية الدارجة ليلتفت اليها الفرد فيقارن بينها، وبين ما هو مألوف له فيما يسير عليه كل يوم لئلا تحتاج العملية إلى تصور دقيق وبحث عميق. وجاء في آية أخرى، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم(372). وهذه صورة أخرى من صور الحياة التي يمارسها الفرد.أنها حياة الزراعة، والنمو. وحياة الربح، والاستفادة. ومن منا لم يشاهد الزرع، وكيفية نموه، والربح المتوخى من وراء الزرع أنها حبة واحدة إذا بارك الله فيها تقدم لزارعها سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة. والنسبة الحسابية لهذه العملية هي. واحد في قبال سبعمائة، وهو ربح وفير مغر يناله الزارع من الارض الميتة، والانفاق في سبيل الله مثله كمثل الحبة تزرع في الأرض. وليقارن الفرد بين العمليتين الحبة يزرعها في الأرض فيجني من وراء هذه النبتة سبعمائة حبة. والدرهم ينفقه الإنسان في سبيل الله يجني من ورائه سبعمائة درهم، أو بمقدار هذه النسبة من الأجر عند الله. فما ينفقه الملي لانتشال الضعيف من براثن المرض، والجهل والفقر يساعده على السير إلى الإمام، ومن ثم تحويله إلى المجتمع عضوا صالحا تستفيد الأمة من مواهبه ينتج له بالإضافة إلى هذه الخدمة التي ترضي ضميره ربحا من الثواب ينتفع به يوم لا ينفع مال، ولا بنون، ومن ثم فلطف الله لم يقف عند حد ورحمته أوسع من أن تقدر بقدر، وبعد كل هذا الربح المعاوضي.

جاء في القرآن الكريم: والله يضاعف لمن يشاء. وليقدر العبد هذه المضاعفة حيث لم تحدها الآية الكريمة إلى مرة، أو مرتين بل الله يضاعف، ولتقر عين العبد إذا كان ربه أحد طرفي هذه

---

371 القرآن المجيد، سورة محمد، رقم السورة47، رقم الآية (38).

372 القرآن المجيد، سورة البقرة، رقم السورة2، رقم الآية (261).

Dhaka University Institutional Repository

العملية، وليس كأحد التجار يحسب معه الحساب الدقيق،بل هو كريم بلطفه، ورحيم بعطفه. ولربما يستكثر البعض أن يكون هذا العمل الانساني مثمرا بهذه الكثرة كمثل الحبة تنبت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة، وبعد كل ذلك فالله يضاعف لمن يشاء. ويجاب عن ذلك: وهل يحد فضل الله، وإحسانه، أو تقف رحمته عند حد أنها العناية الإلهية هي التي تؤلف بين هذه القلوب الانسانية فتهب الخير، والثواب إزاء عمل يخدم به مصلحة الآخرين ليكون أداة لتشجيع الباقين. وتتوالى الصور الحية يعرضها القرآن الكريم ليهيج مشاعر الانسان لتوجيهه نحو عمل الخير، ومن جملة هذه الصور المعروضة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل حبة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين.ويحاول القرآن الكريم أن يعيش مع الإفراد ليدخل إلى قلوبهم، ويعرض عليهم صورا من الدروس الحية فيمثل لهم أمثلة نابعة من صميم حياتهم اليومية ليكون ذلك أبلغ في الوصول إلى المقصود. فمرة يمثل الإنفاق بالتجارة. وأخرى يمثله بالزراعة. وثالثة يعرض أمام القارىء صورا لحبة على ربوة وإذا بالمطر يغمرها فتقدم نتاجها المضاعف. كل ذلك ليصل ممن وراء هذه الصور الى القلوب ليغرس فيها حب الخير بالإنفاق الى الضعفاء، والمعوزين لئلا يبقى فقير جائع بين المجموعة.

وإذا ما أذكى نغم القرآن العذب لهب العزم على الخير في تلك القلوب التي استجابت لنداء الحق، وقرب إلى أذهانهم نتائج أعمالهم الطيبة كحبة أثمرت سبعمائة حبة، أو كحبة أتت أكلها ضعفين. وأنهم بذلك يربحون صفقة تجارية رابحة أحد طرفيها – الله عز وجل – هرع الناس إلى النبي الاكرم يسألونه عن بنود هذه العملية الرابحة، ويتكشفون منه حقيقة هذا الإنفاق الذي يريده الله. ماذا ولمن ؟ فنوعية الإنفاق، وكيفيته، وجنس ما ينفق، ولمن يكون الإنفاق، وعلى من يلزمهم الصرف، والعطاء.

وجاء في القرآن الكريم:يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم(373).والسؤال في ظاهر الآية عما ينفق بينما جاء الجواب عمن ينفق عليه ولرفع هذا الالتباس يقول علماء التفسير.فإن قلت: كيف طابق الجواب السؤال في قوله(ما انفقتم)وهم سألوا عن بيان ما ينفقون واجيبوا ببيان المصرف. قلت: قد تضمن قوله(ما أنفقتم من خير)بيان ما ينفقونه وهو كل خير، وبين الكلام على ما حداهم وهو بيان المصرف لأن النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعها(374).وقال الطبرسي: السؤال عن الانفاق يتضمن السؤال عن المنفق عمله فانهم قد علموا أن الأمر وقع بإنفاق المال

---

373 القرآن المجيد، سورة البقرة، رقم السورة2، رقم الاية (215).

374 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل(تفسيرالزمخشري)/لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري / دارالمعرفة / بيروت: في تفسيره لهذه الآية.

Dhaka University Institutional Repository

فجاء الجواب ببيان كيفية النفقة وعلى من ينفق(375).لقد كان التحضير من الآيات الكريمة السابقة في الترغيب والتشويق الى الانفاق هو الذي دعاهم للسؤال عن كيفية الإنفاق. لذلك بدأ القرآن يبين لهم مراحل الإنفاق بجهتيه:

نوعيته، ومصرفه. فعن النوعية لم يحدد لهم شيئا يفرض فيه الانفاق، بل ترك ذلك إلى تقديرهم.فالاطعام خير، والكساء خير،والمال خير.وهكذا نرى الشارع المقدس يترك الباب مفتوحا، فلم يحدد نوعية الانفاق، بل يصفه بالخير جاء ذلك في آيات عديدة .قال تعالى فيها: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. وما تنفقوا من خير يوف إليكم. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم(376).

لم يواجه القرآن الإفراد بادىء الأمر ببيان درجات الإنفاق وتنوعه بل كان الحث على أصل الإنفاق هو المطلوب الأولي في سبيل تحويل النفوس، وإلفاتها إلى هذه الحقيقة الإنسانية. وإذا ما اكتملت هذه الجهة، وتطامنت إليها النفوس رأينا الكتاب الكريم يفتح أمام المحسنين آفاقا أخرى ليطل منها على معاني جديدة ليمهد بذلك لتهذيب النفوس بشكل يجمع بين عنواني الرحمة، والقيام بوظائف العبودية لله عز وجل ليكون الأجر مضاعفا، وليكون المكسب أوفر ما دام الله يريد لبعاده الخير، وهو بعد ذلك يضاعف لمن يشاء.جاء في القرآن الكريم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا(377). وصحيح أن اطعام الطعام هو أحد مصاديق الاحسان لان أول ما يحتاجه الضعيف هو القوت لسد جوعه والمحافظة على حياته.ولكن عباد الله المكرمون لا يطعمون الطعام طمعا في شيء كما يصنع ذلك الكثير من أبناء الجزيرة العربية طلبا للفخر ومباهاة بالسمعة لينالوا بذلك الرفعة في نظر القبائل. وعلى سبيل المثال . فقد ذكرت مصادر التأريخ أن أحد الرؤوساء خاطب عبده عندما رآه يضرم النار، يأججها ليهتدي الضعيف على ضوئها، فيأتي، ويحل ضيفا عندهم قال وقد أخذه العجب: إن جلبت ضيفا فأنت حر. لا بل عباد الله المكرمون يطعمون الطعام، ويمدوا يد المساعدة لا لشيء بل لوجه الله تعالى، وابتغاء لمرضاته.فهم يقومون بذلك بنفس طيبة لحب الله، وفي ذات الله.

وجاء في القرآن الكريم: إنما نطعمكم لوجه الله. إن الغاية من الإنفاق عند هؤلاء هي التقرب الى الله جلت عظمته، والعبودية لذاته المقدسة، وإن ما يقدمه الفرد منهم إنما هو شوقا إلى الخير، وتشوقا لله عز وجل، فلا يشركون معه أحدا في أعمالهم التي من ورائها النفع. فلا سمعة ولا مفاخرة، ولا جزاء، ولا شكورا. هذه الأمور هي التي تبعد الإنسان من الواقع الخالص بما هو واقع، وتفقده نشوة الانصهار، والفناء في حب الخالق. جاء في القرآن الكريم: لا نريد منكم جزاء

---

375 مجمع البيان في تفسير القران (تفسير الطبرسي)،لأمين الدين أبي علي الفضل بن الحسين بن الفضل الطبرسي الطوسي السبزواري الرضوي،دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع،بيروت-لبنان.تفسيره للآية المذكورة.

376 القرآن المجيد، سورة البقرة، رقم السورة2، رقم الايات(272 ، 273).

377 القرآن المجيد، سورة الانسان/الدهر، رقم السورة76، رقم الاية (8 ، 9).

Dhaka University Institutional Repository

ولا شكورا. الجزاء، والمعاوضة هي عملية تجارية يتوخى المعطي بازاء ما يقدم شيئا يريد وصوله إليه ليكون ذلك عوضا عن هذا. وآل بيت محمد صلى الله عليه وسلم هم أرفع من أن تجلبهم البهارج الدنيوية، أو تنعشهم الألقاب الفارغة، أو الاحاديث المعسولة بالمديح ليكيل المادح أمامهم من البيان أعذبه بل يريدون من وراء كل ذلك وجه الله، والقرب منه لأنه أهل للعبادة، والخشوع. يقول الرازي عند تفسيره لهذه الآية الكريمة: والواحدي من أصحابنا ذكر أنها نزلت في حق الإمام علي (عليه السلام). وصاحب الكشاف ذكر: أنه روي عن ابن عباس ان الحسن والحسين (عليهما السلام) مرضا فعادهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس معه فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك فنذر علي، وفاطمة، وفضة جارية لهما ان عافاهما الله تعالى ان يصوموا ثلاثة أيام فشفيا، وما معهم شيء فاستقرض علي من الخيبري اليهودي ثلاثة أصوع من شعير فطحنت فاطمة (عليها السلام) صاعا وخبزته خمسة أقراص على عددهم، ووضعوها بين أيديهم ليفطروا، فوقف عليهم سائل فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد مسكين من مساكين المسلمين أطعموني (اطعمكم الله) من موائد الجنة، فآثروه، وباتوا ولم يذوقوا إلا الماء فاصبحوا صائمين فلما أمسوا، ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم، فآثروه وجاءهم أسير في الثالثة ففعلوا مثل ذلك، فلما أصبحوا أخذ الإمام علي (عليه السلام) بيد الحسن، والحسين (عليهم السلام)، ودخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم فلما أبصرهم، وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال: ما أشد ما أرى بكم، وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها، وقد التصق بطنها بظهرها، وغارت عيناها فساءه ذلك فنزل جبرائيل بالسورة وقال: خذها يا محمد هنأك الله في أهل بيتك فأقرها السورة (378). هؤلاء هم آل البيت المحمدي، وهؤلاء هم لبنات الاسلام الاولى يعيشون مشاكل الاسرة الاسلامية الكبرى، ويشاركون مر العيش كل ضعيف سواء كان مسكينا، أو يتيما، أو أسيرا. جاء في القرآن الكريم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة(379).

فالمتمسك بالدين لا يبيت مبطانا وهناك من يتلظى بآلام الجوع وهناك كبد حرى ليس لها ما تسد به الثورة العارمة من الجوع الممض وفي هذا الصدد يقول الامام أمير المؤمنين (عليه السلام): ولكن هيهات أن يغلبني هواي، ويقودني جشعي إلى تخير الاطعمة، ولعل بالحجاز، أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا، وحولي بطون غرثي وأكباد حرى، أو اكون كما قال القائل: وحسبك عارا أن تبيت ببطنة . وحولك أكباد تحن إلى القد .أأقنع

---

378 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل(تفسيرالزمخشري)/لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري / دارالمعرفة / بيروت: في تفسيره لهذه الآية.

379 القرآن الكريم، سورة الحشر، رقم السورة59، رقم الآية (9).

Dhaka University Institutional Repository

من نفسي أن يقال لي: هذا أمير المؤمنين، ولا أشاركهم مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في خشونة العيش(380).

وهكذا فلتكن القادة، ولمثل ابن أبي طالب (عليه السلام) فلتكن إمرة المؤمنين أنه القلب العطوف كيف يتخير الأطعمة ؟ وهي في متناول يده، ولعل في طرف الدنيا بأس لا طمع له بالقرص. وكيف يستسيغ لنفسه أن يبيت مبطاناً، والمآكل تملأ جوفه وحوله بطون خاوية تتلهف إلى لقمة من الخبز تسد بها المعدة الخالية، وتخفف بها آلام الجوع. أنه (عليه السلام) لا يقنع من نفسه أن يقال له: بأمرة المؤمنين ولا يشارك الطبقات الفقيرة البائسة جوعها، وبؤسها. وكيف يقنع لنفسه بهذا المنصب، وهو بعيد عن واقع الظروف الأليمة التي تحيط بهؤلاء الناس، وهو العديد الاكبر من المجتمع الذي يشكل القاعدة، والصعيديه للقيادة، أو الامرة- لا... انه (عليه السلام) يعتبر نفسه . وذلك هو المفروض في كل قائد . فردا منهم يتحسس بما يؤلمهم، ويفرح بما يسرهم وبالتالي يعيش أجواءهم المحيطة بهم: إن خيرا، فخير، وإن شرا فشر. هذه النفسية الجبارة المتطامنة، وهذا الحس المرهف الرقيق، وهذه الهمة العالية، وتلك الرحمة التي ينبع منها، ويصب فيها ذلك القلب العطوف كل ذلك، وأمثاله من الصفات الانسانية الطموح التي كانت تنحدر من علياء نفسية أمير المؤمنين (عليه السلام) هي التي أهلته لأن يكون موضعا للعناية الإلهية يوم نزلت في حقه.

وجاء في القرآن الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب(381).الإنفاق المشرب بحب الله، والإنفاق المطعم بالتقرب إليه هو الداعي لهؤلاء للقيام بأعمالهم الخيرة لا اتيان المال، وإنفاقه لاغراض دنيوية لا يراد بها وجه الله، والدار الأخرة. دروس بليغة يلقيها القرآن الكريم ليهذب النفوس ليؤطرها باطار الايمان، والعبودية لله عز وجل لتكون بعيدة عن الصور المزيفة والتي لا يكون الخير فيها لانه خير، وإحسان، بل لانه مدعاة للعزة، والرفعة وفي هذا الصدد يعرض القرآن صورة أخرى من هذه الصور التي يكون الاحسان فيها مشوبا بالمنة. لقد سأل الحرث بن نوفل بن عبد مناف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في ذنب أذنبه فيأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر فقال: لقد ذهب مالي في الكفارات، والنفقات منذ دخلت دين محمد. ويحدث القرآن عن هذا بقوله تعالى: يقول أهلكت مالا لبدا. وفي اطار هذا الجواب تتمثل نفسية هذا المخلوق الشحيح الذي يهرب من طرق الخير الموصلة الى النتائج الحسنة. ولكن هل يترك، وشأنه يكيل الدعاوي جزافاً، وبغير حساب انه يقول ذهب مالي،

---

380 نهج البلاغة : جمع الشريف الرضي (359 - 404 هـ)عن أقوال علي رضى الله تعالى عنه، بيروت -(1387 هـ).

381 القران المجيد، سورة البقرة، رقم السورة2، رقم الاية(177).

Dhaka University Institutional Repository

وأنفقت كثيرا منذ دخلت في دين محمد. ومن وراء هذا الجواب يريد الاعتراض على الشريعة المقدسة المتمثلة في نظره بأنها تبتز أموال الناس، وتلقي بها من هنا وهناك. ولكن القرآن الكريم يقف له بالمرصاد ليحاسبه فيما ادعاه. ألم نجعل له عينين. لماذا أهلك ماله ؟.

ألم تكن له حاسة البصر يتمتع بها في مشاهدة صور الحياة ويتوصل بها إلى عظمة الله، وقدرته في هذا الكون، فيتدبر هذه القدرة الجبارة، ويتعظ من وراء ذلك كله بما أودعه الله في عينيه من نعمة النظر، ويفكر بعد ذلك فيما يوصله الى ما فيه خيره، وسعادته ؟ ولسانا وشفتين. وبهذه الاعضاء يتمكن من التعبير عما يجيش في النفس من متطلبات. فاللسان عضو وظيفته نقل ما ينطبع في النفس ليبرزه إلى الخارج وحينئذ ان خيرا فخير، وإن شرا فشر. فهو المرآة الحقيقية لما ينطبع على شاشة النفس. وبالشفتين تتم مقاطع الكلام فيمكنه بذلك أن يظهر بهما الكلام الطيب الذي ينفع المجموعة، ويأمر بمعروف، وينهى عن منكر، ويصلح بين اثنين. وهديناه النجدين. وبعد أن أكمل عليه حواسه أوضح له طرق الخير من الشر وأبان كل ذلك له، وخيره بما أودع فيه من طاقة عقلية، وفكرية أن يختار أحد الطريقين الخير، والشر. فلماذا يقف إذا مكتوف اليد بين هذين النجدين لا يبصر طريق الخير، فيمتلكه، أو لماذا يقدم طريق الشر، فيسلكه فتستحق عليه الكفارات المرتبة على الذنوب، وله العذر في اختيار هذا الطريق الوعر والذي جعلت الكفارة حاجزا من سلوكه مرة أخرى وحينئذ: إما شاكراً وإما كفوراً. وهذه نتيجة حتمية تتعقب سلوكه، واختياره لاحد النجدين: نجد الخير، ونجد الشر. فان اختار الاول فهو شاكر على نعمه تعالى، وان سلك الطريق الثاني فهو كافر بنعم الله تعالى بعد أن منحه كل وسائل الادراك، والتمييز من عين، ولسان، وعقل، وتفكير فلماذا بعد كل ذلك يختار نجد الشر ليسلكه، فيقف جزعا من الجزاء الذي يرتبه الله على ذنبه الذي اقترفه ؟

وجاء في القرآن الكريم: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة. لماذا بعد كل هذه النعم لم يقتحم العقبة التي لا بد لمن يريد الخلود في الآخرة من اجتيازها ليصل منها إلى حيث الراحة والسعادة بدلا من الجحيم الدائم، وانها العقبة في طريق الانسان يقتحمها ليخلص من جهنم بتعبيد طريقه بسلوك هذه المراحل التي رتبها القرآن على النحو التالي: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة (382).هذه الفقرات الثلاث والتي يرتكز عليها حقيقة الاحسان والتحسس بشعور الآخرين والعطف نحو الطبقات الضعيفة. فك رقبة.أولى مراحل اقتحام العقبة، وأول خطوة يرفعها الانسان نحو آخرة سعيدة يكون جزاؤه فيها النعيم الدائم هي:عتق العبيد في سبيل الله. إنها نسائم الحرية يشمها هذا العبد الضعيف ليكون حرا طليقا، فيذوق طعم الانطلاق، والتحرر، والخلاص من كابوس الملكية. فعن الامام الصادق (عليه السلام) قال: قال

382 القرآن المجيد، سورة البلد، رقم السورة90، رقم الايات(13 ، 16).

Dhaka University Institutional Repository

رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق مسلماً أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوا منه عضوا من النار(383) وإذا ما أكمل الانسان هذه الخطوة الخيرة كان القرآن الكريم يقرر الخطوة الثانية في سبيل تذليل المصاعب لاقتحام العقبة ليصل العبد بذلك إلى مرضاة الله، ورضوانه. او إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. أنه يوم الجوع الاسود، والمرارة، والالم حيث تتسد في وجه اليتيم أبواب الرحمة، والاحسان فيئن من ألم الجوع ويتحمل المر في سبيل لقمة العيش. في ذلك اليوم يتبرع المحسن، فيطعم صغيرا تلاقفته عواصف الظلم الهوجاء ملبيا نداء الضمير بمد يد العون لهذا اليتيم البائس لينال بذلك الجزاء الاوفى باقتحام العقبة الكؤد. أو مسكينا في يوم ذي متربة. ذلك المسكين وهو الفقير الذي لصق بالتراب من شدة جوعه، وفقره. اطعام هذا وأمثاله هو الذي يوجب اقتحام العقبة ليصل من ورائها الى الجنة فعن النبي صلى الله عليه وسلم. ان امامكم عقبة كؤداً لا يجوزها إلا المثقلون، وأنا أريد أن أخفف عنكم لتلك العقبة. وإذا فرعاية اليتيم، وإكرامه بكل وسائل الرعاية هو أحد الاسس للجسد الذي يمر عليه المثقلون ليعبروا إلى شاطىء الأمان.

الإنفاق بلا من : وإذا كان الإنفاق في سبيل الله مرغوبا، ومطلوبا له سبحانه، وهو في توفير الثواب كحبة تزرع، فتنتج وتعطي الخير الوفير، فليكن ذلك بلا من، واذى، ولا تحميل على حساب الآخرين تماما كما تصرح به الآية الكريمة في قوله سبحانه: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون(384). وإذا كان الإنفاق يتوخى من ورائه لم الشمل، وإنقاذ الطبقة الفقيرة من ويلات العوز فان هذه الفائدة تنعدم لو كان المنفق يتبع إحسانه بالمن والأذى لمن ينفق عليه. فالقضية ليست اشباعا من جوع، أو كساء من عري فقط بل إفهام الفقير أن هذه المساعدة مما يفرضها الذوق الانساني الرفيع ليصل المجتمع بعضه بالبعض الآخر. قول معروف ومغفرة خير من صدقه يتبعها أذى والله غني حليم(385). فالكلام الحسن الجميل يرد به الإنسان السائل، ويعتذر منه خير من صدقة تستتبع ايذاء السائل لان السائل في هذه الصورة وان حصل على الصدقة إلا أن الثواب يحرم منه المسؤول. وقد جاء في الحديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. أنه إذا سأل السائل فلا تقطعوا عليه مسألته حتى يفرغ منها ثم ردوا عليه بوقار، ولين أما بذل يسير، أو

---

383 الوسائل: باب (1) من كتاب العتق، رقم الحديث (22).
384 القرآن المجيد، سورة البقرة، رقم السورة2، رقم الآية (262).
385 القرآن المجيد، سورة البقرة، رقم السورة2، رقم الآية (263).

Dhaka University Institutional Repository

رد جميل(386).وبعد هذا فالله غني حينما يأمركم بهذا الاسلوب الرفيع لانه غني عن طاعاتكم وعما يقربكم ويمنحكم الثواب، بل هو يدلكم على طرق الخير لحاجتكم إلى الثواب.

اليتيم حال القسمة: جاء في القرآن الكريم:وإذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا(387).ولم يترك الكتاب الكريم جانباً من جوانب انعاش اليتيم إلا وتعرض إليه، وهذه الآية الكريمة تصور لنا مشهدا مألوفا لنا طالما نرى مثله في حياتنا اليومية حيث يتجمع الضعفاء في كل مكان يرجون فيه خيرا من طعام، أو كساء أو ما شاكل. فنراهم اذا سمعوا بوليمة تجمعوا حول ذلك المكان علهم ينالوا من ذلك الطعام ما يسد به جوعهم. وقد اختلف المفسرون في مجلس القسمة والذي يحضره هؤلاء الضعفاء من أولي القربى، واليتامى، والمساكين فهل هو مجلس تقسيم الميراث، أو هو مجلس الوصية حيث يقسم الميت ما يستحقه من المال بعد وفاته ؟ فقيل: ان المراد بذلك حضور الضعفاء من الاصناف المذكورة مجلس القسمة لميراث الميت فقد يتفق ان يحضر أقرباء الميت ممن لا ينالهم من الميراث شيء، وهكذا من لف لفهم من اليتامى، والمساكين يرجون أن ينالهم شيء من ذلك المال. وعلى هذا التفسير، فيكون الخطاب في قوله تعالى – فارزقوهم – موجها إلى الورثة الذين يستحقون الميراث بأن يأخذوا بعين الاعتبار رعاية هؤلاء الذين تجمعهم مع الميت وشائج النسب، والرحم ولم تشملهم الفرائض الميراثية لوجود ممن هو أسبق منهم من الطبقات الميراثية.

وبتعبير أوضح: المطلوب من الطبقات القريبة أن تعطف بشيء على الارحام تحقيقاً للأوامر التي تحث على رعاية صلة الرحم. وهكذا بقية الطبقات الضعيفة ممن تناولتهم الآية الكريمة. وذهب بعض المفسرين: إلى أن المجلس المذكور هو مجلس الوصية، وحينئذ فيكون الخطاب موجها إلى (المورثين) وهم من تحضرهم الوفاة فقد أمروا أن لا يغفلوا ذوي قرباهم حين الوصية امتثالاً لما أوصى به الله من رعاية الارحام،وتفقدهم وكذلك اليتامى،والمساكين.ولأي من التفسيرين يميل الباحث فان الآية الكريمة لا شك انها لاحظت باطارها العام جانب المعوزين ولم تتركهم حتى في حالة عدم استحقاقهم الشرعي وخاطبت الورثة، أو المورث.على الخلاف فيه بلزوم رعاية المحتاجين من أرحامهم ليحققوا بذلك غاية نبيلة انسانية. وتكون النتائج الحتمية لهذه العملية هي تقوية أواصر المحبة، والود بين أفراد الاسرة الواحدة والتي تجمع أفرادها وحدة النسب، والسبب. وكان اليتامى على التفسيرين من جملة من شملهم العطف الالهي في هذه الوصية المقدسة.

---

386 مجمع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبرسي)،لأمين الدين أبي على الفضل بن الحسين بن الفضل الطبرسي الطوسي السبزواري الرضوي،دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع،بيروت-لبنان.تفسيره للآية المذكورة.

387 القرآن المجيد، سورة النساء، رقم السورة4، رقم الآية (80).

Dhaka University Institutional Repository

تربية الأيتام

جاء في القرآن الكريم: ووجدك ضالا فهدى. والآن وحيث استوفت الآيات القرآنية الجوانب المعاشية لليتيم ودفعت بالاثرياء لأن يساعدوا الايتام، ويهيئوا لهم الملاجيء السكينة فلا بد من الاتجاه، والحث على تربية هؤلاء تربية صالحة للئلا يبقى اليتيم عاطلا لا تستفيد الامة من مواهبه. وفي هذه الآية الكريمة يتضح لنا جانب من هذه النقطة الدقيقة حيث جاء سياقها مذكرا النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم بما من الله عليه به من قبل فقد نشأ صلى الله عليه وسلم في جو مليء بالعقائد المنحرفة، والاوضاع المتلونة النابعة من عادات جاهلية سالفة لذلك شملته العناية الالهية باتمام العقل، والهداية، وجعله بالمنزلة اللائقة لتحمل أعباء الرسالة، والسفارة السماوية لابناء الارض. فالهداية من متممات النعمة، والمنة عليه، ولذلك لا بد من رعاية هذه الجهة بالنسبة إلى يتامى الناس، وانتشالهم من هوة الجهل التي تلازم هؤلاء المساكين الذين باتوا، ولا كافل لهم. ولا بد من تطبيق هذا الدرس على يتامى الناس، وإحتضانهم وهدايتهم بتثقيفهم، وتعليمهم، ورعايتهم من الجوانب التعليمية وجعلهم كأداة صالحة، ونافعة في هذه الحياة. فكما هداك، ومن عليك من قبل لا بد أن تسير على هذا النهج من التطبيق وقد أسلفنا ان هذا النوع من التذكير للنبي الاكرم إنما هو لاجل جعل المشرع الاسلامي صلى الله عليه وسلم أمام أمر واقع مر به، وذاق طعمه المرير ليكون التبليغ أوصل، وأنفع. كلا بل لا تكرمون اليتيم.

وفي هذه الآية الكريمة يبدو لنا واضحا ما ترمي إليه من تصحيح المفاهيم الخاطئة والتي يبني البعض عليها الجوانب التي يتطلع إليها في حياته اليومية فقد جاءت هذه الآية تعقيبا لما يتصوره البعض من ذلك. جاء في القرآن الكريم: فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن(388).لقد جعل الانسان هذا المقياس ركيزة يبني عليها واقعه الاجتماعي حيث يصرح بأن توفير الخير عليه هو لكرامته عند الله بينما يعتبر التقتير عليه ماديا اهانة له من الله.

ولكن الحقيقة تكمن وراء كل هذا اللف، والدوران من هذا الإنسان المراوغ. أنه يجابه بها من القرآن الكريم في قوله تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم. أنه ظن خاطيء يلجأ إليه الانسان في تكوينه لذلك المعيار الذي اعتبره لتحقيق كرامته، واهانته.إن الله جلّت عظمته بيده كل شيء ورحمته أوسع من كل هذه الحيالات، والتصورات فلا يوفر الرزق لكرامة الانسان ولا يقتره لاهانته، بل يعطي، ويمنح حسبما تقتضيه الحكمة الإلهية ولربما كان التوفير على أحد في رزقه نقمة عليه.إنما نملي لهم ليزدادوا اثما.وإنما الاهانة لها أسبابها الخاصة ومن تلك الاسباب هو: هذا

388 القرآن المجيد، سورة الفجر، رقم السورة89، رقم الآيات(15، 16).

Dhaka University Institutional Repository

الجفاء الذي يلاقيه الضعفاء منكم خصوصا إذا كانوا يتامى.كلا بل لا تكرمون اليتيم.والاكرام بنفسه شامل لكل صور حفظ اليتيم من ناحية حقوقه الاجتماعية سواء فيها الايواء، أو الانفاق، أو التربية. فمن اكرامه عدم تركه بلا تربية، وتعليم.

ومن اكرامه تهذيبه كما يهذب الشخص أولاده. وليس المراد بالاكرام في الآية الكريمة هو الانفاق عليه فقط بل المقصود – كما قلنا – كل ما يحقق اكرامه، ويظهر لنا ذلك جليا من المقابلة بينه، وبين المسكين في الآية التي تلي هذه الآية. ولا تحاضون على طعام المسكين: فالمسؤولية بالنسبة إلى المساكين إنما تنحصر في اطعامهم والانفاق عليهم ولذلك أخذ الشارع المقدس يصحح مفاهيمهم بانكم لا تحاضون أي تتواصون على هذا الشيء فتتركون هؤلاء المساكين تفترسهم أنياب الفقر، والجوع. أما اليتيم فانكم لا تكرمونه، والاكرام أمر يختلف عن التعبير بالتواصي على إطعام المسكين فهو يضم بين جوانبه كلما يحقق الأخذ بيده لما فيه رفعته، وكلما يحتاج إليه كصبي فقد كفيله، وليكن مكرما كما لو كان أبوه حيا فبنفس تلك الطريقة من الايواء، والانفاق، والتربية لا بد من معاملته ليحصل بذلك تكريمه.

الرفق بالأيتام

وهناك جهة عالجها الشارع المقدس، فأولاها عناية وأكد عليها وهي الإرفاق باليتيم في التحدث معه، والابتسامة في وجهه لتبعد بذلك عنه الانكسار الذي يشعر به، والذل الذي يحيط به من جميع جوانبه. .جاء فى القرآن الكريم: فأما اليتيم فلا تقهر .درس بليغ في التحذير من قهر اليتيم فلماذا هذا التطاول عليه، ولماذا هذا العبوس في وجهه وهو صبي لا ذنب له.والآية الكريمة تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يقهر يتيما، أو يقطب في وجهه وهو الذي قال فيه عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وجاء في بعض الأخبار عنه (ص) قوله: يا بني عبد المطلب انكم لن تسعوا الناس بأموالكم فألقوهم بطلاقه الوجه وحسن البشر المحجة البيضاء: للفيض نقلا عن المواهب المدنية. وقيل كان صلى الله عليه وسلم لا يأخذه أحد بيده فينزع يده حتى كان الرجل هو الذي يرسله ولم يكن ركبته خارجة من ركبة جليسه ولم يكن أحد يكلمه إلا أقبل بوجهه عليه ثم لم يصرفه عنه حتى يفرغ من كلامه(389).فالخطاب إنما هو للأمة على الصورة التذكيرية للنبي الأكرم. ولماذا هذا القهر لليتيم وقد وجد في الاسلام مدافعا عن حقوقه الاجتماعية والمالية. أكرم اليتيم ولا تقهره ففي كنف الإسلام يأمن الضعيف. وفي رعاية التشريع يجد اليتيم تلك اليد الرقيقة ا لتي تحنو عليه، وتمسح على رأسه لتزيل عنه غبار اليتم، وتضفي عليه هالة من العطف،

---

389 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، لشهاب الدين أبي العباس احمد بن محمد القسطلاني المصري الشافعي(ت923هـ) ، طبعه دار الطباعة المصريه سنه 859ام، جلد(364/3).

Dhaka University Institutional Repository

والحنان. جاء فى القرآن الكريم :أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم،ولا يحض على طعام المسكين(390).فدفع اليتيم، وقهره كان سببا لان يكون القاهر في نظر الآية المباركة هو المكذب بالدين لأن المتمسك بالدين لا يقهر اليتيم ولا يمنعه حقه وليحسب الانسان بعد كل هذا يترك سدى يطلق لنفسه عنان الشهوات ويختار لنفسه ما يشاء دون أن يحاسب على أفعاله يقهر يتيما، ويدفع مسكينا عن حقه فهو مخطيء حينما ينسج له مقاييس وهمية ليبني عليها واقعه الاجتماعي، وليهرب من مواجهة الحقيقة، ويبرر بذلك موقفه من موجات الظلم المتلاحقة الصادرة منه. إن ربك لبالمرصاد.

يحاسبه على كل صغيرة، وكبيرة، وسيجازيه عن كل ما يرتكبه وليقول العبد في ذلك اليوم . يا ليتني قدمت لحياتي .ولتتمثل له عندها الطبقات الضعيفة تحاسبه على تجاوزه على حقوقها التي كانت له كنبتة الربيع. يومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه(391).وصدق الله العظيم في وعده وليعض الظالم في ذلك اليوم على يديه ندما، ولتتحرق نفسه وهو يرى أن لا مناص من الجزاء وبذلة النادم يضرع إلى ربه وهو يصيح والموت يتراءى له بمنظره الموحش ليجسد له أعماله. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وجاء في تفسير الآية الكريمة أن المراد بما ترك تركته المالية حيث لم يؤد ما عليه من الحقوق وقيل: المراد فيما فرطت وليكن هذا أو ذاك فالمعنى يحوم حول ندمه على ما لم يقم به في دنياه مما فرضته عليه الشريعة المقدسة ولكن: كلا أنها كلمة هو قائلها. فقد فاتته الفرصة، وخسر الجولة فقد جاءه الموت ليلفه بشراعه، وليجد أعماله تنتظره إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. وتتوالى التوسلات والفرد يجد نفسه نال الجزاء وفي جهنم يبقى خالدا وقد صدق الله في إخباره حيث قال: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون.

وينتهي المشهد وتذهب التوسلات أدراج الرياح عندما يأتي النداء من الله عز وجل.قال اخسؤا فيها ولا تكلمون. وهذه اللفظة تستعمل لزجر الكلب ونزلوا وهم في النار منزلة الكلاب المزجورة اذلالا لهم، وإهانة، وإظهارا للغضب عليهم. وفي الايات الكريمة التي تلي هذه الآيات عرض للأسباب التي نال بها هؤلاء هذه العقوبة وهذا الاعراض حيث كانوا يسخرون من الانبياء والمرشدين وكانوا منهم يضحكون.

---

390 القرآن المجيد، سورة الماعون، رقم السورة107، رقم الآيات (1، 2 ،3).

391 القرآن المجيد، سورة الفجر، رقم السورة89، رقم الآيتين (25، 26).

Dhaka University Institutional Repository

الباب الرابع (129 -179)

منهج القرآن الكريم في رعاية الفقراء والمساكين والمستضعفين فى الأرض.

- ☐ ورود مادة الفقر والمسكنة.
- ☐ تعريف الفقر والمسكنة.
- ☐ فضل الفقر والمسكنة.
- ☐ فوائد محبة الفقراء والمساكين.
- ☐ الأحكام المتعلقة بالفقر، وفيه المباحث التالية:
  - ✓ الشيطان يعدنا الفقر.
  - ✓ الله الغني والناس فقراء.
  - ✓ الفقراء الذين أحصروا.
  - ✓ إن تخفوا الصدقات وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم.
  - ✓ ولي اليتيم الفقير يأكل بالمعروف.
  - ✓ العدل مع الفقير والغني.
  - ✓ الفقير من مصارف الزكاة.
  - ✓ إطعام البائس الفقير جاء في شريعة إبراهيم.
  - ✓ الهدي يطعم منه البائس الفقير.
  - ✓ الأضحية يطعم منها القانع والمعتر.
  - ✓ انكحوا الأيامى والصالحين إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله.
  - ✓ الفقير في الفيء.
- ☐ الأحكام المتعلقة بالمسكنة، وفيه المباحث التالية:
  - ✓ الإحسان إلى المسكين جاء في شرائع بني إسرائيل.
  - ✓ يرزق المساكين من الميراث إذا حضروا القسمة.
  - ✓ النفقة والإحسان أولى ما يكون للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين.
  - ✓ المسكين في كفارة اليمين.
  - ✓ المسكين في كفارة قتل المحرم للصيد.
  - ✓ المسكين من مصارف الغنيمة.
  - ✓ المسكين من مصارف الزكاة.
  - ✓ آت ذا القربى والمسكين وابن السبيل ولا تبذر.

Dhaka University Institutional Repository

- ✓ المسكين في كفارة الظهار.
- ✓ المسكين في مصارف الفيء.
- ✓ إسقاط حق المسكين سبب للعقوبة.
- ✓ من صفات المؤمنين أنهم يحفظون حق المسكين، ومن صفات أهل النار أنهم لا يطعمون المسكين.
- ✓ إطعام المسكين عقبة (فيه مجاهدة للنفس).
- ✓ الرسول يسأل الله المسكنة، ويحض على حب المساكين.
- ✓ زكاة الفطر طعمة للمساكين.
- ✓ المسكين في فدية الأذى.

☐ المستضعفون فى الأرض ورعايتهم بضوء القرآن الكريم.

قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور(392). والفقر والغنى ابتلاء من الله لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن(393). أي: ليس كل من وسعت عليه فأعطيته أكون قد أكرمته، ولا كل من ضيقت عليه وقترت أكون قد أهنته. فالإكرام أن يكرم الله العبد بطاعته، والإيمان به، ومحبته ومعرفته، والإهانة أن يسلب ذلك. و لا يقع التفاضل بالغنى والفقر، بل بالتقوى؛ فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة(394). ولاينبغي أن يعدل بالسلامة شيء(395).والتقى زاد طريق الجنة.والكبر والفجور سبيل النار. جاء فى الحديث،قال النبى صلى الله عليه و سلم:"فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما ألهتهم"(396). وألا حبذا المكروهات: الموت والفقر! وأيم الله ما هو إلا الغنى والفقر، وما أبالي بأيهما ابتدئت؛ إن كان الغنى إن فيه للعطف. وإن كان الفقر إن فيه للصبر. وذلك بأن حق الله في كل واحد منهما واجب(397).في وقت تنافس فيه الناس.إلا من

---

392 القرآن المجيد،سورة الملك،رقم السورة67،رقم الاية(1-2).

393 القرآن المجيد،سورة الفجر، رقم السورة89،رقم الاية(15-16).

394 من كلام ابن تيمية رحمه الله، نقله في مدارج السالكين (442/3). وانظر مختصر الفتاوى المصرية ص(572).

395 من كلام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري،جلد (583/9).

396 حديث صحيح، عن عمرو بن عوف رضي الله عنه.....أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا، والتنافس فيها، رقم الحديث (6425).

397 من كلام عبد الله بن مسعود .....أخرجه وكيع في كتاب الزهد (359/1) تحت رقم (132)، وأخرجه وابن المبارك في كتاب الزهد والرقاق ص199، و هناد في كتاب الزهد تحت رقم (605)....والأثر حقق الشيخ الفريوائي جزاه الله خيرا، حسن إسناده، بل

Dhaka University Institutional Repository

رحم ربك.على الدنيا وتنافسوها فألهتهم أو كادت، عن طلب زاد الآخرة ولباسها. ولباس الجنة من الدنيا التقى، وحليته الكفاف والعفاف. قال النبى صلى الله عليه و سلم:"اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين"(398).في هذا الوقت يأتي الحديث عن الفقر؛حده وفضله وأحكامه، حديث فيه العبرة والعبرة، فيه مشاهدة النعمة، ودفع النقمة، فيه الرضا بالقضاء، وكراهة السخط والازدراء، حديث فيه بيان الحكم، ومعرفة النعم، وطلب الحكم.

ورود مادة الفقر والمسكنة

أولا : ورود مادة (ف.ق.ر)

وردت هذه المادة في ثلاثة عشر موضعا، بيانها فيما يلي:

١- لفظة: "فقر ،الفقر" جاءت في موضع واحد فقط، وهو قوله تبارك وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. البقرة:268، وهي آية مدنية (399).

٢- لفظة: "فقير ، الفقير" جاءت في خمسة مواضع، وهي: في سورة آل عمران:181، قوله تبارك وتعالى: (لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء)، وهي مدنية. وفي سورة النساء:6، قوله تبارك وتعالى: (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف)، وهي مدنية. وفيها آية:135، قوله تبارك وتعالى: (إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما)، وهي مدنية. وفي سورة الحج:28، قوله تبارك وتعالى: (فكلوا منها واطعموا البائس الفقير)، وهي مدنية. وفي سورة القصص:24، قوله تبارك وتعالى: (فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير)، وهي مكية.

٣- لفظة: "فقراء، الفقراء" جاءت في سبعة مواضع، وهي: في سورة البقرة:271، قوله تبارك وتعالى: (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء). وفيها آية:273، (للفقراء الذين احصروا في سبيل الله) وهي مدنية. وفي سورة التوبة:60، قوله تبارك وتعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، وهي مدنية. وفي سورة النور:32، قوله تبارك وتعالى: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله)، وهي مدنية. وفي سورة فاطر:15، قوله تبارك وتعالى: (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله)، وهي مكية.

وصححه لغيره، لوجود متابعات له، في تحقيقه لكتاب الزهد لوكيع، وذكر مصادر أخرى خرجت هذا الأثر، فارجع إليه إن شئت التوسع، والله الموفق.

398 حديث حسن لغيره....أخرجه الترمذي في كتاب الزهد باب ماجاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم، حديث رقم (2353)، وهو قطعة من حديث عن أنس رضي الله عنه، وقال عنه الترمذي: "حديث غريب"، وفي السند الحارث بن النعمان الليثي، ضعيف. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب مجالسة الفقراء، حديث رقم (4126)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي سنده أبو المبارك رجل مجهول....والحديث حسنه لغيره الألباني في إرواء الغليل،جلد (3/358-363).

399 اعتمدت في تحديد الآيات المدنية والمكية على ماجاء في المعجم المفهرس، ولم اعتمد على بحث خاص مني في ذلك.

Dhaka University Institutional Repository

وفي سورة محمد:38، قوله تبارك وتعالى: (والله الغني وأنتم الفقراء)، وهي مدنية. وفي سورة الحشر:8، قوله تبارك وتعالى: (للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم)، وهي مدنية.

ثانيا: ورود مادة (س.ك.ن).

وردت هذه المادة، في خمسة وعشرين موضعا من القرآن الكريم، بيانها هو التالي:

١- لفظة: "مسكنة، المسكنة" جاءت في موضعين هما: في سورة البقرة:61، قوله تبارك وتعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وهي مدنية، وفي سورة آل عمران:112، قوله تبارك وتعالى: وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، وهي مدنية.

٢- لفظة: "مسكين، المسكين" جاءت في أحد عشر موضعا وهي: في سورة البقرة:184، قوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهي مدنية، وفي سورة الإسراء:26، قوله تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين، وهي مدنية، وفي سورة الروم:38، قوله تبارك وتعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين، وهي مكية، وفي سورة القلم:24، قوله تبارك وتعالى: فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وهي مدنية، وفي سورة الحاقة:34، قوله تعالى: ولايحض على طعام المسكين، وهي مكية، وفيها:40، قوله تعالى:{ولم نك نطعم المسكين، وهي مكية، وفي سورة الفجر:18، قوله تعالى: ولاتحاضون على طعام المسكين، وهي مكية، وفي سورة الماعون:3، قوله تعالى: ولايحض على طعام المسكين، وهي مكية، وفي سورة المجادلة:4، قوله تعالى: (فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا)، وهي مدنية، وفي سورة الإنسان:8، قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وهي مدنية، وفي سورة البلد:16، قوله تعالى: يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، وهي مكية.

٣- لفظة: "مساكين، المساكين"، جاءت في اثنى عشرة موضعا، وهي: في سورة البقرة:83، قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، وهي مدنية، وفيها:177، قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وهي مدنية، وفيها:215، قوله تعالى: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين، وهي مدنية، وفي سورة النساء:8، قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين، وهي مدنية، وفيها:36، قوله تعالى: واعبدوا الله ولاتشركوا به

Dhaka University Institutional Repository

شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وهي مدنية، وفي سورة المائدة:89، قوله تعالى: لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، وهي مدنية، وفيها:95، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم، هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفا الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام، وهي مدنية، وفي سورة الأنفال:41، قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير، وهي مدنية، وفي سورة التوبة:60، قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، وهي مدنية، وفي سورة الكهف:79، قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وهي مكية، وفي سورة النور:22، قوله تعالى: ولايأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وهي مدنية، وفي سورة الحشر:7، قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وهي مدنية.

تعريف الفقر والمسكنة

تعريف الفقر والفقير، والمسكنة والمسكين، والفرق بينهما، حديث طويل متشعب، لممت لك أطرافه وحررت لك مسائله، في هذا المبحث. ولعل من أهم فوائد هذا المبحث بعد تحرير هذه المسائل؛ هو الرد على المستشرق الذي نبز فقهاء المسلمين بأنهم: "أن يفسروا التعريف بحيث يكونون هم أنفسهم في معظم الأحيان من إحدى الطائفتين"(400).إذ يبين هذا المبحث أن لكل قول دليلا، ومأخذا، ونظرا،ووجهة هو موليها، بغض الطرف عن كونه راجحا أو مرجوحا، فليست

400 دائرة المعارف الإسلامية / اجماعة من المستشرقين، ترجمها إلى العربية أحمد الشنتناوي، وزملاؤه، مراجعة محمد مهدي علام – دار المعرفة – بيروت.جلد (360/10).

Dhaka University Institutional Repository

المسألة إذا تعسفا و لاتحكما بحسب الهوى والشهوة. وسأبدأ بتعريف الفقر والمسكنة في اللغة، ثم أذكر تعريفهما في الشرع.

أولا: تعريف الفقير والمسكين في اللغة:

الفقر :مادة الفاء والقاف والراء أصل واحد صحيح يدل على انفراج في شيء، من عضو أو غير ذلك. من ذلك: الفقار للظهر، الواحدة فقارة، سميت للحزوز والفصول التي بينها. والفقير المكسور فقار الظهر. وقال أهل اللغة: منه اشتق اسم الفقير وكأنه مكسور فقار الظهر من ذلته ومسكنته(401)والفقير :المحتاج(402)المسكنة :السين والكاف والنون، تدل على أصل واحد مطرد يدل على خلاف الاضطراب والحركة، يقال: سكن الشيء يسكن سكونا فهو ساكن (403). والمسكين : الذليل والضعيف(404) ويلاحظ ما يلي:

- أن من لازم الحاجة؛ الضعف والذلة، فكل فقير ضعيف ذليل، ولكن ليس كل مسكين محتاج، لأن أسباب الضعف والذلة أعم من مجرد الحاجة والفاقة. فقد يوجد مسكين ليس بصاحب حاجة وعوز وفاقة.
- ومما سبق تعلم أن معنى المسكنة أعم من معنى الفقر، ولعل لهذا السبب استعاذ(من الفقر، وسأل المسكنة؛ لأن الفقر الذي استعاذ منه غير المسكنة التي سألها.
- أن أهل اللغة تكلموا في الفرق بين الفقير والمسكين(405).فمنهم من جعل الفقير من كان شديد الحاجة والعوز، والمسكين من وجد ما لا يكفي، ومنهم من عكس ذلك، ومنهم من ساوى بينهما. والواقع – حسب نظري والله اعلم.أن حكاية أهل اللغة هذا الخلاف لوحظ فيه ورود اللفظين في نصوص الشرع، بعبارة أخرى: لوحظ في حكاية هذا الخلاف، الحقيقة الشرعية لورود هذين اللفظين (الفقير، المسكين) في نصوص الشرع.

ثانيا: تعريف الفقير والمسكين في الشرع والفرق بينهما:

جاءت كلمة "الفقر" في موضع واحد فقط، وهو قوله تبارك وتعالى:(الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء)البقرة:268،وهي آية مدنية.والمعنى:يخوفكم الحاجة والعوز والفاقة.ووردت كلمة "المسكنة" في موضعين، أولهما في سورة البقرة:61، قوله تبارك وتعالى:(وضربت عليهم

---

401 مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت395هـ)، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الكتب العلمية، إسماعيليان نجفي، إيران. جلد (443/4).

402 تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الزبيدي (ت1205هـ)، دار مكتبة الحياة. جلد (473/3).

403 مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت395هـ)، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الكتب العلمية، إسماعيليان نجفي، إيران. جلد (88/3).

404 تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الزبيدي (ت1205هـ)، دار مكتبة الحياة. جلد (237/9).

405 تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الزبيدي (ت1205هـ)، دار مكتبة الحياة. جلد (473/3).

Dhaka University Institutional Repository

الذلة والمسكنة)، وهي مدنية، وثانيهما في سورة آل عمران:112، قوله تبارك وتعالى: (ضربت عليهم الذلة أين ماثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون)، وهي مدنية. والمسكنة : هي الحاجة والخضوع(406). والمعنى:وضع عليهم الصغار، والهوان، شرعا وقدرا، فلا يزالون مستذلين، من وجدهم استذلهم وأهانهم، وضرب عليهم الصغار، وهم مع ذلك في أنفسهم مستكينون(407).وقيل: المسكنة هنا ما وضع عليهم من الجزية، كذا قيل- وقال البخاري رحمه الله عند كلامة على الجزية، بعد ذكره لقوله تعالى: (قاتلوا الذين لايؤمنون بالله واليوم الآخر، ولايحرمون ماحرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون التوبة:29، قال:"يعني أذلاء.،والمسكنة مصدر المسكين، فلان أسكن من فلان: أحوج منه" (408). قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعليقا على قول البخاري: "ووجه ذكر المسكنة هنا أنه لما فسر الصغار بالذلة، وجاء في وصف أهل الكتاب أنهم (ضربت عليهم الذلة والمسكنة)، ناسب ذكر المسكنة، عند ذكر الذلة"(409). قلت: والذي يظهر لي والله اعلم.أن مراد البخاري الإشارة إلى أن الذلة التي ضربت عليهم هي الجزية، ومراده بيان أن تفسير من فسر المسكنة في الآية بالجزية مرجوح، لأن المسكنة من الحاجة، ولاتناسب معنى الجزية. والمراد في الآيتين: الزموا بالجزية، وما فيها من الذل والصغار عليهم، ووضعت عليهم المسكنة والخضوع والحاجة لغيرهم، فهم أذل الأمم، واشدهم مسكنة، وأكثرهم تصاغرا، لم ينتظم لهم جمع، و لاخفقت على رؤوسهم آية، ولاثبتت لهم ولاية، بل ما زالوا عبيد العصى، في كل زمن، وطروقة كل فحل في كل عصر، ومن تمسك منهم بنصيب من المال . وإن بلغ في الكثرة أي مبلغ - فهو مرتد بأثواب المسكنة (410).

كما جاء كذلك ذكر لفظ "الفقير" و "المسكين"، وقد اختلف في المراد بالفقير والمسكين على أقوال. أرجحها: أن اسم الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين، وإذا أطلق لفظ المسكين تناول الفقير، وإذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخر. فالأول كقوله تبارك وتعالى: (وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم) البقرة:271، وقوله: فكفارته اطعام عشرة مساكين، المائدة:92. والثاني كقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، التوبة:60. وذلك لأن الأسماء يتنوع مسماها بالإطلاق والتقييد.(33).

---

406 وهو من فقر النفس، زاد المسير في علم التفسير / لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت597هـ)، تحقيق زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة 1404هـ. جلد (91/1).

407 تفسير القرآن العظيم / لإسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت774هـ)، دار الفكر. جلد (102/1).

408 الجامع الصحيح للبخاري،كتاب الجزية والموادعة باب الجزية والموادعة،مع أهل الذمة والحرب.انظر فتح الباري،جلد(257/6).

409 فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ) ،جلد (259/6).

410 من كلام جمال الدين القاسمي في محاسن التأويل (139/2) بتصرف يسير.

Dhaka University Institutional Repository

فتارة يكون الاسمان إذا أفرد أحدهما أعم من الآخر.وتارة يكونان متساويين في العموم والخصوص. ولفظ الفقير والمسكين من الحال الثاني، الذي يكونان متساويين في العموم والخصوص، فأيهما أطلق تناول ما يتناوله الآخر(411).فلفظ الفقير والمسكين، يدلان على أصحاب الحاجة والعوز، فإن اقترنا تغايرا في الوصف والمعنى. فمعنى لفظ الفقير عند الاطلاق يتناول المسكين، وكذا العكس. وكأن المراد أنهما أهل حاجة وعوز، غاية الوصف باللفظ إذا اقترنا أنه لوحظ في اسم الفقير معنى انكسار الفقار؛ لأن أصله في اللغة: المفقور الذي نزعت فقرة من فقر ظهره فكأنه انقطع ظهره من شدة الفقر، فصرف عن مفقور إلى فقير، كما قيل:مجروح وجريح، ومطبوخ وطبيخ. ولوحظ في اسم المسكين معنى السكون والمسكنة والخشوع والذلة(412). ويقرر هذا ابن حزم رحمه الله، بقوله: "الفقراء هم الذين لا شيء لهم أصلا، والمساكين هم الذين لهم شيء لا يقوم بهم. برهان ذلك: أنه ليس إلا موسر، أو غني، أو فقير، أو مسكين، في الأسماء. ومن له فضل عن قوته. ومن لا يحتاج إلى أحد وإن لم يفضل عنه شيء. ومن له ما لا يقوم بنفسه منه. ومن لا شيء له. فهذه مراتب أربع معلومة بالحس؛ فالموسر بلا خلاف هو الذي يفضل ماله عن قوته وقوت عياله على السعة. والغني هو الذي لا يحتاج إلى احد وإن كان لا يفضل عنه شيء، لأنه في غنى عن غيره، وكل موسر غني، وليس كل غني موسرا.

فضل الفقر والمسكنة

جاءت فضائل كثيرة في حق الفقير والمسكين، وذلك لما عليه حالهما من فضل في الشرع، فمن هذه الفضائل:

١- أنهم أكثر أهل الجنة: إن الفقراء والمساكين اكثرهم اهل الجنة.كما جاء في الحديث الشريف،عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء"(413). وجاء في حديث آخر، عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء"(414). في حديث عمران: "أكثر أهلها الفقراء". وفي حديث

411 الإيمان، لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت728هـ)، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة 1399هـ. ص(159).

412 زاد المسير في علم التفسير / لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت597هـ)، تحقيق زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة 1404هـ. مجلد (456/4).

413 حديث صحيح....أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب فضل الفقر، رقم الحديث(6449).

414 حديث صحيح....أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم الحديث(6547).

Dhaka University Institutional Repository

اسامة: " فكان عامة من دخلها المساكين". وقوله: "أصحاب الجد" بفتح الجيم، أي الغنى(415). وجاء في حديث آخر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا"(416). قال ابن حجر رحمه الله: "قوله: "ضعفاء الناس وسقطهم" بفتحتين، أي المحتقرون بينهم، الساقطون من أعينهم. هذا بالنسبة إلى ما عند الأكثر من الناس، وبالنسبة إلى ما عند الله هم عظماء، ورفعاء الدرجات، لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم لعظمة الله عندهم، وخضوعهم له في غاية التواضع لله والذلة في عباده؛ فوصفهم بالضعف والسقط بهذا المعنى صحيح.أو المراد بالحصر في قول الجنة: "إلا ضعفاء الناس" الأغلب"(417).قلت: أهل الجنة هم الضعفاء، والسقط من الناس، والوصف الأول قد يلازمه الثاني، أو يؤدي إليه، فمن استكن واستضعف نفسه وتضاعف، فهو ضعيف، وقد يكون من سقط الناس أو لا يكون، فإن لم يكن من سقط الناس؛ فإن ضعفه قد يجره إلى أن يعده الناس كذلك، والله اعلم، وبه يتوجه أن قول الجنة: "إلا ضعفاء الناس" على ظاهره، ويؤيد ذلك الحديث التالي: عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر"(418). قال ابن حجر رحمه الله تعالى: "المراد بالضعيف من نفسه ضعيفه لتواضعه، وضعف حاله في الدنيا، والمستضعف المحتقر لخموله في الدنيا" (419).

٢- ومن فضائل المساكين، أنهم أول الناس دخولا الجنة: إن الفقراء والمساكين يدخلون في الجنة أولا لفضلهم وشرفهم أعلى عن الناس الآخرين. كما جاء في الحديث الشريف،عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: جاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا عنده فقالوا يا أبا محمد إنا والله ما نقدر على شيء لا نفقة ولا دابة ولا متاع فقال لهم: ما شئتم إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان وإن شئتم صبرتم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة

---

415 فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، مجلد (420/11).

416 حديث صحيح....أخرجه البخاري في كتاب التفسير، تفسير سورة ق، باب {وتقول هل من مزيد}، رقم الحديث (4850).

417 فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، مجلد (597/8).

418 حديث صحيح. ...أخرجه البخاري، في كتاب التفسير، تفسير سورة ن، باب {عتل بعد ذلك زنيم}، رقم الحديث (4918).

419 فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، جلد (663/8).

Dhaka University Institutional Repository

بأربعين خريفا" قالوا: فإنا نصبر لا نسأل شيئا"(420). وجاء في حديث آخر،عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمس مائة عام"(421).قال ابن الأثير:"خريفا":الخريف الزمان المعروف بين الصيف والشتاء، وأراد به: كناية عن السنة جميعها؛ لأنه متى أتى عليه عشرون خريفا مثلا فقد أتى عليه عشرون سنة.وقد جاء في هذا الحديث: "اربعون خريفا" وفي الحديث الآخر:"خمسمائة عام"ووجه الجمع بينهما: أن الأربعين أراد بها: تقدم الفقير الحريص على الغني الحريص،وأراد بخمس مائة عام: تقديم الفقير الزاهد على الغني الراغب، فكان الفقير الحريص على درجتين من خمس وعشرين درجة من الفقير الزاهد،وهذه نسبة الأربعين إلى الخمس مائة.ولاتظنن هذا التقدير وأمثاله يجري على لسان رسول الله جزافا،ولا بالاتفاق، بل لسر أدركه،ونسبة أحاط بها علمه؛ فإنه لا ينطق عن الهوى،وإن فطن أحد من العلماء إلى شيء من هذه المناسبات،وإلا فليس طعنا في صحتها(422).

٣- ومن فضائلهم أنهم أول الناس ورودا على الحوض: إن الفقراء والمساكين يشربون أولا ماء الحوض .كما جاء في الحديث الشريف،عن أبي سلام الحبشي قال: "بعث إلي عمر بن عبد العزيز فحملت على البريد قال: فلما دخل عليه قال: يا أمير المؤمنين لقد شق على مركبي البريد فقال: يا أبا سلام ما أردت أن أشق عليك ولكن بلغني عنك حديث تحدثه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض فأحببت أن تشافهني به! قال أبو سلام: حدثني ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حوضي من عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأكاويبه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رءوسا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد". وجاء في حديث آخر، قال عمر: لكني نكحت المتنعمات وفتح لي السدد ونكحت فاطمة بنت عبد الملك لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعث ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ"(423). (الشعث: بضم الشين المعجمة، جمع أشعث، وهو البعيد العهد بدهن الرأس، وغسل وتسريح

---

420 حديث صحيح. ...أخرجه مسلم في كتاب الزهد حديث رقم (2979). وانظر جامع الأصول،جلد (674/4)

حديث حسن. ...أخرجه الترمذي في كتاب الزهد، باب ماجاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم، رقم الحديث(2354)

421 حديث حسن....أخرجه الترمذي في كتاب الزهد، باب ماجاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم، حديث رقم (2354)....والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح"، وحسنه محقق جامع الأصول،جلد (673/4).

422 جامع الأصول (672/4-673)، وهو كلام الغزالي في إحياء علوم الدين (194/4)، وله تتمة، حيث قال رحمه الله: "وهذا كقوله : "الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة" ... الخ كلامه، فانظر إذا شئت.

423 حديث صحيح لغيره....أخرجه أبوداود الطيالسي في مسنده ص133، وأحمد في المسند (275/5-276 الميمنية)، والترمذي في كتاب صفة القيامة، باب صفة أواني الحوض، حديث رقم (2444)، واللفظ له، و ابن ماجة، في كتاب الزهد، باب ذكر الحوض، حديث رقم (4303)، والحاكم في المستدرك (184/4)، والبيهقي في البعث ص118-119، حديث رقم (135-136) من طريق الحاكم. وأخرجه مختصرا على المرفوع فقط الطبراني في الكبير من طريقين (100/2،99)، تحت رقم (1437، 1443).

Dhaka University Institutional Repository

شعره.الدنس: بضم الدال والنون، جمع دنس، وهو الوسخ)(424). وجاء في حديث آخر،عن ابن عمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حوضي كما بين عدن وعمان أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك أكوابه مثل نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا أول الناس عليه ورودا صعاليك المهاجرين قال قائل ومن هم يا رسول الله قال الشعثة رءوسهم الشحبة وجوههم الدنسة ثيابهم لا يفتح لهم السدد ولا ينكحون المتنعمات الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون الذي لهم"(425).

٤- ومن فضائل الفقراء أنهم أول الناس إجازة على الصراط: إن الفقراء والمساكين يستأذنون لهم أولا لعبور الصراط.كما جاء في الحديث الشريف،عن أبي أسماء الرحبي:أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله. فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي! فقال اليهودي: جئت أسألك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال: سل! فقال اليهودي: أين يكون الناس (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات)؟ (426).فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر قال فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين...الحديث"(427).

٥- ومن فضائل المساكين أنهم هم اتباع الرسل : إن الفقراء والمساكين هم أتباع الرسل.كما أخبر الله تبارك وتعالى عن نوح علي السلام أن قومه عيروه باتباع الضعفاء له، قالوا: (أنؤمن لك واتبعك الأرذلون) (428).وكذلك قال هرقل لأبي سفيان لما سأله عن النبي:"وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل"(429).

٦- ومن فضائلهم أن منهم من لو اقسم على الله لأبره: إن الفقراء والمساكين لو يقسمون على الله لأبره - كما جاء في الحديث الشريف،عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: "سمعت النبي صلى الله

---

424 من كلام المنذري في الترغيب والترهيب،جلد (4/419-420).

425 حديث صحيح لغيره ...أخرجه أحمد في المسند (10/302 التركي) ،رقم الحديث(6162).

426 القرآن المجيد،سورة إبراهيم، رقم السورة14،رقم الاية (48).

427 حديث صحيح....أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب بيان صفة منى الرجل والمرأة ،رقم الحديث (315).

428 القرآن المجيد،سورة الشعراء، رقم السورة26،رقم الاية (111).

429 أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، حديث رقم (7).

Dhaka University Institutional Repository

عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر"(430).

٧- ومن فضائلهم أن حالهم من الفقر والسلامة لا يعدله شيء: إن الفقراء والمساكين خاليون عن الحزن والمصيبة- كما جاء في الحديث الشريف،الذى ترجم البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من صحيحه باب فضل الفقر، ثم ساق فيه أحاديث، منها: عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: "مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا ؟ فقال: رجل من أشراف الناس هذا! والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا ؟ فقال: يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا"(431). وقد حصلت منازعة في صحة الاستدلال بهذا الحديث على فضيلة الفقر على الغنى! لكن دلالة الحديث على فضل الفقر وفضيلته مطلقا ظاهرة(432). ومسألة تفضيل الفقر على الغنى؛ التحقيق فيها - كما يقول ابن حجر رحمه الله - عند أهل الحديث أن لا يجاب في ذلك بجواب كلي، بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأحوال. نعم عند الاستواء من كل جهة وفرض رفع العوارض باسرها، فالفقير اسلم عاقبة في الدار الآخرة، و لا ينبغي أن يعدل بالسلامة شيء، والله اعلم(433).

٨- ومن فضائل الفقر أنه لا يخشى على المسلم إنما يخشى عليه الغنى: أن الفقر والمسكنة أفضل من الغنى. كما جاء في الحديث الشريف،عن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافته صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء قالوا: أجل يا رسول الله قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما

---

430 حديث صحيح....أخرجه البخاري، في كتاب التفسير، تفسير سورة ن، باب {عتل بعد ذلك زنيم}، رقم الحديث (4918).

431 حديث صحيح....أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب فضل الفقر، رقم الحديث(6447).

432 فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، مجلد (278/11).

433 فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، مجلد (583/9).

Dhaka University Institutional Repository

ألهتهم"(434). قوله: "ما الفقر أخشى عليكم" تقديره: ما أخشى عليكم الفقر!" فقدم المفعول. قال الطيبي رحمه الله: "فائدة تقديم المفعول هنا الاهتمام بشأن الفقر، فإن الوالد المشفق إذا حضره الموت كان اهتمامه بحال ولده في المال، فأعلم أنه وإن كان لهم في الشفقة عليهم كالأب لكن حاله في أمر المال يخالف حال الوالد. وأنه لا يخشى عليهم الفقر كما يخشاه الوالد لولده، والمراد بالفقر العهدي، وهو ماكان عليه الصحابه من قلة الشيء، ويحتمل الجنس. والأول أولى، ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى أن مضرة الفقر دون مضرة الغنى؛ لأن مضرة الفقر دنيوية غالبا، ومضرة الغنى دينية غالبا"(435). وقال ابن حجر رحمه الله: "ويستدل به على أن الفقر أفضل من الغنى؛ لأن فتنة الدنيا مقرونة بالغنى، والغنى مظنة الوقوع في الفتنة التي قد تجر إلى هلاك النفس غالبا، والفقير آمن ذلك"(436).ومن فضل الفقر أن النصر والرزق من الله إنما يكون بالضعفاء بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم . وجاء في حديث آخر، عن أبي الدرداء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ابغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم"(437). وجاء في حديث آخر، عن مصعب بن سعد عن أبيه: أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم! فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم"(438).

فوائد محبة الفقراء والمساكين

إن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم احب الفقراء والمساكين وأمر الناس أن يحبهم . وهو أيضا دعا عند الله لحب الفقراء والمساكين . كما جاء في الحديث، إنه عليه السلام دعا عند الله بقوله :"اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك"(439). وجاء في حديث آخر، عن أبي ذر قال: "أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع:

---

434 حديث صحيح....أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب مايحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، رقم الحديث(6425).

435 نقله فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، جلد (245/11).

436 فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، جلد (245/11).

437 حديث صحيح....أخرجه الترمذي في كتاب الجهاد باب الاستفتاح بصعاليك المسلمين حديث رقم (1702) واللفظ له، وأبوداود في كتاب الجهاد باب الانتصار برذل الخيل والضعفه، حديث رقم (2594)، والنسائي في كتاب الجهاد باب الاستنصار بالضعيف (3179 المعرفة).

438 حديث صحيح. ...أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، مختصراً، ولفظه: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟" وأخرجه النسائي في كتاب الجهاد باب الاستنصار بالضعيف، (3178 المعرفة) واللفظ له. انظر جامع الأصول،جلد (677/4).

439 هذا الدعاء ورد في حديث اختصام الملأ الأعلى عن معاذ (، وهو حديث صحيح لغيره. ...أخرجه أحمد في المسند (243/5)، والترمذي في كتاب التفسير، في تفسير سورة ص، رقم الحديث (3235).

Dhaka University Institutional Repository

أمرني بحب المساكين والدنو منهم وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش"(440).

قال ابن رجب رحمه الله: "قوله: "حب المساكين" هذا قد يقال: إنه من جملة فعل الخيرات، وإنما أفرده بالذكر لشرفه وقوة الاهتمام به، كما أفرد أيضا ذكر حب الله تعالى، وحب من يحبه، وحب عمل يبلغه إلى حبه، وذلك أصل فعل الخيرات كلها. وقد يقال: إنه طلب من الله عزوجل أن يرزقه أعمال الطاعات بالجوارح وترك المنكرات بالجوارح، وأن يرزقه ما يوجب له ذلك، وهو حبه وحب من يحبه وحب عمل يبلغه حبه. فهذه المحبة بالقلب موجبة لفعل الخيرات بالجوارح، ولترك المنكرات بالجوارح، وسأل الله تعالى أن يرزقه المحبة فيه، فقد تضمن هذا الدعاء: سؤال حب الله عزوجل، وحب أحبابه، وحب الأعمال التي تقرب من حبه والحب فيه، وذلك مقتضى فعل الخيرات كلها. وتضمن ترك المنكرات والسلامة من الفتن وذلك يتضمن اجتناب الشر كله، فجمع هذا الدعاء طلب خير الدنيا والآخرة. والمقصود أن حب المساكين اصل الحب في الله تعالى؛ لأن المساكين ليس عندهم من الدنيا ما يوجب محبتهم لأجله، فلا يحبون إلا لله عزوجل. والحب في الله من أوثق عرى الإيمان(441).ومن علامات ذوق حلاوة الإيمان(442).وهو صريح الإيمان وهو أفضل الإيمان وهذا كله مروي عن النبي(" أنه وصف به الحب في الله تعالى")(443) وقال رحمه الله: "اعلم أن محبة المساكين لها فوائد كثيرة :

١- منها أنها توجب اخلاص العمل لله عزوجل: لأن الإحسان إليهم لمحبتهم لا يكون إلا لله عزوجل، لأن نفعهم في الدنيا لا يرجى غالبا، فأما من أحسن إليهم ليمدح بذلك فما أحسن إليهم حبا لهم بل حبا لأهل الدنيا وطلبا لمدحهم له بحب المساكين.

---

440 حديث حسن. ...أخرجه أحمد في المسند (159/5)، والطبراني في الصغير (48/2 رقم الحديث 758 الروض الداني).

441 يشير رحمه الله إلى حديث: "أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله"، وهو حديث حسن لغيره، عن البراء (. أخرجه أبوداود الطيالسي في مسنده ص101، وأحمد في مسنده (286/4) بلفظ: "أوسط عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله". ...والحديث حسنه لغيره الألباني في السلسلة الصحيحة ، رقم الحديث (998)، و (1728).

442 يشير إلى حديث صحيح عن أنس....أخرجه البخاري في كتاب الإيمان حديث رقم (16)، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، حديث رقم (43)، ولفظه عند مسلم: "عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه".

443 اختيار الأولى في شرح اختصام الملأ الأعلى/ لأبي الفرج زين الدين عبدالرحمن (ابن رجب) (ت795هـ)/ تحقيق وتخريج محمد بشير العيون/ مكتبة المؤيد 1405هـ/ ص(74-75).

Dhaka University Institutional Repository

٢- ومنها أنها تزيل الكبر: فإن المستكبر لا يرضى مجالسة المساكين، كما جاء عن رؤساء قريش والأعراب(444) ومن حذا حذوهم من هذه الأمة ممن تشبه بهم حتى إن بعض علماء السوء كان لا يشهد الصلاة في جماعة خشية أن تزاحمه المساكين في الصف، ويمنع بسبب هذا الكبر خيرا كثيرا جدا، فإن مجالس الذكر والعلم تقع فيها كثيرا مجالسة المساكين، فإنهم أكثر هذه المجالس، فيمتنع المستكبر من هذه المجالس بتكبره، وربما كان المسموع منه الذكر والعلم من جملة المساكين فيأنف أهل الكبر من التردد في مجلسه لذلك، فيفوتهم خير كثير.

٣- ومنها أنه يوجب صلاح القلب وخشوعه: وفي المسند عن أبي هريرة أن رجلا شكى إلى رسول الله قسوة قلبه، فقال له:إن أحببت أن يلين قلبك فاطعم المسكين،وامسح رأس اليتيم"(445).

٤- ومنها أن مجالسة المساكين توجب رضى من يجالسهم برزق الله، وتعظم عنده نعمة الله عزوجل عليه بنظره في الدنيا إلى من دونه، ومجالسة الأغنياء توجب التسخط بالرزق، ومد العين إلى زينتهم، وماهم فيه. وقد نهى الله عزوجل نبيه.عن ذلك فقال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى(446).وقال النبي: "انظروا إلى من دونكم و لاتنظروا إلى من فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم"(447).

الأحكام المتعلقة بالفقر

وفيه المباحث التالية: كما مذكورة فى التالية:

الشيطان يعدنا الفقر

قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه،واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم(448). في هذه الآية الوقفات، التالية:

الأولى: قوله:(الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء) استئناف والتقدير:(انفقوا من طيبات ما كسبتم)؛لأن الشيطان يصد الناس عن اعطاء خيار أموالهم ويغريهم بالشح،أو باعطاء الرديء

444 يشير رحمه الله إلى قوله تعالى: {ولاتطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الله..} الأنعام:52، وقوله تعالى: {ولاتطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا} الكهف:28، وماجاء في سبب نزولهما.

445 حديث ضعيف عن أبي هريرة ، بذكر المسكين. ...أخرجه أحمد في المسند، جلد (263/2) .

446 القرآن المجيد،سورة طه، رقم السورة20،رقم الآية (131).

447 حديث صحيح عن أبي هريرة (....أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب لينظر إلى من هو أسفل منه، حديث رقم (6490)، ومسلم في كتاب الزهد، رقم الحديث(2963).

448 القرآن المجيد،سورة البقرة، رقم السورة2،رقم الايتين (267-268).

Dhaka University Institutional Repository

الخبيث، ويخوفهم من الفقر إن اعطوا بعض مالهم(449). والمعنى: إن الشيطان يحملكم على أن تنفقوا الرديء من أموالكم، يخوفكم الفقر باعطاء الجيد(450). والفحشاء: الخصلة الفحشاء، ومنها البخل وترك الصدقات. وقيل: المراد: سائر المعاصي(451). والفحشاء: اسم لفعل أو قول شديد السوء، يستحق الذم عرفا أو شرعا. مشتق من الفحش بضم الفاء وسكون الحاء، وهو تجاوز الحد. وخصه الاستعمال بالتجاوز في القبيح. والمعنى في الآية: يأمركم الشيطان بفعل القبيح. وهو ارتقاء في التحذير من الخواطر الشيطانية التي تدعو إلى الأفعال الذميمة. وليس المراد بالفحشاء البخل؛ لأن لفظ الفحشاء لا يطلق على البخل، وإن كان البخيل يسمى فاحشا(452). وقدم الوعد بالفقر على الأمر بالفحشاء؛ لأنه بالوعد يحصل الاطمئنان إليه فإذا اطمأن إليه وخاف الفقر تسلط عليه بالأمر، إذ فيه استعلاء على المأمور(453).

الثانية: في الآية أن منع الصدقة والبذل إنما هو استجابة للشيطان، فهذا يشعر بضعف الإيمان، وأنه يجره – إلا أن يشاء الله تعالى – إلى التكذيب والوقوع في الفحشاء. وفيها أن بذل الصدقة والعطاء طريق الجنة، قال تعالى: فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى(454). وفيها التنبيه إلى لطيفة، وهي: أن الشيطان لا يستطيع أن يأمر بالفحشاء مباشرة، إنما يتوصل إلى ذلك بالتخويف من الفقر، وذلك لأن الفحشاء تجاوز الحد في القبيح، وهذا معلوم ذمة عند كل أحد، فالشيطان لا يمكنه تحسين الفحشاء إلا بتقديم تلك المقدمة(455).

الثالثة: قوله تعالى: (والله يعدكم مغفرة منه وفضلا)، فيه أن البذل والعطاء على الوجه المرغب فيه شرعا من أسباب المغفرة، وقد قال: "الصدقة تطفيء الخطيئة"(456).

---

449 التحرير والتنويرمن التفسير / لمحمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، 1984م. جلد (59/3).

450 معاني القران وإعرابه (تفسير الزجاج) / لأبي إسحاق الزجاج (ت311هـ)/ تحقيق عبد الجليل عبده شلبي/ عالم الكتب/ الطبعة الأولى 1408هـ. (350/1-351)، ونقله في زاد المسير،جلد (323/1).

451 روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني(تفسير الألوسي)/ لأبي الفضل شهاب الدين محمود الألوسي (ت1270هـ) ، دار الفكر سنة 1498هـ. جلد (40/3).

452 التحرير والتنويرمن التفسير / لمحمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، 1984م. (60/3)، وانظر ما يساعده في البحر المحيط ،جلد (319/2).

453 روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني(تفسير الألوسي)/ لأبي الفضل شهاب الدين محمود الألوسي (ت1270هـ)، دار الفكر سنة 1498هـ. جلد (40/3).

454 القران المجيد،سورة الليل، رقم السورة92،رقم الآيات(5-11).

455 التفسير الكبير(تفسير الرازي) / لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت606هـ)، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة. ،جلد (65/7)، وقارن بتفسير الخازن،جلد (198/1).

456 حديث حسن لغيره..... والجملة هذه من حديث عن معاذ بن جبل (....أخرجه أحمد في المسند (231/5)، والترمذي في كتاب الإيمان باب حرمة الصلاة، حديث رقم (2619)، وابن ماجة في كتاب الفتنة، باب كف اللسان في الفتنة، رقم الحديث (3973).

Dhaka University Institutional Repository

الرابعة: في الآية أن لمات الشيطان على ابن آدم ايعاد بالشر، وتكذيب بالحق. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء) الآية"(457).

الخامسة: تضمنت الآية التنفير عن الانفاق من الخبيث الرديء، وعن ترك الانفاق خشية الفقر، بأساليب منها:

- ❖ تصدير الآية باسم الشيطان، ليؤذن بذم الحكم الذي سيق له الكلام، وشؤمه لتحذير المسلمين منه، ولأن في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلى قوة الحكم وتحقيقه.
- ❖ المقابلة بين وعد الشيطان ووعد الله تعالى.
- ❖ تسمية اغراء الشيطان – على تيمم الخبيث منه للتصدق به – أمرا، والمعنى: يغريكم بها إغراء الآمر، فمن استجاب للشيطان استجاب لأمره، فهو قد رضي باستعلاء الشيطان عليه، وهذا فيه تنفير عن الاستجابة لإغراء الشيطان.
- ❖ تسمية إغراء الشيطان: فحشاء. وهذا فيه تنفير عن متابعته.

الله الغني والناس فقراء

قال الله تبارك وتعالى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير(458).وقال الله تبارك وتعالى فى اية اخرى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد(459).وقال الله تبارك وتعالى فى آية اخرى: ومن بخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء(460).والفقر المذكور هنا هو الفقر الذاتي في الناس إلى الله تعالى، يستوي فيه الغني منهم لكثرة العرض، مع الفقير لقلة العرض. قال السمرقندي (ت375هـ) رحمه الله: "أنتم الفقراء إلى الله في رزقه ومغفرته، (والله هو الغني الحميد) الغني عن عبادتكم، الحميد في فعاله وسلطانه، وهذا كما قال في آية أخرى: (والله الغني وأنتم الفقراء)(461).لأن كل واحد يحتاج إليه، لأن أحدا لا يقدر أن يصلح أمره إلا بالأعوان. والأمير مالم يكن له خدم وأعوان لا يقدر على الإمارة،

---

457 حديث صحيح.....أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب ومن سورة البقرة، حديث رقم (2988)، واللفظ له، وابن حبان (الإحسان 278/3، رقم الحديث 998).

458 القرآن المجيد،سورة القصص، رقم السورة28،رقم الآية(24).

459 القرآن المجيد،سورة فاطر، رقم السورة35،رقم الآية (15).

460 القرآن المجيد،سورة محمد، رقم السورة47،رقم الآية (38).

461 القرآن المجيد،سورة محمد، رقم السورة47،رقم الآية (38).

Dhaka University Institutional Repository

وكذلك التاجر يحتاج إلى المكارين، والله عزوجل غني عن الأعوان وغيره"(462).قال الغزالي رحمه الله: "اعلم أن الفقر عبارة عن فقد ما هو محتاج إليه. أما فقد ما لا حاجة إليه فلا يسمى فقرا. وإن كان المحتاج إليه موجودا مقدورا عليه لم يكن المحتاج فقيرا. وإذا فهمت هذا لم تشك في أن كل موجود سوى الله تعالى فهو فقير؛ لأنه محتاج إلى دوام الوجود في ثاني الحال، ودوام وجوده مستفاد من فضل الله تعالى وجوده. فإن كان في الوجود موجود ليس وجوده مستفاد له من غيره فهو الغني المطلق. و لايتصور أن يكون مثل هذا الموجود إلا واحدا، فليس في الوجود إلا غني واحد، وكل ما عداه فإنهم محتاجون إليه ليمدوا وجودهم بالدوام، وإلى هذا الحصر الإشارة بقوله تعالى: (والله الغني وأنتم الفقراء)(463).هذا معنى الفقر مطلقا"(464). وقال عبدالحق الأندلسي (ت546هـ) رحمه الله: "الإنسان فقير إلى الله تعالى في دقائق الأمور وجلائلها، لا يستغني عنه طرفة عين، وهو به مستغن عن كل واحد، والله تعالى غني عن الناس، وعن كل شيء من مخلوقاته غني على الإطلاق"(465).

وهذا المعنى يزيده بسطا الشيخ ابن سعدي رحمه الله فيقول: "يخاطب تعالى جميع الناس، ويخبرهم بحالهم، ووصفهم وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه:

- ❖ فقراء في إيجادهم، فلولا إيجاده إياهم لم يوجدوا.
- ❖ فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح، التي لولا اعداده إياهم بها لما استعدوا لأي عمل كان.
- ❖ فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة، فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لهم من الرزق والنعم شيء.
- ❖ فقراء في صرف النقم عنهم، ودفع المكاره، وإزالة الكروب والشدائد، فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم، وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم المكاره والشدائد.
- ❖ فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير.
- ❖ فقراء إليه في تألهم له وحبهم له، وتعبدهم واخلاص العبادة له تعالى؛ فلو لم يوفقهم لذلك لهلكوا، وفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم.

---

462 بحر العلوم (تفسير السمرقندي)/ لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت375هـ)/ تحقيق على محمد معوض/ دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1413هـ. جلد (84/3).

463 القرآن المجيد،سورة محمد، رقم السورة47،رقم الآية (38).

464 إحياء علوم الدين/ لمحمد بن محمد الغزالي (ت505هـ)/ وبذيله المغني عن حمل الأسفار في الأسفار/ لأبي الفضل العراقي (ت806هـ)/ دار المعرفة . جلد (190/4).

465 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ لأبي محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي (ت546هـ)/ تحقيق عبدالسلام الشافعي / دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1413هـ. جلد (434/4-435).

Dhaka University Institutional Repository

❖ فقراء إليه في تعليمهم ما لايعلمون، وعلمهم بما يصلحهم؛ فلولا تعليمه لم يتعلموا ولولا توفيقه لم يصلحوا.

❖ فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى، وبكل اعتبار سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا؛ ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه، ويتضرع له، و يسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يعينه على جميع أموره، ويستصحب هذا المعنى في كل وقت، فهذا حري بالإعانة التامة من ربه وإلهه، الذي هو أرحم من الوالدة بولدها.

والله هو الغني الحميد أي الذي له الغنى التام، من جميع الوجوه فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه، و لا يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق، وذلك لكمال صفاته وكونها كلها صفات كمال ونعوت جلال، ومن غناه تعالى أنه قد أغنى الخلق في الدنيا والآخرة، فهو الحميد في ذاته، واسمائه، وأنها حسنى، وأوصافه لكونها عليا، وأفعاله لأنها فضل وإحسان وعدل وحكمة ورحمة، وفي أوامره ونواهيه فهو الحميد على ما فيه من الصفات، وعلى ما منه من الفضل والإنعام وعلى الجزاء بالعدل وهو الحميد في غناه الغني في حمده"(466). ومنزلة الفقر من منازل "العبادة لله سبحانه"، التي يدور فيها المسلم بين (إياك نعبد وإياك نستعين). قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: "وهذا الفقر الذي يشيرون إليه لا تنافيه الجدة، ولا الأملاك؛ فقد كان رسول الله وأنبياؤه في ذروته مع جدتهم وملكهم، كإبراهيم الخليل ، كان أبا الضيفان وكانت له الأموال والمواشي، وكذلك كان سليمان وداود عليهما السلام، وكذلك كان نبينا ، كان كما قال تعالى: ووجدك عائلا فأغنى(467). فكانوا أغنياء في فقرهم، فقراء في غناهم. فالفقر الحقيقي: دوام الافتقار إلى الله في كل حال، وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه.

الفقراء الذين احصروا في سبيل الله

يقول الله تبارك وتعالى: للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس الحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم(468). معنى الآية: انفقوا على الفقراء الذين هم لفقرهم وعجزهم وضعفهم لا يستطيعون ضربا في الأرض، لطلب المعاش. ولكمال عفتهم، وصيانتهم، يحسبهم من لم يعرف حالهم أغنياء. وذكر الفقراء الذين احصروا؛ لأن فقراء المهاجرين كانوا نحو أربع مائة، لم يكن لهم مساكن في المدينة ولا عشائر؛ وكانوا قد حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله.

---

466 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / لعبدالرحمن بن ناصر السعدي/ تحقيق محمد زهري النجار/ المؤسسة السعيدية بالرياض. جلد (6/309-311).

467 القرآن المجيد ،سورة الضحى، رقم السورة93،رقم الاية (08).

468 القرآن المجيد ،سورة البقرة، رقم السورة2،رقم الاية (273).

Dhaka University Institutional Repository

فكانوا وقفا على كل سرية يبعثها رسول الله وهم أهل الصفة هذا أحد الأقوال في إحصارهم في سبيل الله. وقيل: هو حبسهم أنفسهم في سبيل الله تعالى. وقيل: حبسهم الفقر والعدم عن الجهاد في سبيل الله. وقيل: لما عادوا أعداء الله وجاهدوا في الله تعالى، احصروا عن الضرب في الأرض لطلب المعاش، فلايستطيعون ضربا في الأرض. والصحيح: أنهم لفقرهم وعجزهم وضعفهم لا يستطيعون ضربا في الأرض، ولكمال عفتهم وصيانتهم يحسبهم من لم يعرف حالهم أغنياء . وفي الآية حث وترغيب في النفقة على هؤلاء الفقراء المتصفين بهذا الوصف. وفيها أن وصف الفقر يلحق كل صاحب حاجة سواء أكان محتاجا منعه عجزه وضعفه عن السعي في الأرض والكسب، أم لا، وسواء كان متعففا عن السؤال أم لا! ووجه الدلالة مفهوم المخالفة في الآية. وليس في الآيه أن من شرط الفقر الزمانة عن الضرب في الأرض،خلافا لمن استدل بالآية على ذلك، ويتعقب هذا الاستدلال بأنه إنما يصح إذا اعتبرنا الوصف بـــ (لايستطيعون ضربا في الأرض) من باب الوصف الكاشف، الذي لا مفهوم له. وهذا غير ظاهر هنا، بل الظاهر أن له مفهوما، وهو أن من الفقراء من يستطيع ضربا في الأرض.

إن تخفوا الصدقات وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم

قال الله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير(469). جمهور المفسرين على أن المراد بـــ "الصدقات" في هذه الآية: التطوع لا الفرض؛ لأن الفرض اظهاره أفضل من كتمانه، والتطوع كتمانه أفضل.... وقال قتادة رحمه الله: كل مقبول، إذا كانت النية صالحة. وصدقة السر افضل(470). وقدم البغوي رحمه الله في تفسيره، تفسير الآية بالعموم. ثم قال: "وقيل: الآية في صدقة التطوع، أما الزكاة المفروضة فالاظهار فيها أفضل، حتى يقتدي به الناس كالصلاة المكتوبة في الجماعة أفضل، والنافلة في البيت أفضل. وقيل: الآية في الزكاة المفروضة، كان الاخفاء فيها خيرا على عهد رسول الله أما في زماننا فالاظهار أفضل حتى لا يساء به الظن"(471). قلت: وعلى القول الذي ذهب إليه الجمهور يكون ذكر (الفقراء) في الآية عنوانا على أهل الحاجة والفاقة مطلقا، فيشمل المساكين. وعلى القول بعموم الآية للفرض والنفل من الصدقة، يكون قوله: {الفقراء} عنوانا على مصارف الزكاة لا حصرا، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن

---

469 القرآن المجيد،سورة البقرة، رقم السورة2،رقم الآية (271).

470 الوسيط في تفسير القرآن المجيد (الوسيط للواحدي) / لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت468هـ)/ تحقيق علي محمد معوض وزملائه/ دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1415هـ. جلد (385/1).

471 معالم التنزيل (تفسير البغوي) / لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت516هـ)/ تحقيق خالد العك/ وزميله/ دار المعرفة/ الطبعة الأولى 1406هـ. جلد (258/1).

Dhaka University Institutional Repository

النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم". فقوله: "أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"، ليس المراد منه حصر مصارف الزكاة في الفقراء، إنما ذكرهم عنوانا عليها، تأمل! ومما جاء في الترغيب في اخفاء الصدقة: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه"(472).وجاء في حديث آخر، عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة"(473).قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله بعد اخراجه لهذا الحديث: "ومعنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب لأن الذي يسر العمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه من علانيته". وقد ذكر أهل العلم وجوها لاخفاء الصدقة وفضله، ووجوها لاظهار الصدقة - فمن وجوه اخفاء الصدقة:

- ❖ أنها تكون أبعد عن الرياء والسمعة.
- ❖ أنه إذا أخفى صدقته لم يحصل له بين الناس شهرة ومدح وتعظيم؛ فكان ذلك يشق على النفس؛ فوجب أن يكون أكثر ثوابا.
- ❖ ماجاء في القرآن العظيم من مدح من يخفي الصدقة ويسر بها، في قوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم،ويكفر عنكم من سيئاتكم(474).وماجاء في الحديث من فضيلة صدقة السر، أن صاحبها من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.

---

472 حديث صحيح. ...أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب الصدقة باليمين حديث رقم (1423)، ومسلم في كتاب الزكاة باب فضل اخفاء الصدقة، رقم الحديث (1031).

473 حديث صحيح. ...أخرجه أبوداود في كتاب الصلاة باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، حديث رقم (1333)، والترمذي في كتاب فضائل القرآن باب ماجاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجر، حديث رقم (2919)، والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب فضل السر على الجهر....والحديث قال الترمذي عنه: "حديث حسن غريب"، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي،جلد (10/3).

474 القرآن المجيد،سورة البقرة، رقم السورة2،رقم الاية (271).

Dhaka University Institutional Repository

❖ أن الاظهار يوجب الحاق الضرر بالآخذ، فيد المعطي هي العليا،ويد الآخذ هي السفلى.

ومن وجوه اظهار الصدقة:

❖ إن الانسان إذا علم أنه إذا أظهرها صار ذلك سببا لاقتداءالخلق به في اعطاء الصدقات فينتفع الفقراء بها، فلا يمتنع والحال هذه أن يكون الاظهار أفضل.

❖ ومنها أن في اظهارها نفي للتهمة.

❖ ومنها أن اظهارها يتضمن المسارعة إلى أمر الله تعالى وتكليفه، واخفاءها قد يوهم ترك الالتفات إلى أداء الواجب، أو الإبطاء.

ولي اليتيم الفقير يأكل بالمعروف

قال الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولاتأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا(475).قال القرطبي رحمه الله: "بين الله تعالى ما يحل لهم من أموالهم، فأمر الغني بالإمساك وأباح للوصي الفقير أن يأكل من وليه بالمعروف. يقال: عف الرجل عن الشيء واستعف إذا أمسك. والاستعفاف عن الشيء تركه، ومنه قوله تعالى:وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا(476).والعفة: الامتناع عما لا يحل، ولا يجب فعله"(477).وجاء في الحديث الشريف،عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) "أنها نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف"(478).وجاء في حديث آخر، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:"أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم قال: "كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل"(479).قوله: "ولامبادر" بالدال المهملة، أي: و لامسارع ولامسابق بلوغ اليتيم بإنفاق ماله. قوله: "ولامتأثل" أي: ولامتخذ منه أصل مال. ومنطوق الحديث أيده مفهوم وقياس، وهو التالي:

---

475 القران المجيد،سورة النساء، رقم السورة4،رقم الاية (06).

476 القران المجيد،سورة النور، رقم السورة24،رقم الاية (33).

477 الجامع لأحكام القران (تفسير القرطبي)/لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي، (ت671هـ)، تصحيح/ أحمد عبد العليم البردوني، وزملائه، الطبعة الثانية 1372هـ. جلد (4/5).

478 أثر صحيح. ...أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف..)، حديث رقم (4575)، ومسلم في كتاب التفسير ، رقم الحديث(3019).

479 حديث حسن....أخرجه النسائي في كتاب الوصايا باب مالوصي من مال اليتيم إذا قام عليه، وأبوداود في كتاب الوصايا، باب ماجاء فيما لولي اليتيم أن يناال من مال اليتيم و النساء، حديث رقم (2872)، وابن ماجة في الوصايا، باب قوله: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}، حديث رقم (2718)...والحديث حسنه محقق جامع الأصول (641/11)، ونقل تقويته عن ابن حجر في الفتح.

Dhaka University Institutional Repository

1. قوله تعالى: (ولا تأكلوها اسرافا) مشعر بأن له الأكل منه من غير اسراف بقدر الحاجة.
2. قوله تعالى: (من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) المراد منه: نهي ولي اليتيم عن الانتفاع بمال اليتيم بلا استعفاف، و إذا كان كذلك؛ لزم أن يكون قوله: (ومن كان فقيرا...) إذنا للوصي في أن ينتفع بمال اليتيم بمقدار الحاجة.
3. قوله: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) يدل على أن مال اليتيم قد يؤكل ظلما، وقد يؤكل بغير ظلم، وهذا يدل على أن للوصي إذا كان فقيرا أن يأكل من مال اليتيم بغير ظلم.
4. أن الوصي لما تكفل باصلاح مهمات الصبي وجب أن يتمكن من أن يأكل من ماله بقدر عمله قياسا على الساعي في أخذ الصدقات وجمعها، فإنه يضرب له في تلك الصدقات بسهم.

العدل مع الغني والفقير

قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا(480). في الآية الوقفات التالية لتفسيرها:

الأولى: شهادتكم على أنفسكم. وشهادة المرء على نفسه: إقراره على نفسه بالحقوق عليها. ثم ذكر تعالى الوالدين لوجوب برهما وعظم قدرهما، ثم ثنى بالأقربين إذ هم مظنة المودة والتعصب، فكان الأجنبي من الناس أحرى أن يقام عليه بالقسط ويشهد عليه، فجاء الكلام في السورة في حفظ حقوق الخلق في الأموال(481).

الثانية: قوله تعالى: (إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما) فيه اضمار وهو اسم كان، أي إن يكن الطالب أو المشهود عليه غنيا فلا يراعي لغناه ولايخاف منه، وإن يكن فقيرا فلا يراعى إشفاقا عليه (فالله أولى بهما)، أي فيما اختار لهما من الغنى أو الفقر(482).

الثالثة:ويدخل في هذا أن لا يضيع حق الفقير،فلا يشهد معه الشهادة في حقه،بسبب فقره،وقلة شأنه.

---

480 القران المجيد،سورة النساء، رقم السورة4،رقم الاية (13).

481 الجامع لأحكام القران (تفسير القرطبي)/لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي، (ت671هـ)، تصحيح/ أحمد عبد العليم البردوني، وزملائه، الطبعة الثانية 1372هـ. ،جلد (410/5).

482 زاد المسير في علم التفسير / لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت597هـ)، تحقيق زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة 1404هـ. ،جلد (222/2)، وتفسير القرطبي،جلد (413/5).

Dhaka University Institutional Repository

الرابعة: وقوله تعالى: (قوامين) فيه طلب المداومة على العدل وطلب القسط، إذ قوام من القيام للشيء، وهو المراعاة للشيء، والحفظ له(483).

الفقير من مصارف الزكاة

قال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم(484). في الآية وقفات لتفسيرها، وهي التالية:

الأولى: (إنما) تدل على الحصر؛ فالآية تفيد حصر مصارف الزكاة في الأصناف المذكورة. وفيه دلالة على تحديد كل صنف، فلا يقال: (في سبيل الله) يشمل كل أوجه الخير والمصالح العامة، إذ هذا خلاف مفهوم الحصر المستفاد من (إنما)! قال في "الكشاف": "(إنما الصدقات للفقراء) قصر لجنس الصدقات على الأصناف المعدودة، وأنها مختصة بها لا تتجاوزها إلى غيرها، كأنه قيل: إنما هي لهم لا لغيرهم... فيحتمل أن تصرف إلى الأصناف كلها، وأن تصرف إلى بعضها، وعليه مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، وعن حذيفة وابن عباس ، وغيرهما من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أنهم قالوا: في أي صنف منها وضعتها أجزأك. وعن سعيد بن جبير: لو نظرت إلى أهل بيت من المسلمين فقراء متعففين فجبرتهم بها كان أحب إليّ. وعند الشافعي لا بد من صرفها إلى الأصناف الثمانية. وعن عكرمة: أنها تفرق في الأصناف الثمانية. وعن الزهري: إنه كتب لعمر بن عبدالعزيز تفريق الصدقات على الأصناف الثمانية".

الثانية: الأصناف المذكورة ثمانية، أربعة منها مذكورة بحرف اللام الذي يفيد الاختصاص والتملك والاستحقاق، وهي الأربعة الأولى، وأربعة منها مذكورة بحرف (في) الذي يفيد الظرفية والوعاء، دون إفادة معنى التملك.

الثالثة: ويفيد تقديم الفقير والمسكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم مع اقترانهم بحرف اللام، يفيد شدة استحقاقهم للصدقة، مع تملكهم لها، بخلاف الأصناف الأربعة بعدهم فهم يستحقون الزكاة، ولكنهم لا يملكونها؛ إذ الرقاب تدفع الصدقة لفك رقهم، والغارمين تدفع الصدقة لهم لسد عجزهم عن الدين الذي ركبهم، أو لسد ما اصابهم من نقص، وفي سبيل الله تدفع الصدقة لعدة الجهاد، وابن السبيل تدفع الصدقة في ارجاعه إلى وطنه وبلده(485).

---

483 المفردات في غريب القران (مفردات الراغب)، لحسين بن محمد الراغب الأصفهاني (ت502هـ)، تحقيق محمد سيد الكيلاني، دار المعرفة، بيروت. ص(416).

484 القرآن المجيد،سورة التوبة، رقم السورة9،رقم الآية (60).

485 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (تفسير الزمخشري) / لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت538هـ)/ ويليه "الكافي الشافي" لابن حجر/ دار المعرفة/ بيروت. (159/2)، حاشية ابن المنير على الكشاف ،جلد (159/2).

Dhaka University Institutional Repository

الرابعة: وفي تغاير الحرفين المذكورين (اللام) و (في) بيان أن التقدير في الآية: "إنما الصدقات مصروفة..."؛ غذ هذا التقدير يكتفى به في الحرفين، تقول الصدقات مصروفة للفقراء... وفي الرقاب.."

إطعام البائس الفقير جاء في شريعة إبراهيم

قال الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها واطعموا البائس الفقير(486). قال في "التحرير والتنوير"(487): "الأمر بالأكل منها يحتمل أن يكون أمر وجوب في شريعة إبراهيم عليه السلام، فيكون الخطاب في قوله: (فكلوا) لإبراهيم ومن معه".

الهدي يطعم منه البائس الفقير

قال الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها واطعموا البائس الفقير(488). في تفسير الآية وقفات، وهي التالية:

الأولى: الآية ظاهرة في الهدي الذي يذبحه الحاج؛ لاجماع العلماء أن للمضحي أن يذبح أضحيته في أي مكان شاءه من أقطار الدنيا، و لايحتاج في التقرب بالأضحية إلى اتيانهم مشاة وركبانا، من كل فج عميق(489).

الثانية: قوله : (فكلوا منها) الضمير في قوله: (منها) راجع إلى بهيمة الأنعام المذكورة قبلها في قوله تعالى: (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام).

الثالثة: وهنا ذكر (بهيمة الأنعام) فعمم، وفي الآية التي ستأتي في السورة نفسها، ذكر البدن فأفردها بالذكر، قال الله تبارك وتعالى: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله) (490). وهنا ذكر :

---

486 القران المجيد،سورة الحج، رقم السورة22،رقم الايات (26-28).

487 روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني(تفسير الالوسي)/ لأبي الفضل شهاب الدين محمود الألوسي (ت1270هـ) ، دار الفكر سنة 1498هـ. جلد (407/17).

488 القران المجيد،سورة سورة الحج، رقم السورة22،رقم الآية (26-28).

489 أضواء البيان في إيضاح القران بالقران(دفع إيهام الاضطراب) / لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي/ وفي آخره تتمة أضواء البيان لعطية سالم، ورسالة منع جواز المجاز، ورسالة دفع إيهام الاضطراب كلاهما للشيخ محمد الأمين الشنقيطي/ مطبعة المدني/ الطبعة الأولى1386هـ/ على نفقة محمد عوض بن لادن. جلد (630/5).

Dhaka University Institutional Repository

(البائس الفقير) فعمم؛ إذ يشمل هذا كل محتاج، وفي الآية التي ستأتي في السورة نفسها، ذكر (القانع والمعتر) فأفردهما بالذكر، وهذا من باب ذكر بعض أفراد العام، للتصريح بدخوله في العام، وهو لا يفيد التخصيص(491).

الرابعة: في المراد من البائس الفقير. قال في "المحرر الوجيز"(492): "البائس الذي قد مسه ضر الفاقة وبؤسها. يقال: باس الرجل يبؤس. وقد يستعمل فيمن نزلت به نازلة دهر، وإن لم تكن فقرا...، والمراد في هذه الآية أهل الحاجة"- قال ابن عاشور رحمه الله: "البائس الذي أصابه البؤس وهو ضيق المال وهو الفقير. هذا قول جمع من المفسرين. وفي الموطأ في [كتاب الصيد] باب مايكره من أكل الدواب: "قال مالك: سمعت أن البائس هو الفقير".

الأضحية يطعم منها القانع والمعتر

قال الله تبارك وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين(493). في تفسير الآية قال مجاهد: "سميت البدن لبدنها. والقانع: السائل. والمعتر: الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير. وشعائر: استعظام البدن واستحسانها. والعتيق: عتقه من الجبابرة. ويقال: وجبت: سقطت إلى الأرض، ومنه وجبت الشمس"(494). قال مالك رحمه الله: "وسمعت أن ... المعتر: هو الزائر. ... والقانع: هو الفقير أيضا"(495). قال في "المحرر الوجيز"(496):"القانع السائل. يقال: قنع الرجل يقنع قنوعا، إذا سأل. بفتح النون في الماضي. وقنِع بكسر النون يقنع قناعة فهو قنِع، إذا تعفف واستغنى. قاله الخليل، ومن الأول قول الشماخ: مفاقره أعف من القنوع لمال المرء يصلحه فيغني - فحرروا القول من أهل العلم قالوا: (القانع) السائل. و (المعتر) المتعرض من غير سؤال، قاله محمد بن كعب القرظي، ومجاهد،

---

490 القران المجيد،سورة الحج، رقم السورة22،رقم الاية(36).

491 أضواء البيان في إيضاح القران بالقران(دفع إيهام الاضطراب) / لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي/ وفي آخره تتمة أضواء البيان لعطية سالم، ورسالة منع جواز المجاز، ورسالة دفع إيهام الاضطراب كلاهما للشيخ محمد الأمين الشنقيطي/ مطبعة المدني/ الطبعة الأولى1386هـ/ على نفقة محمد عوض بن لادن. مجلد (602/5).

492 الأموال،لابي عبيد القاسم بن سلام(ت224هـ)،تحقيق وتعليق/محمد خليل هراس،دار الفكر،الطبعة الثانية 1395هـ.ص(719).

493 القران المجيد،سورة الحج، رقم السورة22،رقم الايتين(36-37).

494 علقه البخاري في الجامع الصحيح، في كتاب الحج، باب ركوب البدن لقوله: {والبدن جعلناها لكم...}، وساق الآية إلى قوله: {وبشر المحسنين}، ثم علق قول مجاهد هذا.

495 الموطأ، كتاب الصيد، باب مايكره من أكل الدواب.

496 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ لأبي محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي (ت546هـ)/ تحقيق عبدالسلام الشافعي / دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1413هـ. مجلد (123/4).

Dhaka University Institutional Repository

وإبراهيم، والكلبي، والحسن بن أبي الحسن.وعكست فرقة هذا القول. حكى الطبري عن ابن عباس أنه قال: (القانع): المستغني بما أعطيه. و (المعتر): المعترض.وحكى عنه قال: (القانع) المتعفف. و (المعتر) السائل. وحكى عن مجاهد أنه قال: (القانع): الجار وإن كان غنيا. وقرأ أبورجاء: "القنع" فعلى هذا التأويل، معنى الآية: اطعموا المتعفف الذي لا يأتي متعرضا والمتعرض".

أنكحوا الأيامى والصالحين إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله

قال الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم(497). في تفسير الآية الوقفات التالية:

الأولى: معنى الآية: زوجوا أيها المؤمنون من لازوج له من أحرار رجالكم ونسائكم، ومن كان فيه صلاح من غلمانكم وجواريكم، وهذا الأمر ندب واستحباب. قال الطبري رحمه الله: "يقول تعالى ذكره: وزوجوا أيها المؤمنون من لازوج له من أحرار رجالكم، ونسائكم، ومن أهل الصلاح من عبيدكم ومماليككم. ... (إن يكونوا فقراء) يقول: إن يكن هؤلاء الذين تنكحونهم من أيامى رجالكم ونسائكم وعبيدكم وإمائكم أهل فاقة وفقر فإن الله يغنيهم من فضله، فلا يمنعنكم فقرهم من انكاحهم. ثم ساق بسنده عن ابن عباس (قال في تفسير الآية: "أمر الله سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه، وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم ووعدهم في ذلك الغنى، فقال: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) "(498). وبسنده عن ابن مسعود (قال: "التمسوا الغنى في النكاح يقول الله: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) "(499). قال الطبري: وقوله: (والله واسع عليم) يقول جل ثناؤه: والله واسع الفضل جواد بعطاياه، فزوجوا إماءكم فإن الله واسع يوسع عليهم من فضله، وإن كانوا فقراء. (عليم) يقول: هو ذو علم بالفقير منهم والغني،لا يخفى عليه حال خلقه في شيء وتدبيرهم"(500).

الثانية: قال القرطبي رحمه الله: "(إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) أي لا يمتنعوا عن التزويج بسبب فقر الرجل والمرأة، إن يكونوا فقرا ء يغنهم الله من فضله"(501). وقد جاء في السنة ما يرشد إلى أن الفقر لا ينبغي أن يكون مانعا من التزويج. عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: "مر

---

497 القرآن المجيد،سورة النور، رقم السورة24،رقم الاية (32).

498 وقد أورد الألباني في السلسلة الصحيحة تحت رقم (2487) معناه مرفوعا عن ابن عباس بلفظ: "التمسوا الرزق بالنكاح".

499 في سند الطبري لهذا الأثر "حسن أبوالحسن" قال في لسان الميزان (364/6): "مجهول". انظر تخريج الأحاديث والآثار في تفسير ابن جزي الكلبي،جلد (992/2).

500 جامع البيان عن تأويل القرآن (تفسير الطبري) / أحمد بن جرير الطبري (ت310هـ)، دار الفكر، بيروت، 1405هـ. (125/18- 126) باختصار.

501 الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)/لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي، (ت671هـ)، تصحيح/ أحمد عبد العليم البردوني، وزملائه، الطبعة الثانية 1372هـ .جلد (241/12).

Dhaka University Institutional Repository

رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا ؟ فقال: رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال:يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا"(502).

الثالثة: نبه سبحانه إلى أن الفقر ليس بمانع من النكاح، كما نبه سبحانه في قوله تعالى: (وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم) التوبة:28، نبه على أن الفقر ليس بمانع للنكاح، وعلى أن الفقر ليس بسبب النكاح؛ إذ كل ذلك بمشيئة الله سبحانه، فكم من أعزب فقير! وكم من كثير الولد غني! وإنما يقدر الغنى والفقر مسبب الأسباب، غير موقوف ذلك إلا على مشيئته خاصة(503).

الرابعة: في الآية أن النكاح من اسباب نفي الفقر.قال الزجاج رحمه الله: "فحث الله عزوجل على النكاح واعلم أنه سبب لنفي الفقر"(504). قال القرطبي رحمه: "هذه الآية دليل على تزويج الفقير، ولا يقول كيف أتزوج وليس لي مال؛ فإن رزقه على الله. وقد زوج النبي المرأة التي أتته تهب له نفسها لمن ليس له إلا إزار واحد، وليس لها بعد ذلك فسخ النكاح بالإعسار؛ لأنها دخلت عليه، وإنما يكون ذلك إذا دخلت على اليسار فخرج معسرا، أو طرأ الإعسار بعد ذلك؛ لأن الجوع لا صبر عليه، قاله علماؤنا"(505).

الفقير في الفيء

قال الله تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون(506).هذه الآية جاءت في سياق قوله تعالى:(وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله

---

502 حديث صحيح....أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب فضل الفقر، رقم الحديث (6447).

503 الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال (حاشية ابن المنير على الكشاف) / لناصر الدين أحمد ابن المنير الاسكندري (ت683هـ)/ بهامش "الكشاف" للزمخشري/ ويليه "الكافي الشاف"/ دار المعرفة. جلد (74/3).

504 معاني القران وإعرابه (تفسير الزجاج) / لأبي إسحاق الزجاج (ت311هـ)/ تحقيق عبد الجليل عبده شلبي/ عالم الكتب/ الطبعة الأولى 1408هـ. جلد (40/4).

505 الجامع لأحكام القران (تفسير القرطبي)/لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي، (ت671هـ)، تصحيح/ أحمد عبد العليم البردوني، وزملائه، الطبعة الثانية 1372هـ. جلد (242/12).

506 القران المجيد،سورة الحشر، رقم السورة59،رقم الآية (8).

Dhaka University Institutional Repository

وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم و لايجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم) (507).

الأحكام المتعلقة بالمسكنة

وفيه المباحث التالية:

الإحسان إلى المسكين جاء في شرائع بني إسرائيل

قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا لله حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون(508). في تفسير الآية الوقفات التالية:

الأولى: قال البغوي رحمة الله عليه: "قوله تعالى: (وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل) في التوراة. والميثاق: العهد الشديد. ... (المساكين) يعني الفقراء"(509). وذكر عبد الحق أن الميثاق المذكور في الآية "إنما هو ميثاق أخذ على بني إسرائيل وهم عقلاء في حياتهم على لسان موسى عليه السلام، وغيره من أنبيائهم عليهم السلام(510).وقال رحمه الله في قوله تعالى: (والمساكين)، قال: "جمع مسكين، وهو الذي لا شيء له؛ لأنه مشتق من السكون. وقد قيل: إن المسكين هو الذي له بلغة من العيش، وهو على هذا مشتق من السكن(511).وهذا يتضمن الحض على الصدقة والمواساة وتفقد أحوال المساكين"(512).قال ابن الجوزي رحمه الله: "(وإذ أخذنا ميثاق بني

---

507 القران المجيد،سورة الحشر، رقم السورة59،رقم الايات (6—10).

508 القران المجيد،سورة البقرة، رقم السورة2،رقم الآية (83).

509 معالم التنزيل (تفسير البغوي) / لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت516هـ)/ تحقيق خالد العك/ وزميله/ دار المعرفة/ الطبعة الأولى 1406هـ. ،جلد (90/1).

510 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ لأبي محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي (ت546هـ)/ تحقيق عبدالسلام الشافعي / دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1413هـ. (172/1). ذكر هذا في معرض تضعيفه لقول بعضهم: إن هذا الميثاق أخذ على بني إسرائيل حين أخرجوا من صلب آدم عليه السلام كالذر.

511 أي المسكنة والخضوع والذلة.

512 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ لأبي محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي (ت546هـ)/ تحقيق عبدالسلام الشافعي / دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1413هـ. ،جلد (172/1).

Dhaka University Institutional Repository

إسرائيل) هذا الميثاق مأخوذ عليهم في التوراة. ... (والمساكين) جمع مسكين، وهو مأخوذ من السكون كأن المسكين قد أسكنه الفقر".513 قال ابن عاشور رحمه الله: "والمعنى: أخذنا ميثاق الأمة الإسرائيلية على التوحيد، وأصول الإحسان، فكنتم ممن تولى عن ذلك وعصيتم شرعا اتبعتموه ... والتولي: الإعراض، وإبطال ما التزمتموه...، أي توليتم عن جميع ما أخذ عليكم الميثاق به، أي أشركتم بالله، وعبدتم الأصنام، وعققتم الوالدين، وأسأتم لذوي القربى واليتامى والمساكين، وقلتم للناس أفحش القول، وتركتم الصلاة، ومنعتم الزكاة"(514).

الثانية: هذه الآية أول آية على ترتيب المصحف فيها الحض على الإحسان إلى المساكين. وقد جاء في شرعنا الحض على الإحسان إلى المسكين مقرونا بالإحسان إلى اليتيم. عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : "الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار"(515).

الثالثة: قال أبوحيان الأندلسي رحمه الله: "هذه الآية مناسبة للآيات الواردة قبلها في ذكر توبيخ بني إسرائيل وتقريعهم وتبيين ما أخذ عليهم من ميثاق العبادة لله، وإفراده تعالى بالعبادة، وما أمرهم به من مكارم الأخلاق؛ من صلة الأرحام والإحسان إلى المساكين. والمواظبة على ركني الإسلام البدني والمالي، ثم ذكر توليهم عن ذلك ونقضهم لذلك الميثاق على عادتهم السابقة وطريقتهم المألوفة لهم"(516).

الرابعة: وقال أيضا رحمه الله: "قوله تعالى: (وذي القربى واليتامى والمساكين) معطوف على قوله: (وبالوالدين)، وكان تقديم الوالدين لأنهما آكد في البر والإحسان. وتقديم المجرور على العامل اعتناء بمتعلق الحرف، وهما الوالدان، واهتماما بأمرهما. وجاء هذا الترتيب اعتناء بالأوكد، فبدأ بالوالدين؛ إذ لا يخفى تقدمهما على كل أحد في الإحسان إليهما. ثم بذي القربى لأن صلة الأرحام مؤكدة أيضا، ولمشاركته الوالدين في القرابة، ثم باليتامى؛ لأنهم لا قدرة لهم تامة على الاكتساب، وقد جاء: "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة"(517).وغير ذلك من الآثار. ثم بالمساكين لما في الإحسان إليهم من الثواب، وتأخرت درجة المساكين لأنه يمكنه أن يتعهد نفسه

---

513 زاد المسير في علم التفسير / لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت597هـ)، تحقيق زهير الشاويش – المكتب الإسلامي – بيروت – الطبعة الثالثة 1404هـ. مجلد (1/108-109).

514 التحرير والتنوير من التفسير / لمحمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، 1984م. مجلد (1/584).

515 حديث صحيح....أخرجه البخاري في كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، حديث رقم (5353)، ومسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، رقم الحديث (2982).

516 البحر المحيط / لمحمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي (ت754هـ)، دار الفكر، الطبعة الثانية 1403هـ. جلد (1/282).

517 حديث صحيح. ...أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، حديث رقم (2983). ولفظ مسلم من طريق مالك عن ثور بن زيد الديلي قال سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة". وأشار مالك بالسبابة والوسطى.

Dhaka University Institutional Repository

بالاستخدام، ويصلح معيشته بخلاف اليتامى؛ فإنهم لصغرهم لا ينتفع بهم، وهم محتاجون إلى من ينفعهم. وأول هذه التكاليف (يعني: المذكورة في الآية) هو إفراد الله بالعبادة، ثم الإحسان إلى الوالدين، ثم إلى ذي القربى، ثم إلى اليتامى، ثم إلى المساكين، فهذه خمسة تكاليف تجمع عبادة الله، والحض على الإحسان للوالدين والمواساة لذي القربى واليتامى والمساكين. وأفرد ذي القربى لأنه أراد به الجنس، ولأن اضافته إلى المصدر يندرج فيه كل ذي قرابة"(518).

يرزق المساكين من الميراث إذا حضروا القسمة

قال الله تبارك وتعالى: وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا(519).في تفسير الآية الوقفات التالية:

الأولى: اختلف في القسمة، المذكورة في الآية، على قولين:

...أحدهما: قسمة الميراث بعد موت الموروث، فعلى هذا يكون الخطاب في قوله تعالى:

(فارزقوهم) للوارثين المالكين أمر أنفسهم، وبهذا قال الأكثرون.

...والثاني: أنها وصية الميت قبل موته، واجب عليه أن يجعل في وصيته شيئا لمن يحضر وصيته ممن لا يوصى له(520).

وعلى هذا فالأمر في الآية موجه إلى صاحب المال في الوصية أن يجعل في وصيته شيئا لمن يحضر وصيته من أولى القربى واليتامى والمساكين، غير الذين يرثون أو أوصى لهم.

الثانية: الآية على التفسير الثاني للقسمة منسوخة بآية المواريث؛ إذ كان الحال في أول الأمر وجوب الوصية قبل أن تنزل آية المواريث. وعلى التفسير الأول لاتكون الآية منسوخة، وهو المعتمد. قال القرطبي رحمه الله: "بين الله تعالى أن من لم يستحق شيئا إرثا وحضر القسمة، وكان من الأقارب أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثون أن يكرموا ولايحرموا، إن كان المال كثيرا، والاعتذار إليهم إن كان عقارا أو قليلا لا يقبل الرضخ (العطاء القليل). وإن كان عطاء من القليل ففيه أجر عظيم؛ درهم يسبق مائة ألف. فالآية على هذا القول محكمة"(521). أخرج البخاري

---

518 البحر المحيط / لمحمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي (ت754هـ)، دار الفكر، الطبعة الثانية 1403هـ. جلد (284/1)، وقارن بـ تفسير الرازي،جلد (166/3،165-167)، وتفسير الخازن،جلد (63/1).

519 القرآن المجيد،سورة النساء، رقم السورة4،رقم الآية (08).

520 زاد المسير في علم التفسير / لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت597هـ)، تحقيق زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة 1404هـ. ،جلد (91/2)، التحرير والتنوير،جلد (251/4).

521 الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)/لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي، (ت671هـ)، تصحيح/ أحمد عبد العليم البردوني، وزملائه، الطبعة الثانية 1372هـ. ،جلد (48/5-49).

Dhaka University Institutional Repository

بسنده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: "(وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين) قال: هي محكمة وليست بمنسوخة"(522).

الثالثة: اختلف من قال الآية محكمة، هل الأمر فيها للندب أو الوجوب؟ قال مجاهد وطائفة: هي على الوجوب، وهو قول ابن حزم: أن على الوارث أن يعطي هذه الأصناف ماطابت نفسه(523). وحجتهم ظاهر الأمر، وأنه يقتضي الوجوب. والأكثرون على الاستحباب(524). وقال الرازي رحمه الله: "واحتجوا بأنه لو كان لهؤلاء حق معين لبين الله تعالى قدر ذلك الحق كما في سائر الحقوق، وحيث لم يبين علمنا أنه غير واجب؛ ولأن ذلك لو كان واجبا لتوفرت الدواعي على نقله لشدة حرص الفقراء والمساكين على تقديره، ولو كان ذلك لنقل على سبيل التواتر، ولمّا لم يكن الأمر كذلك علمنا أنه غير واجب"(525). قال القرطبي رحمه الله: "والصحيح أن هذا على الندب؛ لأنه لو كان فرضا لكان استحقاقا في التركة، ومشاركة في الميراث، لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول، وذلك مناقض للحكمة وسبب للتنازع والتقاطع"(526).

الرابعة: قوله تبارك وتعالى: (فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا). عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قالَ: "إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس هما واليان وال يرث وذاك الذي يرزق ووال لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك"(527). والمعنى: إن الولي الذي ليس له حق في ميراث، ولم يوص له بشيء، يقال له قولا معروفا. فإن أعطاه الوارث من عنده على سبيل الإحسان وفعل الخير فهو مستحب. وهذا أحد أقوال أهل العلم في الآية. وقيل إذا كان الوارث صغيرا لا يتصرف في ماله، ولكن يقول وليه لمن حضر القسمة: ليس لي شيء من هذا المال، إنما هو لليتيم، فإذا بلغ عرفته حقكم. وهذا إذا لم يوصي له الميت بشيء، فإذا أوصى يصرف له ما أوصى(528). وقيل: يعطي

---

522 الجامع الصحيح للبخاري،في كتاب التفسير، باب{وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين}الآية، تحت رقم (4576).

523 فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، (242/8)، نيل المرام ص (106) .

524 زاد المسير في علم التفسير / لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت597هـ)، تحقيق زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة 1404هـ. جلد (19/2)، التحرير والتنوير ،جلد (251/4).

525 التفسير الكبير (تفسير الرازي) / لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت606هـ) ، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة. جلد (197/9).

526 الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)/لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي، (ت671هـ)، تصحيح/ أحمد عبد العليم البردوني، وزملائه، الطبعة الثانية 1372هـ. جلد (49/5).

527 أثر صحيح....أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب قول الله عزوجل: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه}، تحت رقم (2759).

528 التفسير الكبير(تفسير الرازي) / لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت606هـ)، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة. ،جلد (196/9)، وتفسير القرطبي،جلد (50/3).

Dhaka University Institutional Repository

القليل إحسانا إذا كان في قسمة الأعيان، فإذا آل الأمر إلى قسمة الأراضين والرقيق وما اشبه، قال لهم قولا معروفا، كأن يقول: أرجعوا بارك الله فيكم.

الخامسة: المساكين هم أهل الحاجة والعوز، فهو يشمل الفقراء على ما تقدم تحريره في معنى المسكين عند الإطلاق.

النفقة والإحسان أولى ما يكون للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين

قال الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم(529). وقال تبارك وتعالى في آية اخرى: واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا(530).والآية الأولى دالة على الأمر بالانفاق على هؤلاء، والترغيب فيه، وهي في النفقة التي ليست من حق المال (أعني: الزكاة)،ولا هي من حق الذات من حيث إنها ذات كالزوجة، بل هذه النفقة التي هي من حق المسلمين بعضهم على بعض لكفاية الحاجة وللتوسعة، وأولى المسلمين بأن يقوم بها أشدهم قرابة بالمعوزين منهم، فمنها واجبة كنفقة الأبوين الفقيرين، والأولاد الصغار الذين لا مال لهم إلى أن يقدروا على التكسب، أو ينتقل حق الانفاق إلى غير الأبوين، وذلك كله بحسب حاجة أمثالهم. وفي تحديد القربى الموجبة للإنفاق خلاف بين الفقهاء. فليست هاته الآية المنسوخة بآية الزكاة، إذ لا تعارض بينهما حتى تحتاج للنسخ، وليس في لفظ هاته الآية مايدل على الوجوب حتى يظن أنها نزلت في صدقة واجبة قبل فرض الزكاة(531). ويلاحظ في الآية الثانية أنه عطف الإحسان على المساكين على الإحسان بالوالدين وبذي القربى واليتامى، وجميعها معطوفة على عبادة الله وحده لا شريك له؛ فالأمر بالإحسان إلى هؤلاء جاء في الآية مقترنا بالأمر بتوحيد الله تعالى.

المسكين في كفارة اليمين

قال الله تبارك وتعالى: لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون (532). في تفسير الآية الوقفات التالية:

---

529 القران المجيد،سورة البقرة، رقم السورة2،رقم الاية (215).

530 القران المجيد،سورة النساء، رقم السورة4،رقم الاية (36).

531 التحرير والتنويرمن التفسير / لمحمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، 1984م. جلد (318/2).

532 القران المجيد،سورة المائدة ،رقم السورة5،رقم الاية (89).

Dhaka University Institutional Repository

الأولى: قوله: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. الآية تشمل الفقير مع المسكين، جريا على القاعدة المتقررة من أن لفظ المسكين والفقير إذا أطلق أحدهما شمل الآخر. قال ابن كثير رحمه الله: "يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه"(533).

الثانية: ظاهر الآية أن المطلوب إطعام عشرة مساكين من الذكور أو الإناث أو منهما، فلا يجزيء إطعام مسكين واحد لمدة عشرة أيام(534). قال ابن الجوزي رحمه الله: "ولايجوز صرف مدين إلى مسكين واحد. ولا إخراج القيمة في الكفارة، وبه قال الشافعي، وقال أبوحنيفة: يجوز. قال الزجاج: وإنما وقع لفظ التذكير في المساكين، ولو كانوا إناثا لأجزأ؛ لأن المغلب في كلام العرب التذكير"(535). قال جمال الدين القاسمي رحمه الله: "وظاهر الآية اشتراط العدد في المساكين. وقول بعضهم : إن المراد اطعام طعام يكفي العشرة مفرعاً عليه جواز اطعام مسكين واحد عشرة أيام؛ عدول عن الظاهر، لا يثبت إلا بنص"(536).

الثالثة: وله أن يملكه الطعام أو يمكنه من الطعام، قال تبارك وتعالى: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) فبأي وجه أطعمه دخل في الآية(537).قال ابن الجوزي رحمه الله: "ومن شرط صحة الكفارة تمليك الطعام للفقراء، فإن غداهم وعشاهم؛ لم يجزئه، وبه قال سعيد بن جبير، والحكم، والشافعي. وقال الثوري والأوزاعي: يجزئه، وبه قال أبوحنيفة ومالك"(538).

الرابعة: ويجزيء في الطعام أن يكون مما يأكل لا من خياره وأرفعه، ولا من أدناه وأحقره، إنما ما كان بين ذلك. ولكل بلد وزمن بحسبه(539).

الخامسة: قال جمال الدين القاسمي رحمه الله: "إطلاق (المساكين) (يعني: في آية كفارة اليمين) يشمل المؤمن والكافر الذمي والفاسق. فبعضهم أخذ بعموم ذلك. ومذهب الشافعية والزيدية: خروج

---

533 تفسير القرآن العظيم(تفسير ابن كثير) / لإسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (774هـ)، دار الفكر. جلد (89/2).

534 الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)/لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي، (ت671هـ)، تصحيح/ أحمد عبد العليم البردوني، وزملائه، الطبعة الثانية 1372هـ. جلد (278/8).

535 زاد المسير في علم التفسير / لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت597هـ)، تحقيق زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - بيروت- الطبعة الثالثة 1404هـ. جلد (413/2-414).

536 محاسن التأويل(تفسير القاسمي) / لمحمد جمال الدين القاسمي (ت1332هـ)/ تصحيح وتعليق محمد فؤاد عبدالباقي/ دار الفكر/ الطبعة الثانية 1398هـ. جلد (352/6).

537 الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)/لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي، (ت671هـ)، تصحيح/ أحمد عبد العليم البردوني، وزملائه، الطبعة الثانية 1372هـ. جلد (276/6).

538 زاد المسير في علم التفسير / لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت597هـ)، تحقيق زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - بيروت- الطبعة الثالثة 1404هـ. جلد (413/2).

539 الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)/لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي، (ت671هـ)، تصحيح/ أحمد عبد العليم البردوني، وزملائه، الطبعة الثانية 1372هـ. جلد (276/6-277).

Dhaka University Institutional Repository

الكافر بالقياس على منع صرف الزكاة إليه. وأما الفاسق فيجوز الصرف إليه مهما لم يكن في ذلك إعانة له على المنكر. ولم يجوزه الهادي"(540).

السادسة: قوله تبارك وتعالى: (أو كسوتهم) أي: كسوة عشرة مساكين. الكسوة في حق الرجال: الثوب الواحد الساتر لجميع الجسد.وفي حق النساء:أقل مايجزئهن في الصلاة(541).وقال ابن كثير رحمه الله: "وقوله تعالى: (أو كسوتهم) قال الشافعي رحمه الله: لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه واختلف أصحابه في القلنسوة هل تجزيء أم لا على وجهين. ... وهكذا حكى الشيخ أبوحامد الاسفرايني في الخف وجهين أيضا. والصحيح عدم الإجزاء. وقال مالك و أحمد بن حنبل: لابد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة كل بحسبه، والله اعلم"(542).

المسكين في كفارة قتل المحرم للصيد

قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام(543). قرأ أبوجعفر ونافع وابن عامر (كفارة) بغير تنوين (طعام) بالخفض على الإضافة. وقرأ الباقون (أو كفارة) بالتنوين (طعام) بالرفع. واتفقوا على مساكين هنا بالجمع(544). ومعنى القراءة بالتنوين في (كفارة)، والرفع في (طعام): بيان الكفارة؛ لأن الطعام هو الكفارة، ولم يضف الكفارة إلى الطعام؛ لأن الكفارة لقتل الصيد لا للطعام. ومعنى القراءة بغير تنوين في (كفارة) وبالخفض في (طعام): أن الكفارة هنا هي كفارة طعام مساكين، لا كفارة هدي ولا صيام؛ وذلك لأنه خير المكفر بين الهدي والإطعام والصيام، وجازت الإضافة إلى أحدهما ليبين من أي

---

540 محاسن التأويل(تفسير القاسمي) / لمحمد جمال الدين القاسمي (ت1332هـ)/ تصحيح وتعليق محمد فؤاد عبدالباقي/ دار الفكر/ الطبعة الثانية 1398هـ. جلد (352/6).

541 الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)/لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي، (ت671هـ)، تصحيح/ أحمد عبد العليم البردوني، وزملائه، الطبعة الثانية 1372هـ. جلد (279/6).

542 تفسير القرآن العظيم(تفسير ابن كثير) / لإسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (774هـ)، دار الفكر. جلد (90/2).

543 القرآن المجيد،سورة المائدة، رقم السورة5،رقم الآية (95).

544 المبسوط في القراءات العشر / لأبي بكر ابن مهران (ت381هـ)/ تحقيق سبيع حمزة حاكمي/ دار القبلة للثقافة الإسلامية/ جدة/ مؤسسة علوم القرآن/ بيروت/ الطبعة الثانية 1408هـ. ص164، النشر في القراءات العشر،جلد (255/2).

Dhaka University Institutional Repository

جنس تكون الكفارة، فكأنه قال: كفارة طعام، لا كفارة هدي، ولا صيام(545). وقوله تعالى: (أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) .

المسكين من مصارف الغنيمة

قال الله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبده يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير(546). في تفسير قول الله تبارك وتعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) الوقفات التالية:

الأولى: قال القرطبي رحمه الله: "إن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى: (غنمتم من شيء) مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر. ولاتقتضي اللغة هذا التخصيص، لكن عُرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع، وسمى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين: غنيمة وفيئا؛ فالشيء الذي يناله المسلمون من عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل والركاب يسمى غنيمة. ولزم هذا لاسم هذا المعنى حتى صار عرفا، والفيء مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع، وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف، كخراج الأرضين، وجزية الجماجم، وخمس الغنائم"(547).

الثانية: لم يختلف العلماء أن قوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء) ليس على عمومه، وأنه يدخله الخصوص، فمما خصصوه بجماع: سلب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام. والأسارى الخيرة فيهم إلى الإمام بلاخلاف(548).

الثالثة: نص القرآن ظاهر بأن الغنيمة تقسم إلى أخماس. أربعة أخماس للمقاتلين، والخمس يقسم إلى خمسة بنص القرآن. وهل هذا التقسيم ملزم، أو إرشاد إلى أهم من يدفع إليه؟ الجمهور على الأول. قال أبوعبد الرحمن النسائي رحمه الله: "أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال أنبأنا محبوب قال أنبأنا أبو إسحق عن شريك عن خصيف عن مجاهد قال الخمس الذي لله وللرسول كان للنبي صلى الله عليه وسلم وقرابته لا يأكلون من الصدقة شيئا فكان للنبي صلى الله عليه وسلم

---

545 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها/ لأبي محمد مكي بن أبي طالب (ت437هـ)/ تحقيق محي الدين رمضان/ مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة 1404هـ. جلد (1/418-419)، زاد المسير جلد (2/425).

546 القرآن المجيد،سورة الأنفال، رقم السورة8،رقم الآية (41).

547 الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)/لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي، (ت671هـ)، تصحيح/ أحمد عبد العليم البردوني، وزملائه، الطبعة الثانية 1372هـ. جلد (8/1-2).

548 نيل المرام من تفسير آيات الأحكام/ لمحمد صديق حسن خان/ دار المعرفة بيروت. ص(244).

Dhaka University Institutional Repository

خمس الخمس ولذي قرابته خمس الخمس ولليتامى مثل ذلك وللمساكين مثل ذلك ولابن السبيل مثل ذلك .قال أبو عبد الرحمن: قال الله جل ثناؤه:(واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل). وقوله عز وجل:(لله) ابتداء كلام لأن الأشياء كلها لله عز وجل ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء والخمس بذكر نفسه لأنها أشرف الكسب ولم ينسب الصدقة إلى نفسه عز وجل لأنها أوساخ الناس والله تعالى أعلم.

الرابعة: الخمس الذي لله ورسوله هو لمن يقوم من بعده لما جاء عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال: "لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أهله؟ قال: فقال: لا بل أهله ! قالت: فأين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده" فرأيت أن أرده على المسلمين فقالت: فأنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم"(549).

الخامسة: على الراجح كما تقدم يكون ذكر المسكين من باب التنبيه على أهم من يدفع إليهم، واسم المسكين – على الراجح – عند الاطلاق يدخل فيه الفقير، إذ المراد أصحاب الحاجة والفاقة.

المسكين من مصارف الزكاة

قال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم(550).يفهم بهذه الاية الكريمة إن الله سبحانه وتعالى يرعى الفقراء والمساكين لإعطاءهم من أموال الزكوة والصدقات.

آت ذا القربى والمسكين وابن السبيل ولا تبذر

قال الله تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولاتبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا من إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك، ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولاتبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسور(551). في تفسير الآية الوقفات التالية:

---

549 حديث صحيح لغيره. إلا قوله: " أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أهله؟ قال: فقال: لا بل أهله!" ففيه عندي نكارة؛ لمخالفته ما ثبت من قوله (: "إنا معشر الأنبياء لا نورث"....والحديث أخرجه أحمد في المسند حديث رقم (14)، وأبوبكر المروزي في مسند أبي بكر الصديق (تحت رقم (78)، وأبوداود في كتاب الإمارة باب في صفايا رسول الله (من الأموال، رقم الحديث(2973).

550 القران المجيد،سورة التوبة، رقم السورة9،رقم الاية(60).

551 القران المجيد،سورة الإسراء، رقم السورة17،رقم الايات (26–29).

Dhaka University Institutional Repository

الأولى: قال ابن عباس: "(لا تبذر): لا تنفق في الباطل. (ابتغاء رحمة): رزق"(552). قال أبومحمد عبدالحق رحمه الله: "لا يقال في المعصية (ولاتبذر)، وإنما يقال: ولاتنفق ولو باقتصاد وقوام. ولله در ابن عباس وابن مسعود فإنهما قالا: التبذير الانفاق في غير حق. فهذه عبارة تعم المعصية والسرف في المباح. وإنما نهت هذه الآية عن استفراغ الوجد فيما يطرأ أولا من سؤال المؤمنين لئلا يبقى من يأتي بعد ذلك لاشيء له أو لئلا يضيع المنفق عيالا أو نحوه. ومن كلام الحكمة: ما رأيت قط سرفا إلا ومعه حق مضيع. وهذه من آيات فقه الحال، ولايبين حكمها إلا باعتبار شخص من الناس"(553).

الثانية: استدل بالآية من منع إعطاء المال كله في سبيل الخير. ومن منع الصدقة بكل ماله (554). قلت: إطلاق القول بالمنع فيه نظر؛ إذ هو لا يتفق مع لحاق الآية في قوله: (فتقعد ملوما محسورا)، كما لا يتفق مع ما ثبت من خروج أبي بكر من جميع ماله في صدقة تطوع، وخروج عمر من نصف ماله، وإقرار الرسول لهما. ومحز القول في هذه القضية هو ما قرره ابن عطية رحمه الله في كلامه السابق. عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال:أبقيت لهم الله ورسوله.قلت:لا أسابقك إلى شيء أبدا"(555). ومن تراجم البخاري رحمه الله: "باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله". إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال:

---

552 علقه البخاري في كتاب التفسير،تفسير سورة بني إسرائيل،باب قوله تعالى:[ولقد كرمنا بني آدم]وانظر فتح الباري،جلد(394/8).

553 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ لأبي محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي (ت546هـ)/ تحقيق عبدالسلام الشافعي / دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1413هـ. مجلد (451/3).

554 الإكليل في استنباط التنزيل / لجلال الدين السيوطي (ت911هـ)، دار الكتب العلمية. ص143، محاسن التأويل،جلد(222/10).

555 حديث حسن....أخرجه أبوداود في كتاب الزكاة باب الرخصة في ذلك (الإشارة إلى ترجمة الباب قبله: باب الرجل يخرج من ماله)، حديث رقم (1678)، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في كتاب المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما، حديث رقم (3675)، والدارمي في كتاب الزكاة باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده، رقم الحديث (1660).

Dhaka University Institutional Repository

أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر"(556). قال الخطابي رحمه الله: "لم ينكر الرسول على أبي بكر الصديق خروجه من ماله أجمع؛ لما علمه من صحة نيته، وقوة يقينه، ولم يخف عليه الفتنة"(557). قال ابن قدامة رحمه الله: "والأولى أن يتصدق من الفاضل عن كفايته، وكفاية من يمونه على الدوام؛ لقوله:"خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول"(558).

وإن تصدق بما ينقص عن كفاية من تلزمه مؤنته ولاكسب له أثم؛ لقوله (: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون"(559).ولأن نفقة من يمونه واجبة والتطوع نافلة، وتقديم النفل على الفرض غير جائز. فإن كان الرجل وحده أو كان لمن يمون كفايتهم فأراد الصدقة بجميع ماله، وكان ذا مكسب أو كان واثقا من نفسه بحسن التوكل والصبر على الفقر والتعفف عن المسألة فحسن؛ لأن النبي سئل عن أفضل الصدقة فقال: "جهد من مقل إلى فقير في السر"(560).وأورد حديث عمر بن الخطاب السابق قريبا وقال: فهذا كان فضيلة في حق أبي بكر الصديق لقوة يقينه وكمال إيمانه، وكان أيضا تاجرا ذا مكسب فإنه قال حين ولي: قد علم الناس أن كسبي لم يكن ليعجز عن مؤنة عيالي، أو كما قال.

فإن لم يوجد في المتصدق أحد هذين كره له لما روى أبوداود عن جابر بن عبد الله [الأنصاري] قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب. فقال: يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فقال مثل ذلك فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يأتي أحدكم بما يملك ويقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى"؛ فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي كره من أجله الصدقة بجميع ماله، وهو أن يستكف الناس، أي: يتعرض لهم للصدقة، أي: يأخذها ببطن كفه، يقال تكفف

---

556 الجامع الصحيح للبخاري كتاب الزكاة. انظر فتح الباري،جلد (3/294-295).

557 معالم السنن (شرح سنن أبي داؤد)/ لأبي سليمان الخطابي،جلد (2/254).

558 من حديث حكيم بن حزام (، أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، رقم الحديث (1428)، ومسلم في كتاب الزكاة باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، رقم الحديث (1034) ولفظ مسلم: "عن حكيم بن حزام حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول".

559 حديث صحيح، عن عبدالله بن عمرو (، بنحوه....أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم، رقم الحديث(996)

560 حديث حسن لغيره، وهو جزء من حديث طويل لأبي ذر (....أخرجه أحمد في المسند في مسند أبي ذر)،جلد (5/179)، وفي مسند أبي أمامة (عن أبي ذر.....) ،جلد (5/265).

Dhaka University Institutional Repository

واستكف إذا فعل ذلك. وروى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا ثوبين من الصدقة ثم حث على الصدقة فطرح الرجل أحد ثوبيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "ألم تروا إلى هذا دخل بهيئة بذة فأعطيته ثوبين ثم قلت تصدقوا فطرح أحد ثوبيه، خذ ثوبك. وانتهره". ولأن الإنسان إذا أخرج جميع ماله لا يأمن من فتنة الفقر، وشدة نزاع النفس إلى ما خرج منه، فيندم فيذهب ماله ويبطل أجره، ويصير كلا على الناس.

ويكره لمن لا صبر له على الإضاقة أن ينقص نفسه من الكفاية التامة،والله اعلم"(561).

الثالثة: إذا تصدق الرجل بماله جميعه، وكان لا صبر له على الإضاقة، أو له عيال لا يصبرون على الإضاقة، فهل تجوز صدقته مع الكراهة، أو ترد؟ قال الطبري رحمه الله، وغيره: "قال الجمهور: من تصدق بماله كله في صحة بدنه وعقله، حيث لا دين عليه، وكان صبورا على الإضاقة، و لا عيال له، أو له عيال يصبرون فهو جائز، فإن فقد شيء من هذه الشروط كره. وقال بعضهم: بل ترد عليه صدقته(562). وقال آخرون: يجوز من الثلث، ويرد عليه الثلثان، وهو قول الأوزاعي ومكحول. وعن مكحول أيضا: يرد ما زاد عن النصف. قال الطبري رحمه الله: والصواب عندنا الأول من حيث الجواز، والمختار من حيث الاستحباب أن يجعل ذلك من الثلث جمعا بين قصة أبي بكر، وحديث كعب، والله اعلم"(563).

الرابعة: على التقرير السابق يكون قوله تعالى: (ولاتبذر تبذيرا) من الآية الكريمة، متعلق بقوله تعالى: (وآت ذا القربى حقه ...)؛ إذ المعنى في (ولاتبذر تبذيرا) : ولاتنفق في غير حق ولو على ذي القربى واليتامى والمساكين، والنفقة بغير حق هي التي يحصل فيها إضاعة المنفق عياله ومن يجب عليه نفقتهم. وهذا التقرير خلاف ماذهب إليه بعض أهل العلم من أنه [ليس قوله: (ولاتبذر تبذيرا) متعلقا بقوله (وآت ذا القربى حقه...) الخ؛ لأن التبذير لا يوصف به بذل المال في حقه، ولو كان أكثر من حاجة المعطى (بالفتح)(564).

المسكين في كفارة الظهار

قال الله تبارك وتعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به، والله بما تعملون

---

561 المغني (شرح مختصر الخرقي)، لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت620هـ)، نشر مكتبة الجمهورية العربية، مكتبة الكليات الأزهرية، بتقديم محمد رشيد رضا. جلد (3/83-84).

562 كما رد الرسول (صدقة الرجل في حديث أبي سعيد الخدري (الذي سبق قريبا في كلام الموفق ابن قدامة رحمه الله.

563 نقله في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، جلد (3/295).

564 التحرير والتنوير من التفسير / لمحمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، 1984م. جلد (15/78).

Dhaka University Institutional Repository

خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم(565). في تفسير هذه الآية الوقفات التالية:

الأولى: الظهار: هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، إذا أراد أن يحرمها. وكان هذا طلاق الجاهلية، وكذلك الإيلاء، فجعل الله عزوجل له كفارة، ولم يعتد به طلاقا. وأصل هذه الكلمة: أنهم أرادوا: أنت علي كبطن أمي، يعني كجماعها، فكنوا عن البطن بالظهر؛ لأنه عمود البطن، وللمجاورة. وقيل: إن إتيان المرأة وظهرها إلى السماء كان محرما عندهم، وكان أهل المدينة يقولون: إذا أتيت المرأة ووجهها إلى الأرض جاء الولد أحول، فلقصد الرجل المطلق منهم إلى التغليظ في تحريم امرأته عليه شبهها بالظهر، ثم لم يقنع بذلك حتى جعلها كظهر أمه. وإنما عدي الظهار بـــ "من"؛ لأنهم كانوا إذا ظاهروا من المرأة تجنبوها كما يتجنبون المطلقة، ويحترزون منها، فكأنما قوله: "ظاهر من امرأته" أي: احترز منها، واستوحش منها. ونظيره "ألى من امرأته" لما ضمن معنى التباعد منها عدي بـــ "من"(566).

الثانية: سبب نزول حكم الظهار. عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: "ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول: اتقي الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) إلى الفرض .

فقال: يعتق رقبة.

قالت: لا يجد!

قال: فيصوم شهرين متتابعين.

قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام!

قال: فليطعم ستين مسكينا.

قالت: ما عنده من شيء يتصدق به.

قالت: فأتي ساعتئذ بعرق من تمر قلت: يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر!

قال: قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك.

قال: والعرق ستون صاعا.

قال أبو داود: في هذا إنها كفرت عنه من غير أن تستأمره.

---

565 القرآن المجيد،سورة المجادلة، رقم السورة58،رقم الآيات (2ـ4).

566 من كلام ابن الأثير في جامع الأصول،مجلد (7/643-644).

Dhaka University Institutional Repository

قال أبو داود: وهذا [يعني: أوس بن الصامت] أخو عبادة بن الصامت(567).

الثالثة: في الآية والحديث سبب النزول أن الحكم في كفارة الظهار على الترتيب، وأن الكفارة واحدة في المظاهر يواقع قبل أن يكفر. ويؤكده ماجاء عن سلمة بن صخر البياضي: "قال كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتابع بي حتى أصبح فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليها فلما أصبحت خرجت إلى قومي أخبرتهم الخبر وقلت: امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم! قالوا: لا والله. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: أنت بذاك يا سلمة؟

المسكين من مصارف الفيء

قال الله تبارك وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب(568).يفهم من هذه الآية الكريمة ان الله سبحانه وتعالى يرعى حقوق الفقراء والمساكين باعطاء الجزء من أموال الفيء .

إسقاط حق المسكين سبب للعقوبة

قال الله تبارك وتعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون(569). في تفسير هذه الآيات الوقفات التالية:

الأولى: قال البخاري رحمه الله: "قال قتادة:(حرد): جد في أنفسهم. وقال ابن عباس: (يتخافتون): ينتجون السرار والكلام الخفي.وقال ابن عباس:(لضالون): أضللنا مكان جنتنا.وقال غيره:

---

567 حديث حسن لغيره، دون قوله: "والعرق ستون صاعا"....أخرجه أحمد في المسند (410/6)، أبوداود في تفريع أبواب الطلاق، باب في الظهار، رقم الحديث(2214)، واللفظ له وفي السند عند أبي داود عنعنة ابن إسحاق، لكنه صرّح بالتحديث عند أحمد، وذكر أبوداود للحديث روايات أخرى، واشار إلى أنها اختلفت في تحديد مقدار العرق.

568 القرآن المجيد،سورة الحشر، رقم السورة59،رقم الآية (07).

569 القرآن المجيد،سورة القلم، رقم السورة68،رقم الآيات(17ـ32).

Dhaka University Institutional Repository

(كالصريم): كالصبح انصرم من الليل والليل انصرم من النهار وهو أيضا كل رملة انصرمت من معظم الرمل والصريم أيضا المصروم مثل قتيل ومقتول"(570).

الثانية: هؤلاء أصحاب الجنة قصدوا بقطع الثمار استاط حق المساكين فعاقبهم الله باتلاف ثمارهم(571).

الثالثة: في الحديث لما ذكر الأعمى والأبرص والأقرع، وما أنعم الله به عليهم من العافية، ثم ارسل إلى كل واحد منهم مسكينا على هيئته الأولى؛ فالذي أكرم المسكين واعطاه حفظ الله عليه عافيته، وعقبه نعمته، والذي منع وبخل واستغنى واستكبر وادعى أنه ورث ما هو فيه لكابر عن كابر، صيره الله إلى ما كان عليه من الحال الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا لله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس . قال: فمسحه فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. أو قال: البقر- هو شك في ذلك إن الأبرص والأقرع قال أحدهما: الإبل. وقال: الآخر البقر . فأعطي ناقة عشراء، فقال: يبارك لك فيها. وأتى الأقرع، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال: فأعطاه بقرة حاملا وقال: يبارك لك فيها.وأتى الأعمى، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدا.فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من إبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من غنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري! فقال له: إن الحقوق كثيرة! فقال له: كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟! فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا فرد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال: قد كنت أعمى فرد الله

---

570 الجامع الصحيح للبخاري، كتاب التفسير، سورة ن والقلم. انظر فتح الباري،جلد (661/8).

571 الإكليل في استنباط التنزيل / لجلال الدين السيوطي (ت911هـ)، دار الكتب العلمية. ص(215).

Dhaka University Institutional Repository

بصري وفقيرا فقد أغناني فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك"(572).

من صفات المؤمنين أنهم يحفظون حق المسكين ومن صفات أهل النار أنهم لا يطعمون المسكين

قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون(573).وذكر الله تعالى من صفات المؤمنين أنهم ينفقون أموالهم بالليل سرا وعلانية. قال الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولا هم يحزنون(574).وبين أن إيتاء ذي القربى حقه، والمسكين حقه، وابن السبيل حقه، خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وقوله تبارك وتعالى: فأت ذا القربى حقه، والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون(575).وذكر من خصال أهل الجنة أنهم كانوا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا لوجه الله. قال الله تبارك وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا.وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا (576). وقال الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم(577). و قال الله تبارك وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم (578). والآيات تقرر أن من صفات المؤمنين اطعام المسكين والحض عليه. ففي قوله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين.

---

572 حديث صحيح... أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع، في بني إسرائيل، حديث رقم (3464) واللفظ له، ومسلم في كتاب الزهد والرقائق، رقم الحديث (2964).

573 القرآن المجيد،سورة البقرة، رقم السورة2،رقم الاية(177).

574 القرآن المجيد،سورة البقرة ،رقم السورة2،رقم الاية (274).

575 القرآن المجيد،سورة الروم، رقم السورة30،رقم الأية (38).

576 القرآن المجيد،سورة الإنسان/الدهر، رقم السورة76،رقم الايات (5- 12).

577 القرآن المجيد،سورة الذاريات، رقم السورة51،رقم الأيات(15-19).

578 القرآن المجيد،سورة المعارج، رقم السورة70،رقم الأية(24).

Dhaka University Institutional Repository

كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم (579). تعليل لكون المؤمنين في جنات وعيون. فما هو سبب كونهم في هذه الجنات والعيون؟ الجواب: (إنهم كانوا قبل ذلك محسنين) ثم بين احسانهم في الدنيا: (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم). قال الطاهر بن عاشور: "جملة (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون) بدل من جملة: (كانوا قبل ذلك محسنين) بدل بعض من كل؛ لأن هذه الخصال الثلاث هي بعض الإحسان في العمل. وهذا كالمثال لأعظم إحسانهم، فإن ماذكر من أعمالهم دالّ على شدة طاعتهم لله، ابتغاء مرضاته، ببذل أشد ما يبذل على النفس، وهو شيئان:

أولهما: راحة النفس في وقت اشتداد حاجتها إلى الراحة، وهو الليل كله، وخاصة آخره، إذ يكون فيه قائم الليل قد تعب واشتد طلبه للراحة.

وثانيهما: المال الذي تشح به النفوس غالبا. وقد تضمنت هذه الأعمال الأربعة اصلي إصلاح النفوس، وإصلاح الناس. وذلك جماع ما يرمي إليه التكليف من الأعمال؛ فإن صلاح النفس تزكية الباطن والظاهر؛ ففي قيام الليل إشارة إلى تزكية النفس باستجلاب رضى الله تعالى.وفي الاستغفار تزكية الظاهر بالأقوال الطيبة الجالبة لمرضاة الله عزوجل. وفي جعلهم الحق في أموالهم للسائلين نفع ظاهر للمحتاج المظهر لحاجته. وفي جعلهم الحق للمحروم نفع المحتاج المتعفف عن اظهار حاجته، الصابر على شدّة الاحتياج"(580). قال رحمه الله: "وحق السائل والمحروم، هو النصيب الذي يعطونه إياهما. اطلق عليه لفظ الحق؛ إما لأن الله أوجب على المسلمين الصدقة بما تيسر قبل أن يفرض عليهم الزكاة، فإن الزكاة فرضت بعد الهجرة، فصارت الصدقة حقا للسائل والمحروم. أو لأنهم الزموا بذلك أنفسهم حتى صار كالحق للسائل والمحروم.

وبذلك يتأول قول من قال: إن هذا الحق هو الزكاة. والسائل: الفقير المظهر فقره، فهو يسأل الناس. والمحروم:الفقير الذي لا يعطى من الصدقة لظن الناس أنه غيرمحتاج من تعففه عن اظهار الفقر.وهو الصنف الذي قال الله تعالى في شأنهم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف (581). وقال النبي صلى الله عليه وسلم :"ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى، ويستحي ولا يسأل الناس الحافا"(582).

قلت: الحديث الذي أشار إليه هو ما جاء عن أبي هريرة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان و لا اللقمة ولا اللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف،

---

579 القرآن المجيد،سورة الذاريات، رقم السورة70،رقم الايات(15-19).

580 التحرير والتنويرمن التفسير / لمحمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، 1984م. جلد (26/348-349).

581 القرآن المجيد،سورة البقرة، رقم السورة2،رقم الاية (273).

582 التحرير والتنويرمن التفسير / لمحمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، 1984م. جلد(26/351).

Dhaka University Institutional Repository

واقرءوا إن شئتم: (قال أحد رواة السند وهو ابن أبي مريم:) يعني قوله: (لا يسألون الناس الحافا)"(583). وفي رواية: "ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس"(584).

وفي رواية: "ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي، أولا يسأل الناس الحافا"(585).وقد جاء في السنة مدح المسلم الذي يأخذ المال بحقه ويضعه في حقه، فيعطي منه المسكين واليتيم وابن السبيل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال: "إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله أوياتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك! فرأينا أنه ينزل عليه قال: فمسح عنه الرحضاء فقال: أين السائل؟ وكأنه حمده فقال: "إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت وإن هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة"(586). وفي رواية: "إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض قيل وما بركات الأرض قال زهرة الدنيا فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه ثم جعل يمسح عن جبينه فقال أين السائل قال أنا قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع ذلك قال لا يأتي الخير إلا بالخير إن هذا المال خضرة حلوة وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع"(587).

إطعام المسكين عقبة (مجاهدة للنفس)

---

583 حديث صحيح. ...أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب {لا يسألون الناس الحافا}، رقم الحديث(4539).

584 أخرجها البخاري في كتاب الزكاة باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس الحافا}، وكم الغنى، رقم الحديث(1479).

585 أخرجها البخاري في الموضع السابق نفسه، رقم الحديث (1476).

586 حديث صحيح....أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب الصدقة على اليتامى حديث رقم (1465)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، رقم الحديث(1052).

587 أخرجها البخاري في الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، رقم الحديث (6427).

Dhaka University Institutional Repository

قال الله تبارك وتعالى: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. أو مسكينا ذا متربة (588). المعنى: لم يقتحم هذا الإنسان الذي ينفق ماله في الشهوات والمعاصي العقبة، ولم يعبر عليها؛ لأنه متبع لهواه. وهذه العقبة شديدة عليه، ثم فسر هذه العقبة بقوله: (وما إدراك ما العقبة. فك رقبة) أي: فكاكها من الرق، بعتقها أو مساعدتها على أداء كتابتها، ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند الكفار. (أو إطعام في يوم ذي مسغبة) أي: مجاعة شديدة، بأن يطعم وقت الحاجة أشد الناس حاجة. (يتيما ذا مقربة) جامعا بين كونه يتيما وفقيرا ذا مقربة. (أو مسكينا ذا متربة) أي: قد لزق بالتراب من الحاجة والضرورة(589). فالعقبة هي أعمال البر المذكورة، وهي التالية:

- فك رقبة.
- أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة.
- أو إطعام في يوم ذي مسغبة، مسكينا ذا متربة.

قال الواحدي رحمه الله: "(فلا اقتحم العقبة) أي: لم يقتحمها و لا جاوزها.والاقتحام: الدخول في الأمر الشديد. وذكر العقبة ها هنا، مثل ضربه الله تعالى لمجاهدة النفس والهوى والشيطان في أعمال البر، فجعله كالذي يتكلف صعود العقبة، يقول: لم يحمل على نفسه المشقة بعتق الرقبة والإطعام"(590). وقيل غير ذلك(591).

وكون أعمال البر المعنون لها في الآية بـــ(فك رقبة أو اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة) عقبة فيها مجاهدة للنفس، جاء وصفه بالمكاره في الحديث النبوي، إذ طريق الجنة كله مكاره، تكرهه النفس. عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره"(592). و عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات"(593). بل وذكرت المكاره في مواضع الوضوء.عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرع

---

588 القرآن المجيد،سورة البلد، رقم السورة90،رقم الآيات(11ـــ16).

589 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(تفسير السعدي) / لعبد الرحمن بن ناصر السعدي/ تحقيق محمد زهري النجار/ المؤسسة السعيدية بالرياض. جلد(630/7).

590 الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(تفسير الواحدي/الوسيط) / لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت468هـــ)/ تحقيق علي محمد معوض وزملائه/ دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1415هـــ. جلد(391/4).

591 معالم التنزيل (تفسير البغوي) / لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت516هـــ)/ تحقيق خالد العك/ وزميله/ دار المعرفة/ الطبعة الأولى 1406هـــ. جلد(489/5-490).

592 حديث صحيح....أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب حجبت النار بالشهوات، رقم الحديث (6487)، وأخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم الحديث (2823)، ولم يذكر لفظه، وذكر أنه مثل لفظ حديث أنس (الذي ساقه قبله).

593 حديث صحيح....أخرجه مسلم، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم الحديث (2823).

Dhaka University Institutional Repository

به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط"(594). وهذا يفيد أن أعمال البر المذكورة في الآية من باب تخصيص بعض أفراد العام بالذكر، اهتماما بشأنه، وتعظيما لقدره، لكونها أشد أعمال البر على النفس كرها أن تفعله: بذل المال من أجل فك الرقاب، أو بذله من أجل اطعام القريب اليتيم، أو المسكين الشديد الحاجة والضرورة، في وقت المسغبة والمجاعة.

الرسول يحث على حب المساكين ويسأل الله المسكنة

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: "احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا: "على مصافكم كما أنتم ثم انفتل إلينا ثم قال: أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة أني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي فاستثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة.

فقال: يا محمد!

قلت: لبيك رب!

قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟

قلت: لا أدري رب! قالها ثلاثا. قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفت؛ فقال: يا محمد!

قلت: لبيك رب!

قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟

قلت: في الكفارات.

قال: ما هن؟

قلت: مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء في المكروهات.

قال: ثم فيم؟

قلت: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام.

قال: سل قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب

---

594 حديث صحيح. ...أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب فضل اسباغ الوضوء على المكاره، رقم الحديث(251).

Dhaka University Institutional Repository

إلى حبك.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها ثم تعلموها"(595).عن أبي ذر قال: "أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش"(596). قال ابن رجب رحمه الله، في شرحه لحديث معاذ في اختصام الملأ الأعلى: "قوله: "حب المساكين" هذا قد يقال: إنه من جملة فعل الخيرات، وإنما أفرده بالذكر لشرفه وقوة الاهتمام به، كما أفرد أيضا ذكر حب الله تعالى، وحب من يحبه، وحب عمل يبلغه إلى حبه، وذلك أصل فعل الخيرات كلها. وقد يقال: إنه طلب من الله عزوجل أن يرزقه أعمال الطاعات بالجوارح وترك المنكرات بالجوارح، وأن يرزقه ما يوجب له ذلك، وهو حبه وحب من يحبه وحب عمل يبلغه حبه. فهذه المحبة بالقلب موجبة لفعل الخيرات بالجوارح، ولترك المنكرات بالجوارح، وسأل الله تعالى أن يرزقه المحبة فيه، فقد تضمن هذا الدعاء: سؤال حب الله عزوجل، وحب أحبابه، وحب الأعمال التي تقرب من حبه والحب فيه، وذلك مقتضى فعل الخيرات كلها. وتضمن ترك المنكرات والسلامة من الفتن وذلك يتضمن اجتناب الشر كله، فجمع هذا الدعاء طلب خير الدنيا والآخرة. والمقصود أن حب المساكين أصل الحب في الله تعالى؛ لأن المساكين ليس عندهم من الدنيا ما يوجب محبتهم لأجله، فلا يحبون إلا لله عزوجل. والحب في الله من أوثق عرى الإيمان، ومن علامات ذوق حلاوة الإيمان، وهو صريح الإيمان، وهو أفضل الإيمان، وهذا كله مروي عن النبي (أنه وصف به الحب في الله تعالى)(597).

زكاة الفطر طعمة للمساكين

قال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (598). عموم هذه الآية الكريمة يشمل صدقة الفطر (زكاة الفطر) فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالكوالشافعي وأحمد وابن حزم من الظاهرية، رحم الله الجميع. وعورض

---

595 حديث صحيح لغيره....أخرجه أحمد في المسند،جلد (243/5)، والترمذي في كتاب التفسير، في تفسير سورة ص، رقم الحديث (3235)، واللفظ له.

596 حديث حسن....أخرجه أحمد في المسند،جلد (159/5)، والطبراني في الصغير،جلد (48/2) ،حديث رقم الحديث (758) (الروض الداني).

597 اختيار الأولى في شرح اختصام الملأ الأعلى/ لأبي الفرج زين الدين عبدالرحمن (ابن رجب) (ت795هـ)/ تحقيق وتخريج محمد بشير العيون/ مكتبة المؤيد 1405هـ. ص(74-75).

598 القرآن المجيد،سورة التوبة، رقم السورة9 ،رقم الآية (61).

Dhaka University Institutional Repository

الاستدلال بعموم الآية السابقة بما يلي: عورض بما جاء عن ابن عباس (قال: فرض رسول الله (زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"(599). والحديث نص في أن زكاة الفطر حق للمساكين. وفيه دلالة على أن زكاة الفطر تجري مجري الكفارات؛ لأن سببها هو البدن لا المال: "طهرة للصائم من اللغو والرفث"، والكفارات لا تصرف للأصناف المذكورين في الآية: إنما الصدقات...(إنما تصرف للمساكين فقط، ولهذا أوجبها الله طعاما كما أوجب الكفارة طعاما، وعلى هذا فلا يجزيء إطعام صدقة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة. وهم الآخذون لحاجة أنفسهم، فلا يعطى منها في المؤلفة و لا الرقاب، و لا غير ذلك)(600). قال ابن تيمية رحمه الله: "وهذا القول أقوى في الدليل"(601) قال ابن قيم الجوزية رحمه الله:"كان من هديه (تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، و لا أمر بذلك، ولا فعله أحد من الصحابة، ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية"(602).

أما الآية: (إنما الصدقات ...) فلا دليل فيها على أن مصرف زكاة الفطر هو مصرف الزكاة المفروضة؛ لأن "ال" في الآية في "الصدقات" إنما هي "ال" للعهد الذكري، فقد سبق في سياق الآية ذكر صدقة الأموال في الآية قبلها، وذلك قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات؛ فإن أعطوا منها رضوا- وهذه الصدقات المذكورة هي صدقة الأموال، فلفظ "الصدقات" في الآية التي بعدها وهي: (إنما الصدقات...) إنما المراد به صدقة الأموال(603). لأن القاعدة: أن اللفظ إذا تكرر في نص مرتين معرفا فالثاني هو الأول، حملا له على العهد الذكري(604). فهذا يقوي أن زكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين، دون سائر الأصناف المذكورين في الآية. قلت: هذا مجمل ما عورض به الاستدلال بالآية على أن مصرف زكاة الفطر، هو مصرف الزكاة المفروضة، زكاة المال. والذي يترجح عندي والله اعلم: أن مصرف زكاة الفطر هو مصرف الزكاة المفروضة، ولا يجب

---

599 حديث حسن. ...أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب زكاة الفطر، رقم الحديث (1609)، وابن ماجة في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر ، رقم الحديث(1827).

600 مجموع الفتاوى، لأحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية (ت728هـ)، جمع عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، مطبعة الرسالة، سوريا، الطبعة الأولى 1398هـ. جلد(25/73-75).

601 مجموع الفتاوى، لأحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية (ت728هـ)، جمع عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، مطبعة الرسالة، سوريا، الطبعة الأولى 1398هـ.جلد (25/73).

602 زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية (ت751هـ)، تحقيق شعيب الأرنؤوط، وعبدالقادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار، الطبعة السابعة 1405هـ.جلد (22/2).

603 ما بين معقوفتين، من مجموع الفتاوى (25/75-76) بتصرف يسير.

604 ذكر هذه القاعدة السيوطي رحمه الله، ونبه إلى أنها قاعدة أغلبية، انظر تهذيب وترتيب الاتقان ص(575).

Dhaka University Institutional Repository

استيعاب الأصناف المذكورة في الآية، ولاتصرف للمؤلفة قلوبهم والعاملين عليها؛ لأن المسلم يصرفها بنفسه أو من يوكله، ولأن مصرف المؤلفة قلوبهم إلى الإمام(605).

المسكين في فدية الأذى

عن مجاهد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال: يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم! قال: فاحلق رأسك. أو قال: احلق. قال: في نزلت هذه الآية: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ...) إلى آخرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر". وفي رواية عنه به، قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون. قال: وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم! قال: وأنزلت هذه الآية (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)"(606). وهنا المسائل التالية:

الأولى: فيه أن فدية الأذى على التخيير، بين هذه المذكورات، وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو أن ينسك بما تيسر. قال النووي رحمه الله: "روايات الباب كلها متفقة في المعنى، ومقصودها: أن من احتاج إلى حلق الرأس لضرر من قمل أو مرض أو نحوهما، فله حلقه في الإحرام وعليه الفدية. قال الله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو نسك)(607). وبين النبي أن الصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة أصع لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة، وهي شاة تجزيء في الأضحية. ثم إن الآية الكريمة والأحاديث متفقة على أنه مخير بين هذه الأنواع الثلاثة. وهكذا الحكم عند العلماء، أنه مخير بين الثلاثة. وأما قوله في رواية: "هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه! فأمره أن يصوم ثلاثة أيام" فليس المراد به أن الصوم لا يجزيء إلا لعادم الهدي، بل هو محمول على أنه سأل عن النسك، فإن وجده أخبره بأنه مخير بينه وبين الصيام، والإطعام، وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام"(608).

الثانية: أن الصدقة على المساكين في فدية الأذى تكون بثلاثة أصع، وهو الفرق، فيكون لكل مسكين نصف صاع. وظاهره أن هذا عام في كل شيء، سواء كان حنطة أو تمرا أو غيرهما. وقد جاء في رواية عند مسلم: "أو إطعام ستة مساكين، نصف صاع طعام لكل مسكين". وفي

---

605 المحلى / لعلي بن حزم (456هـ)/ تحقيق أحمد شاكر/ دار الفكر. جلد(145/6).

606 حديث صحيح....أخرجه البخاري في كتاب الحج باب قول الله تعالى:(أو صدقة)وهي إطعام ستة مساكين،رقم الحديث (1815)

607 القرآن المجيد،سورة البقرة، رقم السورة2،رقم الآية (196).

608 شرح صحيح مسلم للنووي ،جلد (121/8) بتصرف يسير.

Dhaka University Institutional Repository

رواية عنده أيضا: "أو أطعم ثلاثة أصع من تمر على ستة مساكين". وفي هذه الروايات ردّ على من قال: إن نصف نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطة، فأما التمر والشعير وغيرهما فيجب صاع لكل مسكين. وكذا على من قال: أنه يجب اطعام عشرة مساكين، أو صوم عشرة أيام. وكذا على من قال: إن لكل مسكين مد من الحنطة، ونصف صاع من غيره(609).

الثالثة:أن إخراج هذه الفدية لا يشترط له الحرم، فله أن ينسك بما تيسر في المحل الذي احتاج فيه إلى حلق رأسه من حل أو حرم، و له أن يصوم في أي مكان، كما له أن يتصدق على الفقراء في المكان الذي احتاج إلى حلق شعر رأسه فيه، من حل أو حرم؛ فلا يطلب فيها خصوص فقرا ء الحرم.

الرابعة: المراد بالمساكين أصحاب الحاجة، فيدخل فيهم الفقراء، لما سبق تقريره من أن لفظ "المسكين" ولفظ "الفقير"، إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا.

الخامسة: هذا الحديث من باب بيان السنة لمجل القرآن، فإن الآية الكريمة ليس فيها تحديد مدة الصوم، وليس فيها تحديد مقدار الصدقة للمساكين، وليس فيها تحديد النسيكة، فجاءت السنة وبينت ذلك.

المستضعفون فى الأرض ورعايتهم بضوء القرآن الكريم

الاستضعاف من الضعف والإنسان الضعيف يستضعفه الإنسان القوي المستضعف أو المستكبر. وعوامل استضعاف الإنسان هي ثلاث أساسية وهي : الفقر والجهل والمرض زائدا الغربة والغربة من الغرابة أي اختلاف الإنسان المستضعف أو الجماعة المستضعفة عن المحيط أو الجماعة الرئيسية أو الأمة التي يعيش فيها بالشكل أو المظهر أو بالعقيدة أو بالأصل أو اللسان أو بغربة الأهل والوطن. إن مثلث المستضعفين له ثلاثة رؤوس وهي : الفقر والجهل والمرض ؛ فإن هذه العوامل الثلاثة تتكاتف على المستضعف وتشله ليأتي المستكبر المستضعف المدفوع بغرائزه البهيمية فيستضعفه ويكرس استضعافه ويحاول أن يبقيه في حالة الاستضعاف هذه حتى تقوم ناقة صالح . فالمتقدم حضاريا يستضعف المتخلف حضاريا (الجاهل) ويستغل جهله ليمعن في استضعافه ؛ خصوصا إذا كان هذا المستضعف يملك من المواد الأولية الأساسية (النفط ،المعادن ،السكر ، البن ، المطاط ،الكاكاو ، وغيرها) الشيء الكثير فتجتمع عليه كل ذئاب الأرض لافتراسه .كما استضعفت شعوب أوروبا وأمريكا الشعوب العربية والإسلامية وأفريقيا وجنوب آسيا وجنوب أمريكا .

---

609 شرح صحيح مسلم للنووي،جلد (121/8) .

Dhaka University Institutional Repository

وقد رأينا بالأمس القريب مزارعي ساحل العاج وهم يفتحون أكياس حبوب الكاكاو ويلقون بها في الشوارع تحت عجلات السيارات المارة بالشوارع ؛ إنهم يلقون بتعبهم ورزقهم ومعاش عيالهم وما يملكون حنقا من فرنسة (الدولة الاستعمارية) التي تريد أن تبخس بسعر الكاكاو لدرجة العدم حتى تكرس استضعافها لشعب ساحل العاج الأفريقي الفقير المستضعف ؛ مع أن الكاكاو سلعة استراتيجية هامة وأن ساحل العاج تنتج نصف الإنتاج الأفريقي من هذه المادة الهامة التي يستهلكها كل بيت في العالم يوميا فيستهلكها الصغار والكبار على هيئة شيكولاتة ؛ وأكثر من ذلك فقد حاربت فرنسة أهل ساحل العاج بواسطة الجيش الفرنسي المتواجد هناك لحماية الاحتكارات ؛ وقس على ذلك استضعاف الشعوب العربية والإسلامية لأجل النفط (المادة الأولية الأولى للبشرية حاليا) والتحكم بأسعاره فأمعن المستكبرون القتل والتنكيل بالعرب والمسلمين مباشرة أو بطرق غير مباشرة عن طريق تسليط الحكام الجواسيس وأعوانهم من الطفيليين من بني جلدتهم لحكمهم والتنكيل بهم لحساب أسيادهم الذين سلطوهم ، وزرع إسرائيل كمشروع نفطي بعد أن شحن المستكبرون اليهود بالترهات عن أرض الميعاد كي يقوم اليهود بالمذابح للعرب والمسلمين نيابة عن المستكبرين الذين نصبوا أنفسهم قضاة وحكام على العالم وأقاموا عدة للنصب على رأسها مجلس الأمن الإرهابي الذي أصبح سوطا للمستكبرين الأغنياء يجلدون به المستضعفين الفقراء -(راجع المؤامرة النفطية في هذا الكتاب) - وكذلك استضعاف الشعوب الهندية لأجل التوابل ، واستضعاف شعوب الهند الصينية لأجل المطاط ، واستضعاف شعوب أمريكا الجنوبية لأجل البن والسكر وغيرها. الاستضعاف الداخلي:

١- استضعاف المرض: (الاستضعاف الصحي) : يجري استضعاف المصاب بمرض يؤدي به إلى ضعف أو عجز أو تخلف في قواه الجسمية أو العقلية من قبل المحيطين به من البشر وذلك بسبب غريزة الانتخاب الطبيعي البهيمية (غريزة البقاء للأصلح) مع أن الأخلاق الإنسانية التي تنادي بها كافة الأديان والشرائع البشرية تنهى عنه.

٢- استضعاف الجهل (استضعاف التخلف): إن الجهل يؤدي إلى التخلف المعرفي والحضاري ؛ فيجري استغلال المتخلف الجاهل من قبل المتعلمين المتقدمين من أفراد المجتمع إلى درجة الاستعباد ؛ ولقد عرفت البشرية في تاريخها قرونا من استعباد الإنسان لأخيه الإنسان ولم ينته الرق من البشرية إلا في القرنين الماضيين ؛ إلا أن الرق تبدل تبديلا بالوظائف والأجور التي كانت تدفع للعمال "بحد الكفاف" حسب نظرية آدم سميث (القرن 18) مدير شركة الهند الشرقية الإمبراطورية البريطانية.

٣- استضعاف الفقر (الاستضعاف المالي): وهو أهم عامل من عوامل الاستضعاف ؛ فقد يتعاضد استضعافا المرض والجهل ليصنعا استضعاف الفقر ؛ كما أن استضعاف الفقر قد يصنع

Dhaka University Institutional Repository

الاستضعافين السابقين . فإن من يملك الفلوس (المال) وإن كان أخرس أبكم فإنه يستطيع أن يؤجر أكفأ المحامين للدفاع عنه، كما أنه لو كان عاجز الجسم ويتحرك بواسطة عربة فإنه يستطيع بماله استئجار الأقوياء والمسلحين لحمايته والدفاع عنه بل للاعتداء على أقوياء الجسم إذا أراد. وقال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه :" لو كان الفقر رجلا لقتلته". حيث أن الإمام علي أدرك أهمية الفقر في استضعاف الإنسان لأخيه الإنسان ولذي وصل بالإنسان إلى أن يستعبد أخاه الإنسان. ويقول المثل " الفقير من لا حيلة له". والحيلة تأتي من العقل والتفكير والتدبير؛ فالإنسان الذي يستعمل عقله وفكره اللذان وهبهما الله له ويحتال على رزقه فإن الله يرزقه.إن الرزق بحسب المثل المذكور أعلاه هو كالغزال الشارد يجب أن تستعمل له الحيلة من فخ أو شبك بعد أن تدرس مكان رعيه ومكان استراحته وتنصب له الشرك وتراقبه بعد أن يقع في الشرك فتسرع إليه وتأخذه كي لا يسبقك غيرك إليه ويأخذ تعبك ؛ ولا بأس فأول أرزاق البشركان الصيد.إن سبب استضعاف الغريزة البهيمية (غريزة البقاء للأصلح) أن هؤلاء الفقراء (بعرف الغريزة البهيمية) لا يصلحون للبقاء ولذلك يجب أن يسحقوا كي لا يخلفوا أناسا ضعفاء مثلهم ؛ تماما كما تتطح الثيران القوية الثور الضعيف الذي نهشه الوحش وسال دمه فتكمل عليه باقي الثيران وتقتله كي لا يتناسل ويخلف ثيرانا ضعيفة يأكلها الوحش. ولكن في الإنسان يختلف الوضع لمكانة العقل والروح في الإنسان أهم بكثير من مكانة الجسم والمادة. فإن الطاقة الروحية الهائلة التي منحها الله للإنسان (قال تعالى:"ونفخنا فيه من روحنا") إذا استعملها الإنسان بشكل سليم فإنها توصله للأعلى من القوة والخير ؛ ولكنها مدمرة إذا استعملها بشكل معكوس تماما كالتيار الكهربائي إذا سرى في الآلة الكهربائية بشكل سليم يستفاد منه فوائد عظيمة في الصناعة والمنزل ؛ ولكن إذا عكس هذا التيار فإنه يحرق الأسلاك والآلات ويصعق الإنسان ويقتله.إن المال إذا نظر إليه بعين العقل والروح فإنه كما عبر عنه أبو طالب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال في كلمته عند خطبة سيدنا محمد من السيدة خديجة بنت خويلد ؛ فقد قال:"فالمال ظل زائل وعارية مستردة". فإن المال يتحرك مثل الظل الذي يتحرك تبعا لحركة الشمس ومعاكس لاتجاه الشمس ؛ أي أنه لا ثبات له ويزول كزوال الظل عند الظهيرة عندما تتعامد أشعة الشمس مع الأرض ؛ كما أن المال عارية مستردة يعيرها الله لعباده ثم يستردها منهم ؛ فأين خزائن كسرى ؟ ومفاتيح فرعون ؟ التي تنوء بها العصبة كما ذكر في القرآن الكريم. والفقر ثقافة (راجع التلوث الثقافي) يبرمج بها العقل الباطن للفقير كي يظل فقيرا ؛ أما إذا انعتق من ثقافة الفقر وبدأ يبني نفسه وينظم نفسه بعزم وتصميم وإرادة قوية فإنه بالتأكيد ومع توفيق الله(إن توفيق الله معناه العملي: الحلال والعدالة) سوف يخرج من عنق زجاجة الفقر. توجد تعابير عامية كثيرة تعبر عن الفقر مثل : شقيان ، وغلبان؛وقول آخر:"هو يركض والكردوش بركض".والكردوش هو خبز الشعير أو الذرة البيضاء

Dhaka University Institutional Repository

؛ أي أن هذه الخبزة التعيسة الرديئة لا تتوقف كي يلحقها الفقير الذي يلسعه الجوع ويأكلها بل إنها مستمرة في الركض أمامه وهو مستمر في الركض خلفها. وإن من أحسن الذين عبروا عن المستضعفين الفقراء كان الممثل المصري عادل إمام في مسرحيته الشهيرة :" شاهد ما شافش حاجة ".عندما كان يخاطب حاجب المحكمة المسمى:" برعي" الذي كان مرتبه سبع جنيهات شهريا وعنده سبع عيال (أولاد) ويسكن في بيت هو عبارة عن غرفة واحدة هو وزوجته وعياله السبعة وحماته المسنة ؛ وكان يحلم بشرب شراب الكوكاكولا (المتوفر بالسوق بكثرة ورخيص) والتي كان يشرب منها عادل إمام وكلما قرب الزجاجة جهة الحاجب كان يحاول الحاجب الإمساك بها كي يتذوق طعمها. كما أن الممثل السوري دريد لحام في إحدى مسرحياته كان فقيرا ولشدة فقره أراد أن يبيع أطفاله فاختلف مع إحدى الغنيات التي حضرت لشراء أحدهم ولم يعجبها السعر وقالت له :" أنتم الفقراء طماعون".فقال لها:"سوف نبلع الدنيا".إن هذا المشهد فيه نوع من المبالغة لأنه لا يوجد إنسان مهما بلغت به شدة الفقر فلا يبيع أطفاله ؛ ولكن المبالغة تمت بقصد إيصال الفكرة للمتلقي والفكرة هي :هذا هو حال الفقير يبيع أعز ما لديه بأبخس الأثمان والغني يتطمع عليه ويريد أن يمعن في سحقه .

٤- استضعاف الغربة: ولا تقتصر على الغربة عن الأهل والأوطان فقط بل تشمل غربة الشكل والمظهر وغربة المعتقد وغربة اللسان (اللغة) وغربة الأصل في نشوء ما يسمى بالأقليات التي يجري استضعافها وإن كان أفرادها ذووا مال وصحة وتقدم . إن استضعاف الغربة تمتد لتشمل كل ما هو غريب عن المحيط الإنسان أو المخلوق ؛ لأن الغريزة البهيمية تتدخل في ذلك أيضا ؛ فقد راقبت قطيعا من الدجاج لونه أبيض عدده ألف دجاجة وبه دجاجة لونها أسود ؛ فقد كان الدجاج يظل ينقرها ويمنعها عن العلف والشرب إلى أن نزل دمها فهجم عليها الكثير من الدجاج وظل ينقرها إلى أن ماتت وتجانس القطيع كله باللون الأبيض.

- استضعاف الغربة عن الأهل والأوطان : فالغريب يظل جناحه ضعيفا ونسمع عن كثير من الحوادث التي يتعرض لها المهاجرون عن أوطانهم حيث يتعرض ما يسمى بحليقي الرؤوس أو النازيين الجدد في ألمانيا للمهاجرين العرب والأتراك فيضربونهم ويأخذون مالهم أو يقتلونهم . يقول المثل:"الفقر في الوطن غربة والمال في الغربة وطن".

إن هذا المثل لا يلغي الغربة كعامل استضعاف للإنسان ولكن المثل يمثل تفاضلا بين عاملين من عوامل الاستضعاف وتفضيل الغربة على الفقر. حتى داخل الدولة الواحدة يتعرض المهاجرون للاستضعاف من مدينة لمدينة أو من منطقة لأخرى ويقول المثل :" من خرج من داره قل مقداره".ليس معنى هذا أنني أدعو لعدم الهجرة ؛قال تعالى:"واسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه

Dhaka University Institutional Repository

وإليه النشور".صدق الله العظيم.ولكني ذكرت ذلك لأبين حقيقة واقعة وواضحة وضوح الشمس للعمل على تشخيصها وتحديدها لتدارك سلبياتها.

◆ استضعاف غربة الشكل والمظهر : مثل التفرقة العنصرية التي كانت تمارس في جنوب أفريقيا ضد السكان الأصليين ذوي البشرة السوداء من قبل المهاجرين الأوروبيين أصحاب الصناعة والمال من ذوي البشرة البيضاء . والتفرقة العنصرية التي كانت تمارس في الولايات المتحدة الأمريكية ضد الملونين من أصل أفريقي ذوي البشرة السوداء ، وضد ذوي البشرة السمراء من العرب والمسلمين والهنود ، وضد ذوي البشرة الصفراء من أصل صيني وذلك من قبل المهاجرين الأوروبيين (اليانكي) ذوي البشرة البيضاء.

◆ استضعاف غربة المعتقد: لقد تعرض اليهود في أوروبا للاستضعاف والاضطهاد بسبب عقيدتهم اليهودية الغريبة (المختلفة) عن عقيدة أوروبا المسيحية رغم ملكيتهم للمال والصحة والعلم وكذلك الشكل والمظهر المتناسق مع مظهر الأوروبي عموما؛ إلا أنهم (اليهود)عادوا واستضعفوا واضطهدوا العرب من مسلمين ومسيحيين في فلسطين عندما استقدموا إليها في مشروع استعماري نفطي ذكرنا عنه أكثر من مرة في هذا الكتاب ؛ فأمعنوا فيهم القتل والتنكيل وأقاموا لهم المذابح التي يندى لها جبين الإنسانية وهدموا بيوتهم وطردوهم من ديارهم وشتتوهم في بقاع الأرض ولم يكتفوا بذلك بل راحت طائراتهم تدك مخيمات الشتات هذا بالإضافة إلى السجون التي ملئوها بآلاف الفلسطينيين الذين هبوا لمقاومة الاحتلال والدفاع عن أنفسهم وعن شعبهم.

إن اضطهاد الأقليات الدينية أحداث منتشرة في العالم الآن وكان عبر التاريخ؛ فإنه يوجد الآن ملايين المستضعفين دينيا في العالم الآن ؛ ولكن للأسف الشديد يجري استغلال استضعافهم من قبل المستكبرين بل من قبل عتاة المستكبرين العالميين ؛فمثلما جرى استثمار استضعاف اليهود بإنشاء إسرائيل في قلب الأرض العربية من قبل المستكبرين(المستعمرين)الأوروبيين (بريطانية وفرنسة) ليقوم اليهود باستضعاف العرب الفلسطينيين الأشد قهرا واضطهادا من اليهود أي أن المستضعف يستضعف المستضعف والمستكبر يتفرج ويستثمر هذا الشر أو النار التي أوقدها بين المستضعفين والتي كلما خبت زادها اشتعالا؛ولكن إذا زاد اشتعال النار عن الحد المطلوب (ضربات سبتمبر)فإن المستكبر يخشى من امتداد الحريق إليه فيتدخل المستكبر ويرسل موظفيه إلى المنطقة ليمارسوا دعارتهم السياسية والتي يسميها المستكبرون:حرية، ديمقراطية ... الخ.
لا شك أن الحرية والديمقراطية هي قيم رفيعة يسعى إليها البشر ولكنهم يستثمرونها كما يستثمر الداعر الصفات الجسمية في الزانية كي يمارس الدعارة عليها .

◆ استضعاف غربة الأصل (العرق) واللسان (اللغة): حيث يجري اضطهاد الأقليات العرقية في كثير من بقاع العالم عبر التاريخ وإلى يومنا هذا ؛ ولعل أشدها ما جرى على يد

Dhaka University Institutional Repository

الفاشية في إيطالية (ثلاثينات القرن العشرين) والنازية في ألمانية والتي رفعت شعار "ألمانية فوق الجميع" واضطهدت وقتلت كل الأعراق الأخرى غير العرق الجرماني في ما سمي بالحرب العالمية الثانية (1938-1945).

تأييد الله للمستضعفين

تعتبر حياة موسى عليه الصلاة والسلام في بدايتها حياة تتسم بالشدة، لكنها تمتاز بالتحدي من الله عز وجل لفرعون ولآل فرعون الذين قال الله عز وجل فيهم: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين(610) . إن على المستضعفين في الأرض أن يستشعروا بأن القوة ليست للبشر وإنما هي لله عز وجل، فمهما أظلمت الحياة، ومهما انتفخ الطغيان في الأرض، ومهما تجبر وتكبر، ومهما علا وارتفع فإن له نهاية؛ لأن الطغيان كالزبد يذهب جفاء، كما أخبر الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض(611). ولربما يرهب الناس -كما هو في عصرنا الحاضر- من الطغيان الذي سيطر على جل المعمورة، وأصبح المؤمن يعيش فيها مخفوض الرأس، وأصبح طغاة البشر ووحوش البشرية يرفعون رءوسهم ويلغون في دماء المسلمين، ولربما دب اليأس إلى واحد من الناس، سيما ضعفاء الإيمان، والذين لم يقرءوا تاريخ البشرية، أو الذين ضعف يقينهم بموعود الله عز وجل وأنه سيعيد للأمة الإسلامية في يوم من الأيام تاريخها المجيد ومجدها التليد، سيما بعد هذه الإرهاصات الشديدة التي لا يكاد المسلم يرى فيها الإسلام قد ارتفع في أرض من أرض الله إلا ويفاجأ بالقمع والذلة والإرهاب لهذه الأمة الإسلامية، فقد يدب اليأس إلى واحد من المسلمين، ثم بعد ذلك تكون الحيرة وعدم الثقة بنصر الله عز وجل. يقول الله عز وجل:" ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين"(612).وهذا أمر صعب، أمم لا يستطيع أحد فيها أن يقول كلمة الحق التي يعتقدها في قرارة نفسه، بل إنه يخشى من ظله، أمة تعيش على الاستعباد والذلة لمدة من الزمن، ولكن الله عز وجل جعلهم أئمة، فما مضت سنون قليلة حتى كبر هذا الطفل الذي ولد ليكون منقذاً للبشرية وقتئذ، ليقضي على ذلك الحكم الجائر، ويخلص الأمة المستضعفة في الأرض، ولما انحرفت تلك الأمة عن الجادة وحادت عن طريق الحق والاستقامة واستمرت في طغيانها أزالها الله عز وجل وخلفتها أمم خير منها لتكون لها الإمامة في الأرض، يقول الله تعالى:" ونريد أن نمن

---

610 القرآن الكريم،سورة القصص، رقم السورة28،رقم الآية (04).
611 القرآن الكريم،سورة الرعد، رقم السورة13،رقم الآية (17) .
612 القرآن المجيد،سورة القصص، رقم السورة28،رقم الآية (05).

Dhaka University Institutional Repository

على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين .ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون "(613).

سيدنا محمد منقذ المستضعفين

لقد مر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على" آل ياسر" وهم يتعذبون ويضربهم سيدهم بالسوط لأنهم أسلموا وكانوا يقرئون القرآن ؛ فكانوا يقولون عندما كان يلسعهم السوط " أحد ...أحد" يعني الله الواحد الأحد الذي يريد سيدهم أن يكفروا به ويرجعوا إلى عبادة أوثان سيدهم الكثيرة ؛ فرآهم سيدنا محمد على هذه الحالة فقال لهم : " صبرا آل ياسر ... فإن موعدكم الجنة " . وبالفعل فقد حصلوا على جنتين : جنة الدنيا وجنة الآخرة ؛ جنة الدنيا حيث بنى المسلمون (الذين كانوا مستضعفين) دولة وحضارة قضت على أعظم حضارتين مستكبرتين أيامها وهما : حضارة الفرس وحضارة الروم وأصبح المسلمون سادة الأرض وفتحت لهم خزائن كسرى ؛ وجنة الآخرة عند الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح والعدل الذي اكتسبوه من الإسلام. وقد بشر الله المستضعفين في الأرض ؛ قال تعالى : " ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين".

نحن نشهد في العالم صراعا كبيرا. الصراع يتصاعد يوما بعد يوم وتزداد الفجوة يوما بعد يوم بين المستكبرين والمستضعفين. امام هذا الواقع الكبير يجب ان نثير قضية، هذه القضية اعتقد انها الهادي في الطريق، في طريق الصراع الطويل. ايها الاخوة ايتها الاخوات الله تبارك وتعالى عندما خلق الانسان على وجه هذه الارض جعل سنن. سنن لكل شيء، جعل قوانين وانظمة لكل شيء، ولذلك عندما نقرأ الصراع بين المستكبرين والمستضعفين نرى سنة الهية حاكمة. سنة تحكم التاريخ وتطورات التاريخ. هذه السنة يجب ان نتعرف عليها واذا ما تعرفنا عليها تصبح كما ذكرت لكم الهادي لنا في تاريخ الصراع وطريق الصراع. افضل مصدر لمعرفة هذه السنن هو كتاب الله عز وجل. تقرؤون سورا بكاملها في كتاب الله العزيز ترون نموذج واحدا من الكلام، ان النصرة الالهية للمستضعفين فقط وفي مقابل هذا الكلام الواحد ايضا هناك كلام واحد، ان الهلكة والدمار للمستكبرين "بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين". في المقابل "بسم الله الرحمن الرحيم واذا ارادنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا".

هذا النموذج من الآيات تجدونه في العديد من السور القرآنية، كما تجدونه ماثلا ومتجسدا في خلال العديد من القصص القرآنية. عندما يحكي لنا الله عز وجل قصة صراع في القران الكريم. صراع بين محمد(ص) والمستكبرين في عصره. الصراع بين موسى(ع) وبين المستكبرين في

---

613 القرآن المجيد،سورة القصص، رقم السورة28،رقم الايتين (5-6).

Dhaka University Institutional Repository

عصره. لا تقرؤون قصة من هذه القصص الا وتتضح بهذه الفكرة وبهذه السنة الالهية. ان الله لا يتعامل مع المستكبرين الا بالبطش والاهلاك، بينما يتعامل مع المستضعفين بالرحمة والرأفة والحنان والنصرة والتأييد. اختصر كل هذه المسافات، وكل الادلة والبراهين بقصة نبينا محمد(ص).

نشأ رسول الله (ص) بين قوم يتصفون بكل مواصفات الاستضعاف. على المستوى العلمي اميون، والامية درجة من درجات الاستضعاف، من لا يعرف القراءة والكتابة. نشأ في امة فقيرة اكثرها من الفقراء المساكين. نشأ في امة مستضعفة يستضعفها امبراطور روما تارة، وامبراطور فارس تارة اخرى، وملك الحبشة ثالثة. هذا المجتمع الذي كان مستضعفا نشأ فيه رسول الله (ص). وهنا ابين حقيقة في مجتمع رسول الله وفي كل المجتمعات البشرية على الاطلاق. ان المستضعفين هم الذين يحكمون على انفسهم باستمرار نصر الله. وهم الذين يحكمون باهمال الله لهم. المستضعفون بانفسهم وبقرارهم.

مثلا، المستضعفون مطالبون بالوحدة في مقابل المستكبرين لان وحدتهم تشكل عامل من عوامل قوتهم. فاذا ما هم تفرقوا وتمزقوا ضعفوا. ولذلك هذه الحقيقة يتكلم عنها القران الكريم، بالنسبة لمجتمع فرعون " بسم الله الرحمن الرحيم، ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا" يعني احد الاسباب التي جعلت فرعون يستعلي على قومه، ويستعلي على الناس، ويهيمن على المستضعفين في الارض، هو انهم تمزقوا واصبحوا شيعا متفرقة. ايضا قد هؤلاء المستضعفون حتى عند اتحادهم، يتحدون على التبعية لغير الله الذي هو مصدر قوتهم ومصدر نصرتهم وتأييدهم، كما هو الحال في الامة التي كانت بين يدي رسول الله. امة كانت قد جعلت نفسها تبعا للاخرين بكل شيء، حتى على مستوى العشيرة، كنت ترى الفرد من العشيرة يضع نفسه بتبعية كاملة بين يدي رئيس العشيرة، لا يفكر عن نفسه، لا ياخذ قراره بنفسه، لا يعبر عن ارادته بنفسه. عندما يتبع الانسان ويصبح تابعا بكل شيء تضعف ارادته. وهكذا، الى عشرات الاسباب التي تجعل المستضعفين ضعفاء لا يملكون القدرة على الانتصار على اعدائهم وعلى المستكبرين.

جاء رسول الله (ص)، اولا ابتدأ ببناء انسان تابع لله. اعلن هذا المجتمع تبعيته الكاملة لله عزوجل. لا علاقة له بامبراطورية روما ولا فارس ولا الحبشة. انسان صلته وتبعيته لله وحدة لا شريك له، وكان كل واحد من المسلمين يعبر عن هذه التبعية بشعار(احد، احد). اصبح شعار (احد) شعار المسلمين في تلك المرحلة كتعبير عن تبعيتهم لله، ثم وحدهم رسول الله ،اخى في ما بينهم في المدينة المنورة قبل ان يخوض بهم أي صراع ضد المستكبرين والظالمين. يعرف رسول الله انه لن يستطيع ان يتقدم خطوة واحدة الى الامام على طريق الصراع الا من خلال الوحدة. ولذلك كانت المؤاخاة في المدينة المنورة اول الطريق. بعد فترة وجيزة من الزمن ابتدأت مظاهر

Dhaka University Institutional Repository

الانتصار، مظاهر القوة في المجتمع الجديد والامة الجديدة. انا لا اريد ان اتحدث عن المعارك الاساسية التي خاضها المسلمون ضد المستكبرين. احكي لك نماذج عادية لكن كانت تعبيراتها ودلالاتها كبيرة. بعد صلح الحديبية يدخل ابو سفيان، ياتي من مكة الى المدينة ولا هدف له الا ان يرجو رسول الله، يسترحم رسول الله، يستعطفه حتى لا يشن رسول الله حربا على مكة المكرمة وينتصر بها. يفتش عمن يشكل البوابة لرسول الله. يذهب الى علي (ع)، يذهب الى فلان لعله يجد بابا للاستعطاف وللاسترحام فلا يجد. اخيرا فكر بابنته ام حبيبة زوجة رسول الله ابنة ابي سفيان تصور ابو سفيان ابنته، والبنت لا بد ان تبقى ولو بقية من عاطفة اتجاه ابيها لاسيما عندما ياتي الاب مسترحما مستعطفا. واذا بام حبيبة ترفض هذه الوساطة ترفض حالة الاسترحام فيرجع ابو سفيان الى مكة ذليلا هذا مظهر من مظاهر القوة. ابو سفيان بالامس يعبئ الجيوش ضد رسول الله. ابو سفيان بالامس لا ينام الا بعد ان يجيش الجيوش على المدينة المنورة، فاذا به اليوم ياتي مسترحما مستعطفا. نعم رأى ابوسفيان بام عينه مظهر من مظاهر القوة فارعبه. رأى ابوجهل تحت بلال الحبشي بلال الذي كان يعذب على يد ابي جهل، واذا ببلال الحبشي يجثم على صدره، يجلس على صدره، ليعبر بلال بان قولي(الله اكبر) في الاذان هو الذي جعلني هنا قويا على صدرك يا ابا جهل.نعم المستضعفون هم القوة الاساسية لكن عندما يعرفوا طريق القوة.عندما يعرف كيف يبني المستضعفون قوتهم وقدرتهم وعزتهم في مقابل القوى المستكبرة.

أيها الاخوة، ايتها الاخوات، نحن في مرحلة صعبة، الكل يتوجه فيها لبناء قدرته وقوته. ما من جهة في العالم الا وتتوجه لتنظيم قوتها وقدرتها. فها هي امريكا لم تكتفي بكل جبروتها وبكل قوتها جاءت الى الخليج لتجعل من بوابة الخليج، لتجعله بوابة لزعامة العالم، لتصبح القدرة الاعظم، لتستفرد بزعامة العالم من بوابة الخليج. كذلك هي اوروبا بكل دول المجموعة الاقتصادية، تفكر كيف تتحد حتى تصبح اوروبا واحدة بكل دولها، وبالتالي تصبح قدرة هائلة وكبرى في مقابل القوة الامريكية وغيرها من القوى. ثم هاهم اليهود. اليهود المثل الابرز لا يتجاوز عددهم في منطقتنا ما بين الاربع ملايين الى الخمس ملايين، وهم في كل العالم قد لا يتجاوز عددهم الاربعين او الخمسين مليون على اكثر تقدير، واذ بهؤلاء اليهود وهم قلة اذا ما قيسوا بكثرة المسلمين وغيرهم من ابناء الديانات السماوية وغيرها هؤلاء اليهود يسعون الان لبناء قوتهم العظمة. ينظمون قوتهم حتى تصبح دولتهم من النيل الى الفرات. انظروا الان كيف تتضخم قوة بني اسرائيل يوما بعد يوم.

تتضخم قوتهم بشريا من خلال الهجرة اليهود. تتضخم قدرتهم من خلال الانتشار الجغرافي والتوسع الجغرافي من خلال المزيد من الاحتلالات. ثم تتضخم ترساناتهم المسلحة بعد ان جعلت دولة اسرائيل مخزنا للسلاح الامريكي. اليهود يبنون قوتهم حتى يصبحوا دولة عظمى. في المقابل

Dhaka University Institutional Repository

الامة الاسلامية ماذا تفعل، نحن في لبنان ماذا نفعل، نحن من يلامس الخطر بشكل مباشر ماذا نفعل، نحن من نشعر بالنار الاسرائيلية والحديد الاسرائيلي بشكل مباشر ماذا نفعل، اسرائيل تفعل كل ما يمكنها فعله حتى وصلت اخيرا من خلال عربدتها بالطيار، كان الطيران الاسرائيلي فوق منطقة الجنوب او فوق لبنان، الان الفضاء لهذا الطيران الاسرائيلي وصل الى مكة المكرمة عبر سوريا والعراق ووصل الى السعودية. في مقابل كل هذه التحديات الاسرائيلية ماذا نفعل. الفعل الذي تفعله امتنا وهو فعل مشؤوم فعل لا يؤدى الا الى الهزيمة النكراء. الامة تسعى منبطحة راكعة امام العدو الاسرائيلي الكل يتنافس على الانبطاح والهزيمة كيف يمكن ان اتصور ان هناك دولة عزيزة تسمح للطيران الاسرائيلي ان يجتاح او يجتاز اجواءها. كيف استطيع ان اتصور منطقة قوية وعزيزة واسرائيل تمارس العدوان يوميا حتى هذه اللحظة. اسالوا عن حداثة عن عيتا الجبل. اسالوا عن العديد من القرى في خطوط التماس، اسالوا عن حولا، اسالوا عن عشرات القرى الاسيرة في الشريط المحتل. اسالوا عن القدس، هذا والامة راكعة ساجدة خانفة مرعوبة نعم الامة عندما لا تتحمل مسؤولياتها بين يدي الله. عندما لا تكون تابعة لله عزوجل تستشعر القدرة من الله. تسال العديد من هذه الدول لماذا هذا موقفكم تسال الاحزاب تسال التنظيمات تسال من يدعي انه صاحب القضية ياسر عرفات تسال كل هؤلاء فيقولون لك كنا نعتمد على الاتحاد السوفياتي والان انتهى الاتحاد السوفياتي. نعم تبعيتهم للاتحاد السوفياتي وشعورهم ان هذا الاله هو مصدر القوة طبيعي عندما ينهار هذا الاله ان ينهاروا. اما عندما يتبعون الله ولا يستشعرون القوة من غير الله ساعتئذ الله هو القادر على كل شيء "ان القوة لله جميعا". كذلك عندما تبقى الامة ممزقة كل يتصرف وحده كما تريدهم اسرائيل تماما، حتى عندما ارادوا ان يذهبوا الى المفاوضات بشكل جماعي فرقتهم اسرائيل وقالت لن اقبل الا بمباحثات ثنائية كل دولة على انفراد.

نسال الله وهو نعم المولى ونعم النصير ان يثبت اقدام هذه الامة، ان يثبتنا على الصراط المستقيم، ان ينصرنا بحق محمد وآل محمد وبحق كل الشهداء الابرار. الى ارواحهم وروح امامنا (رضـــ) ثواب المباركة الفاتحة.

Dhaka University Institutional Repository

الباب الخامس (190-214)

منهج القرآن الكريم في رعاية العمال والخدم.

- تعريف العمال والخدم.
- أحوال العمال والخدم قبل الإسلام.
- حقوق العمال والخدم فى الإسلام وفضل العمل.
- احتياط العمل وأمثاله فى القرآن الكريم والحديث الشريف.
- المساواة والحرية للعمال والخدم.
- حق العامل في الحصول على حقوقه التى اشترطها صاحب العمل.
- حق العامل في الاستمرار في عمله إذا نقصت مقدرته على الإنتاج.
- حق العمل في المحافظة على كرامته.
- حق العامل في أداء ما افترضه الله عليه.
- حق العامل في الشكوى وحقه في التقاضى.
- حق العامل في الضمان.
- حرية العامل لأخذ الحرفة.
- حفظ حقوق الرجل والمرأة فى كسب الرزق.
- إقرار الملوكية النفسية للعمال والخدم.
- حفظ حقوق المالك.
- العلاقة بين المالك والعمال.
- قانون التعيين للخدمة والوظيفة.
- عقد الوظيفة للعمال والخدم.
- وقت العمل ونوعه.
- عمل الأطفال محروم.
- التعليم والتعلم للعمال.
- الترقى فى الوظيفة.
- حق العامل في الأجر.
- تعيين الأجرة.
- تفريق الأجرة.

Dhaka University Institutional Repository

- قانون دفاع الأجرة.
- حقوق العمال والخدم فى الربح.
- اشتراك العمال والخدم فى الانتظام.
- عطلة العمال.
- سلامة الوظيفة وأمنه.
- السكن حق من حقوق العمال وعلى السلطات توفيره.
- حقوق الاتحاد والجماعة للعمال.
- كيفية أداء الحقوق للعمال والخدم.
- إقامة العدل والإنصاف بين العمال والخدم.
- حقوق غير المسلمين من العمال والخدم.

لقد أعز الإسلام العامل ورعاه وكرمه،واعترف حقوقه بالدولية لأول مرة في تاريخ العمل،بعد أن كان العمل في بعض الشرائع القديمة معناه الرق والتبعية،وفي البعض الآخر معناه المذلة والهوان.فقد قرر الإسلام للعمال حقوقهم الطبيعية – كمواطنين – من أفراد المجتمع،كما جاء بكثير من المبادئ لضمان حقوقهم – كعمال– قاصدا بذلك إقامة العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم في حياتهم وبعد مماتهم.كما دعا الإسلام أصحاب الأعمال إلى معاملة العامل معاملة إنسانية كريمة،وإلى الشفقة عليه والبر به وعدم تكليفه ما لا يطيق من الأعمال إلى غير ذلك من الحقوق التي منحها الإسلام للعامل والتى يمكن إجمالها فيما يلى :

تعريف العمال والخدم

العمال لفظ جمع،مفرده العامل.مادته(ع، م،ل)،معناه في اللغة الذين يعملون.وفى الاصطلاح الرجال والمرأة الذين يعقدون مع الآخر بأجرة أنفسهم.ونقود العمل يقال الأجرة(614).والخدم لفظ جمع،مفرده الخادم. معناه فى اللغة،العبيد والرقيق.وفى الاصطلاح الذين يخدمون السيد ويمتثلون أمر سيدهم أو الذين يبيعون أنفسهم للسيد أو المالك.

جدير بالذكر العمال والخدم كلاهما من ضعفاء الناس فى المجتمع.إن الله سبحانه وتعالى حفظ حقوقهم فى كلامه المجيد.وأرعاهم كى يعيشون فى المجتمع مع الراحة والسلامة.وأمر السادات والأغنياء أن يؤدوا حقوق العمال والخدم ويعملون معهم معاملة حسنة. نرى فى القرآن

---

614 قواعد الفقه،لأحمد بن أحمد المختار الجكنى الشنقيطى،داراحياء التراث الإسلامى–قطر(1403هـ)/الصفحة (211).

Dhaka University Institutional Repository

الكريم أن موسى عليه السلام رعى غنم زوجته لأداء المهر. كما ذكر فى القرآن الكريم:قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك(615). يمكن تعريف العمل بأنه المجهود الإرادي الواعي الذي يستهدف منه الإنسان إنتاج السلع والخدمات لإشباع حاجاته، ومن هذا التعريف يتضح لنا أن مجهود الحيوانات أو مجهود الإنسان بغير هدف لا يعتبر عملا. العمل: هو الطاقة أو الجهد الحركي الذي يبذله الإنسان من أجل تحصيل أو إنتاج ما يؤدي إلى إشباع حاجة معينة محللة. والإنتاج: هو السلع والخدمات التي يساهم المجهد البشري في إيجادها من أجل إشباع حاجة.

أحوال العمال والخدم قبل الإسلام

فى الأيام الجاهلية لايعطى التقرير حقوق العمال والخدم.وهما كالعبيد والأمة.فى تلك المجتمع يعتبر العمال والخدم كالبضاعة.يباع الخدم ويشتراهم فى مختلف الأسواق كالغنم والبقرة. تعلق السلسلة فى رجلهم وقت العمل فى الميدان كى لايفرون عن العمل.لايعطى لهم الطعام والشراب على حاجتهم.بل يعطى الطعام لهم حتى لايموت أويعمل.يضرب عليهم السياق كالحيوان بأدنى نقصان فى العمل.بعد انتهاء اليوم يضع لهم للنوم فى البيت المظلم معلق السلسلة مجتمعهم من العشر حتى الخمسين.

أحوال العمال والخدم لايكون أفضل فى الهند والفارس وغيرها من البلاد.لا قيمة لهم فى الحياة والمجتمع.ولا فضل عليهم فى المجتمع .الظلم وسوء المعاملة عليهم يرى فى جميع المكان. يظن فى الهند أن مولود العبيد للظلم والإهانة. وإن شرافة الهندى يظنون أن العمال والخادم مولود من رجل المولى.فإنهم مخزى ومهين فى المولود . فلا حقوق عليهم فى المجتمع والدنيا .النجاح واحدا لهم وهو إنهم يصبرون على الظلم والخزى ويمضون حياتهم عليها.

إن النبى صلى الله عليه وسلم أظهر الحالة الشنيعة للعمال والخادم والعبيد قبل بعثته. وقال : أدرى ليس للعبد والخدم الفضل الاجتماعى قبل الإسلام. ويظن لهم أخبث من الحيوان .فى تلك المجتمع يظن الأغنياء والسادات أنهم مالك جميع الأموال والكرام .ينسون القول "الناس كلهم أكفاء وكلهم محقون بالإنصاف فى المجتمع". يظنون مسؤلية العمال والخدم خدمة المالك والسيد وحمل جميع الظلم اليهم. إنهم لايجلسون مع السيد ويطعمون معهم ولا يكلمون عندهم. الاعتراض لقول السيد وعملهم عذابها الموت(616).

---

615 القرآن المجيد،سورة القصص، رقم السورة28،رقم الاية(27).

616 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال/ المتقي الهندي/ ط.مؤسسة الرسالة/ بيروت سنة 1989م.

Dhaka University Institutional Repository

هكذا كانت أحوال العمال والخدم قبل الإسلام.ولكن مع الأسف الشديد نحن نرى فى مجتمعنا هذا أن الأغنياء والملوك أشر من العصرالجاهلى.إنهم يعيشون فى السلم والأمان بالعمال والخدم.إن لم يكن العمال والخدم لايمكن لهم أن يعيش بالترقى.لأن العمال والخدم يبنون لهم البنيان بالجهد والطاقة.وينبتون نباتا وفاكهة وغيرها من الطعام والشراب.ولكن يظلمون عليهم أشد الظلم.وينزعون عنهم الأموال.ويحرمون عن حقوقهم.هكذا يصير الأغنياء غنيا أيضا والفقراء يصيرون فقيرا جدا.الإسلام لا يرضى هذا الظلم والتفريق فى المجتمع.

حقوق العمال والخدم فى القرآن الكريم

إن الاسلام دين كامل من الله تعالى.حل جميع المشكلات لكل ناس وتيقن الحقوق أعطى الإسلام فقط.إن الإسلام تأكد عن رعاية حقوق الناس وفضلهم بين الأمير والمأمور والغنى والفقير والأعلى والأسفل والعامل والملك وبين الأبيض والأسود وغيرهم من الناس فى المجتمع.وأعلن الإسلام أيضا أن إهمال حقوق الغير جرم عظيم لاغفران له . وأيضا إن الدين الإسلام تأكد رعاية حقوق الحيوانات الأخرى سوى الناس.إن الله سبحانه وتعالى خالق العالمين.وخلق الخلق كلهم بالتفكر والتدبر ونظم الرزق لكل منهم . كما جاء فى القرآن الكريم : وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها(617).وقال أيضا فى آية أخرى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحيوة الدنيا(618).

إن الإنسان أشرف المخلوقات.جميع الأشياء فى الكون خلقت لمنفعة الإنسان.يستعملها الناس بعقله وحكمته.وفيه حكمة كثيرة لله تعالى.العمال والخدم ضرورة فى حكمته.إن لم يكن العمال والخدم بين الناس لا يعيش الناس فى المجتمع .ولايأكلون الطعام والشراب.لأنها من ثمرة عمل العمال والخدم.ولكن فضل كل واحد منهم ليس بسواء.فلهذا أمرالله تعالى الأغنياء والسيدين أن يراعوا حقوق العمال والخدم وأنصف عليهم.كما جاء فى القرآن الكريم:ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر و رزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا(619). وإنه سبحانه تعالى أمر العمال أن يكسبوا الرزق من عملهم الغليظة.كما جاء فى القرآن الكريم : فإذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون (620). وجاء فى الحديث الشريف ،عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة(621). وجاء فى حديث آخر :

---

617 القرآن المجيد،سورة هود، رقم السورة11،رقم الاية (06).
618 القرآن المجيد،سورة الزخرف، رقم السورة43،رقم الاية (32).
619 القرآن المجيد،سورة سورة الاسراء، رقم السورة17،رقم الاية (70).
620 القرآن المجيد،سورة الجمعة، رقم السورة62،رقم الاية (10).
621 السنن الكبير/الكبرى(سنن البيهقي)/لأحمد بن الحسين البيهقي، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية،الهند(1344هـ).

Dhaka University Institutional Repository

عن المقداد بن معديكرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه وإن نبى الله داؤد عليه السلام كان يأكل من عمل يده(622).

احطياط العمل وأمثاله فى القرآن الكريم

لازم على كل رجل أن يعمل لكسب الرزق. كل ناس يعمل بقوته و سعته.وعلى كل واحد استطاعة العمل قليلا أم كثيرا.فلا حقوق على أحد أن ينقص هذه النعم الإلهى. يجزى الله كل واحد بحسب عمله وطاقته . حتى الأنبياء والرسل الكرام يعيشون بالعمل الغليظ والطاقة ويأكلون الطعام باكتساب الرزق. لأنه لايرسل لهم الطعام من السماء. أعلن الله تعالى فى القرآن الكريم : وأن ليس للإنسان إلا ما سعى(623).وقال تعالى أيضا فى آية أخرى:لتجزى كل نفس بما تسعى(624). نحن نعلم من القرآن أن موسى عليه السلام كان عاملا. يعمل زوجة أبيه لمهر زوجته.كما جاء فى القرآن الكريم : فلما جاءه وقص عليه القصص قال لاتخف نجوت من القوم الظالمين.قالت إحداهما يأبت استأجره إن خيرمن استأجرت القوى الأمين. قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج .فان أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين (625).

يفهم بهذه الآية الكريمة : إن الله سبحانه وتعالى نفسه احتاط العمل للعمال والخدم و راعى حقوقهم فى القرآن الكريم.على منهج القرآن الكريم مسؤلية احتياط العمل للحكومية الإسلامية. كما جاء فى الحديث الشريف : عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبى صلى الله عليه وسلم يسأله فقال أما فى بيتك شئ قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه . وقدح نشرب فيه الماء.قال ائتنى بهما فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشترى هذين؟ قال رجل أنا أخذهما بدرهم .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم؟مرتين أو ثلاثا.قال رجل أنا أخذهما بدرهمين. فاعطاهما اياه فاخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصارى وقال اشترى بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك. واشتر بالآخر قدوما.فأتنى به.فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده . ثم قال له: إذهب واحتطب وبع.ولا أرينك خمسة عشريوما.ففعله ثم جاء وقد أصاب عشرة دراهم. فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال له صلى الله عليه وسلم هذا خير من أن تجئى المسئلة نكتة فى وجهك

---

622 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري،المطبعة السلفية. كتاب البيوع، باب كسب الرجل و عمله بيده، رقم الحديث(2111).

623 القرآن المجيد،سورة النجم، رقم السورة53،رقم الاية (39).

624 القرآن المجيد،سورة طه، رقم السورة20،رقم الاية (15).

625 القرآن المجيد،سورة سورة القصص، رقم السورة28،رقم الأية(25-27).

Dhaka University Institutional Repository

يوم القيامة.إن المسئلة لا تصلح إلا الثلاثة لذى فقر مدقع أو لذى غرم مفظع أو لذى دم موجع(626).

المساواة والحرية للعمال والخدم

إن أهل قريش يظنون أنفسهم شرفاء.وغيرهم يظنون خذلاء ومهينون.هكذا فى المدينة المنورة يرى الأغنياء العمال والخدم والفقراء بنظر الإهانة.ويظن الأعراب أنفسهم أعلى الناس وغيرهم أحقر الناس .هذا الظن موجود فى غير العرب أيضا.ولكن الله سبحانه وتعالى نهى عن هذه التفريق والاختلاف بالقول الغليظ والجافى.إنه يقول لا فرق بين العرب والعجم والأغنياء والفقراء والسيد والخدم والعمال. بل كلهم سواء فى الدرجة إلا بالتقوى.كما جاء فى القرآن الكريم : يايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام (627). وقال أيضا فى آية أخرى : يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم .إن الله عليم خبير (628).وجاء فى الحديث الشريف ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إن الناس من عهد آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشط لا فضل لعربى على عجمى ولا لاحمر على الاسود إلا بالتقوى (629). وأيضا إن خليفة المسلمين عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه يجلس سائق الإبل فى مقعده وقت الذهاب إلى الشام ويمشى فى الصحراء آخذا لحبل الإبل.

هذه المساواة يعلم الإسلام والقرآن والحديث بين الناس فى المجتمع.وهو يعلن كلمة المساواة والحرية بين الناس.يريد الإسلام أن يزيل جميع العباد والرقيق من المجتمع البشرى. سواء كان فى الاجتماع أو فى الاقتصاد أو فى السياسية أو الروحية .وإنه تعالى علم رسوله الكرام هذه الأوامر . فلهذا صار محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الأوصاف الحميدة مثلها. كما جاء فى القرآن الكريم : ويضع عنهم أصرهم والأغلل التى كانت عليهم (630). هكذا شكت الرجل عند الخليفة عمربن عبد العزيز ضد الصحابى عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه. فقال الخليفة لعمرو بن العاص متى عبدتموهم وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا.

---

626 سنن ابن ماجة،لأبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي بالولاء القزويني،دار إحياء التراث العربي(1395هـ) . كتاب التجارات ،باب بيع المزايدة،رقم الحديث(2282). وأبو داؤد فى سننه.

627 القرآن المجيد،سورة النساء، رقم السورة4،رقم الاية (01).

628 القرآن المجيد،سورة الحجرات، رقم السورة2،رقم الاية (13).

629 مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن محمد بن حنبل،الطبعة الميمنية، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية(1398هـ). رقم الحديث(22978).

630 القرآن المجيد، سورة الأعراف، رقم السورة7،رقم الاية(107).

Dhaka University Institutional Repository

حق العامل في الحصول على حقوقه التى اشترطها صاحب العمل

يجب على صاحب العمل أن يوفي العامل حقوقه التى اشترطها عليه،وألا يحاول انتقاص شيء منها.فذلك ظلم عاقبته وخيمة ،ولذلك يجب على صاحب العمل ألا ينتهز فرصة حاجة العامل الشديدة إلى العمل فيبخسه حقه ، ويغبنه في تقدير أجره الذى يستحقه نظير عمله ،فالإسلام يحرم الغبن ويقرر لا ضرر ولا ضرار.كما يجب على صاحب العمل أن يحافظ حق العامل كاملاً إذا غاب أو نسيه ،وعليه ألا يؤخر إعطاءه حقه بعد انتهاء عمله ، أو بعد حلول أجله المضروب. كما يجب على صاحب العمل ألا يضن على العمل بزيادة في الأجر إن أدى عملاً زائداً على المقرر المتفق عليه،فإن الله يأمرنا بتقدير كل مجهود ومكافأة كل عمل.حق العامل في عدم الإرهاق إرهاقا يضر بصحته أو يجعله عاجزا عن العمل : يجب على صاحب العمل عدم إرهاق العامل إرهاقا يضر بصحته ويجعله عاجزاً عن العمل،ولقد قال النبى شعيب عليه السلام لموسى عليه السلام حين أراد أن يعمل له في ماله :".. وما أريد أن أشق عليك"(631).فإذا كلفه صاحب العمل بعمل يؤدى إلى إرهاقه ويعود أثره على صحته ومستقبله، فله حق فسخ العقد أو رفع الأمر إلى المسؤولين ليرفعوا عنه حيف صاحب العمل.

.حق العامل في الاستمرار في عمله إذا نقصت مقدرته على الإنتاج

ليس لصاحب العمل أن يفصل العامل عن عمله إذا انتقصت مقدرته على الإنتاج لمرض لحقه من جراء العمل أو بسبب هرم العامل وشيخوخته.والقاعدة العامة أنه إذا اتفق صاحب العمل مع شاب على العمل فقضى شبابه معه ثم أصابه وهن في نشاطه بسبب شيخوخته مثلا فليس لصاحب العمل طرده من العمل ،بل عليه أن يرضى بإنتاجه في شيخوخته كما كان يرضى عن إنتاجه في عهد شبابه وقوته .ويرمز إلى هذه القاعدة ما تضمنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أن رجلا أرهق جملا له في العمل فهرم فأراد أن يذبحه ليستريح من عبء مؤونته، فقال له صلى الله عليه وسلم :" أكلت شبابه حتى إذا عجز أردت أن تنحره،فتركه الرجل".

حق العامل في المحافظة على كرامته

يجب على صاحب العمل أن يحافظ كرامة العامل،فلا يضعه موضع الذليل المسخر أو العبد المهان.وفي الإسلام وحياة عظمائه كثير مما يؤيد ذلك الأصل الديمقراطى الكريم.فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل مع الأجير ويساعده في احتمال أعباء ما يقوم به من عمل، كما لا يصح أن يضرب صاحب العمل العامل أو يعتدي عليه،فإن ضربه فعطب كان عليه الضمان.

---

631 القرآن المجيد،سورة القصص، رقم السورة28،رقم الآية (27).

Dhaka University Institutional Repository

حق العامل في أداء ما افترضه الله عليه

يجب على صاحب العمل أن يمكن العامل من أداء ما افترضه الله عليه من طاعة كالصلاة والصيام ، فالعامل المتدين أقرب الناس إلى الخير ويؤدى عمله في إخلاص ومراقبة وأداء للأمانة ، وصيانة لما عهد إليه به .وليحذر صاحب العمل أن يكون في موقفه هذا ممن يصد عن سبيل الله ويعطل شعائر الدين "الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا،أولئك في ضلال بعيد"(632).ويقول تعالى:"أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى.أرأيت إن كذب وتولى .ألم يعلم بأن الله يرى"(633).كما يجب على صاحب العمل أن يراقب العمال في سلوكهم ، ويحملهم بالحسنى على التمسك بآداب دينهم ،لأن مراعاة شعور التدين في العمال يجذب قلوبهم إليه ويجعلهم يخلصون في العمل والدفاع عن مصالحه وحمايته بكل وسيلة.

حق العامل في الشكوى وحقه في التقاضى

لم تقتصر الأحكام الإسلامية الخاصة بعلاقات العمل على تنظيم القواعد الموضوعية المتصلة بحقوق العمال.وإنما تناولت هذه الأحكام أيضا القواعد الإجرائية التى تنظم حق العامل في الشكوى وحق التقاضي.فالإسلام لم يترك أطراف العقد فرطا بل يسر لهم سبيل اقتضاء حقوقهم إن رضاء أو اقتضاء،كما حرص أشد الحرص على المحافظة على حقوقهم،واتخذ لذلك جميع الوسائل التى تحفظ هذه الحقوق وتصونها جميعا.

ومن هذه الوسائل إقامة الحق والعدل بين الناس،ذلك أن إقامة الحق والعدل هى التى تشيع الطمأنينة وتنشر الأمن،وتشد علاقات الأفراد بعضهم ببعض وتقوى الثقة بين العامل وصاحب العمل وتنمي الثروة وتزيد من الرخاء وتدعم الأوضاع فلا تتعرض لأى اضطراب ويمضي كل من العامل وصاحب العمل إلى غايته في العمل والإنتاج دون أن يقف في طريقه ما يعطل نشاطه أو يعوقه عن النهوض.وقد جاءت الآيات والأحاديث داعية إلى العدل،ومحذرة من الظلم ومحرمة له،والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا بل لا يريد الظلم،يقول تعالى: "وما الله يريد ظلما للعباد "(634). وفي الحديث القدسي:"يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما،فلا تظالموا".وما هلكت الأمم السابقة إلا بظلمها وبغيها "ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا"(635). ويقول تعالى:فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا "(636). ويقول تعالى:"ما للظالمين من حميم ولا شفيع

---

632 القرآن المجيد ،سورة إبراهيم، رقم السورة14،رقم الآية (03).
633 القرآن المجيد ،سورة العلق، رقم السورة96،رقم الآية(11-14).
634 القرآن المجيد،سورة غافر/المؤمن، رقم السورة40،رقم الآية (31).
635 القرآن المجيد،سورة يونس، رقم السورة10،رقم الآية(13) .
636 القرآن المجيد،سورة النمل، رقم السورة27،رقم الآية(52).

Dhaka University Institutional Repository

يطاع"(637).ويقول تعالى:"وما للظالمين من نصير"(638).وفي الحديث"اتقوا المظلوم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة "،وفي حديث آخر:"إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته".

حق العامل في الضمان

كلمة ضمان أو"تضمين"في الشريعة الإسلامية أقرب ما تؤدي المعنى المراد في كلمة " المسؤولية المدنية "في الفقه الحديث.ومن الواضح أن تضمين الإنسان عبارة عن الحكم بتعويض الضرر الذي أصاب الغير من جهته.وقد قرر القرآن الكريم .وهو الأصل الأول للتشريع الإسلامي . مبدأ المسؤولية المدنية في قول الله تعالى:"ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله"(639).وقررتها السنة– وهى الأصل الثانى للتشريع– في عدة مناسبات،فقررتها في الإتلاف المباشر،عن أنس رضى الله عنه قال:أهدى إلى النبى صلى الله عليه وسلم طعام في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها،فألقت ما فيها،فقال النبى صلى الله عليه وسلم:"طعام بطعام وإناء بإناء".وقررتها على الرجل الذى يمد يده إلى مال الغير فيأخذه قهرا بدون إذن ثم يهلك ، فيقول النبى صلى الله عليه وسلم :"على اليد ما أخذت حتى ترد".

وهذا أصل المسؤولية الناشئة عن الاستيلاء القهرى وهو المسمى في اصطلاح الفقهاء" بالغصب".هذا ومن يتتبع السنة في قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده يجد كثيرا من جزئيات المسؤولية المدنية. وطبقاً للأسس المتقدمة يحق للعامل أن يطالب صاحب العمل بحقه في الضمان إذا توافرت شروطه التى عرضنا لها،وله أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بتعريض ما أصابه من ضرر.هذه هي أهم حقوق العمال،وبها يكون الإسلام أوفى العمال حقوقهم وكرمهم ووفر لهم حياة كريمة وأقام عدالة اجتماعية.

حرية العامل لأخذ الحرفة

إن الاسلام والقرآن أعطى العمال والخدم حرية لأخذ الحرفة.بها يزداد قدرة العمل للعمال. كما جاء فى القرآن الكريم:"قال ذالك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على.والله على مانقول وكيل"(640).يدل بهذه الآية الكريمة إن موسى عليه السلام أعلم لمالكه أن رأنه كان لإنسان حرية .رعاية الغنم كان أيضا حرفة بسيطة أخذ كل بنى ذالك الحرفة.لأنهم يعلمون الناس أن لكل واحد حقوق لأخذ الحرفة ولا فضل بين العمال والأغنياء عندهم.

---

637 القرآن المجيد،سورة غافر/المؤمن، رقم السورة40،رقم الآية(18) .
638 القرآن المجيد،سورة الحج، رقم السورة22،رقم الآية (71).
639 القرآن المجيد،سورة النساء، رقم السورة4،رقم الآية(92) .
640 القرآن المجيد،سورة القصص، رقم السورة28،رقم الآية (28).

Dhaka University Institutional Repository

حفظ حقوق الرجل والمرأة من العمال والخدم فى كسب الرزق

إن الإسلام لاينزع من النساء فى العمال والخدم حقوق كسب الرزق.بل أعطى النساء حقوق كسب الرزق مثل الرجال .الأشياء التى اكتسبن المرأة تكن ملكها.فلا استحق لرجل أن يتدخل فى أموال النساء بإذنهن. كما أرشد الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم : للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن(641).ولكن الحجاب بين الرجل والمرأة والرجوع من شر المجتمع لازم و واجب على كل واحد من العمال والخدم .كما أمر الله تعالى فى القرآن الكريم : وإذا سألتموهن متاعا فاسئلوهن من وراء حجاب ذالك أطهر لقلوبكم وقلوبهن(642).وكما جاء فى الحديث : عن عمر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايخلون رجل بإمرأة إلا كان ثالثهما الشيطان(643).فى المجتمع الاقتصادى تستعمل المرأة كالبضاعة. وفى البلاد الاشتراكى تستعمل المرأة من كالحيوانات.ولكن الإسلام أعطى الحقوق الجميع للنساء ورفع درجاتهن.

إقرار الملوكية النفسية للعمال والخدم

ان الإسلام أقر الملوكية النفسية والحرية النفسية وحفظ الحقوقية النفسية على كل واحد. سواء كان من العمال والخدم أو غيرها.كل واحد يعمل بإرادته وحريته فى حياته.ويأخذ حرفته. وبذالك يسلم فضله وشرفه.لأن الإنسان من أشرف المخلوقات.فلهذا إن الله سبحانه وتعالى كرمهم وفضلهم بعضهم على بعض.كما جاء فى القرآن الكريم :إنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون (644).وقال تعالى فى آية أخرى :أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه(645).

حفظ حقوق المالك

لاينسى لأحد أن المالك يكون معهده التجارة بجهد كثير وأنفق فيه ماله المكتسب وانتظم العمل للعمال والخدم والرجل المتعطل.فينبغى للمالك والسيد أن ينظر عامله وخادمه بنظر الخيرية وينبغى للعمال والخدم أن يرعى أموال المالك والسيد وينظرها بنظر الخيرية.ويسعى سعيا كاملا لترقى الأموال والتجارة.وهذا تعليم الإسلام.بأصول الإسلام أن لكل واحد حقوق أن يعيش فى

---

641 القرآن المجيد،سورة النساء، رقم السورة4،رقم الآية (32).

642 القرآن المجيد،سورة الاحزاب، رقم السورة33،رقم الآية (53).

643 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي،دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الرضاع ،باب ما جاء فى كراهية الدخول على المغيبات، رقم الحديث،(1204).

644 القرآن المجيد،سورة يس، رقم السورة36،رقم الآية (71).

645 القرآن المجيد،سورة حديد، رقم السورة57،رقم الآية (07).

Dhaka University Institutional Repository

المجتمع مع الفضل والسلامة.لايكون بين السيد والعامل علاقة العداوة بل يكون بينهم علاقة الأخوة.والعلاقة الأخوة بين السيد والخادم وبين المالك والعامل والغنى والفقير يأتى الخير والفلاح فى حياتهم الدنوية والآخرة.أكد القرآن الكريم عن حفظ حقوق المالك من العمال والخدم.كما جاء فى القرآن الكريم : إن خير من استأجرت القوى الأمين(646).

إن معهد التجارة للمالك أمانة لكل عامل وخادم.ينبغى للعامل والخادم أن يراعى حقوق المالك كى لاينقص فى معهده التجارية وعمله.كما جاء فى الحديث الشريف:عن أبى هريرة (رض)عن النبى صلى الله عليه وسلم قال خير الكسب كسب العامل إذا نصح(647).وقال عليه السلام فى حديث آخر:عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب المؤمن المحزف(648).وقال عليه السلام فى حديث آخر:عن ابى موسى الأشعرى(رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجران عبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه(649).وقال صلى الله عليه وسلم:عن أبى هريرة رضى الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى قال فلا يعطه مالك. قال أرأيت إن قتلنى قال فأنت شهيد.قال أرأيت إن قتلته قال هو فى النار(650).لمن أعطى الله المال أعطاه الحقوق لرعايته.

العلاقة بين المالك والعامل

لاخلاف ولاعدوان بين المالك والسيد فى نظام الإسلام.كلهم عباد الله وكلهم محبوس بعلاقة الأخوة .إن الإسلام يريد الخير والفلاح فى المجتمع كلها بوثوق العلاقة الأخوة بين المالك والعامل وبين السيد والخادم وغيرها من الناس.لايغشى أخ لأخ آخر.بل يشغل الأخ المسلم لنصيحة أخ آخرسواء كان مالكا أو عاملا أو سيدا وخادما.كما أرشد الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم: "إنما المؤمنون إخوة.فاصلحوا بين أخويكم"(651).وجاء فى الحديث الشريف :عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه ،قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس(652).

---

646 القران المجيد،سورة القصص، رقم السورة28،رقم الاية (26).

647 مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن محمد بن حنبل،الطبعة الميمنية، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية(1398هـ).

648 أخرجه الإمام الطبرانى فى الصغير والكبير وإسناده حسن.

649 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري،المطبعة السلفية. كتاب العلم، باب تعليم الرجل أمته وأهله،رقم الحديث(97).

650 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار إحياء التراث. كتاب الإيمان،باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم فى حقه وإن قتل كان فى النار وأن من قتل دون ماله فهو شهيد، رقم الحديث(377).

651 القرآن المجيد،سورة الحجرات، رقم السورة49،رقم الاية (10).

652 سنن الترمذي، أمحمد بن عيسى الترمذي،دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء فى الإحسان إلى الخدم، رقم الحديث(2071).

Dhaka University Institutional Repository

وجاء فى حديث آخر:عن أنس (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفس بيده لايؤمن عبد حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه(653).وجاء فى حديث آخر:عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كونوا،عباد الله إخوانا . المسلم أخ المسلم لايظلمه ولايخذله ولايكذبه ولايحقره(654).ففى الآيات والأحاديث المذكورة اهتمت بالأخوة والعلاقة الوثيقة بين المالك والعامل والسيد والخادم.ونهى عن التعامل بينهم الذى يخالف القرآن والسنة وينتهى العلاقة فيما بينهم.

قانون التعيين للخدمة والوظيفة

المال البشرية مهم جدا للإنبات.إن لم يختار العامل القوى فى العمل لايوجد النتيجة المقصودة وإن كان يكشف التقنية العليا.فينبغى على الملوك أن يعين الوظيفة على قدر قوته واستطاعته.ولايعين أحد بالرشوة والسلبية.العمال القوى إن عين فى العمل تترقى الشركة شئيا فشيئا وألا تزيد الرشوة وينقص فى العمل ويكمل المجتمع فى الفساد. كما جاء فى القرآن الكريم: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذالك يفعلون(655).

فيجب على السلطة أن ينظروا إلى الأشياء التالية وقت التعيين للوظيفة كما :

- التعليم : الذين عاقلون ومعلمون يرجح لهم فى الوظيفة.كما جاء فى القرآن الكريم:قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون(656).
- الصلاحية: العامل الذى لائق فى عمل يختار له فى عمله المحدود .وبهذا يزداد سرعة العمل .كما جاء فى القرآن الكريم : إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها(657).
- القدرة الجسمية : يحتاج للعمل قدرة الجسمية وصحتها فلذا ينبغى للسلطة أن يروا قدرة الجسمية فى العمل وقت التعيين. كما جاء فى القرآن الكريم: إن خير من استأجرت القوى الأمين(658).
- الأمانة : العامل الصالح والمسؤول يضع كل عمل بالسلامة والعافية.فيظر إلى أمانة العمال والخدم قبل التعيين.

---

653 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار إحياء التراث. كتاب الإيمان،باب الدليل أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، رقم الحديث(179).

654 سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس، دار الحديث، الطبعة الأولى(1388هـ). كتاب الأدب،باب المواخاة، رقم الحديث(4895).

655 القرآن المجيد،سورة النمل، رقم السورة27،رقم الآية (36).

656 القرآن المجيد،سورة الزمر، رقم السورة39،رقم الآية (09).

657 القرآن المجيد،سورة النساء، رقم السورة4،رقم الآية (80).

658 القرآن المجيد،سورة القصص،رقم السورة28،رقم الآية (26).

Dhaka University Institutional Repository

❖ المهارة والخبرة:من كثرت مهارته وخبرته يعمل تلك العمل بالتجارة والمهارة.فلذا يرجح المهارة والخبرة وقت التعيين:كما قال النبى صلى الله عليه وسلم:إن الله يحب الصانع والحاذق.

❖ التعيين بغير منحاز:يعين العمال والخدم بغير منحاز كى يعين العمل الحاذق والماهر والصالح واللائق فى العمل.كما جاء فى الحديث الشريف:عن جابر بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية(659).

عقد الوظيفة للعمال والخدم

العقد والاتفافية لكل عمل ضرورى ومهم.فيلزم العقد الكتابى بين العامل والكاتب.وفيها يذكر نوع العمل و وقته وأجره ومسكنه وعلاجه وتبديله وغيرها من شرائط الوظيفة.جميع الأشياء يتعين بالمحادثة والاتفاق بين الفريقين .لاينقض العقد إحدى الفريقين ظهرا أو خفيا.إذا كملت الشرائط والعقود بالمحادثة بين الفريقين وجبت على كل واحد أن يمتثل الشرائط والعقود.ولكن شرائط العقود تتبدل بإقضاء الأحوال والتوافق بين الفريقين.أمر الله تعالى عن هذه الأشياء فى القرآن الكريم كما قال:وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولايأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا(660).وقال تعالى فى آية أخرى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا(661). وقال أيضا فى آية أخرى:والموفون بعهدهم إذا عاهدوا (662).إن نقض أحد الفريقين من العمال والخدم يفسد فى المصنع.فلهذا يحذر كل واحد لحفظ العقود. كما جاء فى الحديث الشريف:عن صفوان بن سليم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألامن ظلم معاهدا أو انتقضه أوكلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب. فأنا حجيجة يوم القيامة(663).

وقت العمل ونوعه

أى عمل يأخذ المالك من العامل وكم ساعة يعمل العامل له يعين بالمحادثة بين الفريقين.لا يكلف العمل إلا باختيار العامل.العمل الذى مضر لجسم العامل لايكلف هذا العمل عليه.الساعات التى يعمل العامل فى اليوم والليلة لايضر فى جسمه يكون له تلك العمل المحدود.ولكن الأجرة

---

659 سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس، دار الحديث، الطبعة الأولى(1388هـ). كتاب الأدب،باب فى العصبية، رقم الحديث(4895).

660 القران المجيد،سورة البقرة، رقم السورة2،رقم الاية (282).

661 القران المجيد،سورة الاسراء، رقم السورة17،رقم الاية (24).

662 القران المجيد،سورة البقرة، رقم السورة2،رقم الاية (177).

663 سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس، دار الحديث، الطبعة الأولى(1388هـ). كتاب الخراج والإمارة والفيء،باب فى تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات،رقم الحديث(3054).

Dhaka University Institutional Repository

يدفع كاملا.على قانون الدولى يعطى العمل ثمانية ساعات فى اليوم والليلة.ولكن هذه القانون والأحكام لايكون بإنصاف.قد يختلف أوقات العمل على اختلاف البلاد والموسم.فلهذا ينبغى أن يكون وقت العمل وطبيعته اعتمادا على البيئة.كما جاء فى القرآن الكريم:لا تكلف نفس إلا وسعها وقال تعالى فى آية أخرى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا(664).نحن نرى فى المجتمع أن الملوك الأقوياء يؤدون عملا كثيرا من ضعفاء العمال.ويروا الحقوق النفسية أكبر عن الآخر.إن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ذالك.كما جاء فى الحديث الشريف:عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه،قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلفه ومن العمل ما يغلبه فان كلفه ما يغلبه فليعنه عليه(665).لايعين أحد فى العمل بغير إدراكه طبيعة العمل وحدوده:كما جاء فى الحديث الشريف:عن عمروبن حريث(رض) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ماخففت على خادمك من عمله كان لك أجرا فى موازينك(666).كان أمير المؤمنين عمربن الخطاب رضى الله عنه يمشى فى طرقات المدينة يتفقد أمور رعيته.إن رأى عاملا فى حالة سيئة يطلقه عنه.

عمل الأطفال محروم

أمر الإسلام أن يرحم ويرفق مع الأطفال.أن يربى الأطفال باعتناء ويكون مواطنا صالحا واجب إيمانى على كل مربى.العمل الغليظ بالأطفال الصغار خلاف الإنسانية.نهى الله سبحانه وتعالى عن هذا .كما جاء فى القرآن الكريم :لايكلف الله نفسا إلا وسعها(667).يفهم بهذه الآية الكريمة أنه إيذاء أحد بالعمل خلاف لأمر القرآن الكريم. سواء كان من الأطفال أو الكبار أو غيرها.بل أكد النبى صلى الله عليه وسلم بالعطف والرحمة وحسن المعاملة مع الأطفال والصغار.كما جاء فى الحديث الشريف:عن عمروبن شعيب رضى الله تعالى عنه،قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر شرف كبيرنا فليس منا(668). إن عمل بالأطفال والصغار يدفع لهم عمل لا إيذاء فيه للصحة ويطابق بالقوة والاستطاعة . كما جاء فى الحديث الشريف:عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه،قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولايكلف من العمل إلا مايطيق(669).

---

664 القرآن المجيد،سورة النساء، رقم السورة4،رقم الآية(28).

665 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي،دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء فى الإحسان إلى الخدم، رقم الحديث(2071).

666 الترغيب والترهيب / لأبي محمد زكي الدين عبدالعظيم المنذري ، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة(1388هـ).

667 القرآن المجيد،سورة البقرة، رقم السورة2،رقم الآية (286).

668 سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس، دار الحديث، الطبعة الأولى(1388هـ). كتاب الأدب،باب فى العصبية، رقم الحديث(4895).

669 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار إحياء التراث. كتاب الإيمان،باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، رقم الحديث(4406).

Dhaka University Institutional Repository

التعليم والتعلم للعمال

فرصة التعليم حقوق أصلى لكل ناس.فلا يحرم عن هذه الحقوق للعمال و وراثته.إن حبط المالك بفرصة التعليم للعمال فيجب على الحكومة فرصة التعليم عليهم.وهذا أصول الإسلام. بالتعليم والتعلم يترقى العمال والخدم فى عمله ويعمل بالقدرة والطاقة.وبهذا يفيد المالك فى التجارة وغيرها.وينقدم المجتمع أمامها ويزيل الفقر والتعطل عن المجتمع.إن الله سبحانه وتعالى أنزل أول لفظ فى القرآن "إقرأ".كما جاء فى القرآن الكريم:"إقرأ باسم ربك الذى خلق"(670).وقال تعالى فى أية أخرى:قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون(671).العامل المتعلم يؤدى مسؤليته و واجباته كما حقها .وبذالك يزيد إنبات المصنع ويترقى البلاد ويزيل الرشوة والفساد من البلاد. إن النبى صلى الله عليه وسلم قال:طلب العلم فريضة على كل مسلم(672).

الترقى فى الوظيفة

الترقى فى الوظيفة لازم للعمال والخدم.به يحث العمال فى عملهم ويجتهدون لاظهار ذهنهم العميقة.ولكن يكون فيه الإنصاف والعدل.وغير ذالك لا يرى فيه تجارب العمل ومهارته.الإجتناب عن العصبية والقبيلية لازم فيه. الترقى فى الوظيفة حق مهم للعمال.الحرم لأحد عن هذا الحق عمل جرم.كما جاء فى القرآن الكريم:ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا(673).

حق العامل في الأجر

أجر العامل هو أهم التزام ملقى على عاتق صاحب العمل،ولذلك عنى به الإسلام عناية بالغة ،ولقد رأينا كيف يعد الإسلام العمل عبادة ويضعه فوق العبادات جميعا،ويجعل الأخ الذى يعول أخاه العابد أعبد منه،وعلى أساس هذه النظرة المقدسة للعمل يقدس الإسلام حق العامل في الأجر، ويحث على أن يوفي كل عامل جزاء عمله.وقد ورد الأجر في القرآن الكريم في خمسين ومائة موضع،وجاء وروده بالمعنى المتداول في الحياة العملية،كما ورد في أسمى المعانى وأكثرها تجرداً في شؤون الحياة الدنيا وعرضها الزائل،ومن الأمثلة على المعنى المتداول في الحياة العملية قوله تعالى:" قل ما سألتكم من أجر فهو لكم،إن أجرى إلا على الله"(674).وفي موضع آخر من

---

670 القرآن المجيد،سورة العلق، رقم السورة96،رقم الآية (01).

671 القرآن المجيد،سورة الزمر، رقم السورة39،رقم الآية (09).

672 سنن ابن ماجة، لمحمد بن يزيد القزويني، ابن ماجة، دار إحياء التراث العربي(1395هـ). والسنن الكبير/الكبرى (سنن البيهقي)/ لأحمد بن الحسين البيهقي،مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند(1344هـ).

673 القرآن المجيد،سورة النساء، رقم السورة4،رقم الآية (05).

674 القرآن المجيد،سورة سبأ، رقم السورة34،رقم الآية (47) .

Dhaka University Institutional Repository

قصة شعيب وموسى:" ... قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا"(675).وفي هذين المثلين الأجر: هو ما عرفناه من عوض المشقة أو جزاءا عن الخدمة.

كما نجد العمل في القرآن الكريم يذكر مقرونا بذكر الأجر،يقول تعالى:"ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون"(676).ويقول تعالى:"إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون"(677).وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أيضا تلازما بين الأجر والعمل،وهذا كله عموم في الدنيا والآخرة.كما يقول ابن حزم. فجميع الآيات التى ذكر فيها العمل والأجر ليست خاصة بالأعمال ذات الطابع الدينى،وإنما هو قانون عام شامل لكل نوع من أنواع العمل سواء كان عملا دينيا أو عملا دنيويا.

تعيين الأجرة

تعيين الأجرة مشكلة عظيمة فى العصر الحاضر. يقع النزاع والاختلاف بين المالك والعامل عن هذه المشكلة.أعلن الإسلام الأجرة لبقاء مجد العمال وعزته.قانون تعيين الأجرة مفيد لكل عامل بالملة والدين واللون.الأشياء التى اهتم القرآن لتعيين الأجرة هى :

❖ الإنبات : العامل الذى يستطيع أن ينبت كثيرا بقوته وذكائه ينبغى أجرته زيادة على الغير. وهذا اقتضاء العقل. كما جاء فى القرآن الكريم : ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لايظلمون(678). فى الآية المذكورة تحدثت عن ثلاثة أشياء.كما أولها:يعطى الدرجة على قدر العمل. ثانيها : يعطى أجورهم كاملا. ثالثها : أن لايظلم على أحد فى العمل.

❖ المحادثة الاشتراكية: ينبغى أن يحادث بين العامل والمالك وقت التعيين.كى يعينون الأجرة والشرائط برضاء الفريقين .لأن الغش ونقصان الآخر لايحب الإسلام . كما جاء فى القرآن الكريم وأمرهم شورى بينهم(679).وجاء فى الحديث الشريف : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استجارة الأجير حتى يبين له أجره(680).

❖ تكميل الحقوق الأصلية : واجب على الملوك أن يكمل الحقوق الأصلية للعمال. لأنه إن لم يكمل حاجته الأصلية بالأجرة بعد العمل الشديد يكون الظلم عليه.كما جاء فى الحديث الشريف:عن عثمان بن عفان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ليس لإبن آدم حق فى سواى هذه

---

675 القرآن المجيد،سورة القصص، رقم السورة28،رقم الآية (25) .
676 القرآن المجيد،سورة الاحقاف، رقم السورة46،رقم الآية (19).
677 القرآن المجيد،سورة التين، رقم السورة95،رقم الآية(6).
678 القرآن المجيد،سورة الاحقاف، رقم السورة46،رقم الآية (19).
679 القرآن المجيد،سورة الشورى، رقم السورة42،رقم الآية (28).
680 السنن الكبير/الكبرى(سنن البيهقي)/لأحمد بن الحسين البيهقى، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية،الهند(134هـ).

Dhaka University Institutional Repository

الخصال بيت يسكنه وثوب يوارى عورته وجلف الخبز والماء(681).أعلن الفقهاء الإسلاميون ستة أشياء الحوائج الأصلية للناس وهى:الطعام واللباس والمسكن والتعليم والعلاج والنكاح (682).

❖ تكميل حاجات العيال للعمال: واجب على كل عامل أن يراعى عيالهم .لايعمل لعيش نفسه فقط.بل يجتهد بعمله تكميل الكسوة والزود لأهله .فلهذا يتعين الأجرة كى يكمل حاجته النفسية والأهلية .كما جاء فى الحديث الشريف:عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت(683).

❖ النظر إلى قدره المالك : واجب على العمال أن ينظر إلى استطاعة الملوك.لأنه عضو فى شركة المالك أو عمله. فينبغى له أن ينظر إلى ربح المالك ونقصانه حتى لا يشوش فى تكميل أجرة العامل.كما جاء فى القرآن الكريم :لا تكلف نفس إلا وسعها(684).

❖ اختبار سعر السوق : واجب على الملوك أن يختبر سعر السوق.إن يزداد سعر السوق يزداد أجرة العامل.لأنه إن لم يزداد أجرته بزيادة سعر السوق يكون الظلم عليه.

❖ زيادة العمل : إن عمل زيادة على العمل يؤتى أجرته زائدة عن الأجرة المعينة.حتى يرضى على المالك ويعمل كثيرا عن مسؤوليته.كما جاء فى القرآن الكريم:فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره(685). وجاء فى الحديث:قال النبى صلى الله عليه وسلم:ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم(686).

تفريق الأجرة

الحاجة الأصلية لكل ناس سواء. فلذا أقر الإسلام حرية الإنسان بوجه واحد وأقر قابليته وأوصافه بوجه آخر.لايكشف عن الناس الأوصاف المحمودة إن لم يقر قابليته.ولكن ينظر فيه أن لايكون التفريق كثيرا.لأن فى أوائل الإسلام يقسم أموال الغنائم بالسواء بعد أن يكون التفريق فى القابلية. الأسباب التى يكون فيه تفريق الأجرة وهى:

---

681 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي،دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء فى الزهادة فى الدنيا، رقم الحديث(2512).

682 الفصل في الملل والأهواء والنحل، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأندلسي.

683 سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس، دار الحديث، الطبعة الأولى(1388هـ). كتاب الزكاة،باب فى صلة الرحم، رقم الحديث(1694).

684 القرآن المجيد،سورة البقرة، رقم السورة2،رقم الآية (233).

685 القرآن المجيد،سورة الزلزال، رقم السورة99،رقم الاية (07).

686 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار إحياء التراث. كتاب الإيمان،باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، رقم الحديث(4403).

Dhaka University Institutional Repository

❖ التعليم : يكون التفريق فى الأجرة بين العامل التعليمى والعامل غير التعليم.كما جاء فى القرآن الكريم :"قل هل يستوى الذين يعلمون الذين لا يعلمون" (687).

❖ الصالح الأمين : العامل الذى صالح أمين ومسؤول.ويعمل أكثر عن الغير ولايكسل فى العمل أية حالة .يحرس دائما عن أمانة المالك. ينبغى أن يكون أجرته كثيرا لقضاء العقل.كما جاء فى القرآن الكريم:"قال اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم"(688).

❖ طاقة العملية الجسمية : العامل الذى يزيد قوته الجسمية يعمل كثيرا فى الجسم. فلهذا يكون أجرته زيادة عن الغير.كما جاء فى القرآن الكريم:إن خير من استأجرت القوى الأمين(689).

❖ المهارة والذكاءة : العامل الذى ماهر ذكى وعاقل ينبت زيادة عن الغير.فلهذا يكون أجرته كثيرا عن الغير. كما جاء فى الحديث الشريف: إن الله يحب الصانع الحاذق.

قانون دفاع الأجرة

واجب على الملوك أن يدفع الأجرة كاملا للعمال فى الوقت المعين.الخداع والغش عن هذا ذنب عظيم.إن النبى صلى الله عليه وسلم أكد عن أداء أجرة العمال بالسرعة.كما جاء فى الحديث الشريف:عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه(690).وإنه عليه السلام قد حذر عمن لايدفع الأجرة فى الوقت المعين.كما جاء فى الحديث الشريف:عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه،قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بى ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره(691).

حقوق العمال والخدم فى الربح

يرجى الربح فى المصنع إذا استثمر فيه الرأسمال والعمل معا. رأسمال المالك الفلوس ورأسمال العامل العمل.القوة الموصلة بين الرأسمال والعمل يأتى الربح فى التجارة.فلهذا يقسم الربح بين المالك والعامل.هذا منهج القرآن والسنة والإسلام.العامل الذى يبنى البناء الطويلة للمالك

---

687 القرآن المجيد،سورة الزمر، رقم السورة39،رقم الآية (09).

688 القرآن المجيد،سورة يوسف، رقم السورة12،رقم الآية (55).

689 القرآن المجيد،سورة القصص، رقم السورة28،رقم الآية (26).

690 سنن إبن ماجة،لأبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي بالولاء القزويني،دار إحياء التراث العربي(1395هـ) . كتاب الرهون ،باب أجر الأجراء،رقم الحديث(2537).

691 سنن إبن ماجة،لأبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي بالولاء القزويني،دار إحياء التراث العربي(1395هـ) . كتاب الرهون ،باب أجر الأجراء،رقم الحديث(2536).

Dhaka University Institutional Repository

بالعمل الغليظ لايجد مكانا للعيش.العامل الذى يصنع آلاف الزراع من الثوب للمالك لايلبس ثوبا جيدا.المالك الذى ينفق مأة آلاف من التاكا لمسكن الكلب وطعامه ولكن العامل لاميزانية له لأولاده وأهله.يسافر المالك مع الكلب فى السيارة التى يبنى العامل بعمله الشديد.ولكن العامل لايفكر للركب على السيارة.هذه الظلم لايقبله الإسلام.إن الاسلام يقيم المساواة الحرية بين الناس فى الواجبات والحقوق.كما جاء فى القرآن الكريم:كى لايكون دولة بين الاغنياء منكم(692).وقال أيضا فى آية أخرى:وفى أموالهم حق للسائل والمحروم(693).وقال تعالى أيضا فى آية أخرى: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم(694).وجاء فى الحديث:قال النبى صلى الله عليه وسلم أعطوا العامل من عمله فإن عامل الله لايخيب(695).وجاء فى حديث آخر:عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه : قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاء به وقد ولى حره فليقعده معه فليأكل. فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع فى بيده منه أكلة أو أكلتين(696). يفهم من الآيات والأحاديث المذكورة أنه يعطى العامل بربح الأموال فى التجارة.

اشتراك العمال والخدم فى الانتظام

فى نظر الإسلام العمال والملوك بعضهم لبعض أخوة.فلذا كل منهم متشاركات فى اليسر والحزن ومراقب الواحد لآخر.فلايجتهد أحد أن يحرم أخاه عن هذه الحقوق.المالك يستسمر الرأسمال والعامل يستسمر العمل.فلا يفرق الإسلام عن حقوقهم ومجدهم.فلا بد أن يشترك العمال والخدم فى انتظام المصنع والمتجر.العمال يعملون فى الميدان الحقيقية.فيعلمون مشكلة المعهد ويعلمون أيضا كيف يكثر الربح فى التجارة.فلهذا ينبغى على الملوك أن يشترك العمال فى انتظام المصنع والتجارة .وبذالك يقدم ترقى المعهد والمصنع.أكد الإسلام عن هذا تأكيدا عظيما.كما جاء فى القرآن الكريم : وشاورهم فى الأمر(697).وجاء فى حديث آخر:عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أمراءكم خياركم وأغنياءكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خيرلكم من بطنها(698).ونتيجة اشتراك العمال والخدم فى الانتظام كما فى التالية :

---

692 القرآن المجيد،سورة الحشر، رقم السورة59،رقم الاية (07).

693 القرآن المجيد،سورة الذريات، رقم السورة51،رقم الآية(19).

694 القرآن المجيد،سورة يس، رقم السورة36،رقم الآية (35).

695 مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن محمد بن حنبل ، الطبعة الميمنية، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية 1398هـ.

696 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار إحياء التراث. كتاب الإيمان،باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، رقم الحديث،(4408).

697 القرآن المجيد،سورة آل عمران، رقم السورة3،رقم الآية(109).

698 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي،دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،(باب)، رقم الحديث(2435).

Dhaka University Institutional Repository

- يكون العلاقة الوثيقة بين المالك والعامل ويزيل العداوة والبغضاء بينهما.
- يجد الفرصة لمعرفة مشكلة الآخر ويصلحها بالمحادثة بينهما.
- يقدم العمال أراءهم النفسية تشاورهم لترقي التجارة والعمل ويظنون أنهم عضو الإدارة.
- يبعد الاختلاف بين الملوك والعمال وينفذ العزم بالسرعة.
- ينقص الإنفاق والتبذير في أعمال المصنع.
- يغلق باب الظلم بالمالك على العمال والخدم.
- يسهل تنفيذ الأعمال الخيرية للعمال والخدم.
- يظن العمال أن المعهد هو معهده النفسية .

عطلة العمال

يحتاج للعمال والخدم العطلة لاستراحتهم وعيشهم مع عيالهم.فلهذا واجب على الملوك أن يرخص العطلة للعمال والخدم وقت الضرورة.لأن الإسلام أقر الحرية للناس.وله المسؤوليات الكثيرة للعيش في المجتمع مع التعارف والسلامة.الناس يعمل،يستريح ويوقت لأهله.وهذا أصل الإسلام والقرآن والحديث.كما جاء في القرآن الكريم:ويضع عنهم أصرهم والأغلال التي كانت عليهم(699). وجاء في الحديث الشريف:عن عمربن حريث رضى الله تعالى عنه،أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماخففت على خادمك من عمله.كان لك أجرا في موازينك(700).

جدير بالذكر إن العامل إذا أخذ العطلة يشجع جديدا في العمل بعد العطلة.ويرقى المعهد بعمله الجديد.كما جاء في القرآن الكريم:يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر(701).ولكن يشترط فيه أن تكون العطلة بالأجرة.لأنه إن قطعت الأجرة بالعطله لاسرور فيه.كما جاء في القرآن الكريم : فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا(702).

سلامة الوظيفة وأمنه

في نظر القرآن والحديث إن سلامة الوظيفة و أمنه على الحكومية الإسلامية.ولايطرد العامل بادنى جرم.بل يكون له الفرصة للمصلحة.وهذا قانون الإسلام:كما جاء في القرآن الكريم : واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين(703). وجا في أية أخرى:وجزاؤا سيئة سيئة مثلها.فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لايحب الظالمين(704). وجاء في أية أخرى: ولا يأتل أولوا الفضل

---

699 القرآن المجيد،سورة الاعراف، رقم السورة7،رقم الأية (107).
700 الترغيب والترهيب / لأبي محمد زكي الدين عبدالعظيم المنذري،دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة (1388هـ).
701 القرآن المجيد،سورة البقرة، رقم السورة2،رقم الأية (185).
702 القرآن المجيد،سورة الانشراح، رقم السورة94،رقم الايتين (5-6).
703 القرآن المجيد،سورة الشعراء، رقم السورة26،رقم الأية (215).
704 القرآن المجيد،سورة الشورى، رقم السورة42،رقم الأية (40).

Dhaka University Institutional Repository

منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى و المساكين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم (705).وجاء فى حديث آخر،عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى بيتى هذا اللهم من ولى من أمر أمتى شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولى من أمر أمتى فرفق بهم فارفق به (706).

السكن حق من حقوق العمال وعلى السلطات توفيره

وأصل العمال في العديد من القطاعات مطالبتهم بتوفير أراضي سكنية لهم.وهو التزام من الدولة تجاه العاملين في القطاع الحكومي،لم يستطع حتى النظام البائد المعروف بعدائه للعمال وتطلعاتهم، تجاهله.لقد شكل ارتفاع بدلات الإيجار بصورة لا يمكن لأي عامل تأمينها،معضلة جدية ومسالة تحتاج إلى حل فوري من قبل السلطات القائمة.فإن أعدادا واسعة من عائلات العمال تعيش في غرفة واحدة أو تستأجر مساكن تستنزف القسم الأكبر من رواتبهم.بحيث يتعين على العامل البحث عن عمل آخر لتامين متطلبات الإيجار،الذي يقتطع من قوت أطفاله.إن مشروع الخصخصة الذين شرعت السلطات بتبنيه وشرعت بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي،سيهدد ملايين العمال بفقد وظائفهم،مما سيعني استحالة الحصول على السكن. ونحن نلاحظ خطوات عملية الخصخصة تجري بدأب وانتظام،في حين تسعى السلطات إلى المماطلة والتسويف في مجال توفير السكن للعمال. فبعد عملية رفع أسعار المحروقات،جرى البدء بتقليص البطاقة التموينية التي تشكل المصدر الأساس والوحيد لتامين الحاجات الأساسية من الطعام لملايين العمال وعائلاتهم، تمهيدا لإلغائها،مما سيعني نتائج كارثية.ويعني مشروع الخصخصة بيع جميع شركات القطاع العام إلى المستثمرين،سواء المحليين أو للاستثمارات الأجنبية.وهذا يعني تسريح ملايين العمال وبالتالي فقدانهم لوظائفهم.

المسكن حق أصلى لكل ناس.يحتاج لكل ناس مسكنه للعيذ من البرد والحار والمطر.يعيش كل ناس بأسرته فى المسكن مع الفضل والكرام حتى العمال والخدم.لايحرم أحد عن هذه الحقوق الأصلية للعمال.نحن نرى إن للطير أيضا مسكن يستريح فيه فى الليل بعد الجهد والسعى فى النهار.ولكن مع الأسف الشديد لا يجد العمال والخدم مسكنه للاستراحة بعد العمل الشديد فى النهار .وهو واحد من أشرف المخلوقات.نرى فى العالم إن آلاف من الناس يعيش تحت السماء المفتوحة فى الحر والبرد والمطر وعدوان الانسان والحيوانات ولايجد مسكنا جميلا للعيش مع الآخرين. ولكن الله سبحانه وتعالى خلقهم بأشرف المخلوقات وجعلهم خلفاء الأرض.وإنه تعالى جعل

---

705 القرآن المجيد،سورة النور، رقم السورة24،رقم الآية (22).

706 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار إحياء التراث. كتاب الإمارة،باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، رقم الحديث(4826).

Dhaka University Institutional Repository

الأرض مسكنا لهم.كما جاء فى القرآن الكريم:والله جعل لكم من بيوتكم سكنا.وجاء فى الحديث الشريف:قال النبى صلى الله عليه وسلم:إن الله تعالى طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكريم جواد يحب الجود فنظفوا أفنيتكم(707).وجاء فى حديث آخر: عن عثمان بن عفان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ليس لإبن آدم حق فى سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يوارى عورته وجلف الخبز والماء(708).

حقوق الاتحاد والجماعة للعمال والخدم

الجماعة عمل عقلى للناس.لايستطيع أن ينبت كثيرا فى أى بلاد بغير الجماعة اللائقة.ولهذا يظن المفكرون إن الجماعة والاتحاد مصدر تفريق للإنبات كثيرا.إذا فكرت عن الجماعة أن فى الإسلام أهمية بالغة بالجماعة.كما فى الصلوة إمامة وفى الدولة خلافة وفى الحج إمارة.جميع الأشياء متعرف فى الجماعة الإسلامية.قال الخليفة عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه:لا إسلام إلا بالجماعة.أعلن الإسلام الحرية لكل ناس فى المجتمع. حقوق الجماعة شامل عن هذه الحرية. بهذا يعيش كلهم بالاتحاد ولايضرهم أحد شيئا.ويطرنون جميع المشكلات بالقوة سواء كان مالكا أو عاملا .فى الإسلام غرض جماعة العمال أربعة وهى:

(١) التعاون فى المعروف والمنع عن المنكر: الجماعة العمالى يأمرون بالمعروف وينمعون عن المنكر.وهى فى المصنع والمجتمع والمكان كلها.كما جاء فى القرآن الكريم:تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان(709).وجاء فى آية أخرى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون.ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءت هم البينات واولئك لهم عذاب عظيم(710).

(٢) العدل والإنصاف: إن الإسلام قرر حقوق العدل والقسط فى المكان كلها.فى العمال يكون هذا.كى لايحرم أحد حقوق العمال البائس بالظلم والغش.يقابل جماعة العمال بالاتحاد عن هذه المشكلة والظلم .كما جاء فى القرآن الكيرم:إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل(711).

---

707 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي،دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء فى النظافة، رقم الحديث(3029).

708 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي،دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء فى الزهادة فى الدنيا، رقم الحديث(2512).

709 القرآن المجيد،سورة المائدة ، رقم السورة5،رقم الآية (02).

710 القرآن المجيد،سورة آل عمران، رقم السورة3،رقم الآية (104).

711 القرآن المجيد،سورة النساء، رقم السورة4،رقم الآية (58).

Dhaka University Institutional Repository

(٣) أمن الطعام: العامل يعمل الآخر للعيش والطعام لايعيش له بغير الطعام والشراب عاملا للآخرين.حصول هذه الحقوق يجتهد له بالاتحاد والجماعة.أرشد الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم : فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف(712).

(٤) الأمن عن جميع الخوف: العامل بائس شديد بالنفس عن المالك. إنه يخاف نفسه دائما عند قوة المالك.يشك فى نفسه أن الوظيفة يذهب عنه بغير سبب وتذكير.وهذه الأسباب تحتاج الجماعة للعمال كى يطرد هذه الظلم والشكله بالاتحاد والشجاعة.

كيفية أداء الحقوق للعمال والخدم

ظلم الناس على الناس ونزاع الحقوق عن الآخرين لايحب الإسلام أبدا.إن الإسلام أعلم الحرية لكل واحد عن حفظ هذه الحقوق وأمر لكون الغليظ عليها.وأعطاها درجة الجهاد.كما جاء فى القرآن الكريم:من قتل دون ماله فهو شهيد(713).جدير بالذكر ينبغى المحادثة أولا بين الفريقين قبل إعراض الحقوق الصائبة.كما جاء فى القرآن الكريم:فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين(714).ولكن الإضراب وغلق المصنع والمتجر لايحب الإسلام.لأن فيه ينقص الإنبات ويزيد العداوة والبغضاء بين الملوك والعمال. ولكن لاطريق لهم لأداء الحقوق الصائته حينئذ يضرب العمال لأداء الحقوق.كما جاء فى القرآن الكريم:لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم (715).وقال أيضا في آية أخرى: أذن للذين يقتلون بانهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير(716). ولكن العامل الذى يشترك فى الإشراب لأداء الحقوق لا يعذبه عن هذا الجرم.كما جاء فى القرآن الكريم .فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين.قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين (717).وجاء فى آية أخرى:فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه(718).

إقامة العدل والإنصاف بين العمال والخدم

العدل والقسط فى الإسلام مفتوح على كل واحد ملة أو دينا أو لونا أو غنيا أو فقيرا. الناس كلهم سواء فى القضاء سواء كان مواطنا عاما أورئيس البلاد كلهم يذوق العذاب للجرم

---

712 القرآن المجيد،سورة قريش، رقم السورة106،رقم الآية (3).

713 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار إحياء التراث. كتاب الإيمان،باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم فى حقه وإن قتل كان فى النار وأن من قتل دون ماله فهو شهيد، رقم الحديث(378).

714 القرآن المجيد،سورة الحجرات، رقم السورة49،رقم الآية (09).

715 القرآن المجيد،سورة النساء، رقم السورة4،رقم الآية (147).

716 القرآن المجيد،سورة الحج، رقم السورة22،رقم الآية (39).

717 القرآن المجيد،سورة الشورى رقم السورة42،رقم الآية (173).

718 القرآن المجيد،سورة البقرة، رقم السورة2،رقم الآية (173).

Dhaka University Institutional Repository

والرشوة.العدل والإنصاف حق أصلى فى الإسلام.كما جاء فى القرآن الكريم:إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل(719). وجاء فى آية أخرى: ولا يجرمنك شنآن قوم على ألا تعدلوا(720).وجاء فى آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين.إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا(721).وجاء فى الحديث الشريف:عن عبادة من الصامت رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا حدود الله فى القريب والبعيد ولا تأخذكم فى الله لومة لائم(722).لاينبغى للملوك أن ينقص العمال ويكثر الربح ويكون أغنياء الناس فى المجتمع.كما جاء فى القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل(723). إن أحد يحصل الأموال من الملوك محروما عن إعطاء الأجرة للعمال فتلك الأموال حاصل بالطريق الباطل.كما جاء فى الحديث الشريف، عن عبد الله بن عمر(رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:كفى بالرجل إثما أن يحبس عمن يملك قوته وفى رواية كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت (724).

إن اظهر الجرم من العمال والخدم فينبغى على الملوك الفرصة لمصلحته.الاستعجلال مذموم فى هذا الأمر.كما جاء فى القرآن الكريم:قل للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون(725).وجاء فى آية أخرى:فمن عفا وأصلح فأجره على الله.وجاء فى الحديث الشريف : عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم فسكت ثم أعاد عليه الكلام فصمت فلما كانت الثالثة قال اعفوا عنه كل يوم سبعين مرة (726).

إن الإسلام نهج التعذيب عمن يذنب فى العمل ولكن غلقة الأجرة و الطعام منهى فيه.كما جاء فى الحديث الشريف:عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله !إن لى مملوكين يكذبوننى ويخونونى ويعصمونننى وأشتمهم وأخربهم فكيف أنا منهم.فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة يحسب ما خاونوك

---

719 القران المجيد،سورة النساء، رقم السورة4،رقم الاية (58).

720 القران المجيد،سورة المائدة، رقم السورة5،رقم الاية (08).

721 القرآن المجيد،سورة النساء، رقم السورة4،رقم الاية (135).

722 سنن إبن ماجة،لأبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي بالولاء القزويني،دار إحياء التراث العربي(1395هـ) . كتاب الحدود ،باب إقامة الحدود،رقم الحديث(2637).

723 القران المجيد،سورة النساء، رقم السورة4،رقم الاية (29).

724 سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس، دار الحديث، الطبعة الأولى(1388هـ). كتاب الزكاة،باب فى صلة الرحم، رقم الحديث(1694).

725 القران المجيد سورة الذاريات، رقم السورة51،رقم الاية (59).

726 سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس، دار الحديث، الطبعة الأولى(1388هـ). كتاب الأدب،باب فى حق المملوك، رقم الحديث(5166).

Dhaka University Institutional Repository

وعصوك وكذبوك فإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم كان فضلا لك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما تقرء قول الله تعالى ونضع الموازين القسط،ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل). فقال الرجل ما أجد لى وهؤلاء شيئا خيرا .من مفارقتهم أشهدك أنهم كلهم أحرار(727).وجاء فى الحديث الشريف: إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله.ومن حرم الرفق فقد حرم الخير كله .وجاء فى حديث آخر: عن جابر رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه يسر الله حتفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك.

حقوق غير المسلمين من العمال والخدم

قانون العمل فى الإسلام يكون الفرصة لغير المسلمين مثل عمال المسلمين.كلهم عباد الله. إن الإسلام يحرم المعاملة السيئة مع غير المسلمين.لأنهم يعملون مثل المسلمين.لافرق بينهم فى العمل.إن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل والإحسان على الجميع .كما جاء فى القرآن الكريم: ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله(728). وجا فى الحديث الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فانا حجيبه يوم القيامة (729). فى الحديث المذكور أعلن النبى صلى الله عليه وسلم قانون ظاهرى عن حقوق المسلمين.إنه تنبيه وحذر لمن يسعى أن ينقص هذه القانون. فيظهر لنا أن الإسلام أعطى أكثر المجد والحقوق لغير المسلمين.سواء كانوا من العمال والخدم أو غيره.فعلينا أن نمتثل أوامر الله ورسوله لحقوق غير المسلمين ونجتنب عن إيذائهم و حرمان حقوقهم.

---

727 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي،دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء فى النظافة، رقم الحديث(3029).

728 القرآن المجيد،سورة الانعام، رقم السورة6،رقم الآية (108).

729 سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس، دار الحديث، الطبعة الأولى(1388هـ). كتاب الخراج والإمارة والفيء،باب فى تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات،رقم الحديث(3054).

Dhaka University Institutional Repository

الباب السادس (215-250)

منهج القرآن الكريم في رعاية المرضى والزمنى.

- تعريف المرضى والزمنى.
- حكم عيادة المرضى والزمنى.
- فضل عيادة المرضى والزمنى.
- جزاء المرضى والزمنى في الدنيا والاخرة.
- الأعمال الإبتدائية لعلاج المرضى والزمنى .
- التعامل مع المرضى والزمنى.
- آداب عيادة المرضى والزمنى.
- ما يدعو به للمرضى والزمنى عند عيادته.
- عيادة المرأة للرجال المرضى والزمنى وعكسه.
- زيارة المرضى والزمنى.
- حقوق المرضى والزمنى في الإسلام.
- واجبات سلطات المستشفى لرعاية المرضى والزمنى.
- الواجبات على المجتمع لرعاية المرضى والزمنى.
- واجبات القائمين على رعاية المرضى والزمنى.
- رعاية المرضى والزمنى في المنزل.
- من أحكام المرضى والزمنى.

Dhaka University Institutional Repository

تعريف المرضى والزمنى

المرضى لفظ جمع مفرده مريض أو مرضى. ويكون جمعه ايضا أمراض.معناه فى اللغة: سقيم،عليل،مغثى،مصاب بالغياث(730).أو المريض جمعه مرْضى،معناه فى اللغة من به مرض (731).والزمنى واحد ،جمعه زمين وزمنة،معناه فى اللغة المصاب بالزمانة.والزمانة هى العاهة أو عدم بعض الأعضاء أو تعطيل القوى.يقال زمن الرغبة أى ضعيفها(732).وفى الاصطلاح المرضى هم الذين يصيبون بمرض مختلف فى الحياة الدنوية مثل الحمى و الزحار وملاريا والحمى التيفية والسرطان وكوليرا والسعال والورم والربو والسل وغيرها من الأمراض.و الزمنى هم الذين يصيبون فى الأمراض الأبدية ويقعون فى الفراش شهرا بعد شهر و سنة بعد سنة.

حكم عيادة المرضى والزمنى

عيادة المريض سنة كفاية وحق للمسلم على المسلم.كما جاء فى الحديث الشريف،عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع،أمرنا باتباع الجنائز،وعيادة المريض،وإجابة الذاعي،ونصر المظلوم وإبرار القسم،ورد السلام،وتشميت العاطس،ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب،والحرير،والديباج،والقسي،والإستبرق(733).لقد بلغ من عناية الإسلام بالمريض أن جعل عيادته حقا من حقوقه على إخوانه المسلمين،ففي الحديث: "خمس تجب للمسلم على أخيه:رد السلام،وتشميت العاطس،وإجابة الدعوة،وعيادة المريض،واتباع الجنائز"(734).وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بعيادة المرضى:"أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني(الأسير)"(735).

لم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بحث المسلمين على عيادة المرضى، بل كان وهو الذي تحمل هموم الأمة يعود المرضى، يخفف عنهم ويسليهم.قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: "إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر،وكان يعود مرضانا، ويتبع جنائزنا ويغزو معنا، ويواسينا بالقليل والكثير"(736).وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم عاد بعض

---

730 المورد(قاموس انكليزى-عربى)، لمنير البعلبكى، دار العلم للملايين-بيروت ، الطبعة الحادية عشرة(1977).

731 المنجد فى اللغة والأعلام1986/المكتبة الشرقية(دار المشرق)-بيروت-لبنان،صفحة (757).

732 المنجد فى اللغة والأعلام1986/المكتبة الشرقية(دار المشرق)-بيروت-لبنان،صفحة(306).

733 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري،المطبعة السلفية. كتاب المرضى، باب وجوب عيادة المريض، رقم الحديث(5710).

734 الصحيح لمسلم،مسلم بن الحجاج النيسابوري،دار إحياء التراث.كتاب السلام،باب من حق المسلم للمسلم رد السلام،الحديث(5888).

735 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري،المطبعة السلفية. كتاب المرضى، باب وجوب عيادة المريض، رقم الحديث(5709).

736 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،لعلى بن أبى بكر الهيثمى، كتاب الجنائز،باب اتباع الجنائز والمشى معها والصلاة عليها.

Dhaka University Institutional Repository

أصحابه حين مرضوا، وثبت أنه عاد غلاما يهوديا ودعاه إلى الإسلام فأسلم. وينبغي أن يتعلم المسلمون هذا الخلق،حتى الكبراء منهم، فإنه لا يعيبهم أن يعودوا آحاد الرعية.وكان السلف رضي الله عنهم يهتمون بعيادة المريض، فكانوا إذا فقدوا الرجل سألوا عنه، فإن كان مريضا عادوه. إن ننظر إلى الإمام الشافعي رحمه الله يبين أثر عيادة المريض على كل من الزائر والمزور:

مرض الحبيب فعدته.. ... ..فمرضت من حذري عليه

فأتى الحبيب يعودني.. ... ..فشفيت من نظري إليـــه.

فضل عيادة المرضى والزمنى

قال الله تعالى فى القرآن الكريم : يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم(737). إن دراسة الاجتماع الإسلامي أو تنظيم الإسلام للمجتمع الإنساني تدلنا على الأسس والروابط المتينة التي بنى الإسلام عليها العلاقات الاجتماعية والقيم الإنسانية الرفيعة. إن الأخلاق والقانون والتوجيه التعبدي والمفاهيم العقيدية كلها تصب في بناء الهيكل الاجتماعي وتنظيمه على أساس الحب والتعاون واحترام مشاعر الإنسان، وتركيز مفهوم المشاركة الوجدانية والعاطفية، وتوظيف مشاعر الرحمة.واهتمام الإسلام بالانفتاح والتفاعل الاجتماعي، وحثه على استمرار هذا السلوك يعكس لنا قيمة الحياة الاجتماعية وعنايته بالمجتمع وآدابه.ولقد أثبتت التجارب التاريخية والحضارية أن الأسس والروابط المادية وحدها لاتبني مجتمعا متماسكا،ولا تشيد بنية إنسانية متينة. ولعل دراسة وتحليل المجتمع المادّي المعاصر تكشف لنا عمق المأساة النفسية والاجتماعة، والجفاف الروحي،وغياب الروح الإنساني من العلاقات والروابط وإحساس الإنسان بالقلق والسأم والملل واللامعنى والغربة والوحشة.ومن الواضح في دراسات علم النفس والأخلاق والمعايشة الحسية أن إشباع الجانب النفسي والعاطفي إشباعا سليما لهو من أبرز حاجات الإنسان وأكثرها تأثيرا في سعادته،بل السعادة في حقيقتها قضية نفسية، وإحساس داخلي يتمثل بالشعور بالرضا والحب والطمأنينة.والإنسان يشعر بالحاجة إلى عناية الآخرين وتعاطفهم معه في بعض مراحل حياته أكثر من مراحل ومواقف أخرى.فهو في مرحلة الطفولة والشيخوخة والعجز والمرض والحوادث المؤلمة يحتاج إلى المواساة والإسناد العاطفي والأشعار بعناية الآخرين ورعايتهم له أكثر من حاجته إلى تلك المواقف والمشاعر في أوقات وظروف أخرى.وإن افتقاد هذه المواقف من الآخرين يؤثر تأثيرا سلبيا على شخصية الإنسان فتنعكس على علاقته بنفسه وبمجتمعه.

---

737 القرآن المجيد،سورة الحجرات، رقم السورة49،رقم الاية (13).

Dhaka University Institutional Repository

وإن أخطر المشاعر المرضية التي تفرز نتائج عدوانية عند الكثير من الناس هو شعور الانسان برفض الاخرين له وعدم احترام شخصيته. فمثل هذه المواقف من الاخرين، ومثل هذه المشاعر من الانسان تصنع حالة مرضية تزيد في شقائه ومعاناته، لذا دعا الاسلام إلى المواساة والرحمة، وتفقد الغائب، وحث على التزاور،وأكد على زيارة المريض وصلة الرحم والجار واتخاذ الاخوان والاصدقاء، ليدخل أفراد المجتمع في سلسلة من التفاعل العاطفي والوجداني الذي تفيض منه روح المواساة والعناية بالاخرى، ويزرع مشاعر الحب والاحترام للشخصية الامر الذي يساهم في بناء السلوك القويم، ويعالج حالات الزيغ والانحراف.

إن زيارة المريض تزرع في نفسه الإحساس بالحب للاخرين،وتخفف الألام عن نفسه وتشعره برعاية إخوانه وأصدقائه ومجتمعه له.وكثيرا مايبدأ المريض الذي يصاب بمرض مؤلم، أو طويل أو مرض يشعره بالخطر على حياته،كثيرا ما يبدأ بعد الشفاء سلوكا جديدا وعلاقات إنسانية أكثر إيجابية وصوابا، لاسيما إذا وجد من يعينه على العلاج والشفاء،وتخفيف الالام ماديا ومعنويا.لذا نجد القرآن الكريم يؤكد على التعارف والتعاون والمواساة بين أفراد المجتمع.وفي وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم والائمة الهداة، نقرأ توجيهات وإرشادات قيمة في هذا المجال نذكر منها ما روي في عيادة المرضى والتعاطف معهم كقوله صلى الله عليه وسلم:إذا زار المسلم أخاه في الله عز وجل أو عاده. قال الله عزوجل: طبت وتبوأت من الجنة منزلا. وروي عن الصادق عليه السلام قوله في هذا الاتجاه:عودوا مرضاكم وسلوهم للدعاء. وروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: إن عائد المريض يخوض في الرحمة فإذا جلس غمرته.وروي عنه صلى الله عليه وسلم أيضا: مامن رجل يعود مريضا فيجلس عنده إلا تغشته الرحمة من كل جانب ما جلس عنده، فإذا خرج من عنده كتب له أجر صيام يوم.وكما تدعو الوصايا والتوجيهات الاسلامية إلى عيادة المريض تؤكد أيضا على تكريم المريض وحمل الهدية إليه، لاشعاره بالسرور وموقف زائريه الودي منه.من قراءتنا لمشهد من مواقف الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام نرى هذه الممارسة الاخلاقية والحث عليها.عن مولى لجعفر بن محمد عليه السلام قال: مرض بعض مواليه فخرجنا إليه نعوده، ونحن عدة من موالي جعفر،فاستقبلنا جعفر في بعض الطريق، فقال لنا:(أين تريدون)؟ فقلنا:نريد فلانا نعوده، فقال لنا:(قفوا)، فوقفنا، فقال:"مع أحدكم تفاحة أو سفرجلة،أو أترجة،أو لعقة من طيب،أو قطعة من عود بخور؟ فقلنا:ما معنا شيء من هذا، فقال: أما تعلمون أن المريض يستريح إلى كل ما أدخل به عليه".

إن قراءة هذا النص تكشف عن نمط الثقافة الاسلامية الذي يعتني بالجانب النفسي، وإدخال السرور على المريض، إضافة إلى ما تحمل من قيمة ومنفعة مادية. فتراه يؤكد على إهداء الفاكهة ذات اللون والعطر الطيب إلى المريض، كما يؤكد على الطيب والبخور كتعبير عن سمو الذوق

Dhaka University Institutional Repository

الجمالي والاحساس النفسي الذي تتركه الهدية في نفس المريض. ومن الاهتمامات النفسية التي اعتنى بها الأدب الاجتماعي الإسلامي هو إسماع المريض الكلمات الطيبة، والدعاء له بالشفاء، وحثه على الصبر، مما يشيع في نفسه عواطف المحبة والاحساس باهتمام الاخرين به، فترتفع معنويته لمقاومة المرض وإيجاد الامل والرجاء أو تقويتهما في نفسه. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى هذا التعامل مع المريض فيقول: إن من تمام عيادة أحدكم أخاه أن يضع يده عليه، فيسأله كيف أصبح وكيف أمسى. زار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل سلمان رضي الله عنه فقال: يا سلمان شفى الله سقمك، وغفر ذنبك، وعافاك في دينك وجسدك إلى مدة أجلك.

والإسلام في كل قيمه وأدابه وأصول علاقاته يتسم بسمو الذوق، ومراعاة أرقى أداب اللياقة الاجتماعية، واحترام الجانب النفسي في الانسان لذا دعا إلى تخفيف زيارة المريض، وعدم إطالة الجلوس عنده، للحرص على راحته الجسمية والنفسية وسلامة الزائر الصحية.فان بعض الزوار يؤذي المريض بطول الزيارة والجلوس وكثرة الكلام،لذا ورد في الارشاد النبوي الكريم: خير العيادة أخفها.وورد عنه صلى الله عليه وسلم أيضا:(العيادة فواق ناقة). بل يشتد الحث على تخفيف الزيارة والرغبة في قصر المكوث عند المريض ما لم يحب البقاء عنده في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أعظم العيادة أجرا أخفها.وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم العواد أجرا عند الله لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس،إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريد، ويسأله ذلك.وهكذا تتكامل قواعد وأصول الادب الاجتماعي في زيارة المريض متفاعلة مع أبعاد الحالة النفسية والعقيدية ومعطية أفضل النتائج الاجتماعية بما تزرعه من حب وتعارف وإشعار بروح الاخوة والمواساة.جاء فى الحديث الشريف، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:من عاد مريضا،أو زار أخا له في الله ناداه مناد إن طبت وطاب ممشاك،وتبوأت من الجنة منزلا(738).

تكفل الله لمن عاد مريضا بالأجر العظيم والثواب الجزيل،ومن الأدلة على ذلك:عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة". قيل: يا رسول الله:وما خرفة الجنة؟ قال: جناها"(739).وجاء فى حديث آخر،عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أصبح اليوم

---

738 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي،دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء فى زيارة الإخوان، رقم الحديث(2139).

739 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار إحياء التراث. كتاب الإيمان،باب الدليل أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، رقم الحديث(179).

Dhaka University Institutional Repository

منكم صائما، قال أبو بكر:أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر:أنا.قال:من شهد منكم اليوم جنازة ؟ قال أبو بكر:أنا.قال:من أطعم منكم اليوم مسكينا؟قال أبو بكر:أنا.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ما اجتمعن في رجل إلا دخل الجنة"(740).وجاء فى حديث آخر،عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي،وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح،وكان له خريف في الجنة"(741).وجاء فى حديث آخر،عن هارون بن أبي داود قال:أتيت أنس بن مالك فقلت:يا أبا حمزة، إن المكان بعيد ونحن يعجبنا أن نعودك، فرفع رأسه فقال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"أيمارجل يعود مريضا فإنما يخوض في الرحمة،فإذا قعد عند المريض غمرته الرحمة".قال: فقلت:يا رسول الله، هذا للصحيح الذي يعود المريض، فالمريض ما له؟ قال:"تحط عنه ذنوبه"(742).

جزاء المرضى والزمنى في الدنيا والآخرة

جعل الله تعالى المرض كفارة لذنوب المؤمن، ويثيب المريض على مرضه،رحمة منه عز وجل،وهذا مما يوجب له نوعا من الراحة النفسية كما لا يخفى،فإن المريض بأشد الحاجة إليها.

◆ تساقط الذنوب وتكفير السيئات: كما جاء فى الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض المسلم كتب الله له كأحسن ما كان يعمل في صحته، وتساقطت ذنوبه كما يتساقط ورق الشجر(743).وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا أذى ولا حزن ولا هم حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من خطاياه وما ينتظر أحدكم من الدنيا إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما منفدا أو موتا مجهزا(744).وقال صلى الله عليه وسلم:إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله من الذنوب كما يخلص الكير الخبث من الحديد(745). وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليصيبه من المصائب حتى يمشي

---

740 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار إحياء التراث. كتاب فضائل الصحابة رضى الله عنهم،باب من فضائل أبى بكر الصديق رضى الله عنه، رقم الحديث(6333).

741 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي،دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء فى عيادة المريض، رقم الحديث(985).

742 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،لعلى بن أبى بكر الهيثمى، كتاب الجنائز، و الإمام أحمد فى"مسنده" فى باب باقى مسند المكثرين.

743 مكارم الأخلاق، للشيخ الجليل رضى الدين أبى نصر الحسن بن الفضل الطبرسى،الباب فى آداب المريض والعائد و علاجه، الطبعة السادسة(1392هـ): ص(358).

744 بحار الأنوار:محمد باقر المجلسي (م 1110 هـ) مؤسسة الوفاء ، بيروت –(1403 هـ): ج 78 ص 188 ب 1.

745 مستدرك الوسائل:الحسين بن محمد تقي النوري الطبرسي،مؤسسة آل البيت،قم المقدسة(1407هـ): ج 2 ص 58 ب1ج1400.

Dhaka University Institutional Repository

على الأرض وما عليه خطيئة(746).وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: أما إنه ليس من عرق يضرب ولا نكبة ولا صداع ولا مرض إلا بذنب، وذلك قوله عز وجل في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير(747).ثم قال:وما يعفو الله أكثر مما يأخذ به(748).وعن جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة إلا حط الله به من خطاياه (749). وعن علي عليه السلام قال: إذا ابتلى الله عبدا أسقط عنه من الذنوب بقدر علته(750). وقال ابن عباس: لما علم الله أن أعمال العباد لا تفي بذنوبهم خلق لهم الأمراض ليكفر عنهم بها السيئات (751).وعن عبد العظيم الحسني عن أبي جعفر الجواد عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:المرض لا أجر فيه ولكنه لا يدع على العبد ذنبا إلا حطه وإنما الأجر في القول باللسان والعمل بالجوارح وإن الله بكرمه وفضله يدخل العبد بصدق النية والسريرة الصالحة الجنة (752).وعن الصادق عليه السلام قال: إن العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يجد ما يكفرها به ابتلاه الله عز وجل بالحزن في الدنيا ليكفرها به فإن فعل ذلك به، وإلا أسقم بدنه ليكفرها به فإن فعل ذلك به، وإلا شدد عليه عند موته ليكفرها به فإن فعل ذلك به، وإلا عذبه في قبره ليلقى الله عز وجل يوم يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من ذنوبه (753). وقال أبو عبد الله عليه السلام:إن المؤمن ليهول عليه في نومه فتغفر له ذنوبه وإنه ليمتهن في بدنه فتغفر له ذنوبه(754).وعن أبي عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ..ما من الشيعة عبد يقارف أمرا نهيناه عنه فيموت حتى يبتلى ببلية تمحص بها ذنوبه إما في مال وإما في ولد وإما في نفسه حتى يلقى الله عز وجل وما له ذنب وإنه ليبقى عليه الشيء من ذنوبه فيشدد به عليه عند موته (755).وعن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليه السلام قال: قال

---

746 مكارم الأخلاق، للشيخ الجليل رضى الدين أبى نصر الحسن بن الفضل الطبرسى،الباب فى آداب المريض والعائد و علاجه، الطبعة السادسة(1392هـ): ص(359).

747 القرآن الحكيم، رقم السورة42،رقم الاية(30).

748 مكارم الأخلاق، للشيخ الجليل رضى الدين أبى نصر الحسن بن الفضل الطبرسى،الباب فى آداب المريض والعائد و علاجه، الطبعة السادسة(1392هـ): ص(357).

749 التمحيص ،للشيخ الثقة الجليل أبي علي محمد بن همام الاسكافي: ص43 ب3 ح52.

750 دعائم الإسلام ، لقاضي ابي حنيفه النعمان المغربي: ج 1 ص 218 ذكر العلل والعبادات والاحتضار.

751 مستدرك الوسائل:الحسين بن محمد تقي النوري الطبرسي،مؤسسة ال البيت،قم المقدسة(1407هـ):ج 2 ص 57 ب1ح1397.

752 الأمالى،للشيخ أبى جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي: ص 602 المجلس 27 ح 1245.

753 الأمالى، لمحمد بن علي بن الحسين بن موسى المعروف بـ الصدوق: ص 294 المجلس 49 ح4.

754 الكافي ،ابن عبد البر القرطبى، جمال الدين ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمرى المالكى: ج 2 ص 444 باب تعجيل عقوبة الذنب، ح 4.

755 الخصال، للشيخ الصدوق أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الناشر :جماعة المدرسين في الحوزة العلمية – قم المقدسة.الطبعة :الأولى – سنة (1403 هـ): ج 2 ص 635 باب علم أمير المؤمنين (عليه السلام) أصحابه في مجلس أربعمائة (عليه السلام) ح10.

Dhaka University Institutional Repository

رسول الله صلى الله عليه وسلم: السقم يمحو الذنوب(756).وقال الصادق عليه السلام:ساعات الأوجاع يذهبن بساعات الخطايا(757).وعن النبى صلى الله عليه وسلم:ساعات الوجع يذهبن ساعات الخطايا(758). وروي أنه لما نزلت هذه الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به(759).فقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم:يا رسول الله جاءت قاصمة الظهر. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا أما تحزن أما تمرض أما يصيبك اللاواء والهموم ،قال:بلى،قال: فذلك مما يجزى به(760).وعن جابر بن عبد الله أن علي بن الحسين عليه السلام كان إذا رأى المريض قد برأ قال له: يهنيك الطهور من الذنوب(761).

◆ إستيناف العمل: كما جاء فى الحديث، قال النبى صلى الله عليه وسلم:أربعة يستأنفون العمل:المريض إذا برأ،والمشرك إذا أسلم،والمنصرف من الجمعة إيمانا واحتسابا،والحاج إذا فرغ(762).

◆ تطهير ورحمة: كما جاء فى الحديث،قال النبى صلى الله عليه وسلم: المرض للمؤمن تطهير ورحمة، وللكافر تعذيب ولعنة، وإن المرض لا يزال بالمؤمن حتى ما يكون عليه ذنب(763). وفي حديث أخرعنه عليه السلام قال: المرض للمؤمن تطهير و رحمة، وللكافر تعذيب ونقمة (764).

◆ للمريض أربع خصال: كما جاء فى الحديث، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : للمريض أربع خصال: يرفع عنه القلم، ويأمر الله الملك فيكتب له كل فضل كان يعمله في صحته، ويتبع مرضه كل عضو في جسده فيستخرج ذنوبه منه، فإن مات مات مغفورا له، وإن عاش عاش مغفورا له(765).

---

756 بحار الأنوار : محمد باقر المجلسي (م 1110 هـ) مؤسسة الوفاء ، بيروت ــ(1403 هـ): ج 64 ص 244 ب 12 ح 83.

757 بحار الأنوار : محمد باقر المجلسي (م 1110 هـ) مؤسسة الوفاء ، بيروت ــ(1403 هـ): ج 78 ص 191 ب1.

758 بحار الأنوار : محمد باقر المجلسي (م 1110 هـ) مؤسسة الوفاء ، بيروت ــ(1403 هـ): ج64 ص244 ب12 ح83.

759 القرآن الكريم،سورة النساء، رقم السورة4،رقم الآية(123).

760 بحار الأنوار : محمد باقر المجلسي (م 1110 هـ) مؤسسة الوفاء ، بيروت -(1403 هـ). ح78 ص192 ب1.

761 التمحيص ،للشيخ الثقة الجليل أبي علي محمد بن همام الاسكافي ،تحقيق ونشر – مدرسة الامام المهدي عليه السلام – قم المقدسة: ص42 ب3 ح46.

762 مستدرك الوسائل:الحسين بن محمد تقي النوري الطبرسي،مؤسسة ال البيت،قم المقدسة(1407هـ): ج2 ص61 ب1 ح1411.

763 مكارم الأخلاق، للشيخ الجليل رضى الدين أبى نصرالحسن بن الفضل الطبرسى،الباب فى آداب المريض والعائد و علاجه، الطبعة السادسة(1392هـ): ص(358).

764 مكارم الأخلاق، للشيخ الجليل رضى الدين أبى نصرالحسن بن الفضل الطبرسى،الباب فى آداب المريض والعائد و علاجه، الطبعة السادسة (1392هـ): ص(359).

765 مكارم الأخلاق، للشيخ الجليل رضى الدين أبى نصرالحسن بن الفضل الطبرسى،الباب فى آداب المريض والعائد و علاجه، الطبعة السادسة(1392هـ): ص(358).

Dhaka University Institutional Repository

◆ من تحف الله: كما جاء في الحديث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله إذا أحب عبدا نظر إليه، وإذا نظر إليه أتحفه بواحدة من ثلاث: إما حمى أو وجع عين أو صداع (766).

◆ إذا مرض المؤمن: كما جاء في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم:إن المؤمن إذا مرض أوحى الله عز وجل إلى أصحاب الشمال لا تكتبوا على عبدي ما دام في حبسي ووثاقي، وأوحى إلى أصحاب اليمين أن اكتبوا لعبدي ما كنتم تكتبونه له في صحته من الحسنات في الصبر على العلة (767). وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء فتبسم، فسئل عن ذلك، قال: نعم عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الأرض يلتمسان عبدا صالحا مؤمنا في مصلى كان يصلي فيه ليكتبا له عمله في يومه وليلته فلم يجداه في مصلاه فعرجا إلى السماء فقالا: ربنا عبدك فلان المؤمن التمسناه في مصلاه لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نصبه فوجدناه في حبالك، فقال الله عز وجل: اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمله في صحته من الخير في يومه وليلته ما دام في حبالي فإن علي أن أكتب له أجر ما كان يعمله إذ حبسته عنه.

◆ أفضل من عبادة سنة: كما جاء في الحديث، عن الباقر عليه السلام قال: سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنة (768). وعن زرارة عن أحدهما قال: سهر ليلة من مرض أو وجع أفضل وأعظم أجرا من عبادة سنة(769).

◆ لكسب الأجر: كما جاء في الحديث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الرب ليتعاهد المؤمن فما يمر به أربعون صباحا إلا تعاهده إما بمرض في جسده وإما بمصيبة في أهله وماله أو بمصيبة من مصيبات الدنيا ليأجره الله عليه(770).

◆ عندما يئن المريض: كما جاء في الحديث، قال عليه السلام: إن العبد إذا مرض فأن في مرضه أوحى الله تعالى إلى كاتب الشمال لا تكتب على عبدي خطيئة ما دام في حبسي ووثاقي إلى أن أطلقه وأوحى إلى كاتب اليمين أن اجعل أنين عبدي حسنات (771).

---

766 مكارم الأخلاق، للشيخ الجليل رضى الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي،الباب في آداب المريض والعائد و علاجه، الطبعة السادسة(1392هـ): ص(358).

767 مكارم الأخلاق، للشيخ الجليل رضى الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي،الباب في آداب المريض والعائد و علاجه، الطبعة السادسة(1392هـ): ص(359).

768 مكارم الأخلاق، للشيخ الجليل رضى الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي،الباب في آداب المريض والعائد و علاجه، الطبعة السادسة(1392هـ): ص(358).

769 مكارم الأخلاق، للشيخ الجليل رضى الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي،الباب في آداب المريض والعائد و علاجه، الطبعة السادسة(1392هـ): ص(358).

770 المؤمن، للشيخ الثقة الجليل الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي ،تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي (عليه السلام) ،قم المقدسة : ص22 ب1 ح26.

771 مستدرك الوسائل:الحسين بن محمد تقي النوري الطبرسي،مؤسسة آل البيت،قم المقدسة(1407هـ): ج2 ص60 ب1 ج1407.

Dhaka University Institutional Repository

◆ من مصاديق الرحمة: كما جاء في الحديث، روي أن نبيا من الأنبياء مر برجل قد جهده البلاء فقال: يا رب أ ما ترحم هذا مما به، فأوحى الله إليه كيف أرحمه مما به أرحمه (772).

◆ ما أشد هذا الحديث: كما جاء في الحديث، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: يا جابر يكتب للمؤمن في سقمه من العمل الصالح مثل ما كان يكتب له في حقه في صحته ويكتب للكافر من العمل السيئ مثل ما كان يكتب له في صحته،ثم قال: قال: يا جابر ما أشد هذا من حديث .

◆ عندما يمرض فاعل الخير: كما جاء في الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان العبد على طريقة من الخير فمرض أو سافر أو عجز عن العمل بكبر كتب الله له مثل ما كان يعمل ثم قرأ:" فلهم أجر غير ممنون(773)"(774).

◆ أيام الصحة محسوبة: كما جاء في الحديث، روى عن العالم عليه السلام أنه قال: أيام الصحة محسوبة وأيام العلة محسوبة ولا يزيد هذه ولا ينقص هذه ..(775).

◆ لا خير في بدن لا يألم: كما جاء في الحديث، روي: لا خير في بدن لا يألم، ولا في مال لا يصاب، فسئل العالم عليه السلام عن معنى هذا، فقال عليه السلام : إن البدن إذا صح أشر وبطر فإذا اعتل ذهب ذلك عنه،فإن صبر جعل كفارة لما قد أذنب وإن لم يصبرجعله وبالا عليه(776)

◆ جزيل الثواب: وروي: أنه إذا كان يوم القيامة يود أهل البلاء والمرض أن لحومهم قد قرضت بالمقاريض لما يرون من جزيل ثواب العليل (777).

◆ من رياض الجنة: كما جاء في الحديث، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: وعك أبو ذر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن أبا ذر قد وعك، فقال: (امض بنا إليه نعوده) فمضينا إليه جميعا فلما جلسنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كيف أصبحت يا أبا ذر) قال: أصبحت وعكا يا رسول الله، فقال: (أصبحت في روضة من رياض الجنة قد انغمست في ماء الحيوان وقد غفر الله لك ما يقدح من دينك فأبشر يا أبا ذر) وقال صلى الله عليه وسلم : الحمى حظ كل مؤمن من النار الحمى من فيح جهنم، الحمى رائد الموت (778).

---

772 كنز الفوائد : محمد بن علي بن عثمان الكراجكي (م 449 هـ) دار الأضواء ، بيروت (1405 هـ): ج1 ص379 فصل من ذكر المرضى والعبادة.

773 القران المجيد،سورة التين، رقم السورة95رقم الاية(6).

774 مستدرك الوسائل:الحسين بن محمد تقي النوري الطبرسي،مؤسسة آل البيت،قم المقدسة(1407هـ): ج2 ص64 ب1 ح1424.

775 فقه الرضا :تأليف ابي الحسن علي الرضا، تحقيق المرتضى الطباطبائي: ص341 ب90.

776 فقه الرضا :تأليف ابي الحسن علي الرضا، تحقيق المرتضى الطباطبائي: ص341 ب90.

777 فقه الرضا :تأليف ابي الحسن علي الرضا، تحقيق المرتضى الطباطبائي: ص341 ب90.

778 الدعوات، قطب الدين الراوندي: ص167 فصل في صلاة المريض ح467.

Dhaka University Institutional Repository

◆ زكاة الأجساد: كما جاء في الحديث، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: يوما ملعون كل مال لا يزكى، ملعون كل جسد لا يزكى ولو في كل أربعين يوما مرة فقيل: يا رسول الله أما زكاة المال،فقد عرفناها فما زكاة الأجساد، فقال لهم: (أن تصاب بآفة) قال: فتغيرت وجوه القوم الذين سمعوا ذلك منه، فلما رآهم قد تغيرت ألوانهم قال لهم: (هل تدرون ما عنيت بقولي) قالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلى الرجل يخدش الخدش وينكب النكبة ويعثر العثرة ويمرض المرضة ويشاك الشوكة وما أشبه هذا، حتى ذكر في آخر حديثه: اختلاج العين (779).

◆ عفو الله أكثر: كما جاء في الحديث، عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب قال: سمعت علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام يقول: (ما اختلج عرق ولا صدع مؤمن إلا بذنبه وما يعفو الله عنه أكثر) وكان إذا رأى المريض قد برئ قال له: ليهنئك الطهر أي من الذنوب فاستأنف العمل(780).

◆ ابتلاء المؤمن: كما جاء في الحديث،قال أبو عبد الله عليه السلام:قال علي بن الحسين عليه السلام:إني لأكره أن يعافى الرجل في الدنيا ولا يصيبه شيء من المصائب أو نحو هذا(781).

◆ البردة البيضاء: كما جاء في الحديث، عن الرضا عن آبائه عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن إذا عوفي من مرضه مثل البردة البيضاء تنزل من السماء في حسنها وصفائها (782).

◆ من كرامة المؤمن على الله: كما جاء في الحديث، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام يقول: المؤمن أكرم على الله أن يمر به أربعون يوما لا يمحصه الله فيها من ذنوبه وإن الخدش والعثرة وانقطاع الشسع واختلاج العين وأشباه ذلك ليمحص به ولينا وأن يغتم لا يدري ما وجهه، فأما الحمى فإن أبي حدثني عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (حمى ليلة كفارة سنة) (783).

◆ عند ما يمرض المسلم: كما جاء في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا ضعف من الكبر يأمر الله الملك أن يكتب له في حاله تلك ما كان يعمل وهو شاب نشيط مجتمع

---

779 قرب الإسناد : للشيخ الجليل أبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري (من أعلام القرن الثالث الهجري)، مكتبة نينوى الحديثة ، طهران: 33.

780 الأمالي للشيخ المفيد: ص35 المجلس الخامس ح1.

781 مستدرك الوسائل:الحسين بن محمد تقي النوري الطبرسي،مؤسسة آل البيت،قم المقدسة(1407هـ): ج2 ص52 ب1 ح1381.

782 مستدرك الوسائل:الحسين بن محمد تقي النوري الطبرسي،مؤسسة آل البيت،قم المقدسة(1407هـ): ج2 ص55 ب1 ح1390.

783 إرشاد القلوب، لحسن بن محمد الديلمي: ج1 ص173 ب51.

Dhaka University Institutional Repository

ومثل ذلك إذا مرض وكل الله به ملكا يكتب له في سقمه ما كان يعمل من الخير في صحته(784). من لم يرزأ في جسمه .وعنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض العفرية النفرية الذي لم يرزأ في جسمه ولا ماله (785).

◆ مما يوجب الأجر: كما جاء في الحديث، قال الباقر عليه السلام : كان الناس يعتبطون اعتباطا(786). فلما كان زمن إبراهيم عليه السلام قال:يا رب اجعل للموت علة يؤجر بها الميت(787).

◆ أبشر برحمة من ربك: كما جاء في الحديث، عن عبد الرحمن بن جندب قال: لما أقبل أمير المؤمنين عليه السلام من صفين ورأينا بيوت الكوفة فإذا نحن بشيخ جالس في ظل بيت على وجهه أثر المرض فقال عليه السلام له: (ما لي أرى وجهك متكفئا أمن مرض) قال: نعم، قال: (فلعلك كرهته) فقال: ما أحب أن يعتريني، قال عليه السلام : (أ ليس احتساب بالخير فيما أصابك منه) قال: بلى قال: (أبشر برحمة ربك وغفران ذنبك) ثم سأله عن أشياء فلما أراد أن ينصرف عنه قال له: (جعل الله ما كان من شكواك حطا لسيئاتك فإن المرض لا أجر فيه ولكن لا يدع للعبد ذنبا إلا حطه إنما الأجر في القول باللسان والعمل باليد والرجل وإن الله عز وجل يدخل بصدق النية والسريرة الصالحة من يشاء من عباده الجنة) ثم مضى عليه السلام(788).وهم مع ذلك ذاكرون شاكرون، وصابرون محتسبون.. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم:عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرا له، همه ..وصفها ربها بقوله :وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب(789).وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور(790).وبين خليله صلى الله عليه وسلم حاله معها بقوله :ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها(791).ذلك أنه عرف منزلتها؟ وتبين له دنوها وحقارتها .. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فكم من نعمة لو أعطيها العبد كانت داءه، وكم من محروم من نعمة

---

784 الدعوات، قطب الدين الراوندي: ص163 فصل في صلاة المريض ح451.

785 بحار الأنوار : محمد باقر المجلسي (م 1110 هـ) مؤسسة الوفاء ، بيروت ـ(1403 هـ): ج78 ص174 ب1.

786 اعتبط فلان: مات فجأة من غير علة ولا مرض، كتاب العين: ج2 ص20 مادة (عبط).

787 بحار الأنوار : محمد باقر المجلسي (م 1110 هـ) مؤسسة الوفاء ، بيروت ـ(1403 هـ): ج78 ص188 ب1.

788 مستدرك الوسائل:الحسين بن محمد تقي النوري الطبرسي،مؤسسة آل البيت،قم المقدسة(1407هـ): ج2 ص58 ب1 ج1402.

789 القرآن المجيد،سورة العنكبوت، رقم السورة29،رقم الآية (64).

790 القرآن المجيد،سورة الحديد، رقم السورة57،رقم الاية(21).

791 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي،دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب(منه)، رقم الحديث(2551).

Dhaka University Institutional Repository

حرمانه شفاؤه ..:وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون (792).

◆ المتاع الزائل: تلكم هي الدنيا التي اغتر بها كثير من الناس فجعلها منتهى أمله، و أكبر. قال صلى الله عليه وسلم : لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافرا منها شربة ماء(793). وهي مع ذلك لا يدوم لها حال، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا و إن سرت يوما أبكت أياما ودهورا .. لا يسلم العبد فيها من سقم يكدر صفو حياته، أو مرض يوهن قوته ويعكر مبا ته ..

ومن يحمد الدنيا لعيش يسره *** فسوف لعمري عن قليل يلومها

ولذلك كانت وصية من عرف قدرها صلى الله عليه وسلم : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل(794). وهكذا.. من عرف حقيقة الدنيا زهد فيها.. ومن زهد فيها هانت عليه أكدارها ومصائبها .

◆ البلاء عنوان المحبة: عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما إبتلاهم، فمن رضي فله الرضى، ومن سخط فله السخط(795). فالبلاء والأسقام إذا كانت فيمن أحسن ما بينه وبين ربه ورزقه صبرا عليها كانت علامة خير ومحبه . قال صلى الله عليه وسلم :إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا(796).ومن تأمل سير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة السلام.وهم من أحب الخلق إلى الله.وجد البلاء طريقهم، والشدة والمرض ديدنهم- دخل عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقال: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال صلى الله عليه وسلم :أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم (797).وسأله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه :أي الناس أشد بلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم :أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا إشتد بلاؤه، وإن كان في دينه

---

792 القرآن المجيد.سورة البقرة، رقم السورة2،رقم الآية(216).

793 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي،دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء فى هوان الدنيا على الله عز وجل، رقم الحديث(2490).

794 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي،دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء فى قصر الأمل، رقم الحديث(2503).

795 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي،دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء فى الصبر على البلاء، رقم الحديث(2576).

796 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي،دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء فى الصبر على البلاء، رقم الحديث(2575).

797 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري،المطبعة السلفية. كتاب المرضى، باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول، رقم الحديث(5708).

Dhaka University Institutional Repository

رقة ابتلي على حسب دينه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي وإني أتكشف فادع الله تعالى لي، فقال صلى الله عليه وسلم :إن شئت صبرت ولك الجنة،وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، فقالت: أصبر(798).ودخل صلى الله عليه وسلم على أم السائب،فقال:ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها، فقال: لا تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد(799). قال ابن أبي الدنيا: كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة ما مضى من الذنوب . على الأرض ما عليه خطيئة (800).

◆ البلاء طريق الجنة: إن الأمراض والأسقام من جملة ما يبتلي الله به عباده، امتحانا لصبرهم، وتمحيصا لإيمانهم.. بل هي.لمن وفق !حسن التأمل والتدبر.نعمة عظيمة توجب الشكر .. قال تعالى :ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون(801). وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقارض(802). وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فمـــا سواه إلا حط الله به من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها (803). وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة(804). وأتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم،فقالت: إني أصرع.

---

798 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار إحياء التراث. كتاب البر والصة والأدب،باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذالك حتى الشوكة يشاكها، رقم الحديث(6736).

799 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار إحياء التراث. كتاب البر والصة والأدب،باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذالك حتى الشوكة شياكها، رقم الحديث(6735).

800 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي،دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث(2579).

801 القرآن المجيد،سورة البقرة، رقم السورة2،رقم الآية(155).

802 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي،دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث(2580).

803 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار إحياء التراث. كتاب البر والصة والأدب،باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذالك حتى الشوكة شياكها، رقم الحديث(6724).

804 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي،دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء في الصبر على البلاء، رقم الحديث(2579).

Dhaka University Institutional Repository

◆ الأجر الجاري: من لطف الله تعالى وكرمه أنه لا يغلق بابا من أبواب الخير إلا فتح لصاحبه أبوابا.. فعلاوة على ما يكتب للمرضى من الأجر جزاء ما أصابهم من شدة ومرض وصبرهم عليه؛ لا يحرمهم ثواب ما إعتادوا فعله من الطاعات إذا قصروا عنها بسبب المرض . فعن أبي موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما(805).فأي كرم بعد هذا الكرم، وأي فضل أوسع من فضل مسدي النعم..؟ راحة العبد من العمل، وكتابة أجر ما كان يعمل.

◆ لا بد للعسر من يسر: هذه سنة الله تعالى في خلقه.. ما جعل عسرا إلا جعل بعده يسرا.. والأمراض مهما طالت وعظمت لا بد لأيامها أن تنتهي، ولا بد لساعاتها – بإذن الله – أن تنجلي.يقول الشاعر:

ولرب نازلة يضيق بها الفتى*** ذرعا و عند الله منها المخرج

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها *** فرجت وكان يظنها لا تفرج.

قال وهب بن منبه: لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة ويعد الرخاء مصيبة، وذلك أن صاحب البلا ينتظرالرخاء وصاحب الرخاء ينتظر البلاء.قال تعالى: فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا (806).

◆ غنيمة المرضى: لو تأمل المريض فوائد مرضه وحسناته ما تمنى زواله. فبالرغم مما فيه من تكفير للسيئات، ورفع للدرجات، وكتابة أجر ما كان يعمل من الصالحات، فيه أيضا فرصة عظيمة لمن وفق لاستغلال الأوقات. فالمريض يحصل له في حال مرضه من أوقات الافراغ ما لا يحصل له فيما سواه . فاحرص – رعاك الله – على استغلال أوقاتك في ما يقربك من الله، من قراءة للقرآن وحفظه. وطلب للعلم واستزادة من النوافل، وأمر بالمعروف ونهي عى المنكر، ودعوة الى الله... واعلم – شفاك الله وعافاك – أن المسلم مأمور باتباع أوامر الله تعالى في سرائه وضرائه، وفي حال صحته وبلائه.

◆ النعم المغبونة: لا يقدر نعم الله تعالى إلا من فقدها .وكأني بك وقد أنهك المرض جسدك، وأذهب السقم فرحك، أدركت قوله صلى الله عليه وسلم :نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس،

---

805 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري،المطبعة السلفية. كتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل فى الإقامة، رقم الحديث(3032).

806 القرآن المجيد سورة الانشراح، رقم السورة94،رقم الايتين(5-6).

Dhaka University Institutional Repository

الصحة والفراغ(807). فالصحة من أجل النعم التي أنعم الله بها علينا، لا يقدرها إلا المرضى . وهكذا.. فكم من النعم قد غفلنا عنها، وكم من النعم قد قصرنا بواجب شكرها ..وأجل تلك النعم وأعظمها- نعمة الإيمان والهداية- فكم من الناس قد غبنها، فلم يقوموا بواجب شكرها، وتكاسلوا عن الاستقامة عليها- وحين تلوح لك بوادر الشفاء، وتسعد ببدء زوال البلاء، اقدر لهذه النعم قدرها، واعرف فضل وكرم منعمها، وتدبر حالك عند فقدها أو نقصها، فأعلن بذلك توبة نصوحا من تقصيرك في شكر كل نعمة، وتفريطك في استعمالها فيما يرضي ذا الفضل والمنة. اجعل توبتك الآن.. نعم، الآن.. عل هذه التوبة أن تكون سببا في رفع ما أنت فيه من كربة، ودفع ما تعانيه من شدة.قال علي رضي الله عنه: "ما نزل بلاء إلا بذنب ولارفع إلا بتوبة" .وإن لم يكتب لك من مرضك شفاء، فنعم يختم العمر به توبه صادقة.

◆ لكل داء دواء: من رحمة الله تعالى أن المرض مهما بلغ من الشدة والعناء، وشاء الله للعبد الشفاء، يسر له دواء ناجحا، وعلاجا نافعا . فعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء(808).لكن الشفاء بعد توفيق الله.لا بد له من أمور:

▪ منها.. حسن التوكل على الله والالتجاء إليه وحسن الظن به: فهذا خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم يصدع في يقين الواثق :وإذا مرضت فهو يشفين (809). فلا شافي إلا الله، ولا رافع للبلوى إلا هو سبحانه ..والراقي والرقية والطبيب والدواء أسباب قد يسر الله تعالى بها الشفاء. فاجعل توكلك على الله وتعلقك به لتظفر بالصحة والعافية في الدنيا، والسلامة والفوز في الآخرة .

فإذا ابتليت فثق بالله وارض به *** إن الذي يكشف البلوى هو الله.

وهوسبحانه حكيم عليم لايفعل شيئا عبثا،ورحيم تنوعت رحماته،لا يقضي قضاء إلا كان خيرا للعبد،قال صلى الله عليه وسلم :عجبت للمؤمن!! إن الله عز وجل لم يقض له قضاء إلا كان خيرا له(810).

▪ ومنها.. التداوي بالرقى الشرعية من الكتاب والسنة: قال تعالى :وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين (811). فاحرص شفاك الله على رقية نفسك بالقرآن وما ورد في

---

807 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي،دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء فى أن الصحة والفراغ نعمتام مغبون فيها كثير من الناس، رقم الحديث(2483).

808 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري،المطبعة السلفية. كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، رقم الحديث(5740).

809 القرآن المجيد،سورة الشعراء، رقم السورة26،رقم الاية (80).

810 مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن محمد بن حنبل ، الطبعة الميمنية، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية (1398هـ).

811 القرآن المجيد،سورة الإسراء، رقم السورة17،رقم الاية (82).

Dhaka University Institutional Repository

السنة النبوية، فهي من أنفع الأسباب لزوال العلة، وكشف الكربة. وذلك كقراءة سورة الفاتحة، والبقرة، والإخلاص، والمعوذتين.. وغيرها، والقرآن كله شفاء ورحمة.ومما ورد من الأدعية والأذكارما جاء في الحديث الشريف. كما: عن عثمان بن العاص رضي الله عنه : أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال صلى الله عليه وسلم : ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر(812). وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض(813). وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :يا محمد اشتكيت؟ قال: نعما، قال: "بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك (814). وعن ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب: "لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم(815). وعن سعد بن أبي وقاص رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :دعوة ذي النون، إذ دعا وهو في بطن الحوت "لا إله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين" فانه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له (816).لكن هده الأدعية والرقى تريد قلبا خاشعا، وذلا صادق، ويقينا خالصا، لا ترديدا على سبيل التجربة والاختبار.

- ومنها... الدعاء علاوة على ذكر من الأدعية والرقى فإن دعاء الله تعالى والألتجاء إليه من أعظم ما ينفع: بل قد يكون هدف الكربة ومقصدها، قال تعالى :فأخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون (817). أما خطر ببالك أنه سبحانه ابتلاك بهذا المرض ليسمع صوتك وأنت تدعوه، ويرى تضرعك وأنت ترجوه- فارفع يديك وأسل دمع عينيك، وأظهر فقرك وعجزك، واعترف بذلك وضعفك، تفز برضى ربك وتفريج كربك.

---

812 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار إحياء التراث. كتاب السلام،باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء ، رقم الحديث(5867).

813 سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس، دار الحديث، الطبعة الأولى(1388هـ). كتاب الجنائز، باب الدعاء للمريض عند العيادة، رقم الحديث(3108).

814 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري،دار إحياء التراث. كتاب السلام،باب الطب والمرض والرقى،رقم الحديث(5829).

815 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار إحياء التراث. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار،باب دعاء الكروب، رقم الحديث(7097).

816 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي،دار إحياء التراث العربي، بيروت.كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

817 القران المجيد،سورة الأنعام، رقم السورة6،رقم الآية (42).

Dhaka University Institutional Repository

- ومنها.. الاستعانة بالصلاة: قال تعالى :واستعينوا بالصبر والصلاة (818) وكان رسول الله إذا حزبه أمر صلى(819).
- ومنها.. الإكثار من الصدقة: فعن أبي أمامة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "داووا مرضاكم بالصدقة(820).
- ومنها.. التداوي بما ورد أنه شفاء: كالعسل والحبة السوداء وماء زمزم والحجامة.
- ومنها.. التداوي بما أحله الله من الأدوية المباحة.

الأعمال الإبتدائية لعلاج المرضى والزمنى

يفهم من بحث القرآن والحديث قبل البدء بالعلاج ينبغي على المعالج أن يتبع الإرشادات التالية :

- ❖ إخراج الصور من المكان الذي تعالج فيه .
- ❖ إخراج ما عند المريض من تميمة أو حجاب .
- ❖ خلو المكان من الغناء أو مزمار أو مخالفة شرعية .
- ❖ يستحب أن تكون على طهارة كاملة أنت ومن معك .
- ❖ إن كان المريض امرأة فلا بد من أمرها بالتستر ولا تعالجها إلا في وجود أحد محارمها دون غيرهم أو مع مجموعة من النساء(821).
- ❖ إعطاء المريض وأهله درسا في العقيدة ، بمقتضاه تنزع تعلق قلوبهم بغير الله ، ولك أن تستشهد بالحديث الذي رواه ابن عباس . قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الامة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف(822). وفي رواية في مسند أحمد واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
- ❖ تقوم بالتفريق بين طريقتك في العلاج وطريقة السحرة والدجالين .

---

818 القرآن المجيد،سورة البقرة، رقم السورة2،رقم الآية (45).

819 مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن محمد بن حنبل ، الطبعة الميمنية، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية (1398هـ).

820 أخرجه الإمام الطبرانى فى الصغير والكبير وإسناده حسن والبيهقى فى سننه.

821 الفقرات من 1-5 من كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان ص (67).

822 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي،دار احياء التراث العربي، بيروت. كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (باب)، رقم الحديث(2706).

Dhaka University Institutional Repository

❖ تبين لهم أن القران فيه شفاء،وتستشهد ببعض آيات الشفاء ومنها:قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمي إلا خسارا.وقوله تعالى:ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته ءاعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.

❖ ينبغي على المعالج أن لا يثير أي جدل فقهي أو مذهبي أو سياسي أو حزبي، حتى يتفادى أسباب الشحناء والبغضاء،بل ينبغي أن يكون الحوار حول ذكر الله تعالى حتى يطمئن المريض للمعالج ويثق فيه ويتقبل نصائحه ويعمل بها"(823).

❖ ينبغي على المعالج أن لا يتدخل في شئون المريض الخاصة.

❖ تسأل المريض بعض الأسئلة لتختبر درجة ذكائه وتأثير المرض على عقله،وعندها يتعين عليك أن تتحدث مع المريض على قدر عقله وعلى قدر عُمره،وأن لا تبتدع كلاما لا يليق بالمقام،وخير الكلام ما وافق الحال.

بعد هذه الخطوات تقرأ عليه الرقية كاملة أي تجمع بين رقية المصروع ورقية المحسود ورقية المسحور وتلاحظ مدى تأثر المريض عند قراءة آيات الرقية ولا توحي للمريض بأنه مبتلى بمس أو سحر وذلك بتكرار آيات العذاب أو آيات السحر حتى لا يتصدم المريض نفسيا،وأحب أن أنبه هنا إلى أنه قد ورد في حديث ضعيف لأبي بن كعب وردت فيه سور وآيات رقى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم من به لمم وهي نافعة بإذن الله تعالى لغير ذلك من الأمراض، ولكنني أفردت للسحر رقية وللحسد رقية بغية الاختصار والتنبيه عن وجود آيات تنفع من السحر وأخرى تنفع من الحسد وبذلك يتنبه طالب العلم في هذا الفن إلى أنه ليس بالضرورة قراءة آيات السحر والعذاب على من به عين أو العكس،يقول صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك(824).

إن الإسلام دين الرحمة: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)(825).هذه الرحمة تشمل كل نواحي الحياة، ومن أعظم جوانب الرحمة رحمة الإسلام بالضعفاء والمرضى. إن المريض الذي يغالب العلة وتغالبه، ويصارع السقم ويصارعه، لهو من أكثر الناس حاجة إلى كل ما تستطيعه العلاقات الإنسانية من عون وسلوى، وبث للعزيمة والأمل والطمأنينة والسرور. وهناك عند كل مريض تجد باقة من الزهر الندي العطر، مهداة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.الذي أرسله الله رحمة للعالمين. ويخبرنا بما لعيادة المريض من جلال وخطر حين يقول: "إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم! مرضت فلم تعدني...". فأية صورة من صور الحث والتكريم تفوق

---

823 هذه الفقرة من كتاب وسائل وحماية وعلاج الإنسان صفحة(13).

824 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار إحياء التراث. كتاب السلام،باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، رقم الحديث(5862).

825 القرآن المجيد،سورة الأنبياء، رقم السورة21،رقم الاية (107).

Dhaka University Institutional Repository

هذه الصورة أو حتى تضاهيها؟ وأنى للعلاقات الإنسانية أن تجد لها ضميرا كهذا الذي تجده في كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.

التعامل مع المرضى والزمنى

على كل مسلم أن يتوددوا للمريض بطيب الكلام وطلاقة الوجه،ومعظم المرضى يرتاحون نفسيا اذا تحاور الراقي معهم وأصغى لشكواهم ،فينبغي على الراقي أن يجعل نفسه مألوفة للمريض قبل الرقية و يؤثر عليه بإسلوبه وبلاغة كلامه،يقول صلى الله عليه وسلم:إن من البيان لسحرا،فيكون تأثير الكلام على المريض أقوى من تأثير المرض،فينبغي أن يأتي المريض إلى الراقي وهو منشرح الصدر مقبلا و معتقدا بأنه سوف ينتفع من رقيته بإذن الله تعالى،وهذا من الإحسان، والقلوب جبلت على حب من أحسن إليها،وبغض من أساء إليها،وأنت تتحدث مع المريض تود إليه بطيب الكلام وحسن الخلق حتى تشعر أنه بدأ يرتاح إليك ويتقبل منك النصح والإرشاد، يقول ابن قيم الجوزية في الطب النبوي:وكل طبيب لا يداوي العليل،يتفقد قلبه وصلاحه، وتقوية روحه وقواه بالصدقة،وفعل الخير،والاحسان،والإقبال على الله والدار الآخرة، فليس بطبيب بل متطبب قاصر. يقول الشاعر:

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم * فطالما استعبد الإنسان إحسان.

وينبغي على الراقي عند تعامله مع المريض أن يراعي أمور عشرة :

(١) جنس المريض ذكر أو أنثى .

(٢) عمر المريض (طفل ، صبي ، شاب ، رجل ، شيخ كبير).

(٣) الحالة الاجتماعية (متزوج ، أعزب).

(٤) المستوى الثقافي والعلمي .

(٥) مركز المريض الاجتماعي .

(٦) العادات والتقاليد والعرف.

(٧) محافظة المريض على الصلاة والطاعات (ملتزم .. غير ملتزم).

(٨) بداية المرض وسببه. البحث في سبب المرض بعدة أسئلة توجه للمريض أو لأهل المريض:

- هل ولد المريض وهو مصاب بهذا المرض ؟
- هل أصيب عقب حمى النفاس التي تصيب المرأة عقب الولادة ؟
- هل أصيب عقب إصابته بأي نوع من أنواع الحمى ؟
- هل أصيب بعد حادث أو وقع من مكان مرتفع أو أي حادث آخر ؟
- هل أصيب بعد عملية جراحية ؟

Dhaka University Institutional Repository

- هل أصيب بعد عراك وشجار ؟
- هل أصيب بعد حادثة مؤلمة (وفاة ، خسارة في تجارة ، رسوب في دراسة)؟.
- هل أصيب بعد زواجه ؟،،، وهل كان مرغم على الزواج ؟.

(٩) تأثير المرض على المريض البدني والنفسي والعقلي .

(١٠) النظر في نوع المرض من أي الأمراض هو وذلك من خلال أخذ المعطيات.تسأل المريض عن بعض الأعراض العامة وأعراض الاقتران في اليقظة والمنام، ولا تسلم بما يقوله المريض لأنه قد يكون كاذبا أو قذفا من الشيطان على لسانه ليحتار الراقي،وحبذا لو كانت هذه الأسئلة مدونة حتى ترجع اليها عند الحاجة .

إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعود من مرض من أصحابه وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب وعاد عمه وهو مشرك وعرض عليهما الإسلام فأسلم اليهودي ولم يسلم عمه. وكان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله فيقول كيف تجدك ؟ وذكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيه فيقول هل تشتهي شيئا ؟ فإن اشتهى شيئا وعلم أنه لا يضره أمر له به . وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما .وكان يقول امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت وكان يدعو للمريض ثلاثا كما قاله لسعد:اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا .وكان إذا دخل على المريض يقول له لا بأس طهور إن شاء الله .

آداب عيادة المرضى والزمنى

لعيادة المريض آداب عديدة ينبغي أن تراعى عند زيارته؛ منها:

- ❖ أن يلتزم بالآداب العامة للزيارة، كأن يدق الباب برفق، وألا يبهم نفسه، وأن يغض بصره، وألا يقابل الباب عند الاستئذان.
- ❖ أن تكون العيادة في وقت ملائم، فلا تكون في وقت الظهيرة صيفا ولا في شهر رمضان نهارا، وإنما تستحب بكرة وعشية وفي رمضان ليلا.
- ❖ أن يدنو العائد من المريض ويجلس عند رأسه ويضع يده على جبهته ويسأله عن حاله وعما يشتهيه.
- ❖ أن تكون الزيارة غبا، أي يوما بعد يوم، وربما اختلف الأمر باختلاف الأحوال، سواء بالنسبة للعائد أو للمريض، فإذا استدعت حالة المريض زيارته يوميا فلا بأس بذلك، خاصة إذا كان يرتاح لذلك ويهش له.

Dhaka University Institutional Repository

❖ ينبغي للعائد ألا يطيل الجلوس حتى يضجر المريض، أو يشق على أهله، فإذا اقتضت ذلك ضرورة فلا بأس.

❖ ألا يكثر العائد من سؤال المريض، لأن ذلك يثقل عليه ويضجره.

❖ من آداب العيادة أن يدعو العائد للمريض بالعافية والصلاح، وقد وردت في ذلك أدعية عديدة منها: "أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم؛ أن يشفيك (سبع مرات)". وأن يقرأ عنده بالفاتحة والمعوذتين والإخلاص.

❖ ألا يتكلم العائد أمام المريض بما يقلقه ويزعجه، وأن يظهر له من الرقة واللطف ما يطيب به خاطره.

❖ أن يوسع العائد للمريض في الأمل، ويشير عليه بالصبر لما فيه من جزيل الأجر، ويحذره من اليأس ومن الجزع لما فيهما من الوزر.

❖ ألا يكثر عواد المريض من اللغط والاختلاف بحضرته، لما في ذلك من إزعاجه، وله في هذه الحالة أن يطلب منهم الانصراف.

❖ يسن لمن عاد مريضا أن يسأله الدعاء له.

ما يدعو به المرضى والزمنى عند عيادته

يستحب لمن عاد مريضا أن يرقيه ويدعو له بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما يلي:

❖ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات، وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه، وأمسح عنه بيده، رجاء بركتها"(826).

❖ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا – ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها . "باسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، ليشفى به سقيمنا، بإذن ربنا"(827).

826 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري،المطبعة السلفية. كتاب الطب، باب الرقى بالقرآن والمعوذات، رقم الحديث(5794).

827 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري،المطبعة السلفية. كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، رقم الحديث(5804).

Dhaka University Institutional Repository

❖ عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم أن يشفيك؛ إلا عوفي"(828).

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم :من رأى مبتلى فقال:الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به،وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء (829).

❖ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض (830).

❖ عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا، أو يمشي لك إلى جنازة". قال أبو داود: وقال ابن السرح: إلى صلاة". (831).

❖ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا ، أو أتى به إليه ، قال عليه الصلاة والسلام : أذهب البأس ، رب الناس ، اشف وأنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقما(832).

❖ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ... وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال : لابأس طهور إن شاء الله (833)

عيادة المرأة للرجال المرضى والزمنى وعكسه

من الآداب التي جاء بها الإسلام، وحث عليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم منها عيادة المريض مهم جدا. وقد اعتبرها النبي الكريم من حقوق المسلم على المسلم. قال النبى صلى الله

---

828 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي،دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (باب)، رقم الحديث(2227).

829 أخرجه الطبراني في الأوسط .

830 سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس، دار الحديث، الطبعة الأولى(1388هـ). كتاب الجنائز،باب الدعاء للمريض عند العيادة، رقم الحديث(3108).

831 سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس، دار الحديث، الطبعة الأولى(1388هـ). كتاب الجنائز،باب الدعاء للمريض عند العيادة، رقم الحديث(3109).

832 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري،المطبعة السلفية. كتاب المرضى، باب دعاء العائد للمريض، رقم الحديث(5737).

833 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري،المطبعة السلفية. كتاب المرضى، باب ما يقال للمريض وما يجيب، رقم الحديث(5724).

Dhaka University Institutional Repository

عليه وسلم: "حق المسلم على المسلم ست" قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال:"إذا لقيته فسل عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه"(834).وقال ايضا: "عودوا المرضى واتبعوا الجنائز، تذكركم الآخرة"(835). وقال ايضا: "من عاد مريضا ناداه مناد من السماء: طبتَ وطاب ممشاك. وتبوأت من الجنة منزلا"(836)."إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع".قيل:يا رسول الله؛ وما خرفة الجنة؟ قال: "جناها"(837) أي ما يخترف ويجتنى من ثمرها.ولا يجد المرء أروع ولا أبلغ من هذا التصوير لفضل عيادة المريض ومثوبته عند الله، حتى إن الله جل جلاله ليجعل عيادة المريض كأنما هي عيادة له!! وهذه الأحاديث كلها تدل على أهمية هذا الأدب الإسلامي، الذي رغبت فيه السنة النبوية القولية والعملية، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا مريضا، فعرض عليه الإسلام فأسلم. ويتأكد استحباب هذا الأدب . الذي عدّته بعض الأحاديث حقا على المسلم . إذا كان بين المسلم والمسلم صلة وثيقة، مثل القرابة والمصاهرة والجوار والزمالة والأستاذية، ونحو ذلك يجعل لبعض الناس حقا أوكد من غيره. والملاحظ أن هذه الأحاديث جاءت بألفاظ عامة، تشمل الرجل والمرأة على السواء، فحديث: "عودوا المريض" أو "مَن عاد مريضا." أو "إذا مرض فعده" ليست خاصة بالرجال، بلا جدال. وهذه الأدلة العامة كافية في مشروعية عيادة النساء للرجال في ظل الآداب والضوابط الشرعية المقررة. ومع هذا هناك أدلة تدل على مشروعية عيادة المرأة للرجل: فقد أورد الإمام البخاري في كتاب المرضى من صحيحه "باب عيادة النساء للرجال". وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار(838). وقد دخلت أم مبشر بنت البراء بن معرور الأنصارية على كعب بن مالك الأنصاري، لما حضرته الوفاة، وقالت: " يا أبا عبد الرحمن؛ أقرأ على ابني السلام"- تعني مبشرا.(839). فلا مانع إذن من أن تعود المسلمة أخاها المسلم المريض، ما دامت ملتزمة بالقواعد الشرعية، والآداب المرعية، فلا خلوة ولا تبرج ولا تعطر، ولا خضوع بالقول.والأولى أن تكون العيادة في مثل هذه الحالة المسؤول عنها في صورة جماعية، بمعنى أن تتفق الناظرة ومعها بعض المدرسات، على الذهاب معا لقضاء حق

---

834 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار إحياء التراث. كتاب السلام،باب من حق المسلم للمسلم رد السلام ، رقم الحديث(5778).

835 رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد كما في صحيح الجامع الصغير.

836 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي،دار إحياء التراث العربي،بيروت. كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،باب ما جاء في زيارة الإخوان، رقم الحديث(2139). وابن ماجه (1442)،وابن حبّان في صحيحه(712)من حديث أبي هريرة.

837 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار إحياء التراث.كتاب البر والصلة، باب فضل عيادة المريض،الحديث(6719).

838 رواه في "الصحيح" معلقا، ووصله في "الأدب المفرد".

839 رواه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه، رقم الحديث (1449)، ورواه أحمد في المسند: (455/3) عن عبد الرحمن، وذكره الألباني في الصحيحة برقم (995).

Dhaka University Institutional Repository

العيادة دفعا لأي شبهة.ولا معنى للتوقف في عيادة زميل مريض من زميلة له أو رئيسة له، مع أنها تتعامل معه في المدرسة يوميا، وبلا جرح، فهل يشرع التعامل مع الزملاء في حالة الصحة، ويقاطعون في حالة المرض؟ مع أن المريض أولى بالشفقة والرعاية.

وأما عيادة الرجل للمرأة فهي تدخل في الأدلة العامة التي ذكرناها في الحث على عيادة المرضى. وهناك أدلة خاصة أيضا تدل على مشروعية عيادة الرجال للنساء: روى مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب-أو أم المسي فقال: " مالك يا أم السائب تزفزفين - أي ترتعدين"؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها! فقال: "لا تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم، كما يذهب الكير خبث الحديد"(840). وروى أبو داود عن أم العلاء قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا مريضة،فقال:"أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة ".(841).وروى النسائي عن أبي أمامة قال: مرضت امرأة من أهل العوالي-أي عوالي المدينة- فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء عيادة للمريض،فقال:"إذا مانت فآذنوني"(842).وبعد هذه النقول الصحيحة الثبوت، الصريحة الدلالة،لا يجوز لمسلم إلا النزول على هدى الله تعالى، وهدي رسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لنا أن نحجر ما وسع الله تعالى أو نعسر ما يسره عز وجل. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من أقوال الرجال، وتقاليد الناس. وبالله التوفيق.

زيارة المرضى والزمنى

إذا كانت النفوس قد جبلت على حب من أحسن إليها وأظهر اهتمامه بها ، فإن هذه المحبة تتعاظم في أحوال الضعف البشري،حين يلزم المرء الفراش ،وتصيبه العلل،وتنهكه الأدواء،عندها يكون للزيارة أثر بالغ ومدلول عميق على مدى التعاطف والمواساة التي تقدمها الزائر لمريضه ، مما يسهم في تقوية الروابط بينهما. لهذا السبب حرص النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة المرضى وتفقد أحوالهم ، بل جعل ذلك من حقوق المسلمين المكفولة في الشرع. وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم على ترسيخ هذا المبدأ في نفوس أصحابه من خلال ذكر الفضائل العظيمة التي يجنيها المسلم إذا زار أخاه ، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:من أتى أخاه المسلم عائدا ، مشى في خرافة الجنة - أي طرق الجنة - حتى يجلس ، فإذا جلس غمرته الرحمة ، فإن كان

---

840 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري. دار إحياء التراث. كتاب البر والصلة والأدب،باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذالك حتى الشوكة يشاكها، رقم الحديث(6735).

841 سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس، دار الحديث، الطبعة الأولى(1388هـ). كتاب الجنائز،باب عيادة النساء، رقم الحديث(3094).

842 سنن النسائي في كتاب الجنائز.

Dhaka University Institutional Repository

غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي ، وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح(843). وقوله عليه السلام : ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله ، فيقول سبع مرات:أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك،إلاعوفي(844). والأخبار في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للمرضى كثيرة ، فقد كان عليه الصلاة والسلام يتفقد أحوال أصحابه ويسأل عنهم،ويطمئن على صحتهم، ويشملهم بالرعاية ،ومن أولئك سعد بن أبي وقاص،وزيد بن الأرقم،و جابر بن عبد الله ،رضي الله عنهم أجمعين. ولم تكن زيارته صلى الله عليه وسلم مقتصرة على أصحابه الذين آمنوا به،بل امتدت لتشمل غير المؤمنين طمعا في هدايتهم،كما فعل مع الغلام اليهودي الذي كان يعمل عنده خادما ،فقد مرض الغلام مرضا شديدا ،فظل النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويتعاهده،حتى إذا شارف على الموت عاده وجلس عند رأسه ،ثم دعاه إلى الإسلام، فنظر الغلام إلى أبيه متسائلا ،فقال له:أطع أبا القاسم ، فأسلم ثم فاضت روحه،فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول:الحمد لله الذي أنقذه من النار.

وتطلعنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على هديه النبوي في زيارة المرضى،فكان إذا سمع بمرض أحد بادر إلى زيارته والوقوف بجانبه،وتلبية رغباته واحتياجاته،ثم الدعاء له بالشفاء وتكفير الذنوب إن كان مسلما،ودعوته للإسلام إن كان غير ذلك. إذا احتاج المريض إلى رقية بادر عليه الصلاة والسلام إليها ،فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض:بسم الله،تربة أرضنا،بريقة بعضنا،يشفى سقيمنا بإذن ربنا(845).وربما صب على بعضهم من ماء وضوئه المبارك فيشفى بإذن الله،كما فعل مع جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

ومن السنن القولية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف بها عن المرضى،تذكيرهم بالأجر الذي يلقاه العبد المبتلى،للتخفيف من معاناتهم،وتربيتهم على الصبر واحتساب الأجر، ومن جملة هذه السنن قوله صلى الله عليه وسلم :ما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة (846). وقوله:ما من عبد يبتليه الله عز وجل ببلاء في جسده ، إلا قال الله

---

843 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي،دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء فى عيادة المريض، رقم الحديث(985).

844 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي،دار احياء التراث العربي، بيروت. كتاب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (باب)، رقم الحديث(2227).

845 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري،المطبعة السلفية. كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، رقم الحديث(5804).

846 سنن ابن ماجة،لأبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي بالولاء القزويني،دار إحياء التراث العربي(1395هـ) . كتاب الفتن ، باب الصبر على البلاء،رقم الحديث(4159).

Dhaka University Institutional Repository

عز وجل للملك: "اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله "، فإن شفاه الله غسله وطهره ، وإن قبضه غفر له ورحمه (847).

حقوق المرضى والزمنى في الإسلام

جعل الله الحياة الدنيا دار امتحان، يمتحن الله فيها عباده بالمرض كما يمتحنهم بالصحة، فالمؤمن يشكر الله على نعمه، ومنها نعمة الصحة،ويصبر على قدر الله.وفي الحديث الصحيح عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن اصابته سراء شكر فكان خيرا له،وإن اصابته ضراء صبر فكان خيرا له(848).فالمرض امتحان وابتلاء،وهو سنة الله في رسله وانبيائه وأصفيائه وخلقه تكفيرا لهم عن الذنوب،والدين الاسلامي ينظر الى المريض نظرة الرحمة والعناية.لأنه دين الرحمة والانسانية، ويؤكد على وجوب قيام الأخرين بأداء حقوق المريض.فما هي حقوقه وماهي الصفات التي يجب ان يتحلى بها المريض في مصابه ؟ بيانها مذكورة فى التالية:

أولا: من حقوق المريض حق المعالجة، فعلى المريض ان يبحث عن العلاج، وعلى أولي أمره كذلك الذهاب به الى أهل الاختصاص، وفي الحديث الشريف، قالوا:يارسول الله، هل علينا جناح أن لانتداوى؟فقال: تداووا عباد الله،فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا الهرم(849). فالمريض يأخذ بالاسباب ثم يتوكل على الله لأنه وحده الشافي، ولايجوز للمريض أن يهمل التداوي باسم التوكل، لأن التوكل يعني الأخذ بالأسباب لقوله عليه السلام:اعقل وتوكل، كما لايجوز الذهاب الى المشعوذين والدجالين الذين يستغلون ضعف المريض وحاجة أهله، فالله تعالى يأمر بسؤال أهل الاختصاص في كل علم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر(850). وإن اهمال العلاج أو التداوي حرام شرعا وخطره عظيم على المريض نفسه، فقد يؤدي بنفسه الى الهلاك والله تعالى يقول: ولاتلقوا بأيديكم الى التهلكة(851). كما أنه يلحق الضرر بالمجتمع لأنه سيكلفه عند ترك العلاج كثيرا.

ثانيا: من حقوق المريض زيارته والدعاء له بالشفاء. واعتبر الإسلام زيارة المريض قربة الى الله وقد حث عليها صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وفي الحديث القدسي: إن الله تعالى يقول لعبده: مرضت فلم تعدني فيقول العبد: يارب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله تعالى:

---

847 مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن محمد بن حنبل ، الطبعة الميمنية، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية (1398هـ).

848 الصحيح لمسلم ، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار إحياء التراث. كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير، رقم الحديث(7692).

849 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي،دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء فى الدواء والحث عليه، رقم الحديث(2172).

850 القران المجيد،سورة النحل، رقم السورة16،رقم الاية(43).

851 القران المجيد،سورة البقرة، رقم السورة2،رقم الأية(195).

Dhaka University Institutional Repository

أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ (852). وقد كان الرسول الكريم يزور المرضى من أصحابه وغيرهم، فقد زار شابا مريضا من أهل الكتاب ودعاه الى الإسلام فأسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يمسح بيده اليمنى على المريض اذا زاره ويقول : اللهم رب الناس اذهب الباس، إشف أنت الشافي، لاشفاء إلا شفاؤك، شفاء لايغادر سقما(853). ولايخفى ما للزيارة من تأليف القلوب وزيادة المحبة.وهذه الزيارة لها آداب فمنها :

- يجب أن تكون الزيارة خالية من التكاليف المرهقة والتي أحيانا تقطع الصلات والزيارات،فديننا الحنيف لا يكلف الانسان فوق طاقته،قال تعالى:لايكلف الله نفسا إلا وسعها(854).
- ومنها، ان يدعو للمريض بالشفاء اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك أدعية مأثورة عنه صلى الله عليه وسلم يندب الدعاء للمريض بها.
- وعلى الزائر أن يحث المريض على الصبر ويذكره بالأجر والثواب على المصاب.
- وأن يذكره بالصلاة، وكثير من الناس من يغفل عن هذا الأمر.
- وأن لايطيل الجلوس عنده لغير حاجة، لأن المريض له أحواله الخاصة، كما أنه لابد من الالتزام بمواعيد الزيارة في المستشفيات حتى يفسح الزائر المجال للأطباء وأفراد الهيئة التمريضية للقيام بواجبهم بالاشراف على المرضى ورعايتهم، وهذا أدب يخالفه أو يغفل عنه كثير من الناس، فتراهم يأتون في غير مواعيد الزيارة.
- ومنها، التزام الهدوء فلا يزعج المريض بالكلام الكثير والصوت المرتفع، لأن ذلك يؤذيه، ومنها عدم إكراهه على أكل أو شرب.

ثالثا: ومن حقوق المريض حفظ اسراره في مرضه، فالإسلام يأمر بكتمان السر وعدم إفشائه، وللمريض احواله الخاصة في اقواله وأفعاله، فالطبيب والقريب من المريض وغيرهم مأمورون شرعا بحفظ اسرار المريض فالإسلام يعتبر إفشاء سر المريض مخالفة شرعية يأثم صاحبها، وهناك جملة من النصوص الشرعية تضع عددا من الصفات في قائمة الأخلاق الكريمة والمناقب الحميدة، كالصدق والأمانة وعدم إفشاء السر. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون (855).

رابعا: ومن حقوق المريض إدخال السرور عليه وغرس التفاؤل في نفسه من خلال الكلمة الطيبة والدعاء الصادق وتذكيره برحمة الله الواسعة وأنه القادر على الشفاء وأنه لاياس مع الإيمان، ولا

---

852 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار إحياء التراث.كتاب البر والصلة، باب فضل عيادة المريض،الحديث(6721).

853 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري،المطبعة السلفية. كتاب الطب، باب رقية النبى صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث(5801).

854 القرآن المجيد،سورة البقرة، رقم السورة2،رقم الآية(286).

855 القرآن المجيد،سورة الانفال، رقم السورة8،رقم الآية (27).

Dhaka University Institutional Repository

يقنط المريض من رحمة الله، بل تدخل الطمأنينة على قلبه بما يذكر به من القصص الايمانية، من هذا القبيل، كقصة أيوب عليه السلام وكيف أن الله ابتلاه ثم شفاه، فالله تعالى قادر على كل شيء سبحانه.

خامسا: ومن حقوق المريض مساءلة الطبيب اذا وقع في خطأ طبي بطريق العمد أو الاهمال، ففي الحديث من تطبب أي تناول الطب بتطبيب الناس- ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن.وفي رواية من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضام وهكذا يحمي الاسلام المريض بهذه المسؤولية التي تقع على عاتق الأطباء والممرضين وكل من لهم علاقة بذلك، انطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته(856).

اما واجبات المريض:فمنها أنه لا بد أن يتحلى بالصبر، فقد ورد في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار امرأة مريضة فوجدها تلعن الداء وتسب الحمى فكره منها هذا المسلك وقال لها مواسيا: إنها أي الحمى تذهب خطايا بني أدم كما يذهب الكير خبث الحديد(857). فالمؤمن يصبر ويحتسب أجره عند الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه نصب ولاهم حتى الشوكة يشاكها إلا كتب له بها أجر.وعلى المريض ان يتسلح بالدعاء والتوجه الى الله عز وجل.قال تعالى:أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء(858).وكم من مريض توجه الى الله ودعاه في اوقات يستجاب فيها الدعاء فشفاه الله تعالى.والقصص في هذا المقام كثيرة، فالله تعالى يقول: واذا سألك عبادي عني فإني قريب(859).وهو القائل:واذا مرضت فهو يشفين(860).

وعلى المريض ان يقوم بواجباته الدينية قدر استطاعته، من تلاوة القرآن الكريم والذكر الحكيم، حيث ينشرح الصدر ويطمئن القلب، قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب(861).ولقد جاءت التشريعات الاسلامية تراعي أحوال المريض في صلاته وصيامه ونحو ذلك. فمن مراعاة الشريعة في فريضة الصوم، قوله تعالى:فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر(862). وفي فريضة الصلاة، بإمكان المريض أن يصلي على الحالة التي يستطيعها لقوله عليه

---

856 سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء فى الإمام ، رقم الحديث(1806).

857 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار إحياء التراث. كتاب البر والصة والأدب،باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذالك حتى الشوكة يشاكها، رقم الحديث(6735).

858 القرآن المجيد،سورة النمل، رقم السورة27،رقم الآية(62).

859 القرآن المجيد،سورة البقرة، رقم السورة2،رقم الآية (186).

860 القرآن المجيد،سورة الشعراء، رقم السورة26،رقم الآية (80).

861 القرآن المجيد،سورة الرعد، رقم السورة13،رقم الآية (28).

862 القرآن المجيد،سورة البقرة، رقم السورة2،رقم الآية (184).

Dhaka University Institutional Repository

الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فصل على جنبك، فإن لم تستطع فمستلقيا(863).

واجبات سلطات المستشفى لرعاية المرضى والزمنى

يسعى المستشفى لحصول المريض على حقوقه والتي تشمل:

- ❖ رعايته باحترام عن طريق عاملين مؤهلين.
- ❖ حصوله على حقوق المرضى مكتوبة أثناء إجراءات دخول المستشفى.
- ❖ احترام القيم والمعتقدات.
- ❖ الخصوصية الشخصية.
- ❖ سرية السجلات الطبية الخاصة به.
- ❖ مشاركته في وضع خطة العلاج وتطبيقها وإبلاغه بأي تغيير فيه.
- ❖ تبليغه بالقرارات اللازمة لعلاجه والحصول على البيانات اللازمة للمشاركة في اتخاذ قرار العلاج.
- ❖ حقه في رفض العلاج وتبليغه بالعواقب الطبية الناتجة عن رفض العلاج.
- ❖ عدم تعرضه لأي إهمال أو إساءة .
- ❖ حصوله على خدمات المستشفى دون أي تفرقة من حيث اللون ، الجنس ، الجنسية أو من يقوم بالدفع. المستشفى غير مطلوب منها تقديم خدمة بدون مقابل أو كشف أو علاج مجاني باستثناء ما تتطلبه القوانين.
- ❖ عدم التعرض لأي مواد كيماوية أو معالجات جسدية غير أساسية طبيا.
- ❖ الشكوى والاقتراح شفويا أو كتابيا و الاهتمام بشكواه واقتراحاته والرد عليها.
- ❖ في حالة تحويل المريض إلى مستشفى آخر من حقه الحصول على شرح من الطبيب المعالج عن أسباب وأهمية تحويله لهذا المستشفى وتزويد المستشفى المحول إليه بالتقارير والنتائج اللازمة لاستكمال عملية المعالجة.

الواجبات على المجتمع لرعاية المرضى والزمنى

يتمتع المرضى بالحق الأساسي في تلقي العناية الطبية التي تحفظ كرامتهم واحترام قيمهم الثقافية والاجتماعية والروحية . ويجب أن تسعى المؤسسة الطبية إلى تفهم واحترام هذه القيم وذلك بتلبية احتياجات المرضى كلما كان ذلك ضمن طاقة المؤسسة وفلسفتها والقوانين المنظمة

---

863 الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري،المطبعة السلفية. كتاب تقصير الصلاة. باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، رقم الحديث(1125).

Dhaka University Institutional Repository

لعملها .وعلى هذا الأساس فإن كل مريض أو مراجع للمؤسسة الطبية(مستوصفا كان أم مستشفى) يتمتع بالحقوق التالية:

- ❖ العناية اللازمة بكل احترام.
- ❖ الحصول على معلومات كاملة وحديثة من الطبيب المعالج بخصوص التشخيص والعلاج بالصورة التي يدركها ويفهمها المريض أو الشخص المرافق إذا كانت حالة المريض لا تسمح بإعطائه مثل تلك المعلومات.
- ❖ أن يعرف أسم الطبيب المسئول عن علاجه ومتابعة حالته.
- ❖ أن يتلقى من الطبيب المعالج المعلومات اللازمة لإبداء موافقته قبل بداية إي إجراء تشخيصي أو علاجي ، كما ويحق للمريض معرفة اسم الشخص المسئول عن هذا الإجراء.
- ❖ أن يعطى المعلومات اللازمة المتعلقة بالبدائل الطبية للعلاج المقترح ، في حالة وجود مثل هذه الخيارات والبدائل.
- ❖ أن يرفض العلاج بالصورة المقررة ، في حدود ما يسمح به النظام ، بعد إبلاغه بالعواقب المترتبة على مثل هذا الرفض.
- ❖ الخصوصية فيما يتعلق ببرنامجه العلاجي ومناقشة ذلك معه بسرية .
- ❖ المحافظة على أعلى درجات سرية التشخيص والتحاليل والعلاج والسجلات الطبية.
- ❖ أن يبلغ المريض بوجود متدربين ، مرخصين، ضمن الفريق الطبي بالمؤسسة.
- ❖ أن يتوقع استمرار العناية الطبية التي يتلقاها من المؤسسة بصورة معقولة كما يحق للمريض تلقي النصح اللازم بمتطلبات الرعاية الصحية من قبل الفريق الطبي.
- ❖ الاستفسار وتلقي التوضيح اللازم بخصوص فاتورة العلاج بغض النظر عن الجهة الدافعة للفاتورة.
- ❖ البدء في مراجعة وحل مشاكل المريض وشكواه المتعلقة بجودة العناية الطبية وإبلاغه بالمعلومات المتوفرة عند طلبه لذلك .
- ❖ توقع السلامة المعقولة بالقدر الذي يختص بممارسات وبيئة العمل بالمؤسسة.

واجبات القائمين على رعاية المرضى والزمنى

إن القائمين على رعاية مرضى ليمفوما اللاهودجكين ليسوا وحدهم، ويمكنهم التحدث مع الطبيب ومع عدد من الجمعيات الخيرية وجماعات الدعم.من المهم للقائمين على الرعاية أن يحرصوا على الاعتناء بأنفسهم بالإضافة إلى اعتنائهم بالمريض لكي يمنحوا أفضل رعاية ممكنة .على الشخص الذي يعتني بمريض وفي نفس الوقت لديه عمل، أن يخبر رئيسه في العمل، بحيث

Dhaka University Institutional Repository

يمكن عمل بعض الترتيبات. يواجه القائمون على رعاية المرضى ما يعتبرونه عبئا مضاعفا . إذ يشعرون بالقلق بشأن الجوانب العملية لرعاية زوج، أو قريب، أو صديق مريض، وما إذا كانوا سيجدوا القدرة البدنية والنفسية للمقاومة. وفي نفس الوقت، فإنهم يحتاجون أن يتعايشوا هم أنفسهم مع ما أصاب أحباءهم من تشخيص أو انتكاس ليمفوما اللاهودجكين. من المهم أن يتذكر القائمون على رعاية المرضى أنهم ليسوا وحدهم، وأن هناك الكثير من الخدمات المتاحة لمساعدتهم سواء في قيامهم بالرعاية أو في حفاظهم هم أنفسهم على صحتهم ولياقتهم. القائمون على الرعاية ليسوا وحدهم.

❖ التحدث مع الطبيب:من المهم جداً في كثير من الأحيان أن يتحدث القائم على الرعاية مع طبيب المريض ومع فريق الليمفوما. فالقائم على الرعاية يحتاج أن يعرف،مثل المريض تماما، عن ليمفوما اللاهودجكين، وعن علاجها وآثارها الجانبية، وعن المصير المتوقع.بعض الأطباء يبدون أحيانا متحفظين في إعطاء معلومات للقائمين على الرعاية،لأنهم يعتبرون أن علاقتهم هي مع المريض، وبالتالي يعتبرون أن بعض الأشياء سرية ولا ينبغي مشاركتها مع طرف ثالث بدون موافقة المريض. في مثل هذه الحالات، قد يكون من المفيد أن يوضح المريض، إن أمكن،أنه يرغب في مشاركة القائم على رعايته في المناقشات والقرارات بشأن مرضه، وعلاجه، ومصيره. في مثل هذه الحالات، هو قد يكون مساعد للمريض أن يجعل الأمر واضحا، إذا كان بالإمكان،بأنه أو هي ترغب المعتني أن يشترك في المناقشات والقرارات حول حالة المريض،معالجة و وجهة النظر. في كثير من الأحيان يكون من المفيد،إذا كان هذا مناسباً،أن يحضر القائم على الرعاية مع المريض في المواعيد المحددة له.ففي إمكان طبيب المريض وغيره من أعضاء فريق الليمفوما أن يقترحوا مصادر لدعم القائمين على الرعاية وليس فقط لدعم المرضى.

يشعر الكثيرون من القائمين على الرعاية بالعزلة والوحدة. هناك عدد من مصادر الدعم. في إمكان فريق الليمفوما، أو طبيب أسرة المريض، أو طبيب أسرة القائم على الرعاية، أن يُعرِّف القائمين على الرعاية بالمنظمات القادرة على تقديم الدعم المعنوي والعملي للأشخاص الذين لديهم دور في الرعاية. لمزيد من المعلومات، انظر الحصول على الدعم .

❖ العمل والرعاية: قد يكون من الصعب بالنسبة للقائمين على الرعاية الذين يعملون خارج المنزل، أن يعرفوا أن مريض ليمفوما اللاهودجكين الذي يعتنون به قد يضطر للبقاء وحده بالمنزل لعدة ساعات في بعض الأوقات. هناك مجموعات تقدم الدعم وأيضاً المساعدة العملية للقائمين على الرعاية في هذه الظروف. قد تكون فكرة جيدة للقائمين على الرعاية أن يخبروا رئيسهم عن أوضاعهم في وقت مبكر، بدلاً من الانتظار إلى حين ظهور مشكلة. يندهش الكثيرون من القائمين على الرعاية من مدى تفهم رئيسهم. وتبعا للوضع، قد يستحق الأمر التفكير في فترات

Dhaka University Institutional Repository

عمل مرنة أو العمل من المنزل أحيانا. بعض مرضى ليمفوما اللاهودجكين يحق لهم الحصول على مساعدات عديدة، تبعاً لظروفهم. هذه المساعدات قد تقلل من تأثير الخسارة المادية التي يتكبدها القائم على الرعاية. هذا الموضوع معقد ودائم التغيير، لذلك يجب أخذ النصيحة الجيدة. ورغم أن أخصائي التمريض الإكلينيكي، أو أخصائي أمراض الدم، أو طبيب الأسرة، لا يقدرون على الأرجح أن يقدموا المساعدة المباشرة، إلا أن في إمكانهم تقديم النصيحة بشأن المكان الذي يمكن الذهاب إليه للحصول على معلومات. أيضا في إمكان مجموعات الدفاع عن الحقوق أن تكون مصدرا للمعلومات عن حقوق المرضى.

❖ الرعاية عن بعد: الأشخاص الذين يجدون أنفسهم مسئولين عن الرعاية، ولكنهم يعيشون في مكان بعيد نسبيا عن مريض ليمفوما اللاهودجكين، يواجهون مشكلة صعبة. فإنهم كثيرا ما يشعرون بالعجز، ويعتقدون أنهم يخذلون أحباءهم بعدم البقاء معهم بقدر ما يرغبون.ولكن المريض يفهم أن أصدقاءه أو أقاربه لا يستطيعون دائما تقديم كل الدعم الذي يرغبون فيه. إن مجرد بطاقة أو رسالة كافية لتجعله يعرف أن هناك من يفكر فيه، وهي تلقى تقديرا كبيرا.أهمية أن القائم على الرعاية يعتني بنفسه. كثيرون من القائمين على رعاية المريض يهملون أنفسهم، ربما بسبب شدة انشغالهم إلى حد أنهم ينسون أو لا يجدون وقتا للعناية بأنفسهم كما ينبغي. وفي كثير من الأحيان يكون السبب هو أنهم يشعرون بالذنب، وكأنهم يخذلون الشخص الذي يعتنون به بقضاء وقت في الاهتمام بأنفسهم.

ولكن القائم على الرعاية لا يستطيع تقديم الرعاية الأمثل إذا كان هو نفسه منهك أو مستنزف معنويا أو جسمانيا.من المهم جدا للقائمين على الرعاية أن يقضوا وقتا في الاهتمام بأنفسهم،وأن يطلبوا الدعم إذا احتاجوا إليه .الغذاء الصحي،والتمرين المناسب،وفرص تسديد الاحتياجات والالتزامات الشخصية، ومتابعة الاهتمامات خارج مجال الرعاية،هذه كلها أشياء مهمة من أجل تحقيق العناية الكافية بالنفس. بهذه الطريقة فقط يستطيع أن يقدم القائم على الرعاية أفضل رعاية للمرضى.

رعاية المرضى والزمنى في المنزل

لا يكفي إعطاء الدواء للمريض لكي يسترد عافيته وإنما يجب أن يحظى برعاية خاصة في المنزل فبعد تجاوزه مرحلة الخطر يخرج من المستشفى إلى منزله مما يتطلب بعض الإلمام بأمور التمريض بالإضافة إلى معاينته من قبل أحد الممرضين لإعطاء بعض العلاجات وعرضه على الطبيب من حين لآخر وإجراء التحاليل حتى اكتسابه الشفاء التام.اضافة إلى ذلك فإن عودة المريض لمنزله يرفع من معنوياته ويسرع من شفائه لأنه يتواصل مع أهله وأصدقائه وأقاربه

Dhaka University Institutional Repository

الدواء: يجب إعطاء الدواء في مواعيده وحسب التعليمات المقررة من قبل الطبيب المختص فإذا كان مقررا له حقنة بالعضلة وأخرى بالوريد يجب عدم الخلط بينهما وألا تعرض المريض لخطر جسيم.

الطعام: أيضا التقيد بنصائح الطبيب في اعطاء المريض الطعام المناسب لحالته وعدم اعطائه الاطعمة التي تضره والسوائل بشكل عام هي مفيدة للمرضى وسهلة الهضم ويجب ان يتناول المريض اغذية ذات محتوى جيد من الفيتامينات.

النظافة: يجب غسل وجه المريض يوميا بالماء والصابون والاعتناء بنظافة بدنه وتغيير ملابسه والشراشف ونظافة سريره والغرفة وتهوية الغرفة ويفضل ان تكون معرضة لضوء الشمس.

أمور اخرى: ملاحظة درجة حرارة المريض فان كانت مرتفعة فيتم عمل كمادات والطريقة هي مسح كف اليد اليمنى والأصابع الواحد تلو الأخر بمنشفة مبللة ثم الانتقال لليد اليسرى ثم القدم اليمنى وبعدها القدم اليسرى والعودة من جديد إلى كف اليد اليمنى وهكذا إلى أن تهبط درجة حرارته مع اعطائه حبة بندول أو اثنتان كل ست ساعات وهذه هي الاسعافات الاولية لحين حضور الطبيب. فحص ضغط دم المريض يوميا لملاحظة إن كان هناك هبوط أو ارتفاع في ضغط الدم فان كان ضغط الدم منخفض يعطى مغذي ملحي عن طريق الوريد ويشرب الكثير من السوائل مع اضافة الملح الى الطعام ويفيد تناول عصير البنجر – الشمندر – في رفع ضغط الدم المنخفض فقد يكون انخفاض ضغط الدم سببه تعاطي الادوية المدررة او سوء التغذية او الاسهال تقوية معنويات المريض فالحالة النفسية مهمة جدا والتحدث معه والترفيه عنه مع عدم اجهاده فالراحة والنوم مهمة جدا للمريض- ملاحظة المريض اثناء الليل من حين لاخر فقد يكون بحاجة الى مساعدة كشرب الماء مثلا أو أي طلبات أخرى- عدم الاستمرار في النوم والرقود أي يجب أن يجلس المريض على الأقل مرة في الصباح ومرة في المساء لمدة ساعة أو اكثر وحسب حالته الصحية لأن كثرة النوم تتعبه وقد يصاب بقرحة الفراش من كثرة الرقود.

من أحكام المرضى والزمنى

الطهارة: يجب على المريض أن يتطهر بالماء بأن يتوضأ من الحدث الأصغر، ويغتسل من الحدث الأكبر، فإن لم يستطع ذلك لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه تيمم، وذلك بأن يضرب بيده على تراب طاهر له غبار ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، وكفيه براحتيه .والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء لقوله تعالى :فاتقوا الله ما استطعتم (864). إن كان مرضه يسيرلا يخاف من استعمال الماء معه تلفا، ولا مرضا مخوفا،

---

864 القرآن المجيد،سورة التغابن، رقم السورة64،رقم الاية (16).

Dhaka University Institutional Repository

ولا ابطاء بريء، ولا زيادة ألم، ولا شينا فاحشا، كصداع وألم ضرس، ونحوهما، أو كان بإمكانه استعمال الماء الدافيء ولا ضرر عليه فلا يجوز له التيمم . إن كان لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم. فإن كان لا يستطيع التيمم بمعه غيره. إذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا ولا من يحضر له الموجود منهما، فإنه يصلي على حسب حاله .إن تلوث بدنه أو ملابسه او فراشه بالنجاسة ولم يستطع إزالتها أو التطهر منها، جاز له الصلاة على حالته التي هو عليها ولا إعادة عليه . لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بأي حال من الاحوال بسبب عجزه عن الطاهرة أو إزالة النجاسة أو عدم توفر الماء أو التراب . من به جروح أو حروق أو كسر او مرض يضره استعمال الماء فأجنب جار له التيمم، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك، وتيمم للباقي . المريض المصاب بسلس البول أو استمرار خروج الدم او الريح، ولم يبرأ بمعالجته، عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه، أو يجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن تيسر، ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول أو الدم في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته. وما خرج في الوقت من البول فلا يضره بعد وضوءه إذا دخل الوقت . وله أن يفعل في الوقت ما تيسر من صلاة وقراءة في مصحف حتى يخرج الوقت فإذا خرج الوقت وجب عليه أن يعيد الوضوء، أو تيمم إن كان لا يستطيع الوضوء .

إن كان عليه جبيرة يحتاج إلى بقائها مسح عليها في الوضوء والغسل، وغسل بقية العضو، وإن كان المسح على الجبيرة أو غسل ما يليها من العضو يضره كفاه التيمم عن محلها وعن المحل الذي يضره غسله . يبطل التيمم بكل ما يبطل الوضوء وبالقدرة على استعمال الماء أو وجوده إن كان معدوما .

الصلاة: أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع القيام له أن يصلي جالسا، فإن عجز عن الصلاة جالسا صلى على جنبه مستقبلا القبلة بوجهه، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا . من قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام، بل يصلي قائما فيومىء بالركوع، ثم يجلس ويومىء بالسجود . إن كان بعينه مرض، فقال ثقات من الأطباء: إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وإلا فلا، فله أن يصلي مستلقيا . من عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود .إن لم يمكنه أن يحني ظهره حتى رقبته، وإن كان ظهره منقوسا فصار كأنه راكع، فمتى أراد الركوع زاد في إنحنائه قليلا، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر من الركع ما أمكنه ذلك .من لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه النية والقول . متى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزا عنه، من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء، انتقل إليه

Dhaka University Institutional Repository

وبنى على ما مضى من صلاته . إذا نام عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها متى استيقظ أو ذكر .لا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال، بل يحرص عليها أيام مرضه أكثرمن أيام صحته، فلا يجور له نرك الصلاة المفروضة حتى يفوت وقتها ولو كان مريضا ما دام عقله ثابتا، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته، فإذا تركها عامدا وهو عاقل مكلف يقوى على أدائها أو إيماء بها فهوآثم. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره بذلك ..وهو الصحيح . إن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير، حسبما تيسر له .

الصيام: للمريض مع الصوم ثلاث حالات .

- ❖ أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم .
- ❖ ان يشق عليه الصوم فيكره له أن يصوم .
- ❖ أن يضره الصوم فيحرم عليه أن يصوم .

إذا كان لا يمكنه القضاء لكون مرضه مما لا يرجى برؤه أطعم عن كل يوم مسكينا .أما إن كان يمكنه القضاء فيصوم بعدد الأيام التي أفطرها بسبب المرض .يفسد صومه إذا صام بكل ما في معنى الأكل والشرب كحقن الإبر المغذية، وحقن الدم..، أما الإبر التي لا تغذي فلا تفطر سواء استعملها في العضلات أم الوريد، وسواء وجد طعمها في حلقه أم لم يجده. يفسد صومه- على الراجح- بالحجامة ونحوها، فأما خروج الدم بنفسه كالرعاف أو خروجه بقلع سن ونحوه فلا يفطر .القيء إن قصده أفطر، وإن قاء من غير قصده لم يفطر. يجوز للصائم قلع ضرسه أو مداواة جرحه، والتقطير في عينه أو أذنيه، أو أن يبخ في فمه ما يخفف عنه ضيق التنفس، ولا يفطر بذلك.. والله أعلم .

Dhaka University Institutional Repository

الخاتمة

إن الله سبحانه وتعالى خلق فى هذا الكون الأقوياء والضعفاء معا.واهتم فى القرآن الكريم عن رعاية الضعفاء اهتماما بالغا.وأمر الناس أن يراعوهم ويحافظوا حقوقهم ويخادموهم ويعاملوا معهم معاملة حسنة.وإنه تبارك وتعالى يريد أن يبتلى الأقوياء بالضعفاء وينظر من يفوز بهذا الابتلاء ومن يخاب.وهكذا نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم أمر الناس برعاية الضعفاء وحفاظتهم.إن ننظر فى حياته كلها نرى أنه عليه السلام كان يرعى الضعفاء ويهتمهم أشد الاهتمام.

إنه تبارك وتعالى يرعى حقوق الأطفال من الولادة إلى أن تبلغ . لأنهم رجال الجيل والمستقبل و يستخدمون للناس.وأمر الوالدين والناس جميعا لرعايتهم وأداء حقوقهم .لأنهم ضعفاء طبعا. كما جاء فى القرآن الكريم: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم"(865). وجاء فى آية أخرى : "هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا" (866). وجاء فى الحديث الشريف، قال الصحابى خادم النبى صلعم انس بن مالك رضى الله تعالى عنه : "ما رأيت أحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق مع الأطفال" . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر.

وإنه تبارك وتعالى راعى حقوق الوالدين خاصة فى حال كبرهما وأمر الأولاد أن يرعو حقوق الوالدين وألا يقول لهما كلمة أف . بل يقول لهما قولا حسنا لينا لطيفا ويخدمهما ويساعدهما حق المساعدة . لأنهما سببا وجود الأولاد فى هذه الدنيا . الأبوان وسيلتان لوجودنا .هما أشفقان لنا ويتحملان كثير التكاليف والمصائب والنوائب على جرى حياتنا . فهما أحق رعاية كما حقه .إن الأم عانت فى حمل الأولاد ورضاعتهم و رعايتهم . وسهرت الليالى الطوال إلى جانبهم عندما أحسوا بألم او يصيبهم مرض . وكم فضلت الأولاد على نفسها وضحت بصحتها وراحتها. وإن الأب وفر للأولاد حياة كريمة وهيأ لهم فرص التعلم والسلوك المستقيم والأخلاق الفاضلة.وكان نعم الأب ونعم القدوة ونعم المربى . يجب علينا أن نؤدى حقوقهم خاصة فى حال كبرهما. كما جاء فى القرآن الكريم : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.إما يبلغن عندك الكبر احدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.واخفض لهما جناح الذل من

---

865 القرآن المجيد،سورة النور، رقم السورة24،رقم الاية (57).
866 القرآن المجيد سورة غافر/المؤمن، رقم السورة40،رقم الاية (67).

Dhaka University Institutional Repository

الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا(867).وجاء في الحديث الشريف،عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه:قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟قال الصلوة على وقتها.قلت ثم أي؟قال بر الوالدين.قلت ثم أي؟قال الجهاد في سبيل الله(868).

وإنه سبحانه وتعالى جعل بعض الناس أيتاما وأرعى حقوقهم في القرآن الكريم. وأمر الناس أن يرعى حقوقهم. وأيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفل الأيتام بنفسه واهتم عن حقوقهم في كثير من الأحاديث . كما جاء في القرآن الكريم : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده(869). ويقول تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا (870) .و جاء في الحديث ،عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما(871). إن اكل مال اليتيم من الكبائر. كما جاء في الحديث في السبع الموبقات يقول صلعم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات(872).

وإنه سبحانه وتعالى خلق في هذه الدنيا كثير من الناس.منهم الفقراء والمساكين والمستضعفين في الأرض وغيرهم .وإنه عز وجل أمر الأغنياء أن يرعوهم بالإعطاء من أموالهم الكثيرة مثل الزكاة والصدقات الأخرى وغيرها. كما أمرهم بحفظ حقوقهم وحسن المعاملة معهم. لأنهم نوع من الضعف الطبعي.والله سبحانه وتعالى أمر الأقوياء والأغنياء أن يرفق مع المستضعفين في الأرض بإتمام جميع حقوقهم،مثل الطعام والسكن والتعليم والطب واللباس وغيرها. كما جاء في القرآن الكريم : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (873). وجاء في آية اخرى : إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم،

---

867 القران المجيد،سورة الإسراء، رقم السورة17،رقم الاية (23).

868 الجامع الصحيح للبخاري (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري(ت256هـ) تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، مع شرحه فتح الباري، المطبعة السلفية. كتاب مواقيت الصلاة ، باب فضل الصلاة لوقتها، رقم الحديث(526).

869 القران المجيد،سورة الأنعام، رقم السورة24،رقم الاية (152).

870 القران المجيد،سورة النساء، رقم السورة4،رقم الاية (02).

871 الجامع الصحيح للبخاري (صحيح البخاري)/ لمحمد بن إسماعيل البخاري(ت256هـ) تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، مع شرحه فتح الباري، المطبعة السلفية. كتاب الأدب، باب فضل من يعول يتيما،رقم الحديث(6072).

872 الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار إحياء التراث. كتاب الإيمان،باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم الحديث(272).

873 القران المجيد،سورة التوبة، رقم السورة9،رقم الاية (60).

Dhaka University Institutional Repository

ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير(874). وجاء في آية اخرى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين(875). و جاء في الحديث الشريف،عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر"(876).

وإنه سبحانه وتعالى أمر الأقوياء والأغنياء والملوك أن يحسنوا مع العمال والخدم . ويتفقدهم في جميع الأحوال ويرفق بهم ولا يهملهم. لأن نفعهم عظيم . ويجب أن تكون معاملتهم مبنية على أساس من العطف والرحمة. بأن يكون العمل الذى يكلفه الخدم محدودا وفى طاقتهم القيام به مع شكرهم عند الإحسان ونقدهم الأجر كاملا في زمنه المحدود . كما جاء في القرآن الكريم : ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لايظلمون (877).و جاء في الحديث الشريف : عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (878).

وإنه سبحانه وتعالى و رسوله أمرا الناس أن يعودوا المرضى والزمنى.لأنهم أشد الضعفاء في حالة المرض .ينبغي على المرء أن يرعوا حقوقهم و يعودوهم عيادة كاملة. ويخدموهم خدمة تامة . الله سبحانه وتعالى يبتلى الناس بالمرض ويكفر الذنوب من يصبر في حالة المرض و يتوكل على الله عز وجل. وايضا الله تبارك وتعالى ارتخى للمرضى والزمنى بالصلوة والصيام وغيرها من العبادة . كما جاء في القرآن الكريم : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر(879). و جاء في الحديث الشريف ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : للمريض أربع خصال: يرفع عنه القلم، ويأمر الله الملك فيكتب له كل فضل كان يعمله في صحته، ويتبع مرضه كل عضو في جسده فيستخرج ذنوبه منه، فإن مات مات مغفورا له، وإن عاش عاش مغفورا له(880).

---

874 القرآن المجيد،سورة البقرة، رقم السورة2،رقم الآية(271).

875 القرآن المجيد،سورة الفجر، رقم السورة89،رقم الايتين (17-18).

876 حديث صحيح....أخرجه البخاري، في كتاب التفسير، تفسير سورة ن، باب {عتل بعد ذلك زنيم}، رقم الحديث (4918).

877 القرآن المجيد،سورة الأحقاف، رقم السورة46،رقم الاية(19).

878 سنن إبن ماجة،لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي بالولاء القزويني،(ت273هـ)،دار إحياء التراث العربي(1395هـ) . كتاب الأدب ،باب حق اليتيم،رقم الحديث(3810).

879 القرآن المجيد،سورة البقرة، رقم السورة2،رقم الاية (184).

880 مكارم الأخلاق، للشيخ الجليل رضى الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي،الباب في آداب المريض والعائد و علاجه، الطبعة السادسة(1392هـ): ص(358).

Dhaka University Institutional Repository

فيجب علينا وعلى الناس جميعا فى العالم رعاية الأطفال والوالدين فى حال كبرهما والأيتام والفقراء والمساكين والمستضعفين فى الأرض والمرضى والزمنى وغيرها من الضعفاء رعاية كاملة التى عجزت عن التحرك والاكتساب والمشى . لأن الله سبحانه وتعالى خلقهم فى هذا الكون بالضعف طبعا و غير طبعى. وأمر الأقوياء والأغنياء بحفظ حقوقهم و رعايتهم كى لا يفصل بين الأغنياء والضعفاء . وهى حق للضعفاء ليس الرفق والرحمة . كما جاء فى القرآن الكريم : و فى أموالهم حق للسائل والمحروم(881) . وإنه يريد أن يبتلى الناس بالضعفاء . إن لم نحفظ حقوقهم ولم نرعيهم لا نفوز فى الدنيا والآخرة . ونكون من أشر المخلوقات عند الله تعالى. فندعو إلى الله تعالى أن يفقنا لحفظ حقوق الضعفاء و رعايتهم كما أمرنا فى القرآن الكريم . هذا ما عندى والعلم عند الله عليه توكلت وإليه أنيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

881 القرآن المجيد،سورة الذاريات، رقم السورة51،رقم الآية (19).

Dhaka University Institutional Repository

المصادر و المراجع

- القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.
- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين/ لمحمد الحسيني الزبيدي(ت 1205هـ) ، دار الفكر ،بدون تاريخ.
- الإجماع، لمحمد بن إبراهيم بن المنذر (ت318هـ)، تحقيق وتقديم وتخريج أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى 1402هـ.
- الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما(المختارة للضياء)/ لضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبدالواحد المقدسي (ت643هـ)/ تحقيق د عبدالملك بن دهيش/ يطلب من مكتبة النهضة بمكة/ الطبعة الأولى 1410هـ.
- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان(صحيح ابن حبان) / لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت739هـ)/ تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1412هـ.
- أحكام القرآن، للإمام أحمد بن على المكنى بأبى بكر الرازى الجصاص الحنفى (ت370هـ)، دار إحياء التراث العربى- بيروت(1405هـ).
- أحكام أهل الذمة، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية)، حققه وعلق عليه وحواشيه د/ صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثالثة 1983م.
- إحياء علوم الدين/ لمحمد بن محمد الغزالي (ت505هـ)/ وبذيله المغني عن حمل الأسفار في الأسفار/ لأبي الفضل العراقي (ت806هـ)/ دار المعرفة .
- الاختيار لتعليل المختار / عبد الله بن محمود الموصلي (ت683هـ)/ تعليق محمود أبو دقيقة/ دار المعرفة.
- اختيار الأولى في شرح اختصام الملأ الأعلى/ لأبي الفرج زين الدين عبدالرحمن (ابن رجب) (ت795هـ)/ تحقيق وتخريج محمد بشير العيون/ مكتبة المؤيد 1405هـ.
- الآداب الشرعية، لأبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي (ت763هـ)، تحقيق عمر القيّام، وشعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 1416هـ.
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل / لمحمد بن ناصر الدين الألباني/ المكتب الإسلامي/ الطبعة الأولى 1399هـ.
- الاستيعاب فى معرفة الاصحاب، لحافظ ابن عبد البر،الطبعة:دار النشر- بيروت (1412هـ).

Dhaka University Institutional Repository

➢ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن(دفع إيهام الاضطراب) / لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي/ وفي آخره تتمة أضواء البيان لعطية سالم، ورسالة منع جواز المجاز، ورسالة دفع إيهام الاضطراب كلاهما للشيخ محمد الأمين الشنقيطي/ مطبعة المدني/ الطبعة الأولى1386هـ/ على نفقة محمد عوض بن لادن.

➢ الإفصاح عن معاني الصحاح (الجزء المتعلق بشرح حديث : "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" ومسائل الإجماع في أبواب الدين)/ للوزير عون الدين أبي المظفر يحي بن محمد بن هبيرة (ت560هـ)/ المؤسسة السعيدية، الرياض.

➢ الإكليل في استنباط التنزيل / لجلال الدين السيوطي (ت911هـ)، دار الكتب العلمية.

➢ الأموال، لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت224هـ)، تحقيق وتعليق/ محمد خليل هراس، دار الفكر، الطبعة الثانية 1395هـ.

➢ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال (حاشية ابن المنير على الكشاف) / لناصر الدين أحمد ابن المنير الاسكندري (ت683هـ)/ بهامش "الكشاف" للزمخشري/ ويليه "الكافي الشاف"/ دار المعرفة.

➢ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل/ لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت885هـ)، تصحيح محمد حامد فقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1406هـ.

➢ أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي)/ للشيخ العلامة أبى الخير ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد بن على السيراجىالبيضاوى (ت685هـ)/ دار الفكر 1402هـ.

➢ الإيمان،لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية(ت728هـ)،المكتب الإسلامي،الطبعة الثالثة 1399هـ.

➢ بحر العلوم (تفسير السمرقندي)/ لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت375هـ)/ تحقيق على محمد معوض/ دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1413هـ.

➢ البحر المحيط / لمحمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي (ت754هـ)، دار الفكر، الطبعة الثانية 1403هـ.

➢ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني (ت587هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 1406هـ.

➢ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز/ لمجد الدين الفيروز آبادي (ت817هـ)/ تحقيق محمد علي النجار/ المكتبة العلمية، بيروت.

Dhaka University Institutional Repository

- البعث والنشور/ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي/ تحقيق عامر أحمد حيدر/ مركز الخدمات والأبحاث الثقافية/ مؤسسة الكتب الثقافية/ الطبعة الأولى 1416هـ.
- بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك/ لأحمد بن محمد الدردير الصاوي المالكي، على الشرح الصغير، لأحمد بن محمد بن أحمد الدردير، دار المعرفة 1398هـ.
- بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس لأبي عمر يوسف بن عبد البر (368-463ه) تحقيق محمد مرسى الخولي.
- تاج العروس من جواهر القاموس،لمحمد مرتضى الزبيدي(ت1205هـ)،دار مكتبة الحياة.
- تاريخ جرجان/ للسهمي (ت 427هـ)/ عالم الكتب، الطبعة الثالثة 1401هـ.
- التاريخ الكبير / لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)/ طبع المكتبة الإسلامية، ديار بكر - تركيا.
- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي/ لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري/ الطبعة الحجرية، دار الكتاب العربي، بيروت.
- التحرير والتنوير من التفسير / لمحمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، 1984م.
- الترغيب والترهيب / لأبي محمد زكي الدين عبد العظيم المنذري (ت656هـ)، تعليق مصطفى محمد عمارة، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة 1388هـ.
- التعريفات / لعلي بن محمد الجرجاني (ت816هـ)، طبع دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1403هـ.
- تفسير روح البيان/لإمام الشيخ حقى البروسى (ت1137هـ)،دار الفكر، للطباعة والنشر والتوزيع.
- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) لمحمد رشيد رضا، دار المعرفة، الطبعة الثانية، بالأوفست.
- تفسير القرآن العظيم(تفسير ابن كثير)/لإسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي(ت774هـ)،دار الفكر.
- التفسير الكبير(مفاتيح الغيب/تفسير الرازي)/لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت606هـ)، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة.
- تقريب التهذيب / لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)/ تحقيق أبو الأشبال صغير أحمد شاغف/ دار العاصمة، الرياض، النشرة الأولى 1416هـ.

Dhaka University Institutional Repository

➢ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير / لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، المطبعة العربية باكستان، المكتبة الأثرية باكستان.

➢ التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام/لمحمد بن محمد بن الحسين (ابن أبي يعلى)(ت526هـ)/تحقيق عبدالله الطيار،وزميله/دار العاصمة،الرياض،النشرة الأولى 1414هـ.

➢ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد/ ليوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري (ت463هـ)/ تحقيق سعيد أحمد اعراب/ توزيع مكتبة الأوس، المدينة المنورة.

➢ تهذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي/ لمحمد بن عمر بن سالم بازمول، دار الهجرة – الثقبة (الظهران)، 1412هـ.

➢ تهذيب التهذيب / لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، طبع مطبعة مجلس دائرة المعارف بحيدر أباد – الدكن، الطبعة الأولى – نشر دار صادر.

➢ تهذيب الأسماء واللغات، للعلامة أبى زكريا محيي الدين بن شرف النووي.

➢ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(تفسير السعدى) (ت1376هـ) / لعبد الرحمن بن ناصر السعدي/ تحقيق محمد زهري النجار/ المؤسسة السعيدية بالرياض.

➢ جامع الأصول في أحاديث الرسول (لمجد الدين أبي البركات ابن الأثير (ت606هـ)، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط، دار الفكر، الطبعة الثانية 1403هـ.

➢ جامع البيان عن تأويل القرآن (تفسير الطبري) / لمحمد بن جرير الطبري (ت310هـ)، دار الفكر، بيروت، 1405هـ.

➢ الجامع الصحيح للبخارى (صحيح البخاري) / لمحمد بن إسماعيل البخاري(ت256هـ) تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، مع شرحه فتح الباري، المطبعة السلفية.

➢ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)/لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي، (ت671هـ)، تصحيح/ أحمد عبد العليم البردوني، وزملائه، الطبعة الثانية 1372هـ.

➢ جواهر الإكليل شح مختصر خليل، في مذهب الإمام مالك، لصالح عبدالسميع الآبي الأزهري، دار الفكر بيروت.

➢ حاشية السندي على سنن النسائي/ لأبي الحسن نور الدين بن عبدالهادي السندي (ت1138هـ) = سنن النسائي.

➢ حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي / لأحمد بن محمد الخفاجي (ت1069هـ)، وبهامشه تفسير البيضاوي/ المكتبة الإسلامية، أزدمير، ديار بكر، تركيا، دار صادر، بيروت.

Dhaka University Institutional Repository

➢ الحاوي (شرح مختصر المزني)/ لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت450هـ) ، تحقيق علي محمد معوض وزميله، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1414هـ.

➢ حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة/لسيد محمد صديق حسن خان القنوجي (ت1307هـ)،تحقيق: الدكتور- مصطفى خان ومحي الدين ستو سنة النشر 1406هـ- بيروت.

➢ دائرة المعارف الإسلامية / لجماعة من المستشرقين، ترجمها إلى العربية أحمد الشنتناوي، وزملاؤه، مراجعة محمد مهدي علام - دار المعرفة - بيروت.

➢ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون/ لشهاب الدين أبي العباس بن يوسف بن محمد (السمين) الحلبي/ تحقيق علي محمد معوض/ دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1414هـ.

➢ دليل السالك لمذهب الإمام مالك،لمحمد محمد سعد،وملحق بها رسالة المستثنيات بشرح العلامة أبي البركات سيدي لأحمد الدردير،مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده،الطبعة الخامسة.

➢ ديوان الراعي النميري/ جمعه وحققه راينهرت فايبرت/ ضمن نصوص ودراسات سلسلة يصدرها المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت/ يطلب من دار النشر فرانتس شتاينر بفيسبادن/ 1401هـ.

➢ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني(تفسير الألوسي)/ لأبي الفضل شهاب الدين محمود الألوسي (ت1270هـ)، دار الفكر سنة 1498هـ.

➢ الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني/ لمحمد شكور محمد الحاج امرير/ المكتب الإسلامي، بيروت، دار عمار، الطبعة الأولى 1405هـ.

➢ زاد المسير في علم التفسير/لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت597هـ)، تحقيق زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة 1404هـ.

➢ زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية (ت751هـ)، تحقيق شعيب الأرنؤوط، وعبدالقادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار، الطبعة السابعة 1405هـ.

➢ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها / لمحمد ناصر الدين الألباني، المجلد الأول والثاني المكتب الأسلامي، المجلد الثالث المكتبة الإسلامية.

➢ السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية/ لأحمد بن محمد بن علي الشوكاني (ت1281هـ)، تحقيق إبراهيم باجس عبدالمجيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1410هـ.

➢ سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، أبوداود، (ت275هـ)، إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس، دار الحديث الطبعة الأولى 1388هـ.

Dhaka University Institutional Repository

➢ سنن ابن ماجة، لمحمد بن يزيد القزويني، ابن ماجة، (ت273هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي 1395هـ.

➢ سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي (ت279هـ)، تحقيق أحمد شاكر ج2،1، ومحمد فؤاد عبد الباقي ج3،وإبراهيم عطوة 4،5، وفي آخره العلل الصغير للترمذي أيضا، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

➢ سنن الدارمي، لعبد الله بن عبدالرحمن الدارمي (ت255هـ)، بعناية محمد أحمد طهمان، دار إحياء السنة النبوية.

➢ سنن النسائي، لأحمد بن شعيب النسائي (ت303هـ)، وبهامشه زهر الربى على المجتبى، وحاشية السندي، دار إحياء التراث(523) كما رجعت لطبعة دار المعرفة.

➢ السنن الكبير/الكبرى (سنن البيهقي)/ لأحمد بن الحسين البيهقي (ت458هـ)، وفي ذيله "الجوهر النقي"، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند 1344هـ.

➢ شرح الزركشي على مختصر الخرقي، في الفقه على مذهب الإمام أحمد، لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت772هـ)، تحقيق وتخريج عبدالله بن عبدالرحمن آل جبرين، بدون معلومات نشر.

➢ شرح العقيدة الطحاوية(شرح الطحاوية)/لمحمد بن علي بن أبي العز الحنفي (ت792هـ)، خرج أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة السادسة 1400هـ.

➢ شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة،لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية (728هـ)،تحقيق صالح بن محمد الحسن،نشر مكتبة الحرمين بالرياض،الطبعة الأولى 1409هـ.

➢ شرح السنة للإمام أبي الحسن محمد بن مسعود البغوي (436-516هـ) تحقيق شعيب الأرناؤوط، الطبعة الأولى.

➢ الصحيح لمسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت261هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث.

➢ صحيح سنن الترمذي باختصار السند / تصحيح الأحاديث لمحمد ناصر الدين الألباني، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، توزيع المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى 1408هـ.

➢ صحيح سنن أبي دود باختصار السند/ صحح أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني/ نشر مكتب التربية العربي/ المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى 1409هـ.

➢ صحيح سنن ابن ماجة باختصار السند / تصحيح الأحاديث لمحمد ناصر الدين الألباني، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، توزيع المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة 1408هـ.

Dhaka University Institutional Repository

➢ صحيح سنن النسائي باختصار السند / تصحيح الأحاديث لمحمد ناصر الدين الألباني، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، توزيع المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى1409هـ.

➢ ضعيف، سنن أبي دود / ضعف أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني/ المكتب الإسلامي الطبعة الأولى 1412هـ.

➢ طرح التثريب في شرح التقريب / لأبي الفضل عبدالرحيم العراقي (ت806هـ)، وولده أبي زرعة العراقي (ت862هـ)/ دار إحياء التراث العربي، بيروت.

➢ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية/ لمحمد بن أحمد بن عبدالهادي الحنبلي (ت744هـ)/ تقديم علي صبح المدني/ مطبعة المدني، القاهرة.

➢ غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب / محمد السفاريني/ أمر بطبعه الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، غفر الله/ مطبعة الحكومة بمكة، 1393هـ.

➢ الغاية القصوى في دراية الفتوى/ لعبدالله بن عمر البيضاوي (ت685هـ)/ تحقيق علي محي الدين القرة داغي/ دار الإصلاح، الدمام.

➢ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، تحقيق عبد العزيز بن باز إلى كتاب الجنائز (ج1-3)، ترتيب وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي، المكتبة السلفية.

➢ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، لأبي يحي زكريا الأنصاري (ت925هـ)، وفي الهامش منهج الطلاب للمؤلف، الرسائل المذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية، للسيد مصطفى الذهبي الشافعي، نشر دار المعرفة، بيروت.

➢ الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية/لسليمان بن عمر العجلي (ت1204هـ)/وبهامشه تفسير الجلالين، وإملاء ما من به الرحمن للعكبري/دار إحياء التراث العربي.

➢ فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد للبخاري، تأليف فضل الله الجيلاني- طبع دار الفكر.

➢ الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر، الطبعة الثالثة 1409هـ.

➢ فقه الزكاة، ليوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة.الطبعة الثانية 1405هـ.

➢ الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني/ لأحمد بن غنيم النفراوي (ت1120هـ)، دار المعرفة، بيروت.

Dhaka University Institutional Repository

➢ فيض القدير شرح الجامع الصغير، لمحمد عبدالرؤوف المناوي (ت1031هـ)، دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانية 1391هـ.

➢ القراءات وأثرها في التفسير والأحكام/ لمحمد بن عمر بازمول/ دار الهجرة، الطبعة الأولى 1417هـ.

➢ قمع الحرص بالزهد والقناعة، ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة/ لأبي عبدالله القرطبي (ت671هـ)/ تحقيق مجدي فتحي السيد/ دار الصحابة للتراث بطنطا/ الطبعة الأولى 1409هـ.

➢ القوانين الفقهية/ لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ابن جزي) (ت741هـ)، مكتبة أسامة بن زيد، بيروت.

➢ الكافي (في فقه أهل المدينة المالكي)، لابن عبدالبر النمري (ت463هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1407هـ.

➢ كتاب الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المتوفى 386هـ، حققه وعلق عليه محمد أبو الأجفان – عثمان بطيخ – طبع مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 1403هـ.

➢ الكسب / لمحمد بن الحسن الشيباني (ت189هـ)/ وشرحه لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي (ت483هـ)/ ويليه رسالة الحلال والحرام لابن تيمية (728هـ)/ اعتنى بهما عبد الفتاح أبوغدة، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى 1417هـ.

➢ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل(تفسير الزمخشري)/لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري(ت538هـ)/ويليه"الكافي الشافي"لابن حجر/دار المعرفة/بيروت.

➢ كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة(مسند البزار)/لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي(ت807هـ)/تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي/مؤسسة الرسالة/الطبعة الأولى 1399هـ.

➢ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها/ لأبي محمد مكي بن أبي طالب (ت437هـ)/ تحقيق محي الدين رمضان/ مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة 1404هـ.

➢ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار / لتقي الدين الحصني (من علماء القرن التاسع)/ دار المعرفة للطباعة والنشر./ الطبعة الثانية.

➢ لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن)/ لعلاء الدين علي بن محمد البغدادي (ت725هـ)/ وبهامشه تفسير النسفي (مدارك التنزيل)/ دار المعرفة، بيروت.

➢ المبسوط في القراءات العشر / لأبي بكر ابن مهران (ت381هـ)/ تحقيق سبيع حمزة حاكمي/ دار القبلة للثقافة الإسلامية/ جدة/ مؤسسة علوم القرآن/ بيروت/ الطبعة الثانية 1408هـ.

Dhaka University Institutional Repository

➢ مجمع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبرسى)،لأمين الدين أبى على الفضل بن الحسين بن الفضل الطبرسى الطوسى السبزوارى الرضوى(548هـ)،دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع،بيروت-لبنان(1426هـ).

➢ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد / لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت807هـ)/ دار الكتاب العربي/ الطبعة الثالثة 1402هـ.

➢ المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا يحي بن شرف النووي (ت676هـ)، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، للرافعي، ويليه التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني، دار افكر.

➢ مجموع الفتاوى، لأحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية (ت728هـ)، جمع عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، مطبعة الرسالة، سوريا، الطبعة الأولى 1398هـ.

➢ محاسن التأويل(تفسير القاسمي) / لمحمد جمال الدين القاسمي (ت1332هـ)/ تصحيح وتعليق محمد فؤاد عبدالباقي/ دار الفكر/ الطبعة الثانية 1398هـ.

➢ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ لأبي محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي (ت546هـ)/ تحقيق عبدالسلام الشافعي / دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1413هـ.

➢ المحلى / لعلي بن حزم (456هـ)/ تحقيق أحمد شاكر/ دار الفكر.

➢ مختصر اختلاف العلماء لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت321هـ)/ اختصار أبوبكر أحمد الجصاص الرازي (ت375هـ)/ تحقيق د عبدالله نذير أحمد/ دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى 1416هـ.

➢ مختصر الطحاوي لأبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي (331هـ)، حققه وعلق عليه أبو الوفاء الأفغاني، دار إحياء العلوم، بيروت، الطبعة الأولى 1406هـ.

➢ مختصر فتاوى ابن تيمية/ لبدر الدين محمد بن علي البعلي (ت777هـ)، أشرف على تصحيحه عبدالمجيد سليم/ دار الكتب العلمية، 1405هـ.

➢ مختصر المستدرك للذهبي بهامش المستدرك = المستدرك على الصحيحين للحاكم.

➢ مدارج السالكين بين منازل "إياك نعبد وإياك نستعين"/ لابن قيم الجوزية (ت751هـ)/ تحقيق محمد حامد الفقي/ بدون معلومات نشر.

➢ المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس الأصبحي، رواية سحنون بن سعيد التنوخي، عن عبدالرحمن بن قاسم، ومعها مقدمات ابن رشد، لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام، دار الفكر.

➢ المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت405هـ) ، ومعه مختصر المستدرك للذهبي بالهامش/ نشر دار الكتاب العربي، بيروت.

Dhaka University Institutional Repository

➢ مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن محمد بن حنبل (ت241هـ)، الطبعة الميمنية، وبهامشه المنتخب من كنز العمال، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية 1398هـ.

➢ مسند أبي بكر الصديق/لأبي بكر أحمد بن علي بن سعيد الأموي المروزي (ت252هـ)/ تحقيق وتخريج شعيب الأرنؤوط/المكتب الإسلامي/ الطبعة الثالثة 1399هـ.

➢ مسند أبي داود الطيالسي/لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسي (ت204هـ)/ دار المعرفة، بيروت.

➢ معالم التنزيل (تفسير البغوي)/لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت516هـ)/ تحقيق خالد العك/ وزميله/ دار المعرفة/ الطبعة الأولى 1406هـ.

➢ معالم السنن شرح سنن أبي داؤد)/ لأبي سليمان الخطابي، الطبعة الأولى في أربعة أجزاء، ثم طبع بعناية الشيخ أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي في ثمان أجزاء وكلا الطبعتين صحيحتان.

➢ معاني القرآن وإعرابه (تفسير الزجاج) / لأبي إسحاق الزجاج (ت311هـ)/ تحقيق عبد الجليل عبده شلبي/ عالم الكتب/ الطبعة الأولى 1408هـ.

➢ المعجم الصغير / لسليمان بن أحمد الطبراني (ت360هـ) = الروض الداني.

➢ معجم القواعد العربية في النحو والتصريف وذيل بالإملاء / لعبدالغني الدقر/ دار القلم/ دمشق/ الطبعة الأولى 1406هـ.

➢ المعجم الكبير/ لسليمان بن أحمد الطبراني (ت360هـ)/ تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي/ الطبعة الثانية.

➢ معونة أولي النهى شرح المنتهى/ لمحمد بن أحمد (ابن النجار) (ت972هـ)/ تحقيق ودراسة د: عبد الملك بن دهيش.دار خضر بيروت، الطبعة الأولى 1416هـ.

➢ المغني (شرح مختصر الخرقي)، لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت620هـ)، نشر مكتبة الجمهورية العربية، مكتبة الكليات الأزهرية، بتقديم محمد رشيد رضا.

➢ معجم مقاييس اللغة (مقاييس اللغة)/لأبي الحسين أحمد بن فارس(ت395هـ)،تحقيق عبدالسلام هارون، دار الكتب العلمية، إسماعيليان نجفي، إيران.

➢ المفردات في غريب القرآن (مفردات الراغب)، لحسين بن محمد الراغب الأصفهاني (ت502هـ)، تحقيق محمد سيد الكيلاني، دار المعرفة، بيروت.

➢ المقنع (في فقه الإمام أحمد بن حنبل)، لموفق الدين ابن قدامة المقدسي (ت620هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1399هـ.

➢ مكارم الأخلاق، للشيخ الجليل رضى الدين أبى نصر الحسن بن الفضل الطبرسى.

Dhaka University Institutional Repository

➢ منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل / لجمال الدين أبي عمرو ابن الحاجب (ت646هـ)/ دار الكتب العلمية/ الطبعة الأولى 1405هـ.

➢ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(شرح صحيح مسلم للنووي) / لمحي الدين يحي بن شرف النووي (ت676هـ)/ بتصحيح محمد محمد عبداللطيف/ الطبعة الثانية 1392هـ/ دار إحياء التراث.

➢ موارد الظمآن لدروس الزمان لعبد العزيز المحمد السليمان(ت1422هـ)/ الطبعة الحادية عشرة 1402هـ.

➢ المهذب في فقه الإمام الشافعي، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي (ت476)، وبهامشه "النظم المستعذب في شرح غريب المهذب" لمحمد بن أحمد الركابي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة 1396هـ.

➢ موطأ مالك / لمالك بن أنس الأصبحي (ت179هـ)/ تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي/ دار إحياء التراث العربي 1406هـ.

➢ النشر في القراءات العشر / لمحمد بن محمد ابن الجزري (ت833هـ)/ إشراف علي محمد الضباع/ دار الفكر للطباعة والنشر.

➢ النهاية فى غريب الحديث والأثر/ للإمام مجد الدين إبن الاثير. مؤسسة التاريخ العربى و دار إحياء التراث العربى.

➢ نيل المرام من تفسير آيات الأحكام/ لمحمد صديق حسن خان(ت1307هـ)/ دار المعرفة بيروت.

➢ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(تفسير الواحدي/الوسيط) / لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت468هـ)/ تحقيق علي محمد معوض وزملائه/ دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1415هـ.